মুফতী সাঈদ আহমাদ পালনপুরী

হাদিয়া

শরহে কাফিয়া

هَادِيَة شَرح كَافِيَة

নির্দেশনায়

মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

👇

https://t.me/islaMic_fdf

হাদিয়া
শরহে
কাফিয়া

প্রাপ্তিস্থান

মাকতাবাতুল আযহার বাড্ডা, ঢাকা : ০১৯২৪-০৭৬৩৬৫	**হরফ পাবলিকেশন্স** বাংলাবাজার : ০১৯২৬-৫২০২৫৩
মাকতাবাতুল আফনান মাদানীনগর, ঢাকা : ০১৮৫১-১৬৭৭০২	**ইদরীসিয়া কুতুবখানা** মাদানীনগর, ঢাকা : ০১৭১৬-৯৮৭৯৮০
তাওফিকিয়্যাহ লাইব্রেরী হাটহাজারী : ০১৯৩৩-০৮২৬৩৬	**থানবী লাইব্রেরী** হাটহাজারী : ০১৭১২-০৫০০৮৫
আন-নূর কিতার ঘর মুক্তাগাছা, মোমেনশাহী	**বাদশাহী দারুল উলূম মাদরাসা** আড়িয়ল, টঙ্গিবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ

মুফতী সাঈদ আহমাদ পালনপুরী

হাদিয়া শরহে কাফিয়া

নির্দেশনায়

মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ

অনুবাদ

মাওলানা মুহিব্বুল্লাহ রাশেদ

মুদাররিস, আল-জামিয়াতুল আরাবিয়াতুল বাদশাহিয়া

দারুল উলূম বিক্রমপুর, আড়িয়ল, মুন্সীগঞ্জ

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুত্ তাক্ওয়া

হাদিয়া শরহে কাফিয়া

মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরী

নির্দেশনায়
মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ

অনুবাদ
মুফতী মুহিব্বুল্লাহ রাশেদ

স্বত্ব
অনুবাদকের

প্রথম প্রকাশ
রমাযান ১৪৩৭ হি.
জুন ২০১৬ ঈ.

দ্বিতীয় মুদ্রণ
রমাযান ১৪৪০ হি.
মে ২০১৯ ঈ.

কম্পিউটার কম্পোজ
দারুস সাইফ কম্পিউটার

অঙ্গসজ্জা
অনুবাদক

হাদিয়া
চারশত টাকা

নাস্তিক খেদাও আন্দোলনের বীরসেনানী, আমীরে হেফাজতে ইসলাম, আমীরুল মু'মিনীন, শাইখুল ইসলাম, শাইখুল হাদীস, শাইখুল উলামা, উস্তাযুল আসাতিযা

আল্লামা শাহ্ আহমদ শফী দা.বা. এর

দোআ ও বাণী

আবু আমর উসমান ইবনে হাজেব রহ. হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দির একজন প্রসিদ্ধ আরবী ব্যাকারণবিদ ও ফকীহ ছিলেন। নাহু শাস্ত্রে তার বুৎপত্তি ছিল অসাধারণ। তবে কিছু মাসআলায় তিনি জুমহুর উলামায়ে নুহাতের বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করেছেন। তাঁর রচিত কাফিয়া কিতাবটি ইলমে নাহুর এক বে-নজীর কিতাব। যুগ যুগ ধরে দরসে নেজামীতে এ কিতাবটির পাঠন-পঠন অব্যাহত আছে। একে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে আরো অনেক কিতাব, তৈরী হয়েছে অনেক ব্যাখ্যা গ্রন্থ আরবী-উর্দূ-ফার্সী-বাংলা ইত্যাদি ভাষায়।

দারুল উলূম দেওবন্দের বর্তমান শাইখুল হাদীস মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী সাহেবও উর্দূভাষায় **'হাদিয়া শরহে কাফিয়া'** নামে কাফিয়ার একটি শরাহ লিখেছেন। এতে তিনি চুলচেরা বিশ্লেষণ নীতি উপেক্ষা করে সহজভাবে মাসায়েলগুলোকে পরিষ্কার কারার প্রতিই বেশী জোর দিয়েছেন। আমার স্নেহাস্পদ শাগরেদ ও খলীফা মৌলভী মুহিব্বুল্লাহ বাংলা ভাষায় হাদিয়ার অনুবাদ রেব করছে জেনে আমি আনন্দিত।

দোআ করছি, আল্লাহ যেন তার এ খেদমতটুকু কবুল করেন এবং তাকে 'মুতকীন আলেমে দ্বীন' ও 'মুখলিস খাদেমে দ্বীন' হিসেবে কবুল করে নেন। আ-মী-ন।

(আল্লামা) আহমদ শফি
মহাপরিচালক
দারুল উলূম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
২৬ রমাযান ১৪৩৬ হি.

আদর্শ শিক্ষক, লেখক ও গবেষক
হযরত মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ দা. বা. এর

দোআ ও ভূমিকা

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد،

'কাফিয়া' শব্দের অর্থ যথেষ্ট। নাহব বিষয়ের জন্য কাফিয়া কিতাবটি যথেষ্ট হওয়ার কারণে একে এই নামে নামকরণ করা হয়েছে। গুরুত্ব ও উপকারিতার কারণে এটি কওমী নেসাবের 'মাবনী' কিতাবসমূহের অন্যতম। কিতাবটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এ-ও যে, এটি একটি সরল কিতাব। কিন্তু ভুল পাঠদান পদ্ধতির কারণে তা ছাত্রদের সামনে হয়ে আছে জটিলতর কিতাব। সামনে কিতাবটির অবস্থা ও প্রচলিত পাঠদান পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু কথা লিখব। কথাগুলো মুহতারাম উস্তাদ আল্লামা নূর হোসাইন কাসেমী দা. বা.-এর মুখেও শুনেছি। কিন্তু উস্তাদে মুহতারাম মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী দা. বা. লিখেছেন বলে তাঁর উদ্ধৃতিতেই লিখছি।

নাহ, লিখব না। লেখার প্রয়োজন নেই। কারণ, এই 'হাদিয়া' শরাহের শুরুতে 'কিছু কথা' শিরোনামের অধীনে এবং 'মাদরাসার দায়িত্বশীলগণের নিকট দু'টি নিবেদন' শিরোনামের অধীনে কথাগুলো আছে। আমি 'কিছু কথা' শিরোনামের অধীনের 'কাফিয়া শুধু মাসআলার কিতাব' থেকে 'অন্য কথাগুলো ধারণ করা তার পক্ষে কি করে সম্ভব?' কথাগুলো লিখতে চেয়েছিলাম। এবং দ্বিতীয় শিরোনামের ['...দু'টি আবেদন'] অধীনের 'কিন্তু যে পদ্ধতিতে আরবী মাদরাসাগুলোতে তা পড়ানো হয়, তা সঠিক নয়' থেকে 'এবং মূল মাসআলা স্মৃতি থেকে হারিয়ে যায়' পর্যন্ত তুলে ধরতে চেয়েছিলাম। অতএব যারা আমার এ ভূমিকা পাঠ করছেন, নির্দেশিত স্থান দু'টো দেখে নেয়ার জন্য আমি তাঁদেরকে অনুরোধ করছি।

যাই হোক, এই বাস্তবতার কারণে স্বভাবতই কাফিয়া কিতাবের প্রচলিত পদ্ধতির পাঠদানের ব্যাপারে আমার মন সংকীর্ণ ছিল। কিতাবটি যে সকল তালিবে ইলমের এভাবে পড়তে হচ্ছে, মনে তাদের জন্য দুঃখ হচ্ছিল। তবে কিছু করার ছিল না। তারপর আজ থেকে প্রায় ৯ বছর পূর্বে যখন মুহতারাম উস্তাদের 'হাদিয়া' নামক শরাহটির সন্ধান পেলাম, তখন প্রিয় ছাত্র মুহিব্বুল্লাহক কিতাবটি বাংলায় অনুবাদ করার কথা বললাম, যে তখন অর্থাৎ ৯ বছর পূর্বে শুধু

মুহিব্বুল্লাহ হলেও বর্তমানে মাশাআল্লাহ মাওলানা মুফতী মুহিব্বুল্লাহ এবং মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুর বাদশাহী দারুল উলূম মাদরাসার উস্তাদ।

আমি মনের গভীর থেকে পরম শ্রদ্ধেয় উস্তাদ মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী দা. বা.-এর শুকরিয়া আদায় করছি। কাফিয়া কিতাবের পাঠদান পদ্ধতির নির্মম সমালোচনার খেদমতটি তাঁর স্তরের ব্যক্তি সম্পাদন করার কারণে বিষয়টি হজমযোগ্য হয়েছে। যদিও এখনো অনেক 'উস্তাদ' কিতাবটি নির্দেশিত সঠিক পদ্ধতিতে পড়াতে ব্যর্থ হচ্ছেন। অথবা অনেক মাদরাসার নাজেমে তা'লীমাত সাহেবান বা মজলিসে তা'লীমীর 'হযরতগণ' উস্তাদগণকে স্বভাবসম্মত পদ্ধতিতে কিতাবটিকে পড়ানোর অনুমতি দিতে অক্ষম হচ্ছেন। ছাত্রদের উপর যুগ যুগ ধরে আমরা যে সকল জুলুম করছি, তার জন্য আল্লাহ আমাদের সকলকে মাফ করুন, এবং আমাদের সকল ব্যর্থতা ও অক্ষমতাকে সফলতা ও সক্ষমতায় পরিণত করুন। আমীন! পাঠ্যসূচী ও পাঠদান পদ্ধতি সবসময় পর্যালোচনামুখাপেক্ষী বিষয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক উপলব্ধি ও সাহসিকতা দান করুন। এবং করণীয় কাজ সম্পাদন করার তাওফীক দিন। আমীন!

আল্লাহর শোকর, অনেকের মতো আমারও ধারণা, উদাহরণস্বরূপ মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী দা. বা. এ শরাহ এবং বুখারী ও তিরমিযীসহ বিভিন্ন কিতাবের শরাহ আরবী ভাষার পরিবর্তে উর্দু ভাষায় লিখেছেন এ কারণেই যে, যাদের জন্য লিখেছেন, উর্দু তাদের মাতৃভাষা বা মাতৃভাষাতুল্য। উর্দু ভাষার তুলনায় আরবী ভাষা যাদের জন্য সহজতর, উদাহরণস্বরূপ شَشَم، هَفْتم، هَشْتم-এর তুলনায় السادِس، السابِع، الثامِن যাদের কাছে অধিক পরিচিত, বা আরবী ভাষার ব্যাকরণের উর্দু ভাষায় লিখিত ব্যাখ্যা যারা তাদের বাংলা ভাষায় লিখিত কিতাবের মতো বুঝেনা, আমার ধারণা, উর্দু ভাষাভাষী আকাবিরগণ উর্দু ভাষায় ইলমী কিতাব তাদের জন্য লিখেন নি। তাদের উদ্দেশ্যে লিখলে তাঁরা হয় আরবী ভাষায় লিখতেন, অথবা যদি বাংলা ভাষা জানতেন, বাংলা ভাষায়ই লিখতেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সরল পথ অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

[হে আল্লাহ! আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। তাঁদের পথ যাদের

উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন। যাদের উপর আপনার ক্রোধ পতিত হয়নি এবং যারা নয় পথভ্রষ্ট।]

বলতে চাচ্ছি, স্নেহের মাওলানা মুহিব্বুল্লাহ 'হাদিয়া' কিতাবটিকে যে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছে, তা আকাবিরগণের মানসিকতা ও সরল পথের অনুসরণেই হয়েছে। অনুবাদের প্রথম খসড়াটি সে ১৪২৮ হিজরি/২০০৭ ঈসায়িতেই তৈরি করেছে। তারপর দীর্ঘ ৭টি বছর পাণ্ডুলিপিটি আমার আলমারিতে সংরক্ষিত ছিল। ১৪৩৫ - ৩৬ হিজরি শিক্ষাবর্ষে যখন সে বিক্রমপুর বাদশাহী দারুল উলূম মাদরাসার উস্তাদ, মাদরাসার তা'লীমাতের পক্ষ থেকে তাঁকে কাফিয়া কিতাবটি পড়ানোর দায়িত্ব দেয়া হয়। তখন তাঁর হাতে পাণ্ডুলিপিটি হস্তান্তর করি এবং প্রতিদিন যতটুকু পড়াবে, ততটুকু সেদিন পরিমার্জন করার পরামর্শ দিই। এভাবে এক পর্যায়ে কাজটি বর্তমান রূপ লাভ করেছে। আল্লাহ তা'আলা স্নেহের মাওলানা মুহিব্বুল্লাহর শ্রম সার্থক করুন। তাকে উত্তরোত্তর উন্নতি দান করুন। কাজটিকে তালিবানে ইলমের জন্য উপকারী বানান। এবং ভবিষ্যতে তা আরো সুন্দরভাবে প্রকাশ করার তাওফীক দিন! আমীন!!

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصَحْبه ومُتَّبِعيهم بإحسان إلى يوم الجزاء، آمين!

বিনীত

সফিউল্লাহ ফুআদ

[পূর্ব] ভূঁইয়াপাড়া, গল্লাই

চান্দিনা, কুমিল্লা

২৭. ৮. ১৪৩৭ হি.

৪. ৬. ২০১৬ ঈ.

শনিবার

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

অনুবাদকের কথা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسَلين، وعلى آله وصَحْبه وتابعيهم أجمعين، وبعدُ،

আজ থেকে ৯ বছর আগের কথা। বিশ্ববরেণ্য ইসলামী বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দের বর্তমান শায়খুল হাদীস ও বিশ্বনন্দিত আলেমে দ্বীন মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী দা. বা. বাংলাদেশে তাশরীফ এনেছেন। মাদানীনগর এলাকার এক বাসায় তাঁর অবস্থান। তিনি ফার্সী ভাষায় লিখিত হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী রহ.-এর الفوز الكبير في أصول التفسير কিতাবের তিন জন আরবী অনুবাদকের অন্যতম। হযরতুল উস্তাদ মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ সাহেব হুজুর তাঁর উক্ত আরবী অনুবাদে কিছু কাজ করেছেন। اعتذارُ المُعْتَنِي به শিরোনামে একটি ভূমিকা লিখে ফুআদ সহেব হুজুর নিজের কাজের বিবরণ দিয়েছেন। হুজুরের কাজটি পালনপুরী হযরত দেওবন্দেই দেখেছেন এবং খুবই পছন্দ করেছেন।

তাই তিনি ঢাকায় নেমে বিমানবন্দর থেকে মাদানীনগরে মাওলানা আবু বকর সাহেবের বাসায় রাত প্রায় ১টা বাজে পৌঁছেই জিজ্ঞাসা করেন– 'তোমাদের এখানে সফিউল্লাহ ফুআদ নামে কেউ আছে?' তখন মাদানীনগর মাদরাসার সম্মানিত মুহতামিম মাওলানা ফয়জুল্লাহ সাহেব দা.বা., মাওলানা আব্দুল আউয়াল সাহেব রহ. ও মাওলানা মাহবুবুর রহমান সাহেব [বি. বাড়ীয়াসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন। ফজরের নামাযের পর মাহবুবুর রহমান সাহেব হুজুর ফুআদ সাহেব হুজুরকে এ সুসংবাদ দান করেন। ফুআদ সাহেব হুজুর এমনিতেই পালনপুরী হযরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার চিন্তা করছিলেন। এরই মধ্যে মাহবুব সাহেব থেকে এ সংবাদ শুনে পরম আগ্রহের সাথে মাওলানা আবু বকর সাহেবের বাসায় গিয়ে হযরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সন্দ্বীপী হযরতের বড় জামাতা মুফতী ওমর ফারুক সাহেব যখন পালনপুরী হযরতের নিকট এই বলে হুজুরকে পরিচয় দিচ্ছেলেন যে, 'ইনি আমাদের এখানকার উস্তাদ। নাম মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ', তখন হযরত বলে উঠলেন, আচ্ছা, তুমি সফিউল্লাহ ফুআদ? তারপর الفوز الكبير-এর কিতাবের হযরতের আরবী অনুবাদে হুজুরের

কাজটি সম্পর্কে প্রশংসামূলক কথা বলেন। উল্লেখ্য, 'ইসলামিয়া কুতুবখানা ঢাকা' থেকে প্রকাশিত الفوز الكبير কিতাবের সংস্করণটিই হুজুরের তৈরি সংস্করণ।

প্রসঙ্গ আসল, আমারও ভালো লাগল, পাঠকও আশা করি গর্ববোধ করবেন, তাই এতো কথা বললাম। মূলত বলতে চাচ্ছি, হযরত ঐ মজলিসে هادیه شرح كافيه কিতাবটির একটি কপি মাদানীনগর মাদরাসার কুতুবখানার জন্য হাদিয়া দিয়েছেন। আর ফুআদ সাহেব হুজুর নেড়েচেড়ে দেখার জন্য তা নিজের কামরায় নিয়ে এসেছেন। এরপর বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে এক ছাত্রের মাধ্যমে আমাকে ডেকে পাঠালেন। গিয়ে দেখি হুজুর রুমে নে টেবিলের উপর চকচকে মলাটের একটি কিতাব। নাম هادیه شرح كافيه কিতাবটি নেড়েচেড়ে দেখতে দেখতে যাদুমন্ত্রের মত মুগ্ধ হলাম। একটু পর হুজুর রুমে আসলেন। আমি বললাম, হুজুর! এটার অনুবাদ হওয়া দরকার।

কাফিয়া কিতাব পাঠদানের প্রচলিত পদ্ধতির প্রতি হুজুরে বিষয়টা আমি সম্যক অবগত ছিলাম। তাই হাদিয়ার প্রতি হুজুরের আগ্রহ থাকাটাই স্বাভাবিক। তবে হুজুর তখন কিছু না বলে যোহর নামাযের পর দেখা করতে বললেন। নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হলাম। চিরাচরিত অভ্যাস অনুসারে মুচকি হেসে বললেন, হ্যাঁ, হাদিয়ার বাংলা অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন। আর তুমি যেহেতু গত বছর কাফিয়া পড়েছ এবং এ বছর শরহুল জামী পড়ছ, তাই অনুবাদটা তুমিই করো। এতে তোমার দু'টি লাভ হবে– ১. কাফিয়া কিতাবটি আরো ভালোভাবে হল হবে এবং ২. উর্দু থেকে বাংলায় অনুবাদ করারও কিছুটা প্রশিক্ষণ হবে। আমি যার পর নাই খুশী হলাম।

হুজুরের সাথে পরামর্শ করে আসর থেকে মাগরিব এবং এশার পর থেকে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত অনুবাদের জন্য সময় বরাদ্দ করলাম। হুজুরের রুমে হুজুরের পাশে বসেই অনুবাদের কাজ চলতে থাকে এবং মাত্র দুই মাসে প্রাথমিক পর্ব সমাপ্ত হয়। আলহামদুলিল্লাহ। আর হুজুর আমার পাণ্ডুলিপির শেষ পৃষ্ঠায় প্রাথমিক অনুবাদ সমাপ্ত হওয়ার তারিখটা নিজ হাতে লিখে দিলেন– '২৩ - ৪ - ১৪২৮ হিজরী, ১১ - ৫ - ২০০৭ ঈসায়ী, রোজ জুমাবার, সন্ধ্যা ৬ টা ২৫ মিনিট।' এবং পাণ্ডুলিপিটা নিজের ড্রয়ারে হেফাজত করলেন। তারপর দিন যায়, সপ্তাহ যায়, মাস যায়, বছর যায়, ৭ বছর যায়, পাণ্ডুলিপি আপনাবস্থায়। হুজুরের বিভিন্ন ব্যস্ততা। সম্পাদনা করার সুযোগ হচ্ছে না। ওদিকে আমিও এক জামাতের পর এক জামাত অতিক্রম করে আল্লাহর তাওফীকে দাওরা, আদব ও ইফতা শেষ করে হুজুরের মাধ্যমেই মুন্সিগঞ্জ জেলার দারুল উলুম বাদশাহী মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করি।

গত বছর ১৪৩৫ - ৩৬ হিজরী শিক্ষাবর্ষে মাদরাসার তা'লীমাতের পক্ষ থেকে আমাকে কাফিয়া পড়ানোর দায়িত্ব দেয়া হয়। সাক্ষাত করে হুজুরকে বিষয়টি অবগত করলাম। হুজুর ৭ বছর পর আলমারী থেকে অনুবাদের পাণ্ডুলিপিটি বের করে আমাকে বললেন- প্রতিদিন যতটুকু সবক পড়াবে, অনুবাদের ততটুকু অংশ ঐ দিন পরিমার্জন করবে। আমি এই ভেবে অগ্রসর হলাম যে, হুজুরের সম্পাদনার পরই তো প্রকাশ হবে। অতএব আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব হয়, আল্লাহর উপর ভরসা করে ততটুকু আমি করতে থাকি। প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে পাণ্ডুলিপিটি পরিমার্জ. করতাম, আর আমার প্রিয় ছাত্র আবদুল হাফিজ হাগেরহাটী তা পরিষ্কার করে খাতায় উঠাতো। এভাবে চলল বেশ কিছুদিন। তারপর আব্বাজানের অনুগ্রহে একটা ল্যাপটবের ব্যবস্থা হলে পরবর্তী কাজ সরাসরি ল্যাপটবেই সম্পন্ন করি। অনুবাদের কম্পোজ ও আমার মোটামুটি পরিমার্জন সমাপ্ত হওয়ার পর হুজুরের কাছে উপস্থিত হলাম, সম্পাদনার আশায়। হুজুর বললেন, সম্পাদনা তুমিই করবে। তারপর অনুবাদের কিছু অংশ প্যানড্রাইভ দিয়ে হুজুরের ল্যাবটবে নিয়ে আমাকে পাশে বসিয়ে কয়েক লাইন সম্পাদনা করে বললেন, এভাবে সম্পাদনা করবে। আলহামদুলিল্লাহ, হুজুরের নির্দেশনা অনুসারে ও হুজুরের দোয়ার বরকতে কাজটি চূড়ান্ত স্তরে পৌছাতে চেষ্টা করেছি।

অনুবাদে যা লক্ষ্য রাখা হয়েছে

- ব্যাখ্যাকার মূল মতনকে একেকটি দরসের আকারে বিন্যস্ত করে কিতাবকে একজন শিক্ষকের রূপ দিয়েছেন, অনুবাদের ক্ষেত্রেও মূল কিতাবের বিন্যাস অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে।
- শাব্দিক অনুবাদের প্রতিই জোড় দেয়া হয়েছে। তবে কোথাও কোথাও বাংলাভাষার গতি ও প্রকৃতির প্রতি লক্ষ রেখে একটু-আধটু রদ বদলও করা হয়েছে। তবে কিতাবের মূলগতি অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।
- আরবী ইবারতের অনুবাদের ক্ষেত্রে উর্দূ নুসখায় উদাহরণ উল্লেখ করা হয়নি,তালিবে ইলমদেও সুবিধার্থে বাংলা অনুবাদে যথাসম্ভব উদহরণগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।
- এই শরাহ'র বিভিন্ন স্থানে যে সকল কুরআনের আয়াত এসেছে বাংলা অনুবাদে সেগুলোর সূরার নাম ও আয়াতের নম্বর টিকায় নির্দেশ করা হয়েছে।
- আরবী ইবারতের বিরাম চিহ্ন ও অনুচ্ছেদ বিভক্তির ক্ষেত্রে সাধারণত হাদিয়ার মূল নুসখারই অনুসরণ করা হয়েছে।

- মতনের ক্ষেত্রে هاديه এর মতনকেই মূল রাখা হয়েছে, যেমন : المذكروالمؤنث এর আলোচনায় মুআন্নাসের আলামত বর্ণনার পূর্বে অন্যান্য নুসখায় আছে- وعلامةُ التأنيثِ আর হাদিয়াতে আছে- وعلامتُه এমন ক্ষেত্রে হাদিয়ার মতনকেই গ্রহণ করা হয়েছে।
- তবে যে সকল স্থানে কম্পোজের ভুল ছিল যেমন : হরফের আলোচনায় عَنْ অর্থ হবে " لِلمجاوزة " কিন্তু হাদিয়ায় লেখা আছে "للمجازاة", বা কোথাও কোনো ইবারত ছুটে গিয়ে ছিল, যেমন : ফেয়েলে মুযারের আলামত বর্ণনার ক্ষেত্রে মূল ইবারত হল "والتاءُ : لِلمخاطَب مطلقًا" তবে হাদিয়া থেকে مطلقًا শব্দটি ছুটে গিয়েছে। এ ধরনের ত্রুটিগুলো সংশোধন করে দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা উস্তাযুল আসাতিযা মুফতী সাঈদ আহমাদ পালনপুরী দা. বা. কে যথাযোগ্য জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমার ফুআদ হুজুরকেও দান করুন 'খায়রের জাযা' ও উপযুক্ত প্রতিদান, যিনি এই অনুবাদের মূল স্বপ্নদ্রষ্টা। নিজ অনুগ্রহে এ দীন অনুবাদক মুহিব্বুল্লাহ রাশেদ কেও কবুল করুন। প্রকাশনার শেষ পর্যন্ত যাদের পক্ষ থেকে কোনো না কোনো স্তরের সহযোগিতা পেয়েছি, বিশেষ করে বিক্রমপুর বাদশাহী দারুল উলূম মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা আবদুল হান্নান সাহেবের হিম্মতদান ও উৎসাহ প্রদান কাজকে অনেক গতিশীল করেছে, স্নেহের মাওলানা ইলয়াস ফাহাদ-এরও উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা ছিল। তাঁরা এবং যারা ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে শুধরে দিবেন ও সুপরামর্শ দিবেন, তাঁদের সকলের জন্যও কবুলিয়তের দোআ করছি। সর্বোপরি আল্লাহ কাজটি কবুল করুন এবং তালিবে ইলমদের জন্য উপকারী বানান। আমীন!

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصَحْبه وتابِعيهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين!

বিনীত

মুহিব্বুল্লাহ রাশেদ
লক্ষীখোলা, মুক্তাগাছা
মোমেনশাহী

২৮ শাবান ১৪৩৭ হি.
০৫ জুন ২০১৬ ঈ.
রবিবার

সূ চি প ত্র

শাইখুল ইসলামের দোআ ও বাণী.....৫
ফুআদ সাহেবের ভূমিকা.....৬
অনুবাদকের কথা.....৯
কিছু কথা.....১৯
মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষের প্রতি দু'টি নিবেদন.....২৩
আল্লামা ইবনে হাজিব রহ.....২৫
এই কিতাবে যেসকল নাহ্‌বীদের আলোচনা হয়েছে.....২৬

প্রারম্ভিকা

كلمة এর আলোচনা.....৩২
كلام এর আলোচনা.....৩৩

اسم এর আলোচনা

اسم এর সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট.....৩৫
معرب এর সংজ্ঞা ও হুকুম.....৩৫
عامل এর সংজ্ঞা.....৩৬
اسم متمكن এর ই'রাবের নয় প্রকার.....৩৬
প্রশ্নমালা.....৪২

غير منصرف এর আলোচনা

غير منصرف এর প্রথম সবব عدل.....৪৬
غير منصرف এর দ্বিতীয় সবব : وصف.....৪৮
غير منصرف এর তৃতীয় সবব : تانث.....৫০
غير منصرف এর চতুর্থ সবব : معرفه.....৫২
غير منصرف এর পঞ্চম সবব : عجمه.....৫২

غير منصرف এর ষষ্ঠ সবব : جمع ৫৩
غير منصرف এর সপ্তম সবব : تركيب ৫৫
غير منصرف এর অষ্টম সবব : الف نون زائدتان ৫৫
غير منصرف এর নবম সবব : وزن فعل ৫৬
غير منصرف সংক্রান্ত দু'টি কায়েদা ৫৭
প্রশ্নমালা ৬১

مرفوعات এর আলোচনা

১ম مرفوع : فاعل ৬৪
تنازع فعلين এর বর্ণনা ৬৯
২য় مرفوع : নায়েবে ফায়েলের বর্ণনা ৭২
৩-৪. خبر ও مبتدأ এর বর্ণনা ৭৪
৫. حروف مشبَّه بالفعل এর খবর ৮৩
৬. لائے نفي جنس এর খবর ৮৫
৭. ليس এর সাথে সামঞ্জস্যশীল ما ও لا এর ইসম ৮৬
প্রশ্নমালা ৮৭

منصوبات এর আলোচনা

প্রথম منصوب : مفعول مطلق এর বর্ণনা ৮৯
দ্বিতীয় منصوب : مفعول به এর বর্ণনা ৯৬
منادى এর আলোচনা ৯৭
مُسْتَغَاث منادى এর ই'রাব ৯৮
توابع منادى এর ই'রাব ৯৯
مُرخَّم منادى এর বর্ণনা ১০৫
مندُوْب এর হুকুম ১০৮

ما أُضْمِرَ عامله على شريطة التفسير এর বর্ণনা..... ১১২
تَحْذير এর বর্ণনা..... ১২১
৩. مفعول فيه এর বর্ণনা..... ১২৩
৪. مفعول له এর বর্ণনা..... ১২৫
৫. مفعول معه এর বর্ণনা..... ১২৭
প্রশ্নমালা..... ১২৯
৬. حال এর বর্ণনা..... ১৩২
৭. تمييز এর বর্ণনা..... ১৪০
৮. مستثنى এর বর্ণনা..... ১৪৭
৯. افعال ناقصه এর খবর..... ১৫৬
১০. حروف مشبه بالفعل এর ইসম..... ১৫৮
১১. اسم এর لائے نفي جنس..... ১৫৮
১২. لَيْسَ এর সদৃশ ما ও لا এর খবর..... ১৬৫
প্রশ্নমালা..... ১৬৬

مجرورات এর আলোচনা

مضاف اليه এর বর্ণনা..... ১৬৯

توابع এর আলোচনা

نعت (সিফাত) এর বর্ণনা..... ১৮৩
عطف এর বর্ণনা..... ১৮৮
تاكيد এর বর্ণনা..... ১৯১
بدل এর বর্ণনা..... ১৯৫
عطف بيان এর বর্ণনা..... ১৯৮
প্রশ্নমালা..... ১৯৯

مبنيات এর আলোচনা

ضمير সমূহের বর্ণনা ২০৩

اسم إشاره এর বর্ণনা..... ২১৬

أسماء موصوله এর বর্ণনা..... ২১৮

أسماء أفعال এর বর্ণনা ২২৭

اسم أصوات এর বর্ণনা ২২৯

مركّبات এর বর্ণনা ২২৯

أسماء كناية এর বর্ণনা ২৩১

أسماء ظروف এর বর্ণনা ২৩৪

প্রশ্নমালা..... ২৪০

نكره ও معرفه এর বর্ণনা ২৪৪

أسماء عدد এর বর্ণনা ২৪৬

مؤنث ও مذكر এর বর্ণনা ২৫৩

تثنيه এর বর্ণনা ২৫৬

جمع এর বর্ণনা..... ২৫৮

مصدر এর বর্ণনা ২৬৫

اسم فاعل এর বর্ণনা..... ২৬৮

اسم مفعول এর বর্ণনা..... ২৭২

صفت مشبه এর বর্ণনা ২৭৩

اسم تفضيل এর বর্ণনা ২৭৯

مسالة الكُحْل এর বর্ণনা ২৮৪

প্রশ্নমালা..... ২৮৮

فعل এর আলোচনা

فعل ماضي এর বর্ণনা.....২৯৩

فعل مضارع এর বর্ণনা.....২৯৪

فعل مضارع এর ই'রাব.....২৯৬

نوَاصِب مضارع এর বর্ণনা.....২৯৮

أنِ مقدره এর কারণে مضارع মানসূব হওয়া.....৩০২

جوازم مضارع এর বর্ণনা.....৩০৭

فعل امر এর বর্ণনা.....৩১২

فعل مجهول এর বর্ণনা.....৩১৪

فعل متعدي এবং غير متعدى এর বর্ণনা.....৩১৬

أفعال قلوب এর বর্ণনা.....৩১৯

أفعال ناقصه এর বর্ণনা.....৩২২

أفعال مقاربه এর বর্ণনা.....৩২৯

فعل تعجب এর বর্ণনা.....৩৩৩

أفعال مدح وذم এর বর্ণনা.....৩৩৫

প্রশ্নমালা.....৩৩৯

حرف এর আলোচনা

حروف جر এর বর্ণনা.....৩৪৩

حروف مشبه بالفعل এর বর্ণনা.....৩৫৪

حروف عاطفه এর বর্ণনা.....৩৬৫

حروف تنبيه এর বর্ণনা.....৩৬৯

حروف نداء এর বর্ণনা.....৩৬৯

حروف إيجاب এর বর্ণনা.....৩৭০

حروف زيادة এর বর্ণনা.....৩৭১
حروف تفسير এর বর্ণনা.....৩৭৪
حروف مصدريه এর বর্ণনা.....৩৭৫
حروف تحضيض এর বর্ণনা.....৩৭৫
حرف توقُّع এর বর্ণনা.....৩৭৬
حروف استفهام এর বর্ণনা.....৩৭৭
حروف شرط এর বর্ণনা.....৩৭৯
حروف ردع এর বর্ণনা.....৩৮৫
تاء تانيث ساكنه এর বর্ণনা.....৩৮৬
تنوين এর বর্ণনা.....৩৮৬
نون تاكيد এর বর্ণনা.....২৮৯
প্রশ্নমালা.....৩৯৬

কিছু কথা

কাফিয়া হল আরবী ব্যকারণ শাস্ত্র তথা ইলমে নাহুর একটি প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য মতন [মূলপাঠ গ্রন্থ]। এই কিতাবের ইবারত সহজ ও বোধগম্য। এতে ইলমে নাহুর প্রয়োজনীয় সকল নিয়ম-কানুন লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এমনকি প্রবাদ রয়েছে – كافيه كافي ست باقي ..... ست অর্থাৎ এতে এ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয় সকল মাসাইল বর্ণিত হয়েছে, এর চেয়ে বেশী কিছুর তেমন একটা প্রয়োজন পড়ে না।

তবে 'পাঠদান-পদ্ধতি' এই সহজ কিতাবটিকে জটিল বানিয়ে ফেলেছে। কাফিয়া শুধু মাসআলার কিতাব, যেমন কুদূরী শুধু মাসআলার কিতাব আর দলিল প্রমাণের জন্য হল হেদায়া। তেমনিভাবে নাহুর ক্ষেত্রেও দলিল-প্রমাণের জন্য রয়েছে শরহে জামী। কিন্তু শিক্ষকগণ কাফিয়া পাঠদান কালে শুধু মাসায়েল বুঝানোর উপর ক্ষান্ত হন না, বরং দলিল-প্রমাণ, তত্ত্ব-রহস্য, ও চুলচেরা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াদি বর্ণনা করতে থাকেন। বলাবাহুল্য, যে শিক্ষার্থী মূল মাসআলাই অনুধাবন করল না সে অতিরিক্ত অন্যান্য বিষয়ের বোঝা কিভাবে বহণ করবে ? উপরন্তু কিতাবটি এমনভাবে ছাপা হয়েছে যে, তাতে কোনো বিরামচিহ্ন নেই এবং অনুচ্ছেদ, পরিচ্ছেদে বিভক্তও নয়। যেন একটি বিস্তৃত সমতল ময়দান। আলোচনা কোথা থেকে শুরু, কোথায় শেষ, তার কোনো হদিস নেই।

কাফিয়ার উৎসগ্রন্থ হল যমখশারীর মুফাসসাল। এটাকেই ইবনে হাজিব রহ. সুবিন্যস্ত করেছেন। মুফাসসালের বিশেষ কোন বিন্যাস নেই। ইলমে সরফের মাসায়েলও তার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর উদাহরণে এমন জটিল কবিতা পেশ করা হয়েছে, যেগুলো বুঝা অনেক কঠিন কাজ। আরবের শিক্ষার্থীরা তো এ কিতাব থেকে উপকৃত হতে পারে, তবে অনারব শিক্ষার্থীদের সাধ্যের ভিতরে কিতাবটি নয়। আল্লাহ তা'আলা ইবনে হাজিব রহ.কে উত্তম বিনিময় দান করুন। কারণ তিনি 'মুফাসসাল' কিতাবটি সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করেছেন, প্রয়োজনীয় উদাহরণ বহাল রেখে অন্যান্যগুলো বাদ দিয়েছেন। সরফের অংশও আলোচনা করেন নি, এছাড়া আরোও যেসব মাসায়েলের প্রয়োজন ছিল সেগুলো

বৃদ্ধি করে সহজ ও সমৃদ্ধ একটি মতন আবিষ্কার করেছেন।

এ বছর আমার দুই পুত্র আমার নিকট কাফিয়া পড়েছে। একজন মৌলভী আহমদ সাঈদ পালনপুরী। সে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ফারেগ হয়ে জামিয়াতুশ শায়খে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছে। অপরজন আব্দুল্লাহ সাঈদ পালনপুরী। সে আরবী তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। প্রথম জনের জন্য তো কাফিয়া মুশকিল নয়, তবে দ্বিতীয় জনের জন্য জটিল ছিল। আমি তার সুবিধার্থে প্রথমে কিতাবটি বিভিন্ন অধ্যায় বিভক্ত করে নম্বরযুক্ত করেছি। শিরোনাম তৈরী করেছি। অনুচ্ছেদে ভিত্তিক সাজিয়ে মাসায়েল ও কাওয়ায়েদকে পৃথক পৃথক করেছি।

আমি কিতাবে একটি অক্ষরও হ্রাস-বৃদ্ধি করি নি। যা কিছু বৃদ্ধি করেছি তা এরূপ [ ] দু'টি বন্ধনীর মাঝে রয়েছে। ফলে কিতাব খুবই সহজ হয়ে গেছে। অতঃপর আমি উর্দূ ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলোর প্রতি মনোযোগী হলে এমন অনেক বিষয় পরিলক্ষিত হল যা কাফিয়াতে নিঃপ্রয়োজন। তাই ব্যাখ্যা লিখে দেয়াটাও সমুচীন মনে করেছি। যাতে শুধু মাসাইল উল্লেখ করবো, মূল কিতাব বুঝাবো এবং অপ্রয়োজনীয় দলীলগুলো উপেক্ষা করে চলবো।

এখন শরাহটি আপনাদের হাতে। আমার কাফিয়া পাঠদান পদ্ধতি হল– প্রথমে একজন তালিবে ইলম মাসাআলা পড়ে ইবারত শুদ্ধ করে নেয়। অতঃপর সকল ছাত্র মিলে সেই ইবারত তিন বার পাঠ করে, অতঃপর আমি মাসাআলার ব্যাখ্যা করি আর যখন মাসাআলা সকলের হৃদয়ঙ্গম হয়ে যায় তখন অনুবাদ করি। তারপর সকল তালিবে ইলম এই ইবারত তিন বার স্পষ্ট উঁচু স্বরে পাঠ করে। এতে ইবারত চালু হয়ে যায়। আর যারা মুখস্থ করতে চায় তাদের জন্যও সহজ হয়ে যায়।

অতীতকালে তালিবে ইলমগণ কাফিয়া মুখস্থ করত। মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুরের শিক্ষক, আমার উস্তাদ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সিদ্দীক সাহেব জমুবী রহ. নাহু ও মানতিক ইমাম ছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ কাফিয়া মুখস্থ করে ছিলেন। তিনি বলতেন- আমি প্রতিদিন ঘুমানোর পূর্বে পূর্ণ কাফিয়া পড়ে শুইতাম। এটি একটি সংক্ষিপ্ত মতন, এক ঘন্টা সময়ের মধ্যেই পড়ে শেষ করা সম্ভব।

মোটকথা, কিতাব বুঝা এবং তার বিষয়বস্তু মুখস্থ করা উভয়টি জরুরী। না-বুঝে তোতা পাখীর ন্যায় বারংবার আবৃত্তি করার দ্বারা কি লাভ ? আর বুঝার পর

মুখস্থ না করা পানির উপর চিত্রাঙ্কন করার নামান্তর। তাই কিতাব মুখস্থ করার জন্য আমি প্রতিটি আলোচনার শেষে "প্রশ্নমালা" 'র ব্যবস্থা করেছি। এতে কাফিয়ার সকল মাসায়েল সন্নিবেশিত হয়েছে। শিক্ষকগণ এই অনুশীলনমূলক প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে বারবার কিতাব মুখস্থ করাবেন। সংজ্ঞা ও জরুরী কায়দাগুলোর আরবী ইবারত উদাহরণসহ মুখস্থ করাবেন। কিতাবে যে সকল উদাহরণ ছিল না শরাহতে সেগুলো বৃদ্ধি করা হয়েছে। কোনো মাসআলা উদাহরণ ব্যতীত রাখা হয় নি। ফলে কিতাব খুবই সহজ হয়ে গেছে। তালিবে ইলমগণ যদি ভালোভাবে কাফিয়া বুঝে এবং মুখস্ত করে তাহলে আমি আশাবাদী যে, তাদের সীমাহীন উপকার হবে এবং কাফিয়া পড়ার উদ্দেশ্য অর্জিত হবে। আল্লাহ তাআলা তালিবে ইলেমদের সহায় হোন এবং তাদের গন্তব্যেস্থলে পৌঁছার রাস্তা সহজ করে দিন। আমীন

তবে তিনটি বিষয় পথপদর্শকের ভুমিকা পালন করবে, ইহা ব্যতীত গন্তব্যে পৌছা জটিল।

প্রথম বিষয় : ছাত্রের যোগ্যতা অবশ্যই কিতাব ও শ্রেণীর সমপর্যায়ে হতে হবে। যোগ্যতা যদি নিম্নস্তরের হয় তাহলে তাদের মাঝে বীজ বপন করলে তা নষ্ট হয়ে যাবে। বেচারা মেহনত করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যাবে কিন্তু কিছুই অর্জন হবে না। বর্তমানে মাদ্‌রাসার কতৃপক্ষ ছাত্রদের উপর জুলুম করেন- তারা যে শ্রেণীতে ভর্তি হতে চায় তাতেই ভর্তি করে নেন এবং এটাকে সদাচার মনে করেন। অথচ এভাবে ছাত্রদের জীবন নাশ করা হচ্ছে। তালিবে ইলেমদেরও উচিত আত্মপরিচয় লাভ করা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা। তড়াহুড়া করে অগ্রসর হওয়া ঠিক নয়। বরং নিজ যোগ্যতা অনুযায়ীই সামনে চলা যথার্থ। তাহলেই সফলতার অর্জিত হবে অন্যথায় সময় অপচয় ছাড়া কিছুই অর্জিত হবে না।

দ্বিতীয় বিষয় : কিতাবটি শিক্ষকের পূর্ণ আয়ত্ত থাকতে হবে। যদি স্বয়ং উস্তাদেরই কিতাব আয়ত্ত না থাকে, তাহলে তার ছাত্র কখনো সফল হতে পারবে না। শাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্ব ভিন্ন জিনিস। ইহা সকলের আয়ত্বাধীন নয়। নাহবের ইমাম তো কয়েক শতাব্দীতে একজন তৈরী হয়। তবে দরসের আওতাধীন কিতাবের উপর পূর্ণ দক্ষতা থাকা প্রত্যেক উস্তাদের জন্য আবশ্যকীয় বিষয়। ইহা ছাড়া কোনো উস্তাদ সফল দরস প্রদান করতে পারবেন না। উস্তাদের যদি কিতাব

আয়ত্ত থাকে তাহলে তিনি যখন ইচ্ছা যে কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে পারবেন। আর একজন উস্তাদ যেহেতু প্রতি বছর বা অনেক বছর পর্যন্ত একটি কিতাব পড়ান, তাই তাঁর জন্য এটা কোনো কঠিন বিষয় নয়। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষকগণ সহজ পন্থায় অগ্রসর হন। (দরসের পূর্বে) মুতালাআহ করেন অত:পর (ছাত্রদের) পড়ান। তারপর নিজেই ভুলে যান। এই পদ্ধতিতে তারা ছাত্রদেরকে যোগ্য করে গড়তে পারেন না। তাই এই বিষয়টির প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়া দরকার।

তৃতীয় বিষয় : তালিবে ইলমদের চেষ্টা-সাধনা করতে হবে। সাধনা ছাড়া কোনো সফলতা অর্জন হয় না। যদি শিক্ষকদের সাধ্যের বিষয় হতো তাহলে তাঁরা প্রত্যেক ছাত্রকে যোগ্য বানিয়ে দিতেন। কাউকে অযোগ্য থাকতে দিতেন না। কিন্তু ইহা তালিবে ইলমদের সাধনা ও পরিশ্রমের উপর নির্ভরশীল। আর পরিশ্রম হল তিন কাজের সমষ্টি যথা :১. বিগত সবক মুখস্ত করা। ২. সামনের সবক মুতালাআহ করে দরসে বসা। ৩. দরসের সময় সবক বুঝা ও কিতাব রপ্ত করার পূর্ণ চেষ্টা করা।

যদি কোনো তালিবে ইলম এই তিনটি বিষয়ের গ্যারান্টি দিতে পারে তাহলে আমি তার ইলমের জিম্মাদারী নিতে পারি যে, অবশ্যই সে আলেম হবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ইলমের পূর্ণ অংশ দান করবেন।

এ বিষয়ে আরেকটি কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, এখন কাফিয়া এত সহজ হয়ে গেছে যে, উপরের স্তরের তালিবে ইলমগণ নিজে নিজেই তা রপ্ত ও যবৃত করতে পারে। তারা যেন ধারণা ভিত্তিক অগ্রসর না হয়। বরং মুতালাআর একটি পরিমাণ নির্ধারণ করবে, অত:পর 'শরাহ' এর সাহায্যে তা 'হল' করবে, তারপর তা মুখস্থ করে নিবে। আর মূলপাঠ মুখস্থ করে নিলে তো সোনায় সোহাগা। তারা এক বছরেই পূর্ণ কাফিয়া আয়ত্ত করতে পারবে।

আল্লাহ তা'আলা নবীনদেরকে সৎ সাহস দান করুন, দ্বীন শিক্ষার উদ্দেশ্যে কুরবান হওয়ার হিম্মত দান করুন এবং তাদেরকে সফলতা দান করুন। আ-মী-ন।

সাঈদ আহমদ পালনপুরী আফাল্লাহু আনহু
খাদেম, দারুল উলূম দেওবন্দ
৭ রজব ১৪২৭ হিজরী

মাদরাসা পরিচালকদের নিকট দু'টি অনুরোধ

প্রথম অনুরোধ : الكافية في النحو অর্থাৎ ঐ কিতাব যা নাহু শাস্ত্রে পূর্ণাঙ্গ। এটি তার নামের লাজ রক্ষাকারী একটি মতন। যদি তালিবে ইলমগণ এই কিতাব আয়ত্ত করে নেয় তাহলে সে সফলকাম। আরবী ভাষার জন্য এর চেয়ে বেশী কিছুর প্রয়োজন নেই। উপরন্তু কাফিয়ারও কিছু মাসায়েল প্রয়োজনের অতিরিক্ত। তবে এ কিতাবের পাঠদান পদ্ধতি যথার্থ নয়। কাফিয়া পড়ানোর প্রচলিত পদ্ধতি খোরাসান ও আফগানিস্তানের উলামায় কেরাম থেকে চালু হয়েছে। তারা 'তাহরীরে সম্বট'-এর ন্যায় কিতাবাদি রচনা করেন। আর এগুলোর আলোকে কাফিয়া পড়ানোর পদ্ধতি চালু হয়ে যায়। প্রশ্নোত্তর, প্রকৃততত্ত্ব, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তথ্য ও রহস্য উদঘাটনের ধারা শুরু হয়। আর মূল মাসায়েল জেহেন থেকে লুকিয়ে যায়। কাফিয়ার পাঠদান পদ্ধতি পরিবর্তন করা জরুরী। কাফিয়াতে শুধু মাসায়েল বুঝানো ও সেগুলো ভালভাবে আয়ত্ত করানো হবে। সংশ্লিষ্ট ইবারতসমূহও মুখস্থ করানো হবে। তাহলেই কাংখিত যোগ্যতা তৈরী হবে।

শিক্ষকগণ অনুশীলনের জন্য উদাহরণ বৃদ্ধি করবেন। এই শরাহ-এর প্রতিটি আলোচনার শেষে "مشقى سوالات" তথা অনুশীলনমূলক প্রশ্ন বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাতে সম্পূর্ণ কিতাবের আলোচনা স্থান পেয়েছে। এগুলোর উত্তর যদি যথাযথভাবে মুখস্থ করানো হয় তাহলে পূর্ণ কিতাব রপ্ত হয়ে যাবে। আর পরীক্ষকগণও এরই আলোকে পরীক্ষা নিবেন। তত্ত্ব, সূক্ষ্মতথ্য, দলীল ও রহস্য জিজ্ঞাসা করবেন না। এগুলোর স্থান হল সামনে, শরহে জামী'তে। যদি এই পদ্ধতিতে কিতাব পড়ানো হয় তাহলে আশা করা যায় যে, তালিবে ইলমদের বেশী উপকার হবে।

দ্বিতীয় অনুরোধ : ইলমে নাহুর তুলনায় ইলমে ছরফ বেশী জটিল। কিন্তু মাদরাসাগুলোতে ইলমে ছরফের পাঠদান পদ্ধতিও সঠিক নয়। আমরা আরবী ভাষার 'ইলমে ছরফ' উর্দূ ও ফার্সী ভাষার কিতাব দ্বারা পড়াই। আমাদের সিলেবাসে ইলমে ছরফের আরবী কোনো কিতাব নেই। সিলেবাসের সর্বশেষ

কিতাব হল علم الصيغة আর فصول أكبري। আগে مراح الأرواح, جاربردي ও شافيه পড়ানো হতো। বর্তমানে এগুলো বাদ দেয়া হয়েছে। এছাড়া আরবী দ্বিতীয়, তৃতীয় বর্ষেই ছরফের তা'লীম সমাপ্ত করে দেয়া হয়। যখন তালিবে ইলেমদের অনুভূতিও পূর্ণতায় পৌঁছে না। তাই এ দিকটাও বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, সিলেবাসে যেন ইলমে সরফের আরবী কিতাবাদী অন্তর্ভুক্ত করা হয়। شافيه ও جاربردي , مراح الأرواح , شذا العرف في فن الصرف ,زرّادي ছরফ শাস্ত্রের উৎকৃষ্ট কিতাব। এগুলোর থেকে কিছু কিতাব যেন অবশ্যই সিলেবাস অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যাতে কাংখিত ফায়েদা অর্জিত হয়। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দান করুন।

তিনটি ইলমের সমষ্টি হল ইলমে ছরফ। ক. تصريفات বা ক্রিয়ার রূপান্তর। খ. خاصيات বা ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য। গ. تعليلات বা শব্দ বিশ্লেষণ। আমাদের তালিবে ইলমগণ শুধু সহীহ-র রূপান্তরকরণ সম্পর্কে অবগত থাকে। সাত প্রকারের রূপান্তর ভালোভাবে জানে না। হরফে ইল্লাত সাংঘাতিক জিনিস। সে যাকে স্পর্ষ করবে সে-ই অসুস্থ হয়ে যাবে। তার শুশ্রূষা করা (তা'লীল) একান্ত প্রয়োজন। আর خاصيات সম্পর্কে অবগত না হলে বাবের জ্ঞান পূর্ণ হয় না। ফলে তা দ্বারা উদ্দিষ্ট উপকার সাধিত হয় না। আর কৈশরকালে বাচ্চাদের উপলব্ধি যখন অপূর্ণাঙ্গ থাকে তখন এ সকল বিষয় তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাই এই বিষয়টির প্রতি মাদরাসার শিক্ষক-পরিচালক সকলের মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। যাতে আমাদের নবীন তালিবে ইলমগণের আরবী যোগ্যতা সুদৃঢ় হয় এবং শরীয়তের উলূম দ্বারা মালামাল হতে পারে।

واللهُ الْهادِيْ إلى سواءِ الطَّرِيْقِ

আল্লামা ইবনে হাজিব রহ.

কাফিয়ার মুসান্নিফ আল্লামা ইবনে হাজিব রহ.। তিনি হিজরী সপ্তম শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য নাহবী, ছরফী, উসূলী ও মালিকী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ ছিলেন। তাঁর উপাধি জামালুদ্দীন, উপনাম আবূ আমর ও ইবনুল হাজিব। তাঁর পিতা দারোয়ান ছিলেন। তাই তিনি এই উপনামে প্রসিদ্ধ হয়ে যান। তাঁর নাম উসমান, পিতার নাম উমর। ৫৭০ হিজরীতে মিসরের 'আসনা' নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, কায়রোতে লালিত-পালিত হন, দামেস্কে বসবাস করেন এবং ৬৪৬ হিজরীতে ইস্কান্দারিয়ায় ইন্তেকাল করেন। কুর্দী বংশদ্ভূত ছিলেন। অনেক মূল্যবান কিতাবাদী রচনা করেছেন। তার কয়েকটি হালো –

১. الكافية,
২. الشافية في الصرف,
৩. منتهى السوْل والأمل في علميْ الأصول والجدل,
৪. مختصر السُّوْل والأمل (অনেক উলামায়ে কেরাম এই কিতাবের ব্যাখ্যা লিখেছেন) এ সকল কিতাব মুদ্রিত হয়েছে।
৫. مختصر الفقه (ফিকহে মালিকী) একে جامع الأمهات -ও বলা হয়।
৬. المقصد الجليل : এটি ছন্দশাস্ত্রের একটি দীর্ঘ কবিতা।
৭. الأمالي النحوية
৮. الإيضاح এটি আল্লামা যমখশরী রহ.-এর রচিত মুফাসসালের ব্যাখ্যা গ্রন্থ। এই কিতারগুলো এখনো মুদ্রিত হয়নি। এগুলোর পান্ডুলিপি বিদ্যমান রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা যেন ইবনে হাজিব রহ.-এর কবরকে নূর দ্বারা ভরপুর করে দেন এবং উম্মতের পক্ষ থেকে তাকে উত্তম প্রতিদান দান করেন। কারণ তিনি উম্মতের জন্য অনেক বড় খেদমত আনজাম দিয়েছেন।

এই কিতাবে যে সকল নাহ্‌বীদের আলোচনা হয়েছে

১. **আবূ আমর ইবনুল আলা :** (জন্ম- ৭০হি., মৃত্যু- ১৫৪হি.)। আবূ আমর যাব্বান ইবনে আম্মার তামিমী মাযনী বসরী। মক্কা মুকাররমায় জন্ম গ্রহণ করেন, বসরায় জীবন যাপন করেন এবং কুফায় ইন্তেকাল করেন। জাহেলী যুগের লোকজন থেকে আরবী ভাষা-জ্ঞান শিক্ষা করেন। তিনি সপ্তক্বারীদের একজন।

২. **খলীল ইবনে আহমদ :** (জন্ম : ১০০হি. মৃত্যু : ১৭০হি.)। আবূআব্দুর রহমান খলীল ইবনে আহমদ ফারাহিদী, ইযদী, ইয়াহমদী। তিনি ছন্দশাস্ত্রের আবিষ্কারক এবং সিবওয়াইহির উস্তাদ। বসারায় জন্ম গ্রহণ করেন, এখানেই ইন্তেকাল করেন। চরম দরিদ্রতার জীবন অতিবাহিত করেন। ফারাহিদ এবং ইয়াহমদ ইয়দ গোত্রের দুটি শাখা। كتاب العين তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। সর্বসাধারণের জন্য অংকের সহজ পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করতে করতে মসজিদে প্রবেশ করেন, অমনি একটি খুঁটির সঙ্গে ধাক্কা খান। আর সেটাই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৩. **সীবওয়াইহি :** (জন : ১৪৮ হি., মৃত্যু : ১৮০হি., মোট বয়স : ৩২ বছর)। আবূ বিশর আমর ইবনে উসমান। উপাধি সীবওয়াইহি (আপেলের ঘ্রাণ)। নাহু শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ইমাম। নাহু শাস্ত্রকে তিনিই বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত ও প্রসারিত করেছেন। সীরাজের কোনো এক গ্রামে তাঁর জন্ম। পরে বসরা এসে খলীল নাহবী শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তার চেয়েও আগে বেড়ে যান। অতঃপর বাগদাদে গমন করেন। সেখানে ইমাম কেসাঈর সাথে বিতর্ক করেন। খলীফা হারুনুর রশীদ তাকে দশ হাজার রৌপ্য মুদ্রা পুরস্কার দেন। অতঃপর সেখান থেকে আহওয়ায আসেন এবং এখানেই ইন্তেকাল করেন। একটি বর্ণনা মতে, সীরাজ নগরীতে তার ইন্তেকাল হয়েছে । তার নযীরবিহীন গ্রন্থ كتاب "سيبويه" প্রকাশিত রয়েছে।

৪. **ইমাম কেসায়ী :** (মৃত্যু : ১৮৯ হি., বয়স : ৭০ বছর।
আলী ইবনে হামযা আবুল হাসান কেসায়ী কুফী। কুফার কোন এক গ্রামে তার জন্ম। বড় হয়ে নাহু পড়েন। অতঃপর বাগদাদে বাসস্থান গ্রহণ করেন এবং রাইয়া শহরে ইন্তেকাল করেন। তিনি এবং ইমাম মুহাম্মদ রহ. ইন্তেকাল একই দিনে ইন্তেকাল করেন। তিনি খলীফা হারুনুর রশীদ ও তাঁর পুত্র আমীনের দীক্ষাগুরু ছিলেন।

৫. **ইমাম আখফাশ :** (মৃত্যু : ২১৫ হিজরী)
আবুল হাসান সাঈদ ইবনে মাসআদা বসরী বলখী। 'আখফাশে আওসাত' দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আরবী ভাষাজ্ঞান সীবওয়াইহির নিকট অর্জন করেছেন। ছন্দশাস্ত্রে তিনি একটি ছন্দ (الخَبَبْ) আবিষ্কার করেন। ফলে খলীল রহ.-এর আবিস্কৃত পনেরটি ছন্দের সাথে আরেকটি যোগ হয়ে মোট ছন্দের সংখ্যা হয় ষোলটি।

৬. **মুবাররাদ :** (জন্ম : ২১০হি. মৃত্যু : ২৮৬হি.)
আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযিদ সুমালী ইযদী। আপন যুগে বাগদাদে আরবী ভাষা জ্ঞানের ইমাম ছিলেন। তার জন্ম বসরায় এবং ইন্তেকাল বাগদাদে। 'আল-কামিল' তার প্রসিদ্ধ কিতাব। مبَرَّد যরব ও তাশদীদযুক্ত রা বর্ণের সাথে, কেউ কেউ যেরের দিয়ে উচ্চারণ করেন।

৭. **ফাররা :** (জন্ম : ১৪৪হি., মৃত্যু : ২০৭হি.)।
আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে যিয়াদ দায়লেমী। তিনি ফাররা (চামড়ার পোশাক প্রস্তুতকারী) নামে প্রসিদ্ধ। কুফার নাহবীগণের ইমাম। কুফায় জন্ম গ্রহণ করেন। পরে বাগদাদে চলে যান। খলীফা মামূন তার পুত্রদের শিক্ষা-দীক্ষা গুরুদায়িত্ব তার স্কন্ধে অর্পণ করেছিলেন। নাহু ব্যতীত ফিকহ ও কালাম শাস্ত্রেও তার যথেষ্ট দখল ছিল। তবে তিনি মু'তাযিলাদের প্রতি ধাবিত ছিলেন। معاني القرآن নামক তার গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়েছে। যদিও তিনি 'ফাররা' নামে প্রসিদ্ধ হয়েছেন কিন্তু তিনি এই কাজ করতেন না। بَلْ كَانَ يَفْرِيْ الْكَلَامَ বরং তিনি ছন্দময়ী কথা বলতেন, তাই এই উপাধিতে ভূষিত হন। যখন তাঁর ইন্তেকাল হয় তখন তার বালিশের নীচে " كتاب سيبويه" পাওয়া যায়।

৮. **মাযনী :** (মৃত্যু : ২৪৯হিজরী)

বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাবীব আবূ উসমান মাযনী (মাযন গোত্রীয় ছিলেন)। তাকে বসরার অধিবাসী হিসেবে গণ্য করা হয় এবং বসরাতেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

৯. **ইবনে কায়সান :** (মৃত্যু : ২৯৯হিজরী)

আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনে আহমদ। ইবনে কায়সান নামে প্রসিদ্ধ। নাহব শাস্ত্র ও ভাষার ইমাম ছিলেন । বাগদাদের অধিবাসী। মুবাররাদ ও ছা'লাবের ছাত্র। তাঁর একটি কিতাব تقليب القوافي । যা মুদ্রিত হয়েছে।

১০. **ইউনুস :** (জন্ম : ৯৪হি. মৃত্যু : ১৮২হি.)

ইউনুস ইবনে হাবীব আবূ আব্দুর রহমান দাব্বী। ইউনুস নাহবী নামে প্রসিদ্ধ। আপন যুগে বসরার নাহবীদের ইমাম ছিলেন। সীবওয়াইহি, কেসাঈ ও ফাররা প্রমুখ ইমামগণ তাঁর নিকট পড়ালেখা করেন। আর ইমাম সীবওয়াইহি তার কিতাবে অধিক পরিমাণ ইউনুস নাহবী কথা নকল করেছেন। 'معاني القرآن' তার রচিত গ্রন্থ।

নোট : কিতাবের এক স্থানে শুধু আবুল আব্বাস উল্লেখ আছে। ইহা মুবাররাদের উপনাম।

ফায়দা : হিজরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে যেমনিভাবে ফিকহের দু'টি গবেষণাগার তৈরী হয়ে ছিল তথা আসহাবুল হাদীস (আহলে হিজায) ও আসহাবুর রায় (আহলে ইরাক)। যা পরবর্তীতে মাযহাব চতুষ্টয়ের রূপ ধারণ করে। তেমনিভাবে সে যুগে ইলমে নাহু ও সরফ (যে ইলম দু'টি প্রথমে এক ছিল) এর মধ্যেও দু'টি গবেষণাগার তৈরী হয়েছিল তথা বসরী ও কুফী। বিভিন্ন মাসআলায় উভয় দলের মতামত ভিন্ন ছিল। কাফিয়ার বিভিন্ন স্থানে তার আলোচনা হয়েছে। পরবর্তীতে এই মতপার্থক্য শুধু কিতাবাদিতেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। বাস্তবে তার কোনো অস্তিত্ব অবশিষ্ট থাকেনি।

হাদিয়া
শরহে
কাফিয়া

মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী

بسم الله الرحمن الرحيم [১]

[المبادئ (٢)]

الكلمة : لفظ وُضع لمعنى مفرد. (٣)

وهي اسم وفعل وحرف (٤).

[وجه الحصرِ] لأنها : إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا.

الثاني : الحرف.

والأول : إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أو لا.

الثاني : الاسم، والأول : الفعل.

وقد عُلم بذلك حَدّ كل واحد منها (٥).

الكلام : ما تضمن كلمتين بالإسناد (٦).

ولا يتأتى ذلك إلا في اسمين، أو اسم وفعل (٧).

১. মুসান্নিফ রহ. শুধু বিসমিল্লাহ দ্বারা কিতাব শুরু করেছেন। তাতে 'হাম্‌দ' ও 'তাস্‌মিয়া' উভয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর দরূদ শরীফ পড়ে কোনো কাজ আরম্ভ করার বিধান নেই। কুরআন পাকে অবতীর্ণ সর্ব প্রথম অহী হল- اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ (1) অতএব বলা যায়, পবিত্র কুরআন بسم الله الرحمن الرحيم দ্বারা শুরু হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠিপত্র ও চুক্তিনামাগুলোও শুধু بسم الله الرحمن الرحيم দ্বারা শুরু হয়েছে। তাই পূর্ববর্তী আলেমগণও শুধু বিসমিল্লাহ দ্বারা তাঁদের কিতাব শুরু করতেন। হামদ, সালাত ইত্যাদির সংযোজন পরবর্তীতে হয়েছে। কাফিয়া কিতাবটি যেহেতু 'মতন' [মূল পাঠ], তাই মুসান্নিফ সুসংক্ষিপ্ত করার লক্ষ্যে শুধু 'বিসমিল্লাহ' দ্বারা শুরু করেছেন।

---

১. সূরা আলাক : আয়াত ১।

ফায়েদা : হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে- গুরুত্বপূর্ণ যে কাজই আল্লাহর নাম ব্যতীত শুরু করা হয়, তা বরকতশূন্য হয়। অন্য রেওয়ায়েতে 'আল্লাহর নাম ব্যতীত'-এর স্থলে 'আল্লাহর প্রশংসা ব্যতীত' বর্ণিত হয়েছে। অপর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে 'আল্লাহর যিকির ব্যতীত'। এ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন হাদীস নয়। বরং বিভিন্ন সনদে বর্ণিত একটি হাদীসেরই পৃথক পৃথক বিবরণ। সুতরাং 'বিসমিল্লাহ' দ্বারা কিতাব শুরু করার কারণে সবগুলো রেওয়ায়েতের উপরই আমল হয়ে গেল। [ফয়যুল বারী : ১ : ১] 'শরহে তাহযীব' কিতাবে বর্ণনাত্রয়ের মাঝে যে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে, তা নিঃস্প্রয়োজন।

২. المبادي শব্দটি المبدأ এর বহুবচন, অর্থ : ঝর্ণা, বুনিয়াদ, রীতিনীতি, কায়েদা। এখানে শব্দটি 'প্রারম্ভিকা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩. **كلمة এর সংজ্ঞা :** كلمة বলা হয় মানুষের মুখনিসৃত ঐ শব্দ, যা কোনো একক অর্থের জন্য গঠিত হয়েছে। অর্থাৎ শব্দটি ভেঙ্গে ফেয়েললে ঐ অর্থ প্রদান করে না, যা পূর্বে প্রদান করতো। যেমন : قلم , كراسة , عبد الله(কারো নাম)।

তরকীব : الكلمة মুবতাদা। لفظٌ খবর হয়ে মাউসূফ। وُضِع إلخ জুমলায়ে ফে'লিয়াটি সিফাত।ل হরফুল জর وُضِع এর সাথে মুতাআল্লিক। معنى মাজরুর হয়ে মাউসূফ। مفرد সিফাত।

ব্যাখ্যা : আল্লামা যমাখশারীর মতে كلمة সাব্যস্ত হওয়ার জন্য শর্ত হল لفظও একক হওয়া। আর লফজ একক হলে অবশ্যই তা একক অর্থ প্রদান করবে। যদি একাধিক لفظ সমন্বিত হয়ে একক অর্থ প্রদান করে, তার মতে সেটা كلمة নয়, যেমন : কারো নাম عبد الله এটা তার নিকট كلمة নয়, কারণ এতে لفظ দু'টি, যদিও তা একক অর্থবোধক শব্দ। পক্ষান্তরে মুসান্নিফ রহ.-এর মতে لفظ একক হওয়া শর্ত নয়, অর্থ একক হওয়াই যথেষ্ট। সুতরাং عبدالله কারো নাম হলে তাঁর নিকট তা كلمة ।

৪. كلمة তিন প্রকার, যথা : اسم , فعل ও حرف । কারণ, কালিমার দু'টি অবস্থা, হয়তো ঐ কলিমা থেকে তার মধ্যস্থিত অর্থ বুঝা যাবে অথবা বুঝা যাবে না। যদি বুঝা না যায় তাহলে তাকে حرف বলে অবিহিত করা হয়। আর যদি

বুঝে যায় তাহলে তা দুই অবস্থা মুক্ত নয়, হয়তো সেই কালিমাতে তিন কালের [অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের] কোনো একটি কাল বিদ্যমান থাকবে বা থাকবে না। যদি কোনো কাল বিদ্যমান না থাকে, তাহলে সেটা اسم। আর যদি কোনো কাল বিদ্যমান থাকে তাহলে সেটা فعل , যেমন : থেকে, উপর ইত্যাদি শব্দ দ্বারা বিশেষ কোনো কথা বুঝা যায় না, তাই এগুলো حرف। ঘোড়া, বই ইত্যাদি দ্বারা বিভিন্ন বস্তু বুঝা যাচ্ছে, তবে কোনো কাল বুঝা যায় না, তাই এগুলো اسم। খেয়েছে, খাচ্ছে, খাবে ইত্যাদি দ্বারা কাজ এবং তার পাশাপাশি কালও বুঝা যাচ্ছে, তাই এগুলো فعل।

অনুবাদ

কেননা কালিমা হয়তো এমন অর্থ প্রদান করবে যা তার মধ্যে নিহিত আছে অর্থাৎ তার নিজস্ব অর্থ, অথবা [এমন অর্থ] প্রদান করবে না। দ্বিতীয়টি হল حرف। আর প্রথমটি হয়তো তিন কালের [অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের] কোনো একটি কালের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে অর্থাৎ কালিমার গঠন থেকেই ঐ কাল বুঝা যাবে অথবা না। দ্বিতীয়টি اسم আর প্রথমটি হল فعل ।

৫. উল্লেখিত دليل حصر দ্বারা তিন প্রকার কালিমার সংজ্ঞাও জানা হয়ে গেল, উপরন্তু সামনে প্রতিটি বহসের শুরুতে প্রত্যেকটির সংজ্ঞা দেয়া হবে। اسم -এর আলোচনা শুরুতে اسم এর সংজ্ঞা, فعل এর আলোচনা শুরুতে فعل -এর সংজ্ঞা, حرف -এর আলোচনা শুরুতে حرف এর সংজ্ঞা বর্ণনা করা হবে।

৬. كلام এর সংজ্ঞা : মুখ নিসৃত ঐ বাণী, যাতে কমপক্ষে দু'টি কালিমা অন্তর্ভূক্ত থাকে এবং সেগুলোর পরস্পরের মাঝে ইসনাদ [সম্পর্ক] থাকে, যেমন : নতুন বই, মারজুকের টুপি, আহমদ দন্ডায়মান। এ সবই كلام।

আরবী উদাহরণ: كِتابٌ جديدٌ, قامَ راشدٌ এবং قُمْ । এই উদাহরণগুলোর قُمْ-এর মধ্যে أنتَ যমীর উহ্য আছে। তাই قُمْ ও দুই কালিমাবিশিষ্ট।

অনুবাদ

كلام [মানুষের মুখনিসৃত] ঐ বাণী যা ইসনাদের সাথে দু'টি কালিমাকে অন্তর্ভূক্ত রাখে। الإسناد : একটি শব্দকে অপর শব্দের সাথে এমনভাবে সম্বন্ধযুক্ত

করা,যার ফলে (শ্রোতাকে বক্তার) পূর্ণ ভাব উপলব্ধির উপকারিতা দান করে, যেমন : مبتدأ এর সম্পর্ক خبر এর সাথে, فعل এর সম্পর্ক فاعل এর সাথে, বা إضافت ও توصيفي এর সম্পর্ক। শেষ সম্পর্ক দু'টি অসম্পূর্ণ, তাই এগুলোকে إسناد ناقص বলা হয়।

৭. كلام যথার্থ হওয়ার জন্য দু'টি اسم বা একটি اسم ও একটি فعل হওয়া আবশ্যক, যেমন : قامَ زيدٌ , ثوبٌ جديدٌ। দু'টি فعل বা দু'টি حرف অথবা একটি اسم ও একটি حرف অথবা একটি فعل ও একটি حرف এর সমন্বয়ে كلام অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না।

تَأَتى يَتَأَتى تأتِّيًا অর্থ : অর্জিত হওয়া।

অনুবাদ

كلام : দু'টি اسم বা একটি اسم ও একটি فعل ব্যতীত অস্তিত্ব লাভ করে না।

[بحث الاسم]

الاسم : ما دل على معنى في نفسِه، غيرِ مقترنٍ بأحد الأزمنةِ الثلاثةِ.(١)

ومن خواصِّه : دخولُ اللامِ، و الجرُ، والتنوينُ، و الإسنادُ إليه والإضافةُ(٢).

و هو معربٌ و مبني(٣).

فالمعرب : المركب الذي لم يُشبِهْ مبنيَّ الأصلِ.

و حكمه : أن يختلف آخرُه باختلافِ العوامل : لفظا أو تقديرا.

الإعراب : ما اختلف آخِرُه به، ليدُلَّ على المعَانِي المُعتَوِرَة عليه(٤).

و أنواعه : رفع، و نصب، و جر.

فالرفع : علمُ الفاعلية.

والنصَبُ : علمُ المفعولية.

و الجر : علم الإضافة.

العامل : ما به يتقَوَّمُ المعنى المقتضيْ للإعراب(٥).

اسم এর আলোচনা

১. اسم এর সংজ্ঞা : اسم ঐ কালিমাকে বলে যে নিজের মধ্যে নিহিত অর্থকে বুঝায়, তিন কালের কোনো কালের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া ব্যতীত। في نفسه غير। أي في حد ذاته তথা ঐ অর্থ যা শব্দের মধ্যে নিহিত রয়েছে। শব্দটি معنىً এর সিফাত।

২. اسم -এর কিছু বৈশিষ্ট [আলামত] রয়েছে। যথা : ক. ال যুক্ত হওয়া, যেমন: الحمد , খ. শেষে جر হওয়া, যেমন : فِيْ الميعادِ , গ. তানবীন যুক্ত হওয়া, যেমন : رجلٌ , ঘ. مسند إليه হওয়া, যেমন : نامَ أحمدُ এখানে ঘুমকে আহমদের দিকে নিসবত করা হয়েছে, তাই أحمد ইসম।, ঙ. অন্য কিছুর দিকে اضافت হওয়া, যেমন : قلمُ قاسمٍ এখানে قلم কে قاسم এর দিকে اضافت করা হয়েছে, তাই قلم ইসম।

৩. اسم দুই প্রকার, যথা : معرب এবং مبني :

معرب : ঐ لفظ مركب যা مبني أصل এর সাথে সাদৃশ্য রাখে না, যেমন : قامَ راشدٌ এ বাক্যে راشدٌ মু'রাব, কারণ তা قامَ এর সাথে মিলে এসেছে এবং مبني أصل সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। مبني أصل তিনটি যথা : (ক) حرف (খ) امر حاضر معروف ও (গ) সমস্ত فعل ماضي।

معرب এর হুকুম : আমিলের পরিবর্তনের কারণে তার শেষবর্ণে পরিবর্তন হতে থাকে, প্রকাশ্যে বা গোপনে। راشد শব্দের শেষবর্ণে আমিলের পরিবর্তনের কারণে প্রকাশ্যে আর موسى এর শেষে গোপনে পরিবর্তন হতে থাকে যেমন : مررتُ براشدٍ و موْسَى , رأيتُ راشدًا و موْسى ,جاء راشدٌ و موْسَى

مبني এর সংজ্ঞা ও তার হুকুম যথাস্থানে আলোচনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

৪. إعراب এর সংজ্ঞা : এমন হরফ ও হরকতকে বলে যার মাধ্যমে معرب এর শেষাক্ষর পরিবর্তিত হয়, ঐ অর্থকে বুঝানো জন্য যা মু'রাবের উপর পর্যায়ক্রমে আসে।

اعْتَوَرَ عَلَيْه পর্যায়ক্রমে আসা। المعْتَورَةُ ইসমে ফায়েলের واحد مؤنث।

إعراب এর প্রকারভেদ : رفع, نصب এবং جر। رفع ফা'য়েল হওয়ার আলামত। نصب মাফউল হওয়ার আলামত এবং جر ইযাফতের আলামত। মোটকথা জবর,যের এবং পেশকেই إعراب বলে।

৫. **عامل এর সংজ্ঞা :** যার কারণে এমন অর্থ সৃষ্টি হয়, যা ই'রাবের দাবী করে, তাকে عامل বলে, যেমন : পূর্বোল্লেখিত رأيت , جاء এবং با আমেল। কারণ, এগুলো দ্বারা راشد ফায়েল , মাফউল এবং মাজরুর হয়েছে, ফলে তাতে رفع, نصب এবং جر এসেছে।

[(أنواعُ إعرابِ الاسمِ المُتَمَكِّنِ (١]

[١-] فالمفردُ المنصرفُ، والجمع المكسَّرُ المنصرف : بالضمة رفعا، والفتحة نصبا، الكسرة جرا. (٢)

[٢-] جمعُ المؤنثِ السالمُ : بالضمة، والكسرة (٣).

[٣-] غيرُ المنصرفِ : بالضمة ، والفتحة (٤).

১. اسماء متمكنه এর ই'রাব নয় প্রকার

إعراب । তার اسم معرب এর অপর নাম اسم متمكن : اسم متمكن দু'ধরনের যথা : لفظي বা প্রকাশ্য ও تقديري বা অপ্রকাশ্য। অত:পর প্রকাশ্য إعراب দুই ভাবে দেয়া হয় : حركت দ্বারা, حروف দ্বারা। প্রথম তিন প্রকারের ই'রাব حركت দ্বারা প্রকাশ্যে দেয়া হয়, দ্বিতীয় তিন প্রকারের ই'রাব حروف দ্বারা প্রকাশ্যে দেয়া হয় এবং শেষ তিন প্রকারে تقديري তথা অপ্রকাশ্যে إعراب দেয়া হয়।

إعراب لفظي بالحركات এর তিন অবস্থা

২. إعراب لفظي بالحركات এর প্রথম অবস্থা : رفع পেশ দ্বারা, نصب যবর দ্বারা এবং جر যের দ্বারা। এই إعراب প্রয়োগ হয় (مفرد منصرف (صحيح, (جاري مجرى صحيح) এবং جمع مكسر منصرف (যখন তা مضاف না হবে) এর মধ্যে, যেমন : هذا رجلٌ، وعدٌ، زيدٌ، دلوٌ- ظبي- رجالٌ/ رأيت رجلاً ... الخ./ مررتُ برجل.. الخ.

مفرد منصرف (صحيح) : ঐ اسم কে বলা হয়, যা مفرد [একবচন] হয়, অর্থাৎ تثنيه ، جمع না হয় । منصرف অর্থাৎ غير منصرف এর আওতাভূক্ত নয়, صحيح অর্থাৎ শেষাক্ষরে حرف علت হয় না, যেমন : وعدٌ , زيدٌ , رجلٌ

নাহবীগণ শুধু শেষাক্ষর নিয়ে আলোচনা করেন, তাই যদি فا কালিমাতে حرف علت হয়, যেমন : وعد বা عين কালিমাতে حرف علت হয়, যেমন : زيدٌ তাহলে এগুলোও صحيح এর শ্রেণীভূক্ত।

مفرد منصرف جاري مجرى صحيح : ঐ اسم কে বলা হয়, যা مفرد [একবচন] ও منصرف হয় এবং শেষাক্ষারটি واو বা يا হয়ে পূর্বাক্ষরটি সাকিন হয় যেমন : دلْوٌ، ظَبْيٌ ।

جمع مكسر منصرف : ঐ جمع কে বলে যে جمع এর গঠনে তার واحد এর মাপ ঠিক থাকে না এবং منصرف হয়, যেমন : رجالٌ

সুতরাং جمع سالم এই প্রকারের অর্ন্তভূক্ত নয় এবং مساجدُ, مصابيحُ জাতীয় جمع গুলোও নয়, কারণ এগুলো غير منصرف ।

৩. إعراب لفظي بالحركات এর দ্বিতীয় অবস্থা : رفع হবে পেশ দ্বারা, نصب ও جر হবে যের দ্বারা। এই ই'বার جمع مؤنث سالم এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়,

যেমন : مررتُ بمسلماتٍ ,رأيتُ مسلماتٍ , هذه مسلماتٌ

واحد مؤنث এর গোল 'তা' [ة] বিলুপ্ত করে আলিফ ও লম্বা 'তা' [ات] বৃদ্ধি করে যে جمع গঠন করা হয় তাকে جمع مؤنث سالم বলে, যেমন : مُسلماتٌ থেকে مسلمةٌ

৪. إعراب لفظي بالحركات এর তৃতীয় অবস্থা : رفع হবে পেশ দ্বারা, نصب ও جر হবে যবর দ্বারা। এই ই'বার غير منصرف এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়, যেমন : هذه عمرُ ، رأيتُ عمرَ ، مررتُ بعمرَ [غير منصرف এর আলোচনা সামনে আসবে]

[٤-] أبوكَ ، و أخوكَ وحَمُوْكَ، و هَنُوْكَ و فُوْكَ، و ذُوْ مَالٍ : مضافةً إلى غير ياء المتكلم : بالواو، والألف، و الياء (١).

[٥-] المثنى، كِلَا، : مضافاً إلى مضمَرٍ، واثنان، واثنتان : بالألف و الياء (٢).

[٦-] جمع المذكرِ السالمُ، و أولو، وعشرون و أخواتُها : بالواو والياء (٣).

إعراب لفظي بالحروف এর তিন অবস্থা

১. إعراب لفظي بالحروف এর প্রথম অবস্থা : رفع অবস্থায় واو দ্বারা, نصب অবস্থায় الف দ্বারা এবং جر অবস্থায় يا দ্বারা ই'রাব দেয়া হয়। ছয়টি اسم এর ক্ষেত্রে তিনটি শর্ত সাপেক্ষে এই ই'রাব প্রয়োগ হয়। اسم ছয়টি হল : أبٌ [পিতা] , أخٌ [ভাই], حمٌ [দেবর-ভাসূর], هنٌ [লজ্জাস্থান], فم [মুখ], ذو [বিশিষ্ট]।

১ম শর্ত : এগুলো مفرد হওয়া, অর্থাৎ تثنيه , جمع না হওয়া। [جمع تثنيه হলে تثنيه , جمع এর ই'রাবই হবে]। ২য় শর্ত : مكبّره হওয়া অর্থাৎ مصغره না হওয়া, [مصغره হলে প্রকাশ্য হরকত দ্বারা ইরাব হবে]। ৩য় শর্ত : متكلم ياءٌ ছাড়া অন্য কিছুর দিকে اسم গুলো مضاف হওয়া

[মুসান্নিফ রহ. শুধু এই শর্তটিই উল্লেখ করেছেন], যেমন : جاء أبوك الخ.، رأيتُ أباك الخ.، مررتُ بأبيك الخ.

ইসমগুলো مضاف না হলে প্রকাশ্য হরকত দ্বারা ই'রাব হবে। আর يائے متكلم এর দিকে ইযাফত হলে غلامي এর মতোই إعراب হবে।

২. إعراب لفظي بالحروف এর দ্বিতীয় অবস্থা : رفع অবস্থায় الف দ্বারা, نصب এবং جر অবস্থায় يا দ্বারা, যার পূর্বে ফাতাহ হবে। তিন প্রকার ইসমের ক্ষেত্রে এই إعراب প্রয়োগ হয়। (ক) تثنيه [দ্বি-বচন] (খ) আকৃতগত تثنيه [দ্বি-বচন], এ রকম শব্দ মাত্র দু'টি اثنان এবং اثنتان (গ) অর্থগতভাবে تثنيه [দ্বি-বচন]। এরও মাত্র দুটি শব্দ كلا ও كلتا । তবে এক্ষেত্রে শর্ত হল ضمير এর দিকে مضاف হতে হবে, যেমন : جَاءَ رجُلانِ، اثنَانِ، كِلَاهُمَا/ رأيتُ رجلَيْن، اثنَيْنِ، كلَيْهِمَا/ مررتُ برجلَيْنِ، باثْنَيْنِ، بكلَيْهِمَا

كِلَا ও كِلْتَا ইসমে ظاهر এর দিকে اضافت হলে অপ্রকাশ্য হরকত দ্বারা اعراب দেয়া হবে, যেমন : جاءَ كلا الرجلَيْنِ، رأيتُ كلَا الرجُلَيْن، مررْتُ بِكَلَا الرجُلَيْن،

৩. إعراب لفظي بالحروف এর দ্বিতীয় অবস্থা : رفع অবস্থায় واو দ্বারা, যার পূর্বাক্ষর مضموم হবে। جر ও نصب অবস্থায় يا দ্বারা, যার পূর্বে مكسور হবে। এই إعراب ও তিন প্রকার ইসমের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়, (ক) جمع مذكر سالم যখন তা مضاف না হবে (খ) আকৃতগত ভাবে جمع এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর সে শব্দগুলো হল عشرون থেকে تسعون পর্যন্ত আটটি দশক শব্দ (গ) অর্থগত ভাবে যেমন : أولو,তার একবচন হল ذو যেমন : جاءَ مُسْلمُونْ-عشرُوْنَ-أولُوْ مالٍ/ رأيتُ مسلمِيْنَ-عِشرِيْنَ-أولِيْ مالٍ / : مررتُ بمسلمِيْنَ- بعشرِيْنَ- بأولِيْ مالٍ.

[٧-٨] التقدير :

[١-] فيما تَعَذَّرَ، كعصا و غلامي : مطلقا (١).

[٢-] أو اسْتُثْقِلَ، كقاضٍ : رفعاً و جراً (٢).

[٣-] و نحو مُسلِمِيَّ : رفعاً، واللفظي فيما عداه (٣).

إعراب تقديري এর তিন অবস্থা

১. إعراب تقديري [অপ্রকাশ্য ই'রাব]-এর প্রথম অবস্থা : প্রত্যেক অবস্থায় ই'রাব تقديري [অপ্রকাশ্য] হবে। مطلقا দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। এই اعراب দুই প্রকার ইসমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ক. اسم مقصور যেমন : খ. عصا ياء متكلم এর দিকে جمع مذكر سالم ব্যতীত অন্য কোনো ইসম যখন مضاف হবে, যেমন : هذا مُوسَى- غلامِيْ / رأيتُ موسى- غلامِيْ / مررْتُ بمُوسَى- بغُلامِيْ.

এই দুই প্রকার ইসমে প্রকাশ্য ই'রাব হওয়া অসম্ভব, তাই সর্বাবস্থায় অপ্রকাশ্য اعراب দেয়া হয়।" فيْمَا تَعَذَّرَ" বাক্যাংশে সর্বাবস্থায় অপ্রকাশ্য اعراب হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে।

২. إعراب تقديري [অপ্রকাশ্য ই'রাব]-এর দ্বিতীয় অবস্থা : رفع ও جر অবস্থায় অপ্রকাশ্যে আর نصب অবস্থায় প্রকাশ্যে ই'রাব হবে। এটি اسم منقوص এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়।

اسم منقوص বলা হয় ঐ ইসমকে যার শেষাক্ষর ي এবং তার পূর্বে কাসরা হয়, যেমন : جاء القاضيْ- رأيتُ القاضيَ , مررتُ بالقاضيْ

ي তে ضمه ও كسره উচ্চারণ করা কঠিন অর্থাৎ উচ্চারণ তো করা যায় তবে কষ্টকর, তাই رفع ও جر অবস্থায় অপ্রকাশ্যে اعراب দেয়া হয়। আর ي তে যবর উচ্চারণ করা কঠিন নয়, তাই نصب অবস্থায় প্রকাশ্যে ই'রাব দেয় হয়।

৩. إعراب تقديري (অপ্রকাশ্য ই'রাব) -এর তৃতীয় অবস্থা : رفع অবস্থায় উহ্য واو দ্বারা, আর نصب ও جر অবস্থায় প্রকাশ্যে ي-পূর্ব কাসরা দ্বারা ই'রাব হবে। এটি جمع مذكر سالم এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়, যখন তা ياے متكلم এর দিকে ইযাফত হয়, যেমন: جاء مسلميَّ- رأيتُ مسلميَّ- مررتُ بمسلميّ

رفع অবস্থায় مُسْلِمِيَّ তে বিদ্যমান واو টি ي হয়ে গেছে, তাই এই ই'রাব অপ্রকাশ্য। আর نصب ও جر অবস্থায় বহুবচনের يا বহাল রয়েছে, তাই তার ই'রাব প্রকাশ্য।

রফা অবস্থায় مُسْلِمِيَّ শব্দটি মূলত مُسْلِمُوْنَ يَ ছিল। ইযাফতের কল্যাণে نون ঝরে গেছে। واو কে يا দ্বারা পরিবর্তন করে ياے متكلم এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। অত:পর মীমের পেশকে ইয়ায়ের অনুগামী করে যের দেয়া হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় ইরাবটি অপ্রকাশ্যে হয়েছে।

আর نصب ও جر অবস্থায় مُسْلِمِيَّ এর মূলরূপ হল مسلِمِيْنَ يَ ইযাফতের কারণে نون ঝরে গেছে। অতঃপর দুই يا একত্রে আসায় ইদগাম হয়ে গেছে। সুতরাং এখানে বহুবচনের ي বহাল রয়েছে । তাই ই'রাবটি প্রকাশ্যভাবে হয়েছে।

"فيما تعَذَّرَ" এর যমীর رفعا এর দিকে প্রত্যবর্তনশীল অর্থাৎ رفع অবস্থা ছাড়া বাকী দুই অবস্থায় তথা نصب ও جر অবস্থায় প্রকাশ্য ই'রাব হবে। তবে একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা ইহাও আছে যে, যমীরটি التقدير এর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। অর্থাৎ এই তিন অবস্থায় তো অপ্রকাশ্য ই'রাব হবে। এ ছাড়া সর্বত্র প্রকাশ্য ই'রাব হবে। এই ব্যাখ্যার আলোকে نصب অবস্থায় قاضي তে প্রকাশ্য ই'রাব হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

সরল অনুবাদ

اسم معرب এর ইরাবের প্রকারভেদ : ১. সুতরাং مفرد অর্থাৎ اسم متمكن এবং منصرف جمع مكسر منصرف [কে ই'রাব দেয়া হবে] رفع অবস্থায়

পেশ, نصب অবস্থা ফাতাহ এবং جر অবস্থায় কাসরার সাথে। ২. جمع مؤنث سالم [কে ইরাব দেয়া হয়] ضمه এবং كسره এর সাথে। ৩. غير منصرف কে ضمه এবং فتحه এর সাথে। ৪. أبوك ইত্যাদি গুলো متكلم ياء ব্যতীত অন্য কিছুর দিকে মুযাফ অবস্থা, واو, الف এবং يا সাথে [ইরাব দেয়া হয়] ৫. تثنيه, ১ম যমীরের দিকে মুযাফ অবস্থায় এবং اثنان , اثنتان তে الف এবং ي দ্বারা [ই'রাব দেয়া হয়] ৬. أولو, عشرون , এবং তার অনুরুপ দশক শব্দগুলোতে واو এবং ي দ্বারা [ইরাব দেয়া হয়] ৭. অপ্রকাশ্য ই'রাব [إعراب تقديري] দেয়া হয় ঐ মু'রাব ইসমে যার মধ্যে প্রকাশ্য ই'রাব দেয়া অসম্ভব, যেমন : عصا এবং غلامي -مطلقا অর্থাৎ তিন অবস্থাতেই, ৮. অথবা কঠিন মনে করা হয়, যেমন: قاضي শব্দটিতে رفع ও جر অবস্থায়। ৯. مُسْلِمِيَّ এর মত শব্দাবলিতে رفع অবস্থায় পূর্বোক্তগুলো ব্যতীত অন্যান্য গুলোতে প্রকাশ্য ই'রাব হয়ে থাকে

প্রশ্নমালা

১. كلمة কাকে বলে ? [আরবীতে লিখ] এবং ব্যাখ্যা করো।

২. كلمة কত প্রকার ও কি কি? وجه حصر বর্ণনা করো।

৩. وجه حصر দ্বারা প্রত্যেক প্রকারের যে সংজ্ঞা বুঝা যায়, তা লিখ।

৪. كلام কাকে বলে? كلام যথার্থ হওয়ার অবস্থাগুলো লিখ।

৫. اسم কাকে বলে ? আরবীতে লিখ এবং ব্যাখ্যা করো।

৬. إسناد কাকে বলে ? উদাহরণ সহ লিখ।

৭. معرب কাকে বলে ? তার হুকুম কি? تقديرا ই'রাব পরিবর্তন হওয়ার উদাহরণ দাও।

৮. إعراب কাকে বলে ? [আরবীতে লিখ]। المعتورة এর ব্যাখ্যা করো।

৯. إعراب কত প্রকার ? رفع, نصب ও جر কাকে বলে ?

১০. عامل কাকে বলে ? [আরবীতে লিখ] এবং ব্যাখ্যা করো।

১১. اسم متمكن এর সমার্থক শব্দ কি ? তার ইরাবের অবস্থাগুলো লিখ।

১২. কোন ধরনের ইসমে তিন অবস্থায় প্রকাশ্য হরকত দ্বারা ই'রাব দেয়া হয় ? উদাহরণ সহ লিখ।

১৩. رفع অবস্থায় পেশ, نصب ও جر অবস্থায় যের দ্বারা কোন ইসমে ই'রাব দেয়া হয় ?

১৪. رفع অবস্থায় পেশ, نصب ও جر অবস্থায় যবর দ্বারা কোন ইসমে ই'রাব দেয়া হয় ?

১৫. তিন অবস্থায় 'প্রকাশ্য হরফ' দ্বারা কোথায় ইরাব প্রয়োগ হয় ?

১৬. رفع অবস্থায় আলিফ দ্বারা, نصب ও جر অবস্থায় ي পূর্ব مفتوح দ্বারা কোন ধরনের ইসমে ইরাব প্রয়োগ হয় ? উদাহরণ সহ বর্ণনা করো।

১৭. رفع অবস্থায় واو পূর্ব مضموم দ্বারা, এবং نصب ও جر অবস্থায় ي পূর্ব مكسور দ্বারা কোন ধরনের ইসমে ইরাব প্রয়োগ দেয়া হয় ? উদাহরণসহ বর্ণনা করো।

১৮. তিন অবস্থাতেই অপ্রকাশ্য ইরাব কোথায় প্রয়োগ হয় এবং কেন ?

১৯. نصب অবস্থায় প্রকাশ্যে এবং رفع ও جر অবস্থায় অপ্রকাশ্যে ই'রাব হয় কোথায় ?

২০. শুধু رفع অবস্থায় অপ্রকাশ্যে, বাকী দুই অবস্থায় প্রকাশ্যে ই'রাব হয় কোথায়?

২১. رفع , نصب ও جر অবস্থাভেদে مُسْلِمِيَّ এর মূলরূপ বর্ণনা করো

[غير المنصرف (١)]

غيرُ المنصرفِ : ما فيه عِلَّتَانِ من تسعة أو واحدةٌ منها : تقوم مقامهما.

وهي : شعر :

عدْلٌ ووَصْفٌ و تأنيثٌ و معرِفة ۞ وَ عُجْمَةٌ ثم جمْعٌ ثم تركيبُ.

والنون : زائدةٌ، من قبلها ألفٌ ۞ ووزنُ الفعل، وهذا القولُ تقريب

مثل : عُمَرَ، و أحمدَ، و طلحة، و زينب، وإبراهيم، و مساجدَ، و مَعْدِيْكَرِبَ، و عِمْرَانَ، و أحمدَ.

و حكمه : أن لا كسرةَ، ولا تنوينَ (٢).

[قاعدة] و يجوزُ صرفُه للضرورَة أو للتَناسُبِ، مثلُ ﴿سَلاَسِلَ و أغْلاَلاً﴾ (٣)

[فائدة] وما يقوم مقامهما : الجمعُ، وألِفَا التأنيث (٤).

غير منصرف এর আলোচনা

১. غير منصرف ঐ ইসমকে বলে যার মধ্যে নয়টি সববের যে কোনো দু'টি বা এমন একটি সবব বিদ্যমান থাকে, যা দুই সববের স্থলাভিষিক্ত। সবব গুলো নিম্নরূপ, যথা : عدل [রূপান্তর] , وصف [গুণ], تانيث [স্ত্রীলিঙ্গ], معرفه [নির্দিষ্টজ্ঞাপক], عجمه [অনারবী], جمع [বহুবচন], تركيب [যৌগিক], الف و نون زائدتان [অতিরিক্ত আলিফ ও নূন] এবং وزن فعل [ফে'য়েলের মাপে হওয়া]। [উল্লেখিত ধারাবাহিকতায় কিতাবে উদাহরণ রয়েছে]

২. غير منصرف এর হুকুম : غير منصرف এ কাসরা ও তানবীন হয় না। কাসরার স্থলে ফাতাহ হয়।

ফায়েদা : منصرف ও غير منصرف এর নামকরণের কারণ : منصرف শব্দটি বাবে انفعال এর মাসদার الانصراف থেকে اسم فاعل এর সিগাহ। অর্থ : প্রস্থানকারী। ঐ শব্দ যা দু'টি বিশেষ গুণে গুনান্বিত, তাকে পাগড়ীওয়ালা ই'রাব পেশ দিলে, সানন্দে তা গ্রহণ করে। অতঃপর যখন যবর দেয়া হয়, সেটাও গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু যখন তাকে [নীচের ই'রাব] যের দেয়া হয় তখন

সে বলে- আমি দু'টি বিশেষ গুণে গুণান্বিত [منع صرف এর দুই সবব বিশিষ্ট] নীচের ই'রাব কিভাবে গ্রহণ করি ? তাকে বলা হল- ভাই ! তানবীন গ্রহণ করো। উত্তরে সে বলে– আমি বৃদ্ধ লোক, একটি বোঝাই কষ্ট করে বহন করি, দুইটি কিভাবে মাথায় নিব ? তাকে বলা হল- জযম গ্রহণ করো। উত্তরে সে বলে- ইহা তো মাবনীর ই'রাব। আর আমি তো প্রস্থানকারী [মুরাব]। মোটকথা সে নসব ছাড়া অন্য কোনো ই'রাবের দিকে প্রস্থান করে না, তাই তাকে غير منصرف বলা হয় ।

৩. **কায়েদা :** غير منصرف কে দুই অবস্থায় منصرف পড়া যায়। এক. ضرورت شعر এর কারণে, দুই. পার্শ্ববর্তী শব্দের সাথে অন্তমিল রাখার কল্যাণে।(১) যেমন : سَلَاسِلاً وَ أَغْلَالاً

---

১. صُبَّتْ عَلَيَّ مَصَائِبٌ لَوْ أَنَّهَا - صُبَّتْ عَلَى الأَيَّامِ صِرْنَ لَيَالِيَا

অর্থাৎ: আমার উপর এমন দুর্বিপাক এসেছে , যদি তা দিনের উপর অবতীর্ণ হতো তাহলে তা রাতে পরিণত হয়ে হতো।

أَعِدْ ذِكْرَ نُعْمَانٍ لَنَا أَنْ ذِكْرَه - هُوَ المِسْكُ مَا كَرَّرْتَه يَتَضَوَّعُ

অর্থ: আমাদের সামনে নু'মানের (আবু হানিফার) আলোচনা বেশী বেশী করো , নিশ্চয় তাঁর আলোচনা মেশক, তাতে যত ঘর্ষণ করবে ততো ঘ্রাণ ছড়াবে।

سَلَامٌ عَلَى خَيْرِ الأَنَامِ وَ سَيِّدِ – حَبِيْبِ إِلهِ العَالَمِيْنَ مُحَمَّدِ

بَشِيْرٍ نَذِيْرٍ هَاشِمِيٍّ مُكَرَّمٍ – عَطُوْفٍ رَؤُوفٍ مَنْ يُسَمَّى بِأَحْمَدِ

অর্থ :

সৃষ্টি জগতের সর্দার শ্রেষ্ঠ মানবের উপর শান্তি বর্ষিত হোক
তিনি হলেন বিশ্বজগতের প্রতিপালক প্রিয় মুহাম্মদ।
সুসংবাদদাতা, ভীতি প্রদর্শনকারী, হাশেম গোত্রীয়, সম্মানিত
স্নেহশীল, অনুগ্রহশীল, যার পবিত্র নাম মুহাম্মদ।

প্রথম কবিতা مصائبٌ শব্দটি غير منصرف তথাপি তাতে তানবীন দেয়া হয়েছে, যাতে কবিতার ওজন ভংগ না হয়। দ্বিতীয় কবিতায় نعمان শব্দ غير منصرف তাতেও তানবীন দেয়া হয়েছে, زحاف [তথা ছন্দপতন] থেকে বাঁচার জন্য। তৃতীয় কবিতায় أحمد শব্দটি غير منصرف তাতে حرف ردي [অর্থাৎ এক কবিতার সকল শ্লোকের শেষাক্ষর এক রকম হওয়া] -এর স্বার্থে কাসরা দেয়া হয়েছে।

[١-] فالعدلُ : خروجُه عن صيغتِه الأصليةِ : تحقيقاً، كثُلَاثَ، ومَثْلَثَ، و أُخَرَ، و جُمَعَ أو تقديرًا : كعمَرَ، و باب قَطَامِ في تميمٍ.

عدل এর প্রথম সবব غير المنصرف

عدل এর সংজ্ঞা : কোনো ইসম তার প্রকৃতরূপ বর্জন করে অন্যরূপ ধারণ করাকে আদল বলে, যেমন : عامِر থকে عُمَرُ এবং زافِر থেকে زُفرُ হয়েছে।

عدل দুই প্রকার : ক. تحقيقي [বাস্তবে], খ. تقديري [কল্পিত]। عدل تحقيقي বলা হয় ঐ ইসমকে যার معدول عنه বাস্তবে সাব্যস্ত থাকে, যেমন : ثَلاثُ অর্থ : তিন তিন, সুতরাং শব্দটির মূল ثلاثةٌ ثلاثةٌ ছিল। আর عدل تقديري বলা হয় ঐ ইসমকে প্রকৃতপক্ষে যার معدول عنه -এর কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় না, যেমন : عُمَرُ، زُفر, এই শব্দ দু'টি আরবরা غير منصرف পড়ে , কিন্তু তাতে عامر علمية(معرفه) ছাড়া অন্য কোনো সবব পাওয়া যায় না। তাই এগুলোকে এবং زافر থেকে معدول [পরিবর্তিত] ধরে নেয়া হয়েছে।

عدل এর ওজন ছয়টি, যথা :

এক. فُعَالُ যেমন : ثُلَاثُ [তিন তিন], رُبَاعُ [চার চার], خُماسُ، سُداسُ ইত্যাদি।

দুই. مَفْعَلُ যেমন : مَثْلَثُ [তিন তিন], مَرْبَعُ [চার চার] ইত্যাদি।

তিন. فُعَلُ যেমন : عُمَرُ، زُفرُ [এতে عدل تقديري হয়েছে], এবং جُمَعُ، أُخَرُ [এতে عدلتحقيقي হয়েছে], অর্থাৎ عمر এবং زفر কে معدول ধরে নেয়া হয়েছে, তবে أُخَرُ ইসমে تفضيل এর সীগা, أخرى এর বহুবচন। আর أخرى হল آخر এর مؤنث অর্থ : সবচে' বেশী বিলম্বকারী। বলাবাহুল্য اسم تفضيل

[তালিবে ইলমরা এই কবিতা গুলো মুখস্থ করে নিবে, এগুলো অনেক মূল্যবান কবিতা তাই লিখে দিলাম।]

ব্যবহৃত হয় ال , ইযাফত বা من মুক্ত হয়ে। আর أُخَرُ শব্দটি এ সব কিছু ছাড়া 'অন্য' অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাই এটা عدل تحقيقي।

جُمَعُ শব্দটি جَمْعَاءُ এর বহুবচন, যা أَجْمَعُ এর স্ত্রীলিঙ্গ। কায়েদা হল : أفعلُ এর مؤنث যদি فَعْلَاءُ হয়, এবং তা সিফতের সীগাহ হয়, তাহলে তার বহুবচন فُعْلٌ ওজনে হয়ে, যেমন : أَحْمَرُ এর স্ত্রীলিঙ্গ حَمْرَاءُ, তার বহুবচন حُمْرٌ। আর যদি ইসমে ذات হয় তাহলে তার বহুবচন فَعَالَى বা فَعْلَوَات ওজনে হয়।যেমন : صَحْرَاءُ এর বহুবচন صَحَارَى বা صَحْرَوَات। অতএব جُمَعُ এর প্রকৃতরূপ جُمْعٌ বা جَمَاعَي বা جَمْعَوَاْت আর ইহাই عدل تحقيقي

মুসান্নিফ রহ. যেহেতু عدل এর ওজন বর্ণনা করছেন না। বরং عدل تحقيقي এর উদাহরণ দিচ্ছেন। তাই تحقيقا এর অধীনে এ গুলো উল্লেখ করেছেন। আর শরাহতে যেহেতু ওজন বর্ণনা করা হচ্ছে তাই নাম্বার দেওয়া হলো।

চার. فعَلُ যেমন : سَحَرُ [নির্দিষ্ট দিনের সকালের কিছুক্ষণ পূর্বের সময়]।

পাঁচ. فعَالِ যেমনঃ حَذَامِ, قَطَامِ [মহিলাদের নাম]

ছয়. فعْلِ যেমনঃ أَمْسِ [গতকাল]।

নোট : حَذَامِ, قَطَامِ আরবদের নিকট কাসরার সাথে মাবনী, غير منصرف নয়। তবে তামীম গোত্রের লোকেরা এতে عدل মেনে غير منصرف পড়ে । এমনিভাবে أَمْسِ ও তামীম গোত্রের লোকদের নিকট رفع অবস্থায় غير منصرف। আর আরবদের নিকট তা কাসরার সাথে মাবনী। সুতরাং মোট মাপ [ওজন] চারটি, যথা : ثلاث , مثلث , عمر এবং سَحَرُ

নোট : মুসান্নিফ রহ. চতুর্থ ও পঞ্চম ওজন উল্লেখ করেন নি, বাকী চার ওজন বর্ণনা করেছেন। আর قَطَامِ দ্বারা উদ্দেশ্য হল- এই ওজনের ঐ শব্দ যা মহিলার নাম হয় এবং শেষে "راء" না হয়।

অনুবাদ

সুতরাং عدل হল- ইসম তার প্রকৃতরূপ বর্জন করা, বাস্তবে (تحقيقا) যেমন: ثلاث , مثلث এবং جمع أخر، অথবা কল্পিতভাবে (تقديرا) যেমন: عمر আর قَطَامِ এর অনুরূপ নাম তামীম গোত্রের কথাবার্তায়।

[٢-] الوصف : شرطُه : أن يكونَ في الأصْل، فلا تضرُّه الغَلَبَةُ (١).

فلذلِكَ (٢):

[الف] صُرِفَ أربَعُ في : "مررتُ بنِسوَةٍ أرْبَعٍ".

[ب] و امتَنَعَ أسوَدُ و أرْقَمُ : للحَيَّةِ، و أدْهَمُ : للقَيْدِ.

[ج] و ضَعُفَ مَنْعُ أفْعى : للحَيَّةِ، و أجْدَلَ : للصَّقرِ، و أخيَلَ :للطائِرِ.

وصف এর দ্বিতীয় সবব : غير المنصرف

১. وصف অর্থ : অবস্থা। صفت এর সমার্থক। وصف اسم ঐ ইসমকে বলে, যাতে সত্তা ব্যতীত কোনো অবস্থাও বুঝা যায়, যেমন: أَحْمَرُ (লাল), أَسوَدُ (কালো), أَرْقَمُ (ডোড়াকাটা), سَكْرَان (মাতাল)। এই শব্দগুলোতে সত্তার সাথে সাথে অবস্থাও বুঝা যাচ্ছে।

ইসমে وصف গাইরে মুনসারিফের সবব জন্য হওয়ার শর্ত হল তা মূল গঠনে গুণবাচক অর্থের জন্য গঠন হওয়া। পরবর্তীতে তাতে গুণবাচক অর্থ অব্যাহত থাকা শর্ত নয়। সুতরাং أَسوَدُ এবং أَرْقَمُ যদিও পরবর্তীতে সাপের নাম হয়ে গেছে কিন্তু মূলগঠন যেহেতু গুণবাচক অর্থের জন্য, তাই এগুণ غيرمنصرف এর সবব। " فَلا تَضُرُّه الغَلَبَةُ " দ্বারা এটাই উদ্দেশ্যে।

২. وصف গাইরে মুনসারিফের সবব হওয়ার জন্য শর্ত হল মূল গঠনে তা গুণবাচক হওয়া সুনিশ্চিত হওয়া। ইহা ইতিবাচক শর্ত। আর পরবর্তীতে ইসমিয়্যতের প্রবলতা ক্ষতিকর নয়। ইহা নেতীবাচক শর্ত।

এপর্যায়ে মুসান্নিফ রহ. তিনটি শাখাকথা উল্লেখ করবেন। এক. 'প্রকৃত গুণবাচক হওয়া' শর্তের উপর। দুই. 'অন্যের প্রাধান্য বিস্তার ক্ষতিকর না হওয়া'র উপর। তিন. 'মূল গঠনে গুণবাচক অর্থ সুনিশ্চিত না হওয়া'র উপর।

প্রথম আলোচনা : যে ইসমের প্রকৃত গঠন সিফতী অর্থের জন্য নয় কিন্তু পরবর্তীতে কোনো কারণে তাতে সিফতী অর্থের আগমন ঘটে, তাহলে সেটা ধর্তব্য নয়, যেমন : مررتُ بنِسْوَةٍ أَرْبَعٍ [আমি মহিলা চতুষ্টয়ের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি] এ বাক্যে أَرْبَع শব্দটি نسوة এর সিফত। আর তাতে দ্বিতীয় সবব وزن فعل ও রয়েছে, কিন্তু أربع যেহেতু মূল গঠনে সংখ্যার জন্য, তাই ইহা منصرف।

দ্বিতীয় আলোচনা : أَسْوَدُ এবং أَرْقَمُ গাইরে মুনসারিফ। কেননা এ দু'টির মূল গঠনে গুণের অর্থ হওয়া সুনিশ্চিত। যদিও পরবর্তীতে তা সাপের নামে পরিণত হয়েছে কিন্তু ইসমিয়্যতের এই প্রাধান্য বিস্তার ক্ষতিকর নয়। أسود অর্থ : কালনাগিনী সাপ। أَرْقَمُ অর্থ : ডোড়াকাটা সাপ। أَدْهَمُ অর্থ : শিকল। কিন্তু গঠনগত অর্থ হল- কালো, ডোড়াকাটা, কালো বর্ণ। এই ধরণের ইসমকে منصرف পড়া নিষেধ।

তৃতীয় আলোচনা : أَفْعَى [খারাপ সাপ], أَجْدَل [চিল, শিকারী পাখী], أَخْيَل [এক বিশেষ পাখী; যার পাখায় রঙ বে-রঙের তিল থাকে] এই শব্দগুলো غيرمنصرف হওয়া দুর্বল। অর্থাৎ এগুলোকে غير منصرف পড়া শুদ্ধ নয়। কেননা এগুলোর মূলগঠন গুণবাচক অর্থের জন্য কি-না, তা নিশ্চিত নয়। বরং তাতে সম্ভবনা রয়েছে যে, أَفْعَى : فَعْوَةٌ থকে নির্গত, যার অর্থ : মন্দ। أجدل : جَدْل থেকে নির্গত, যার অর্থ : শক্তি। আর أخيل : خَيْل থেকে নির্গত, যার অর্থ তিল। পরবর্তীতে তাতে ইসমিয়্যত প্রধান্য পেয়ে গেছে। আবার এই সম্ভবনাও রয়েছে যে, শুরু থেকেই এগুলো ইসমে জাত। সুতরাং এগুলোর গুণবাচক হওয়া নিশ্চিত নয়। তাই এগুলোকে غير منصرف পড়া শুদ্ধ নয়। এগুলো منصرف পড়া উচিত।

অনুবাদ

এ কারণেই অর্থাৎ উল্লেখিত দুই শর্তের কারণে : ক. مررت بنسوة أربع [আমি মহিলা চতুষ্টয়ের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি] এ বাক্যে أربع শব্দটিকে

منصرف পড়া হয়। খ. منصرف পড়া নিষেধ أسوَدُ এবং أرقَمُ কে, যেগুলো সাপের নাম এবং أدهم কে যার অর্থ বেড়ী। গ. গাইরে মুনসারিফ পড়া দুর্বল أفْعَى খারাপ সাপ, أجدَل চিল, শিকারী পাখী, أخْيَل [এক বিশেষ পাখী; যার পাখায় রঙ বে-রঙের তিল থাকে]।

[٣-] التأنيثُ (١) :

[الف] بالتاء، شرطُهُ العلميةُ.

[ب] المعْنويُّ كذلكَ.

و شرطُ تحتُّمِ تأثيرِهِ : الزيادةُ على الثلاثةِ، أو تحَرُّكِ الأوْسَطِ، أو العجمة، فهندٌ يجوز صرفُه، و زينبُ، وسقَرُ، و مَاهُ، و جُوْرُ ممتنِعٌ.

[قاعدة] فإنْ سُمِّيَ به مذكرٌ : فشَرطُه الزيادَةُ على الثَلاثَةِ، فَقَدَمٌ منْصرِفٌ، و عَقْرَبَ ممْتَنِعٌ (٢).

تانيث : এর তৃতীয় সবব غير المنصرف

১. ইসম مؤنث হওয়াও منصرف غيرএর সবব। আলিফে মামদুদা, আলিফে মাকছুরা বিশিষ্ট مؤنث এর জন্য কোনো শর্ত নেই।'গোল তা' বিশিষ্ট مؤنث এর জন্য শর্ত হল علمية তথা নামবাচক বিশেষ্য হওয়া, যেমন : طلحة। অনুরূপভাবে تانيث معنوي -এর জন্যও علمية শর্ত। তবে পার্থক্য হল تانيث بالتاء এর ক্ষেত্রে علمية এর শর্ত আবশ্যিক পর্যায়ের। অর্থাৎ তাকে غير منصرف পড়া আবশ্যক। আর تانيث معنوي তে এই শর্ত বৈধতার জন্য, অর্থাৎ তাকে غير منصرف পড়ার সুযোগ আছে। আর আবশ্যক হওয়ার জন্য তিনটি বিষয়ের যে কোনো একটি হওয়া অনিবার্য । যথা : [এক] কালিমা তিনের অধিক অক্ষর বিশিষ্ট হওয়া, যেমন : [زينَبُ، مرْيَم দুই] যদি কালিমা তিন অক্ষর বিশিষ্ট হয় তাহলে মাঝের অক্ষর হরকত বিশিষ্ট হওয়া, যেমন; سَقَر [দোজখ]। [তিন] যদি মাঝের অক্ষর সাকিন

হয় তাহলে আবশ্যক হল শব্দটি অনাবর ভাষার হওয়া, যেমন; مأه، جُوْر [দু'টি শহরের নাম]।

সুতরাং শব্দটি আরবী হলে যেমন : هند (কোনো মহিলার নাম), তা মুনসারিফ-গাইরে মুনসারিফ উভয়টা পড়ার সুযোগ আছে। মুনসারিফ পড়ার কারণ হল, গাইরে মুনসারিফ হওয়ার জন্য যে তিনটি বিষয় (এর যে কোনো একটি) আবশ্যক ছিল, তা এখানে অনুপস্থিত। আর গাইরে মুনসারিফ পড়ার কারণ হল, এখানে দু'টি সবব বিদ্যমান (تانيث معنوي এবং মারেফা)।

২. কায়েদা : যদি تانيث معنوي (مؤنث سماعي) দ্বারা কোনো পুরুষের নাম রাখা হয়, তাহলে সেটা গায়রে মুনসারিফ হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় শর্ত হল, কালিমার অক্ষর তিনের অধিক হওয়া। অবশিষ্ট দুই শর্ত অর্থাৎ মাঝের অক্ষর হরকত বিশিষ্ট হওয়া বা শব্দটি অনারব হওয়া, যথেষ্ট নয়। সুতরাং قَدَمٌ[পা] যা تانيث معنوي , এর দ্বারা কোনো পুরুষের নাম রাখা হলেও তা منصرف, কারণ তাতে অক্ষর তিনটি। মাঝের অক্ষর হরকত যুক্ত হওয়ার শর্ত এখানে ক্রিয়াশীল হবে না। তবে عَقْرَبُ [বিচ্ছু] যা تانيث معنوي , এর দ্বারা কোনো পুরুষের নাম রাখা হলে তা غير منصرف হবে, কারণ তাতে অক্ষর তিনের অধিক।

অনুবাদ

ক. 'গোল তা' বিশিষ্ট تانيث এর জন্য শর্ত হল علمية [নামবাচক বিশেষ্য] হওয়া। খ. تانيث معنوي ও অনুরূপ অর্থাৎ তার জন্যও علمية শর্ত। আর تانيث معنوي এর ক্রিয়া ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হল : তিনের অধিক অক্ষর বিশিষ্ট হওয়া, অথবা মাঝের অক্ষর হরকত বিশিষ্ট হওয়া, অথবা অনাবর ভাষার শব্দ হওয়া। সুতরাং هند কে মুনসারিফ পড়ার সুযোগ আছে। আর سَقَر ,زينب , مأه এবং جُوْر কে মুনসারিফ পড়ার সুযোগ নেই। [কায়েদা] যদি تانيث معنوي [مؤنث سماعي] দ্বারা কোনো পুরুষের নাম রাখা হয়, তাহলে সেটার

শর্ত হল- তিন অক্ষরের বেশী হওয়া। সুতরাং قَدم হল منصرف, আর عقربُ গাইরে মুনসারিফ।

[٤-] المعرفةُ : شرطُها : أنْ تَكُوْنَ عَلَمِيَّةً (١).

[٥-] العُجْمَةُ : (٢) شرطُها : أنْ تَكُونَ علميَّةً فِيْ العُجْمَةِ، و تَحَرُّكِ الأوْسطِ، أو الزيادةُ على الثلاثَة، فَنوحٌ منْصرفٌ، وشَتَرُ و إبْراهيْمُ ممتنِعٌ.

[٦-] الجمعُ : (٣) شرطُه : صيغةُ مُنْتَهى الجُموعِ، بِغَيْرِهاءٍ، كمَسَاجِدَ و مَصابيحَ : و أمَّا فرازِنَةُ فمنْصَرِفٌ.

[فائدة] (٤) و حَضَاجِرُ : علماً للضَّبُعِ غيرُ منْصَرف، لأنَّه منقولٌ عن الجَمْع.

[فائدة] وسراوِيْلُ : (٥) إذا لم يُصْرَف ـــ و هو الأكثَرُ ـــ فقدْ قيْلَ : أعجميٌّ حُمِلَ على مَوَازنه، و قيلَ عَربيٌّ : جمع سِرْوالَة : تقديرا، و إذا صُرِفَ فلا إشكالَ.

[فائدة] و نحو جوارٍ: رفعاً و جرًا كقاضٍ (٦).

معرفه : غير المنصرف এর চতুর্থ সবব

১. معرفه : ঐ ইসম যা নির্দিষ্ট বস্তুকে বুঝায়। এই ধরনের ইসম সাতটি কিন্তু غير منصرف এর সবব শুধু علمية, তাই معرفه ও علمية এর একই মর্ম। شرطها أن تكون علميةً এর ব্যাখ্যা এটাই অর্থাৎ অবশিষ্ট ছয় মারেফা যথা : ضمير , اسم موصول ..... ইত্যাদি غير منصرف এর সবব নয়।

عجمه : غير المنصرف এর পঞ্চম সবব

২. عجمه অর্থ অনারব ভাষার শব্দ। عجمه এর জন্য علمية শর্ত অর্থাৎ অনারব ভাষায় তা নাম হওয়া জরুরী। আরো শর্ত হল : ক. কালিমা তিনের অধিক অক্ষর বিশিষ্ট হওয়া, যেমন : إبراهيم খ. যদি কালিমা তিন অক্ষর বিশিষ্ট হয় তাহলে মাঝের অক্ষর হরকত বিশিষ্ট হওয়া, যেমন: شَتَر (একটি দূর্গের নাম) সুতরাং نوح এবং لوط মুনসারিফ, কারণ মাঝের অক্ষর সাকিন।

আর شَتَّر গাইরে মুনসারিফ, কেননা মাঝের অক্ষর হরকত বিশিষ্ট। إبراهيم ও غير منصرف কারণ তা তিনের অধিক অক্ষর বিশিষ্ট।

جمع : غير المنصرف এর ষষ্ঠ সবব

৩. جمع দ্বারা উদ্দেশ্য হল ইসমটি منتهى الجموع ওজনে হওয়া। তার ওজন দু'টি যথা: **(এক)** مفاعل অর্থাৎ শুরুতে দুই অক্ষর ফাতাহ বিশিষ্ট হবে [মিম হওয়া আবশ্যক নয়] তৃতীয় স্থানে আলিফ হবে এবং তার পরে দু'টি অক্ষর হবে, পৃথক পৃথক বা সংযুক্ত [মুদগাম] যেমন; مَسَاجِدُ এবং دوَابُّ । **(দুই)** مفاعيل অর্থাৎ শুরুতে দুই অক্ষর ফাতাহ বিশিষ্ট হবে [মীম হওয়া জরুরী নয়] তৃতীয় স্থানে আলিফ হবে এবং তারপরে তিনটি অক্ষর হবে, মাঝের অক্ষর সাকিন হবে, যেমন : مَصَابِيْحُ [কয়েকটি বাতি]। তবে যদি বহুবচনের শেষে গোল তা আসতে পারে, তাহলে ঐ শব্দটি গাইরে মুনসারিফ হবে নয়, যেমন : صَيَاقِلَةٌ [তরবারী ধারকারী) এমনিভাবে فَرَازِنَة(যা فِرْزُوْن এর বহুবচন, দাবার একটি গুটি, যাকে উযির বলা হয়) ও মুনসারিফ, কেননা তার শেষে স্ত্রীলিঙ্গের তা (ة) বিদ্যমান। যা ওয়াকফের অবস্থায় 'হা' (ه) হয়ে যায়।

৪. حَضَاجِر [হিংস্র প্রাণী, রক্তপায়ী প্রাণী] শব্দটি منتهى الجموع এর ওজনে, তবে বহুবচন নয়। সুতরাং যেহেতু বহুবচন (জময়্যিত) নয়, তথাপি غير منصرف হল কেন ?

মুসান্নিফ রহ. তার কারণ বর্ণনা করছেন যে, মূলত ইহা حَضْجَر [বড় পেট বিশিষ্ট] এর বহুবচন। অতঃপর তাকে জময়্যিত থেকে পরিবর্তন করে হায়েনার নাম রাখা হয়েছে। অর্থাৎ হায়েনার 'ইসমে জিন্স' বানানো হয়েছে। সুতরাং মূল জময়্যিতের ভিত্তিতে ইহা غير منصرف । কারণ منتهى الجموع এর জন্য যে জময়্যিত শর্ত করা হয়েছে, তা ব্যাপক। চাই তা বর্তমানে বহুবচন অবস্থায় থাকুক, বা প্রকৃতপক্ষে তা বহুবচন হোক, উভয়টি غير منصرف এর সবব।

অনুবাদ

حَضَاجِر হিংস্র প্রাণীর ইসমে জিন্‌স আবস্থায় غير منصرف কেননা তা বহুবচন থেকে পরম্পরাগত [পরিবর্তিত]। অর্থাৎ বাস্তবে তা বহুবচন ছিল। [কিন্তু যখন হিংস্র প্রাণীর জন্য ব্যবহার হতে লাগল তখন তাতে জময়্যিত অবশিষ্ট থাকে নি, তবে তা ক্ষতিকর নয়]।

৫. سَرَاوِيْلُ : সেলোয়ার। শব্দটি منتهى الجموع এর ওজনে, তবে বহুবচন নয়। সুতরাং তাকে غير منصرف কেন পড়া হয় ? উত্তর : অধিকাংশ আরবগণ একে غير منصرف পড়ে এবং এটা غير منصرف হওয়ার দু'টি কারণ বর্ণনা করে ক. শব্দটি অনারব। আরবীর সমমাপের [ওজনের] উপর হামল করা হয়েছে, যেমন : مَصَابِيْح যা গাইরে মুনসারিফ। তাই سراويل ও গাইরে মুনসারিফ। খ. سراويل কে سِرْوَلَة এর বহুবচন ধরে নেয়া হয়েছে। আর যাঁরা منصرف পড়ে তাদের মতের উপর কোনো প্রশ্ন হয় না।

অনুবাদ

আর سَرَاوِيْل : যখন একে মুনসারিফ না পড়া হবে –এটাই অধিক– কেউ বলেন অনারব শব্দ, তার সমমাপের শব্দের উপর হামল করা হয়েছে। কেউ বলেন আরবী শব্দ سِرْوَلَة এর ধরে নেয়া বহুবচন। আর যখন منصرف পড়া হবে তখন কোনো প্রশ্নই নাই।

৬. যে বহুবচনের শেষে واو বা ي হয় এবং তা فواعل ওজনে হয়। তার শেষে হরকত দ্বারা ইবার দেয়া হয় যেমন : جَوَارِي যা جَارِيَة এর বহুবচন অর্থ : বাদী। دَوَاعِي যা دَاعِيَة এর বহুবচন। ইহা رفع ও جر অবস্থায় ي বিলুপ্ত ও তানবীন প্রবেশের ক্ষেত্রে قاضٍ এর মত। বলা হবে– جاءتْني جَوارٍ، مررتُ بجوارٍ، رأيتُ جواريَ বাকী রইল একথা যে جَوارٍ শব্দটি মুনসারিফ নাকী গাইরে মুনসারিফ ? এতে মতানৈক্য রয়েছে। তাই মুসান্নিফ রহ. তা উল্লেখ করেন নাই। শুধু ব্যবহার পদ্ধিতি বর্ণনা করে দিয়েছেন।

[٧-] التركيبُ : شرطُه العلميةُ، و أن لا يكون بإضافةٍ ولا إسنادٍ، مثلُ : بَعْلَبَكَّ (١).

[٨-] الألف و النون : (٢)

[الف] إنْ كانتَا في اسمٍ : فشرطُه : العلميةُ، كعمرانَ.

[ب] أو صفةٍ : فانْتِفاءُ فَعْلانَة، و قيلَ : وجودُ فعْلى.

و مِنْ ثَمَّ : اخْتُلف في رحْمان، دونَ سَكْران و نَدْمانٍ.

ترکیب : এর সপ্তম সবব غير منصرف

১. ترکیب দ্বারা উদ্দেশ্য হল مركب منع صرف অর্থাৎ দু'টি কালিমাকে ইসনাদ এবং ইযাফত ব্যতীত সংযুক্ত করা। [এবং দ্বিতীয় কালিমাটা আওয়াজ হবে না, যেমন : سيبوَيْه এবং দ্বিতীয় কালিমাটা কোনো হরফকে অভ্যন্তরে রাখবে না, যেমন : ثلاثةَ عشَرَ] ترکیب গাইরে মুনসারিফের সবব হওয়ার জন্য علم হওয়া শর্ত যেমন : بَعْلَبَك, حَضَرَمَوْتُ [শহরের নাম] مَعْدِيْكَرَب [এক ব্যক্তির নাম]।

الف نون এর অষ্টম সবব : অতিরিক্ত غير منصرف

২. ইসমের শেষে الف এবং نون অতিরিক্ত হওয়াও غير منصرف এর সবব। যদি এই الف, نون ইসমে জাতের শেষে হয় তাহলে নাম হওয়া (علميت) শর্ত, যেমন : عُثْمَان, سَلْمَان, عِمْرَان আর যদি ইসমে সিফতের শেষে হয় তাহলে শর্ত হল তার স্ত্রীলিঙ্গ فَعْلَانة ওজনে না হওয়া, যেমন : سكْرَان (বেহুশ) আর কেউ শর্তযুক্ত করেছেন তার স্ত্রী লিঙ্গ فَعْلى ওজনে হওয়া।

اسم ذات : ঐ ইসম কে বলে যা শুধু কোনো সত্তাকে বুঝায়, কোনো অবস্থাকে বুঝায় না, যেমন : جدار , كتاب

اسم صفت : ঐ ইসমকে বলে যা কোনো সত্তার সাথে কোনো অবস্থাও বুঝায় যেমন : غَضْبَان, عَطْشَان , سَكْرَان

رَحْمَان শব্দে মতানৈক্য রয়েছে। কেননা এ শব্দের কোনো স্ত্রীলিঙ্গ নেই। সুতরাং যারা শর্তারোপ করেন তার স্ত্রীলিঙ্গ فَعْلَانَةٌ ওজনে না হওয়া, তারা رَحْمَان কে গাইরে মুনসারিফ পড়েন। কারণ শর্ত পাওয়া গেছে। আর যারা শর্তারোপ করেন তার স্ত্রীলিঙ্গ فَعْلَى ওজনে হতে হবে তারা رحمان কে মুনসারিফ পড়েন, কারণ শর্ত পাওয়া যায় নি।

سَكْرَان এবং عَطْشَان সর্বোক্যমতে গাইরে মুনসারিফ। কেননা তার স্ত্রীলিঙ্গ سَكْرَى এবং عَطْشى সুতরাং উভয় মাযহাবের শর্ত পাওয়া যায়। স্ত্রীলিঙ্গ فَعْلَانَةٌ ওজনে হয় নি। বরং স্ত্রীলিঙ্গ فَعْلَى ওজনে হয়েছে।

অনুবাদ

ترکیب ,তার জন্য শর্ত হল علم (নাম হওয়া) এবং আরো শর্ত হল ইযাফত ও ইসনাদের সাথে তারকীব না হওয়া, যেমন : بَعْلَبَك , الف এবং نون (অতিরিক্ত হওয়া)। যদি উভয়টি ইসমে (ذات) হয়, তাহলে নাম (علم) হওয়া শর্ত, যেমন : عمران ২. অথবা (ইসমে) সিফতে হয় তাহলে فعلانة ওজনে না হওয়া শর্ত, কেউ বলেছেন فعْلى ওজনে হওয়া শর্ত। তাই رحمان শব্দে মতানৈক্য হয়ে গেছে। سَكْران এবং ندمان শব্দে নয়।

[٩-] وزنُ الفعل : شرطُه : (١)

[الف] أن يختصَّ به كشَمَّرَ و ضُرِبَ.

[ب] أو يكون في أوَّلِه زيادَةٌ كزيَادَتِه غيرَ قابلٍ للتَّاء

و مِنْ ثَمَّ : امتَنَعَ أحمَرُ، و انصرَفَ يعمَلُ.

وزن فعل : غير منصرف এর নবম সবব

১. কোনো ইসম ফে'য়েলের ওজনে হওয়ায়ও গাইরে মুনসারিফের সবব। আর ফেয়েলের ওজনসমূহের তিনটি ওজন ধর্তব্য (এক) ফেয়েলের বিশেষ ওজন যা ইসমে পাওয়া যাওয়া দুর্লভ। এমন ওজন দু'টি যথা : فعَّلَ যেমন : شَمَّرَ

(ক্ষিপ্ত করা) এবং فُعِلَ যেমন : ضُرِبَ। (দুই) ফে'য়েলে প্রচুর ব্যবহৃত ওজন, ইহা ثلاثي مجرد এর امر فعلِ অর্থাৎ افعلْ (হামযায় দুই হরকত : জুম্মা ও কাসরা এবং عين এ তিন হরকত। এই ওজনটি মুসান্নিফ রহ. বর্ণনা করেন নি।) (তিন) فعل مضارع এর ওজন অর্থাৎ ঐ ইসম যার শুরুতে أتين হরফ সমূহের কোনো একটি হয়, যেমন : يَزِيْد, تغلب, أحمر আর এই তৃতীয় ওজনের জন্য শর্ত হল তার শেষে ঃ 'গোল তা' আসতে পারবে না। সুতরাং يعملُ এবং نصيرٌ মুনসারিফ। কেননা তার স্ত্রীলিঙ্গ نَصِيْرَة, يَعْمَلَة আসে। نَاقَةٌ يَعْمَلَة কাজে ব্যবহৃত উটনী, امرأة نَصِيْرَة সাহায্যকারী মহিলা।

[قاعدة] و مَا فيْه علمِيَّة مؤثِّرَة : إذا نُكِّر صُرِف (١).

[وجهُه] لما تَبيَّنَ : مِنْ أنها لا تُجامِع مؤثِّرةً إلا ما هي شرطٌ فيه، إلا العدْلَ ووزْنَ الفعْلِ، و هما مُتضَادَّان، فلا يكونُ معها إلا أحدُهما، فإذا نُكِّر بقي بلا سببٍ، أو على سببٍ واحدٍ.

[اختلاف سبويه] (٢) و خالَفَ سِبْوَيهِ الأخفَشَ في مثلِ أحمَرَ : علماً : إذا نُكِّر، اعتباراً للصفة الأصلية بعدَ التَّنكِير.

ولا يلزَمُه بابُ حاتِم : لما يلزَمُ مِنْ اعتبارِ المتضادَّين في حكم واحد (٣).

[قاعدة] (٤) و جميعُ الباب باللام،و أو بالإضافة : ينجَرُّ بالكسْرِ.

غير منصرف এর আরো দু'টি কায়েদা

১. প্রথম কায়েদা : غير منصرف এর যে পাঁচটি সববে (مؤنث, تأنيث بالتاء, علميت (নাম হওয়া) কে معنوي, عجمة, تركيب, الف نون زائدتان) শর্তারোপ করা হয়েছে যদি সেগুলোকে নাকেরা বানিয়ে দেয়া হয়, তাহলে সেগুলো মুনসারিফ হয়ে যাবে, যেমন : / رُبَّ فاطمةٍ/ زينبٍ/ ابراهيمٍ / معديكربٍ (অনেক ফাতেমা.....)।

তার কারণ : পূর্বে একথা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সাত সববের মধ্যে علميت পাওয়া যায়। তার মধ্যে পাঁচটিতে علميت শর্ত । সুতরাং যখন সেগুলোকে নাকেরা বানিয়ে দেয়া হবে তখন তাতে গাইরে মুনসারিফের কোনো সবব অবশিষ্ট থাকবে না। কারণ দ্বিতীয় সববটি علميت এর শর্ত সাপেক্ষে সবব হয়ে ছিল। সুতরাং যখন علميت ই রইল না তখন সে সববও অবশিষ্ট থাকবে না। আর দুই সববে শর্ত ছাড়া علميت পাওয়া যায় আর তাহল عدل এবং وزن فعل। সুতরা যখন সেগুলোকে নাকেরা বানিয়ে দেয়া হবে তখন এক সবব অবশিষ্ট থাকবে। যা গাইরে মুনসারিফ হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। আর عدل ও وزن فعل এই দু'টো এক ইসমের মধ্যে একত্রিত হতে পারে না। কেননা এ দু'টোর মাঝে বৈপরিত্য রয়েছে।

অনুবাদ

আর যেগুলোতে علميت (নাম হওয়া) প্রভাব বিস্তারকারী যখন সেগুলোকে নাকেরা বনিয়ে দেয়া হয় মুনসারিফ হয়ে যায়। (তার কারণ) উল্লেখিত কায়েদার কারণ হলো যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, علميت (নাম হওয়া) প্রভাব বিস্তারকারী রূপে মিলিত হয় শুধু ঐ সববের সাথে যেখানে তাকে শর্ত করা হয়েছে। (অর্থাৎ শুধু পাঁচ সববে) কিন্তু عدل এবং وزن فعل (অর্থাৎ এই দুই সববে শর্ত ছাড়া علميت -নাম হওয়া- পাওয়া যায়) আর এই উভয়টি পরস্পর বিরোধী। (অর্থাৎ এক ইসমে একত্রিত হয় না) সুতরাং علميت এর সাথে এই দু'টির কোনো একটি হবে। তাই যখন তাকে নাকেরা বানিয়ে দেয়া হয় তখন তা সবব ছাড়াই বাকী থাকে। (অর্থাৎ ঐ পাঁচ সববে যাতে علميت -নাম হওয়া- শর্ত)। অথবা এক সববের সাথে থাকবে। (অর্থাৎ عدل এবং وزن فعل এ)

২. সিবওয়েহ এর মতানৈক্য : উল্লেখিত কায়েদার এক অবস্থায় সিবওয়েহ মতানৈক্য করেন। আর তা হল যদি কোনো ইসমে সিফত দ্বারা কারো নাম রাখা হয়, যেমন কারো নাম রাখা হল أحمر , পরে তাকে নাকেরা বানিয়ে দেয়া হলে তার হুকুম কি?

সিবওয়েহ (যিনি আখফাসের উস্তাদ) বলেন- নাকেরা বনানোর পরও তা غير منصرف হবে। কেননা নাম রাখার করণে গুণের যে অর্থ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল নাকেরা বানানো পর তা ফিরে আসবে। আর দ্বিতিয় সবব وزن فعل বিদ্যমান। তাই এটা غير منصرف হবে।

আখফাস (যিনি সিবওয়েহির ছাত্র) বলেন- এ পর্যায়ে তা মুনসারিফ হয়ে যাবে। কেননা তাতে এখন একটি মাত্র সবব অবশিষ্ট আছে। তাহল وزن فعل, যা غير منصرف হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। আর নাম রাখার কারণে 'গুণবাচক' যে অর্থ বিলুপ্ত হয়ে গেছে, নাকেরা বানানোর কারণে তা ফিরে আসবে না। কেননা অস্তিত্বহীনের ফিরে আসা অসম্ভব।[১]

অনুবাদ

সিবওয়েহ আখফাসের সাথে মতানৈক্য করেছেন أحمر জাতীয় শব্দে নাম হওয়া অবস্থায়। অর্থাৎ أحمر জাতীয় ইসমে সিফত দ্বারা যখন কারো নাম রাখা হয়। তারপর যখন তাকে নাকেরা বানিয়ে দেয়া হয় (তখন তা সিবওয়ের নিকট غير منصرف হবে) নাকেরা বানানোর পর মূল وصفيت এর ভিত্তিতে। অর্থাৎ যতক্ষণ তা নাম ছিল গুণবাচক অর্থ তাতে অনুপস্থিত ছিল। নাকেরা বানানোর পর মূল وصفيت ফিরে আসবে এবং তার বিবেচনা করা হবে।

৩. আখফাস সিবওয়াইহির মতের উপর আপত্তি করে বলেন- যদি علم (নাম) কে নাকেরা করার পর وصفيت এর বিবেচনা করা হয়, তাহলে নাম হওয়া

---

১. যেহেতু আখফাসের মাযহাব জুমহুরের অনুরূপ। তাই মুসান্নিফ রহ. মতানৈক্যের নিসবত উস্তাদের [সিবওয়াইহির] দিকে করেছেন। যদিও এটা সুন্দর নয় কিন্তু প্রাধান্যের দিকে ইঙ্গিত করার জন্য এমন করা জরুরী ছিল। (শরহে জামী)

তবে যদি গভীর ভাবে চিন্তা করা হয় তাহলে সিবওয়াইহির কথাও এক পর্যায়ে যৌক্তিক মনে হয়, আখফাসের মতটাও। যখন رُبَّ أحمر বলা হবে তখন তো গুণবাচক অর্থ ফিরে আসবে না । কেননা علميتএর প্রভাব এখনো উপস্থিত। কিন্তু শুধু أحمر করা হলে তখন তো শুধু (وصفيت) গুণের অর্থই অবশিষ্ট থাকবে। সুতরাং আখফাসের মতের উদ্দেশ্য হলো ربَّ বিশিষ্ট নাকেরা আর সিবওয়ের উদ্দেশ্য হলো সাধারণ নাকেরা।

অবস্থায়ও তা বিবেচনা করা উচিত, যেমন : حاتم অর্থ : কাযী, সিদ্ধান্তদান কারী। সুতরাং নাম হওয়া অবস্থায় তার বিবেচনা করা হবে। তাহলে তাতে علم এবং وصفيت এই দু'টি সবব পওয়া যাবে। সুতরাং তাকে غير منصرف পড়া উচিত। অথচ একথার প্রবক্তা কেউ নন।

উত্তর : নাকেরা করার পর وصفيت এর বিবেচনা করার কারণে একথা আবশ্যক হয় না যে, নাম হওয়া অবস্থায়ও وصفيت এর বিবেচনা করা হবে। আর ইহা কিভাবে সম্ভব ? কারণ علميت এবং وصفيت এর মাঝে তো বৈপরীত্য। এক অবস্থায় উভয়টা কিভাবে বিবেচনা করা হবে? আর নাকেরা করার পর বিবেচনা করার মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই। তাই সিবওয়াইহি ইহার বিবেচনা করেন।

নোট : আখফাসের মাযহাব শুদ্ধ, তা জুমহুরের মতের অনুরূপ। তবে তিনি সিবওয়াইহির রহ. উপর যে আপত্তি করেছেন তা শুদ্ধ নয়। তাই মুসান্নিফ রহ. তার উত্তর দিয়েছেন।

অনুবাদ

সিবওয়াইহির উপর আবশ্যক হবে না حَاتِمٌ জাতীয় শব্দ (কেননা حَاتِمٌ নাম হওয়া অবস্থায় وصفيت এর বিবেচনা করার মাঝে) এক হুকুমে অর্থাৎ এক অবস্থায় বিপরীতমুখী দুই জিনিস একত্রিত হওয়া আবশ্যক হওয়ার কারণে। (যা কোনো ক্রমেই শুদ্ধ নয়)

ফায়েদা : حَاتِمٌ জাতীয় শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঐ সকল শব্দ যা গুণের অর্থ বুঝায়, যেমন : نَسِيْم (কোমল বাতাস) ,شَاهِدٌ ,هَاشِمٌ ,قَاسِمٌ ইত্যাদি। যখন এগুলো দ্বারা কারো নাম রাখা হবে তখন এগুলোর গুণের অর্থ বিবেচিত হবে না। আখফাস রহ. এই আপত্তিই করেছেন যে, যখন নাকেরা করার পর সিবওয়াহ সিফতী অর্থের বিবেচনা করেন তাহলে নাম হওয়া অবস্থায়ও তা বিবেচনা করা দরকার এবং এসকল শব্দ وصفيت ও علميت এর ভিত্তিতে গাইরে মুনসারিফ সাব্যস্ত করা দরকার। কিন্তু বাস্তব কথা হল আখফাসের এই আপত্তি সঠিক নয়। নাম হওয়া অবস্থায় সিফতী অর্থ কিভাবে বিবেচ্য হবে? ইহা তো এক অবস্থায় দুই বিপরীত মুখী জিনিসকে একত্রিত করা। নাম হওয়া অবস্থায় সিফতী অর্থের দিকে মানুষের চিন্তাও যায় না।

৪. **দ্বিতীয় কায়েদা :** যখন غير منصرف শব্দ আলিফ লাম যুক্ত হয় বা তাকে অন্য ইসমের দিকে ইযাফত করা হয় তখন جر অবস্থায় তাতে কাসরা আসতে পারে। তবে তানবীন আসতে পারে না। কারণ, আলিফ লাম যুক্ত মারেফা এবং মুযাফে তানবীন আসে না, যেমন : فِيْ أَحْسَنِ ,فِي الْمَسَاجِدِ تَقْوِيْمٍ(উত্তম ধাচে) أحسن গাইরে মুনসারিফ। وصف এবং وزن فعل এর কারণে।

অনুবাদ

সম্পূর্ণ অধ্যায় অর্থাৎ সকল গাইরে মুনসারিফকে আলিফ লাম ও ইযাফতের সাথে জর অবস্থায় কাসরা দেয়া হয়।

প্রশ্নমালা

[সংজ্ঞাগুলো উত্তর আরবীতে দিতে হবে]

১. غير منصرف এর আরবীতে সংজ্ঞা দাও।

২. غير منصرف এর নয় সবব কি কি ? উদাহরণ সহ শেরটি লিখ।

৩. غير منصرف এর হুকুম কী ? আরবীতে লিখ।

৪. غير منصرف কে কোন কোন অবস্থায় منصرف পড়ার সুযোগ রয়েছে ?

৫. غير منصرف এর কোন কোন আসবাব দুই সববের স্থলাভিষিক্ত ?

৬. আরবীতে عدل এর সংজ্ঞা দাও এবং তা কত প্রকার ও কি কি ? উদাহরণ সহ বর্ণনা করো।

৭. عدل এর ওজন কয়টি ও কি কি ? উদাহরণ সহ বর্ণনা করো।

৮. وصف এর ব্যাখ্যা কী, তার শর্তগুলো কি কি ?

৯. مررت بنسوةٍ أربع বাক্যের أربع শব্দটি منصرف না-কী غير منصرف কারণ সহ বর্ণনা করো।

১০. أَسْوَد , أَرْقَمُ , أَدْهَمُ এর অর্থ কি ? এবং এগুলো منصرف না-কী غير منصرف কারণ সহ বর্ণনা করো।

১১. أَخْيَلُ, أَجْدَلُ, أَفْعَى এর অর্থ কি ? এবং এগুলো منصرف না-কী غيرمنصرف কারণ সহ বর্ণনা করো।

১২. تانيث بالتاء এবং تانيث معنوى এর জন্য শর্ত কী ? تانيث معنوى তে এই শর্ত আবশ্যক করার জন্য, না-কী বৈধ্যতার জন্য ?

১৩. تانيث معنوى এর প্রভাব আবশ্যক হওয়ার জন্য শর্ত কি ?

১৪. تانيث معنوى দ্বারা কোনো পুরুষের নাম রাখা হলে তার হুকুম কি? উদাহরণ সহ লিখ ।

১৫. মারেফার ব্যাখ্যা লিখ। তা সবব হওয়ার জন্য শর্ত কি ?

১৬. عجمه কাকে বলে ? তার শর্তগুলো কি কি ? نُوْح, شَتَر এবং إبراهيم এর হুকুম কি ?

১৭. جمع দ্বারা কি উদ্দেশ্য ? তার শর্ত কি ? فَرَازِنَة মুনসারিফ কেন ?

১৮. حَضَاجِر অর্থ কি ? তা মুনসারিফ না-কী গাইরে মুনসারিফ ? কারণ বর্ণনা করো।

১৯. سراوِيْل এর হুকুম কি ? তা মুনসারিফ না-কী গাইরে মুনসারিফ ? কারণ বর্ণনা করো।

২০. جوارٍ এর ই'রাব কি ? উদাহরণ সহ বর্ণনা করো।

২১. تركيب দ্বারা কোন ধরনের تركيب উদ্দেশ্য ? তার শর্ত কি ?

২২.অতিরিক্ত الف ও نون যদি ইসমে জাতে হয়, তার শর্ত কি ? উদাহরণ সহ লিখ।

২৩. অতিরিক্ত الف ও نون যদি ইসমে সিফতে হয়, তার শর্ত কি? উদাহরণ সহ লিখ।

২৪. سَكْرَان, رَحْمَان এবং نَدْمَان এর কারণ সহ হুকুম বর্ণনা করো।

২৫. وزن فعل এর শর্ত কী ? وزن فعل এর ওজন কয়টি উদাহরণ সহ লিখ।

২৬. أحمر গাইরে মুনসারিফ আর يعمل মুনসারিফ কেন ?

২৭. قاعدة: مَا فِيْهِ عَلَمِيَّةٌ مُؤَثِّرَة: إِذَا نُكِّرَ صُرِفَ এর ব্যাখ্যা লিখ।

২৮. কোন কোন সববকে নাকেরা বানানোর দ্বারা তার সবব হওয়ার যোগ্যতা একে বারে রহিত হয়ে যায়?

২৯. عدل এবং وزن فعل এর কি হুকুম ? উভয়টি কি এক সাথে একত্রিত হতে পারে ?

৩০. সিবওয়েহ আখফাসের সাথে কোন বিষয়ে মতানৈক্য করেন? এবং তা বিস্তারিত লিখ।

৩১. কোনো غير منصرف কে ال যুক্ত করা হলে বা ইযাফত করা হলে তার হুকুম কি?



(المرفوعات (١

هو : ما اشتمَلَ على عَلَمِ الفاعليَّة.

[] فَمِنْه الفاعلُ : (٢)

و هو ما أسْنِدَ إليه الفعْلُ، أو شبْهُه، وقُدِّم عليه : على جهةِ قيامِه بِه، مِثْلُ : قامَ زيدٌ، وزيدٌ قائمٌ أبوهُ.

[قاعدة] والأصلُ أنْ يليَ الفعْلَ، فلِذلِك : جازَ : ضَرَبَ غلامَه زيدٌ، و امتنَعَ ضَرَب غلامُه زيداً. (٣)

[قاعدة] و إذا انتَفَى الإعْرابُ فيْهما لفظًا، والقرينَةُ، أو كان مضمَراً متَّصلاً، أو وقع مفعولُه بعد إلا أو معناها : وجبَ تقديمُه (٤).

مرفوعات এর আলোচনা

প্রথম مرفوع হল : فاعل

১. مرفوعات : অর্থাৎ ঐ সকল ইসম যা ফায়েল হওয়ার আলাgত (পেশ) যুক্ত হয়। مرفوعات আটটি : ফায়েল, নায়েবে ফায়েল, মুবতাদা, খবর, حروف مشبَّه بالفعل এর খরব, افعال ناقصه এর ইসম (মুসান্নিফ রহ. ইহা উল্লেখ করেন নাই, কারণ যমখশারী রহ. মুফাস্সালে একে منصوبات এর আলোচনা উল্লেখ করেছেন) ليس এর সদৃশ ما ও لا এর ইসম এবং لائے نفي جنس এর খবর।

২. فاعل : ঐ ইসমকে বলা হয় যার দিকে কোনো ফে'য়েল বা সিবহে ফে'য়েলকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয় এবং ঐ ফে'য়েল বা সিবহে ফে'য়েলকে পূর্বে আনা হয়, আর ঐ ফে'য়েল বা সিবহে ফে'য়েল ঐ ইসমের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করে, যেমন : قام زيدٌ এবং قِيَامُ زيدٍ বাক্যে যায়েদের দিকে قام ফে'য়েল এবং قيام মাছদারকে সম্বন্ধ যুক্ত করা হয়েছে এবং দাঁড়ানো কাজটি

যায়েদের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেছে। এই জন্য যায়েদ ফায়েল। সিবহে ফে'য়েল পাঁচটি যথা : اسم فاعل ,اسم مفعول ,اسم تفضيل , صفت مشبه এবং مصدر । এগুলো ফেয়েলের মত আমল করে এবং সাধারণত নিজের মা'মুলের দিকে মুযাফ হয়, যেমন : قيام زيدٍ মাসদার ফায়েলের দিকে ইযাফত হয়েছে।

অনুবাদ

مرفوعات : আর তা হল ঐ সকল ইসম যা ফায়েল হওয়ার আলামতের উপর অর্ন্তভূক্ত হয়। তার একটি হল ফায়েল।

فاعل : ঐ ইসমকে বলা হয় যার দিকে কোনো ফে'য়েল বা সিবহে ফে'য়েলকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয় এবং তাকে ফা'য়েলের পূর্বে আনা হয় ঐ ফে'য়েলটি ফায়েলের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ কারার ভিত্তিতে অর্থাৎ ফে'য়েলটি ঐ ফায়েলের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করে, যেমন : যায়েদ দাঁড়িয়েছে, যায়েদের পিতা দন্ডায়মান।

৩. কায়েদা : মূলনীতি হলো ফায়েল ফেয়েলের সাথে মিলে আসবে অর্থাৎ মাফউলের পূর্বে আসবে। এই কায়েদার আলোকে ضربَ غلامَه زيدٌ বলা শুদ্ধ। অর্থাৎ যায়েদ তার গোলামকে প্রহার করেছে। এতে যায়েদ ফায়েল। বাক্যে যদিও তা মাফউলের পরে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু তার স্থান পূর্বে। এই জন্য তার দিকে غلامَه এর যমীর প্রত্যাবর্তন করতে পারে। এটা إضمار قبل الذكر নয়।

তবে ضربَ غلامُه زيداً বলা শুদ্ধ নয়। অর্থাৎ যায়েদের গোলাম যায়েদকে প্রহার করেছে। কেননা غلامُه এর যমীর যায়েদের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। যা ضربَ এর মাফউলে বিহী। শব্দগত ও মর্যাদাগত উবয় দিক থেকে যার স্থান পরে। তাই ইহা إضمار قبل الذكر এবং তা নাজায়েয।(وَلِيَهُ يَلِيْهِ وَلْيًا : নিকটবর্তী হওয়া, মিলিত হওয়া)।

৪. তিন অবস্থায় ফায়েলকে مفعول এর পূর্বে আনা আবশ্যক, যথা :

ক. যখন فاعل এবং مفعول উভয়টিমقصور اسم হয় এবং মিলে যাওয়ার

আশংকা হয়, যেমন : ضَرَبَ موسى عيسى মূসা ইসাকে প্রহার করেছে। আর যদি মিলে যাওয়ার আশংকা না থাকে তাহলে পূর্বে আনা আবশ্যক না, যেমন : أكل الكمَّثْرى موسى মূসা নাসপাতি খেয়েছে। নাশপাতি مفعول ই হবে যদিও তা পূর্বে আসে।

খ. যখন ফায়েলটি ضمير مرفوع متصل হয় যেমন : ضربت زيداً

গ. যখন مفعول টি إلا বা তার সমজাতীয় কালিমার পরে আসে অর্থাৎ مفعولএর সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য হয়ে যেমন : ما ضرب زيدٌ إلا عمروً (যায়েদ আমরকেই মেরেছে)।

অনুবাদ

যখন উভয়টিতে ইরাব দেয়া অসম্ভব হয় অর্থাৎ فاعل এবং مفعول উভয়টিতে প্রকাশ্য ইরাব দেয়া না যাবে এবং কোনো ইঙ্গিতও না থাকে যে, فاعل কোনটি আর مفعول কোনটি। অথবা ضمير مرفوع متصل ফায়েল হয় অথবা مفعول টি إلا বা তার সমজাতীয় কালিমার পরে আসে, তখন فاعل কে পূর্বে আনা আবশ্যক।

[قاعدة] و إذا اتصَلَ به ضميرُ مفعُولٍ، أو وقَعَ بعد إلا أو معناها، او اتصَلَ به مفعولُه، و هو غير متصِلٍ : وجَبَ تأخيرُه.

কায়েদা : তিন অবস্থায় ফায়েলকে মাফউলে বিহির পরে আনা আবশ্যক। যথা :

ক. যখন ফায়েলের সাথে এমন যমীর মিলিত থাকে যা মাফউলের দিকে প্রত্যাবর্তন করে, যেমন : ضرَبَ زيداً غلامُه

খ. যখন ফায়েল إلا বা তার সমজাতীয় সীমাবদ্ধকারী কালিমার পরে পতিত হয়, যেমন : ما ضرَبَ عمروً إلا زيدٌ

গ. ফে'য়েলের সাথে মাফউলের যমীর মিলিত থাকে আর ফায়েল বিচ্ছিন্ন যমীর হয়, যেমন : ضربك زيدٌ তাহলে ফায়েলকে পরে আনা আবশ্যক।

অনুবাদ

যখন ফায়েলের সাথে মাফউলের যমীর মিলে আসে বা ফায়েলটি إلا বা তার সমজাতীয় সীমাবদ্ধকারী কালিমার পরে পতিত হয় বা ফেয়েলের সাথে তার মাফউল মিলিত থাকে আর ফায়েল থাকে বিচ্ছিন্ন তাহলে ফায়েলকে পরে আনা আবশ্যক।

[قاعدة] و قد يُحْذَفُ الفعلُ لقيامِ قرِيْنةٍ : (١)

[الف] جوازاً في مثلِ : زيدٌ، لِمَنْ قالَ : مَنْ قَامَ ؟

شعر : (٢)

وَلْيُبْكَ يَزِيْدُ ضَارِعٌ لِخُصُوْمَةٍ ۞ وَ مُخْتَبِطٌ مِمَّا تُطِيْحُ الطَّوَائِحُ.

[ب] و وجوباً : فِيْ مثلِ :﴿وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ﴾ (٣)

[قاعدة] و قد يُحْذَفَانِ معا : فِيْ مثل : نَعَمْ، لِمَنْ قَالَ : أَقَام زيدٌ(٤)

১. কায়েদা : করীনা বিদ্যমান থাকলে ফায়েলের ফে'য়েলকে বিলুপ্ত করা হয়। জায়েযীভাবে,আবশ্যিকভাবে। মুসান্নিফ রহ. জায়েযী বিলুপ্তির দু'টি উদাহরণ দিয়েছেন। প্রথম উদাহরণ : কেউ জিজ্ঞাসা করল؟ مَنْ قام কে দাঁড়িয়েছে ? আপনি উত্তরে বললেন- যায়েদ। এখানে قام ফে'য়েল বিলুপ্ত আছে। বিলুপ্তের করীনা سؤال محقق (প্রকাশ্য প্রশ্ন)।

২. বিলুপ্ত জায়েজ হওয়ার দ্বিতীয় উদাহরণ : এক কবি নিজ ভাইয়ের শোকগীত করে বলেছেন-

وليُبْكَ يزيدُ: ضارعٌ لخصومةٍ ◆ و مختبِطٌ ممَّا تُطِيحُ الطوائحُ

ইয়াযিদের জন্য কান্নাকাটি করা উচিত। (কে কাঁদবে ? কাঁদবে ঐ ব্যক্তি) যে ঝগড়ার সময় অক্ষম থাকে – এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ধ্বংস থেকে রক্ষার জন্য মাধ্যম ব্যতীত প্রার্থনাকারী। অর্থাৎ দুই ব্যক্তি কাঁদবে (এক) ঝগড়ার সময় সাহায্য প্রার্থনাকারী, (দুই) কঠিন দুর্যোগের সময় মাধ্যম ব্যতীত সাহায্য প্রাথনাকারী। কারণ ইয়াযিদ এই উভয় শ্রেণীর লোকদেরকে সাহায্য করতেন।

এই কবিতায় ضارعٌ এর পূর্বে يَبْكِي গোপন আছে। তার করীনা হল সুয়ালে মুকাদ্দার। অর্থাৎ কল্পিত প্রশ্ন। আর مختبِطٌ এর আতফ ضارعٌ এর উপর।

ضارعٌ : অক্ষম ব্যক্তি। لخصومةٍ এর লাম সময়জ্ঞাপক। مختبِطٌ দুর্যোগে ধ্বংসশীল। مما এর ما মাসদার অর্থবোধক। أطَاحَه: ধ্বংস করা। طائحة : দুর্যোগ।

৩. আবশ্যিকভাবে ফে'য়েল উহ্য থাকার উদাহরণ সূরা তাওবার ৬ নং আয়াত। وإنْ أَحَدٌ مِّن المشْرِكِيْن اسْتَجَارَك অর্থাৎ মুশরিকদের থেকে কোনো ব্যক্তি যদি আপনার আশ্রয় প্রার্থী হয়। এখানে أَحَدٌ এর পূর্বে اسْتَجَارَك উহ্য আছে। তার ইঙ্গিতবাহী হল إنْ হরফে শর্ত। যা শুধু ফে'য়েলের শুরুতেই আসে। ما أضمر عامله على شريطة التفسير দ্বারা উদ্দেশ্য হল في مثل অর্থাৎ পরবর্তীতে তাফসীরকারী ফে'য়েল আগত হলে প্রথম ফে'য়েলকে উহ্য রাখা আবশ্যক।

৪. **কায়েদা** : যদি কারিনা বিদ্যমান থাকে তাহলে ফে'য়েল-ফায়েল উভয়কে বিলুপ্ত করা বৈধ, যেমন কেউ জিজ্ঞাসা করল أقام زيدٌ যায়েদ কি দাড়িয়েছে ? আপনি উত্তর দিলেন نعم হ্যাঁ । এখানে نعم: قام زيدٌ উহ্য আছে অর্থাৎ হ্যাঁ যায়েদ দাঁড়িয়েছে।

[تنازُعُ الفعلينِ (١)]

و إذا تنازَع الفِعلانِ ظاهراً بعدَهما، فقد يكون :

[الف] في الفاعِليةِ ، مثل : ضرَبَنِيْ و أكْرمَنِي زيدٌ.

[ب] و في المفعُوليَّة ، نحوُ: ضرَبتُ و أكرَمتُ زيْداً.

[ج ود] و في الفاعليَّة و المفعوليَّة مختلفَيْن .

فيختارُ البصريُّون إعمالَ الثاني، و الكوفيُّون الأولَ :

[الف] فإن أعملتَ الثانيَ أضمَرتَ في الأوَّل على وَفْقِ الظاهر دون الحذفِ، خلافا للكسائيِّ- وجازَ خلافاً للفرَّاء- وحذفْتَ المفعولَ إن استُغْنِيَ عنه، و إلا أظهَرتَ(٢).

[ب] و إنْ أعمَلتَ الأوَّل أضمَرْتَ الفاعلَ في الثاني، و المفعُوْل على المُخْتار، و إلا أنْ يمنعَ مانعٌ فتُظهِرَ (٣).

[فائدة] و قولُ امرَءِ القَيْس : ع : كَفَانِي و لم أطْلُبْ قليْلٌ من المال: ليسَ منه لفسادِ المعنى.(٤)

দুই ফে'য়েলের ঝগড়া [تنازُعُ الفعلينِ]

১. تنازع : শাব্দিক অর্থ ঝগড়া করা। পারিভাষিক অর্থ : দুই বা ততোধিক ফে'য়েল বা সিবহে ফে'য়েল একটি ইসমে জাহেরকে -যা তার পরে আসে- মা'মুলে বানাতে ঝগড়া করা।

تنازُعُ الفعلينএর চার অবস্থা (ক) উভয় ফে'য়েল ইসমে জাহেরকে ফা'য়েল বানাতে চায় যেমন : ضَرَبَنِي و أكرَمَنِي زيدٌ (২) উভয়ে তাকে মাফউল বানাতে চায় যেমন : ضربتُ و أكرمتُ زيداً (৩) প্রথমটি ফা'য়েল আর দ্বিতীয়টি মাফউল বানাতে চায় যেমন : ضَرَبَنِي وأكرمْتُ زيداً (৪) প্রথমটি মাফউল আর দ্বিতীয়টি ফা'য়েল বানাতে চায় যেমন : ضربتُ و أكرمني زيدٌ

এই ধরনের ঝগড়ার সময় বসরার নাহবীগণ দ্বিতীয় ফে'য়েলকে আমল দেয় উত্তম জ্ঞান করেন। কেননা তা ইসমে জাহিরের নিকটবর্তী। আর কূফার নাহবীগণ প্রথম ফে'য়েলকে আমল দেয়া উত্তম মনে করেন। কেননা সে পূর্বে। তাই তার হক বেশী। তবে উভয় ফে'য়েলের প্রত্যেকটিকে আমেল বানানো শুদ্ধ আছে।

২. যদি বসরার নাহবীদের মাযহাব অনুযায়ী দ্বিতীয় ফে'য়েলকে আমেল বানানো হয় আর প্রথম ফে'য়েল ফায়েলের দাবী করে তাহলে তার জন্য ইসমে জাহের অনুপাতে যমীর আনা হবে। ফায়েল গোপন রাখা হবে না। এতে কেসায়ী মতানৈক্য করেন। তিনি বলেন- এই অবস্থায় ফায়েলকে গোপন করা আবশ্যক। কেননা মারজে' এর পূর্বে যমীর আনা জায়েয নয়। তাই তিনি ضَرَبَنِيْ و أكْرَمَنِي الزيدانِ এর স্থলে ضرَبانِيْ و أكرمني الزيدانِ বলবেন। প্রথম ফে'য়েলে যমীরকে গোপন করেন।

প্রথম ফে'য়েল যদি ফায়েলের দাবী করে তবু দ্বিতীয় ফে'য়েলকে আমল দেয়া বৈধ। কিন্তু তাতে ফাররা নাহবী ভিন্ন মত পোষন করেন। তিনি বলেন- যদি প্রথম ফে'য়েল ফায়েলের দাবী করে তাহলে তাকেই আমল দিতে হবে, দ্বিতীয়টিকে আমল দেয়া বৈধ নয়।

আর যদি প্রথম ফে'য়েল মাফউলের দাবী করে আর মাফউল ছাড়া কাজ চলে অর্থাৎ মাফউল আফআলে কুলুবের অন্তর্ভূক্ত না হয়। তাহলে বসরার নাহবীদের মতানুযায়ী তাকে বিলুপ্ত করে দিবে। আর যদি কাজ না চলে।

কারণ মাফউল আফআলে কুলুবের অন্তর্ভূক্ত হয় তাহলে প্রথম ফে'য়েলের মাফউলকে উল্লেখ করা হবে অর্থাৎ তার জন্য ইসমে জাহের আনা হবে, যেমন : حَسِبَنِيْ مُنْطَلِقاً و حسبتُ زيداً منطلقاً

৩. যদি কূফীদের মাযহাব অনুযায়ী প্রথম ফে'য়েলকে আমল দেয়া হয় আর দ্বিতীয় ফে'য়েল ফায়েলের দাবী করে, তাহলে তাকে যমীর দেয়া হবে। আর যদি মাফউল চায় তাহলে তাকে যমীর দেয়া উত্তম, আর বিলুপ্ত করারও অনুমতি আছে। যেমন : أكرمت زيداً / أكرمتُه তবে যদি মাফউল আফআলে কুলুবের অন্তর্ভূক্ত হয় তাহলে তাকে প্রকাশ করা আবশ্যক যেমন : حَسِبَني و حَسِبْتُهما منطلِقَينِ الزيدان منطلِقاً

৪. ইহা কূফীদের দলীলের উত্তর। কূফীগণ বলেন- ইমরাই কায়েস যিনি আরবী সাহিত্যের স্বীকৃত কবি, তিনি تنازع এর ক্ষেত্রে প্রথম ফে'য়েলকে আমেল বানিয়েছেন। সুতরাং বুঝা গেল এটাই উত্তম। তিনি বলেন–

كَفَانِيْ ولَمْ أَطْلُبْ قَلِيْلٌ مِنَ المَالِ

আমার জন্য অল্প মাল যথেষ্ট, আর আমি অন্বেষণ করি না। এই অংশে قَلِيْلٌ مِنَ المَالِ কে كفاني ফা'য়েল বানাতে চায় আর لَمْ أَطْلُبْ চায় মাফউল বানাতে। কবি প্রথম ফে'য়েলকে আমল দিয়েছে। দ্বিতীয় ফে'য়েলের মাফউল বানান নি, অন্যথায় قليلا من المالِ বলতেন।

মুসান্নিফ রহ. এই দলীলের উত্তর দিচ্ছেন যে, শ্লোকটি تنازع الفعلان এর অন্তর্ভূক্তই নয়। কারণ যদি এটা تنازع الفعلان এর অন্তর্ভূক্ত হয় তাহলে অর্থ পরিবর্তন হয়ে যাবে। কারণ পূর্ণ শে'র হল–

ولو أنَّمَا أسْعَى لأدْنَى مَعِيْشةٍ - كَفَانِيْ ولَمْ أَطْلُبْ قليلٌ مِنَ المالِ

যদি আমি সাধারণ জীবনযাত্রার চেষ্টা করতাম, তাহলে অল্প মাল আমার জন্য যথেষ্ট ছিল, আমি (অনেক সম্পদের জন্য) দৌড়-ঝাপ পারতাম না। পরবর্তী কবিতা হল–

لَكِنَّمَا أسْعَى لِمَجْدٍ مؤثَّلٍ- وقد يُدرِكُ المجْدَ المؤثَّلَ أمْثَالِيْ

(বরং আমি স্থায়ী সম্মানের জন্য চেষ্টা করছি, কখনো স্থায়ী সম্মান আমার মতো ব্যক্তিরা অর্জন করতে পারে।) আর স্থায়ী সম্মান অর্জনের জন্য অঢেল সম্পদের প্রয়োজন। তাই আমি অঢেল সম্পদ অর্জনের জন্য চেষ্টা করছি।

সুতরাং لم أَطْلُبْ এর মাফউল كثيرا من المال গোপন আছে। যার কারিনা হল পরবর্তী কবিতা। যদি قليلٌ مِنَ المالِ কে لم أَطْلُبْ এর মাফউল ধরা হয় তাহলে অর্থে বৈপরীত্ব সৃষ্টি হয়ে যাবে। অর্থাৎ অল্প সম্পদ যথেষ্ট হয়ে যেতো আর স্থায়ী সম্মান অর্জনের জন্য অল্প সম্পদ অনুসন্ধান করতাম না। এটা কেমন কথা হল! কারণ স্থায়ী সম্মান অর্জনের জন্য অল্প সম্পদ যথেষ্ট নয়, তার জন্য প্রয়োজন অঢেল সম্পদের।

অনুবাদ

যখন দুটি ফে'য়েল তাদের পরবর্তী ইসমে জাহেরে আমল করতে ঝগড়া করে তখন উভয় ফে'য়েল কখনো ফায়েল বানাতে চায় যেমন ضربني و أكرمني زيدٌ বা মাফউল বানাতে চায় যেমন : ضربتُ و أكرمتُ زيداً বা ফায়েল অথবা মাফউল বানাতে চায়। বসরী নাহবীগণ দ্বিতীয়টিকে আমল দেয়া উত্তম মনে করেন। আর কূফীগণ প্রথমটিকে। যদি তুমি দ্বিতীয় ফে'য়েলকে আমেল বানাও তাহলে প্রথম ফেয়েলে ইসমে জাহের অনুযায়ী ফায়েলের যমীর আনা হবে। বিলুপ্ত করা হবে না। (কারণ উত্তমের বিলুপ্তি বৈধ নয়) এতে কেসায়ী মতানৈক্য করেন। (তিনি বলেন- এই অবস্থায় ফায়েলকে গোপন কারা আবশ্যক) আর দ্বিতীয় ফে'য়েলকে আমেল বানানো বৈধ। এতে ফররার মতানৈক্য আছে। মাফউলকে বিলুপ্ত করে দিবে যদি প্রয়োজন না হয় অন্যথায় তুমি প্রকাশ করবে।

আর যদি প্রথম ফে'য়েলকে আমেল বানাও তাহলে দ্বিতীয় ফে'য়েলে ফায়েল এবং মাফউলের যমীর আনা হবে। গ্রহণযোগ্য মত অনুযায়ী। তবে যদি কোনো প্রতিবন্ধক থাকে, তাহলে প্রকাশ করবে। অর্থাৎ ফায়েল বা মাফউল যদি আফআলে কুলুবের হয় তাহলে তার কোনোটিকে বিলুপ্ত করা বৈধ নয়। তাই তাকে প্রকাশ করবে। ইমরাইল কায়েসের কবিতা كَفَانِيْ ولَمْ أَطْلُبْ ..إلخ... এর অন্তর্ভূক্ত নয় । অর্থ নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে।

[مفعول ما لمْ يُسمَّ فاعِله -٢]

مفعولُ ما لمْ يُسَمَّ فاعلُه : كلُّ مفعُولٍ حُذِف فاعلُه، و أُقِيمَ هو مقامَه. (١)

و شرطُه : أن تُغَيَّر صيْغةُ الفعلِ إلى فُعِلَ أو يُفْعَلُ. (٢)

[قاعدة] ولا يقع المفعول الثاني من بابِ عَلِمْتُ، والثالثُ من باب أعْلمْتُ، و المفعول له و المفعول معه كذلك . (٣)

[قاعدة] وإذا وُجِدَ المفعول به تَعَيَّنَ له، تقول : ضُرِبَ زيدٌ يومَ الجمعة أمامَ الأميرِ ضرباً شديداً في داره : فتعيَّنَ زيدً، و إن لم يكنْ فالجميعُ سواءٌ. (٤)

[قاعدة] و الأولُ من باب أعطَيتُ أولى من الثاني. (٥)

২. ঐ ফে'য়েলের মাফউল যার ফায়েলের নাম অনুল্লেখ অর্থাৎ নায়েবে ফায়েলের আলোচনা

১. مفعول ما لم يسم فاعله প্রত্যেক ঐ মাফউলকে বলে যার ফায়েল গোপন করা হয়েছে এবং তার মাফউলকে ফায়েলের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। তাই তাকে 'নায়েবে ফায়েল' বলা হয়। আর নায়েবে ফায়েল শুধু ফেয়েলে مجهول-এর-ই হয়।

২. مفعول ما لم يسم فاعله এর জন্য শর্ত হল ফে'য়েলের সিগা فُعِلَ বা يُفْعَلُ দ্বারা পরিবর্তন করা হবে অর্থাৎ ফে'য়েলকে مجهول বানানো হবে, তখনই নায়েবে ফায়েল আসবে।

৩. **কায়েদা :** চারটি মাফউল নায়েবে ফায়েল হতে পারে না, যথা : (ক) علمتُ অধ্যায়ের অর্থাৎ متعدي بدو مفعول এর দ্বিতীয় মাফউল। (খ) أعطيتُ অধ্যায়ের অর্থাৎ তিনটি مفعول এর দিকে মুতা'আদ্দী ফে'য়েলের তৃতীয় মাফউল।

(গ) مفعول له যা লাম ব্যতীত হয়। (ঘ) مفعول معه । এই চারটি মাফউল নায়েবে ফায়েল হতে পারে না।

৪. **কায়েদা :** অন্য সকল মাফউল নায়েবে ফায়েল হতে পারে । তবে যদি তাতে مفعول به বিদ্যমান থাকে তাহলে তাকেই নায়েবে ফায়েল বানানো হবে। কিতাবে উল্লেখিত উদাহরণে 'যায়েদ' مفعول به । তাই তাকেই নায়েবে ফায়েল বনানো হয়েছে। যদি তা না থাকত তাহলে সবগুলোকে সমান স্তরে নায়েবে ফায়েল বানানো যেত। يوم الجمعة হল মাফউলে ফি-হি যরফে যমান, أمام الأمير মাফউলে ফি-হী যরফে মাকান, ضرباً شديداً মাফউলে মুতলাক এবং في داره যরফ।

৫. أعطيتُ অধ্যায়ের অর্থাৎ তিনটি مفعول এর দিকে মুতা'আদ্দী ফে'য়েলের প্রথম দুই মাফউলের উভয়টিকেই নায়েবে ফায়েল বানানো যায়, তবে তার প্রথম মাফউলকে নায়েবে ফায়েল বানানো উত্তম।

অনুবাদ

مفعول ما لم يسم فاعله প্রত্যেক ঐ মাফউলকে বলে যার ফায়েল গোপন করা হয়েছে এবং তাকে মাফউলের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। তার শর্ত হল ফে'য়েলের সিগা فُعِلَ বা يُفْعَلُ দ্বারা পরিবর্তন করা হবে। **[কায়েদা]** এবং علمتُ অধ্যায়ের দ্বিতীয় মাফউল, أعلمتُ অধ্যায়ের তৃতীয় মাফউল নায়েবে ফায়েল হতে পারে না। مفعول له এবং مفعول معه এরও একই অবস্থা। **[কায়েদা]** যখন مفعول به বিদ্যমান থাকে তখন নায়েবে ফায়েল হওয়ার জন্য তা নির্দিষ্ট। তুমি বলবে- যায়েদকে প্রহার করা হয়েছে জুমআর দিন, আমীরের সামনে, প্রচন্ড প্রহার, তার ঘরে। সুতরাং যায়েদ নির্দিষ্ট। আর যদি তা না থাকে তাহলে সবগুলোকে সমান স্তরের। **[কায়েদা]** أعطيتُ অধ্যায়ের প্রথম মাফউল দ্বিতীয় মাফউল অপেক্ষা উত্তম।

: ومنها المبتدأ و الخبر [٤-٣]

فالمبتدأ (١) : هو الاسم المُجرَّدُ عن العواملِ اللفظيَّة ، مسنداً إليه أو الصفةُ الواقِعةُ بعدَ حرفِ النفي، أو ألفِ الاستفهام، رافعةً لظاهر، مثل : زيدٌ قائمٌ، وما قائم الزيْدانِ، أقَائِم الزيدانِ ؟

فإنْ طابقتْ مفردا جازَ الأمرانِ.

و الخبرُ : هو المجرَّدُ المُسنَدُ به، المغاير للصفة المذكورة.(٢)

[قاعدة] و أصلُ المبتدأ التقديمُ ومن ثَمَّ جاز في داره زيدٌ، و امتنعَ صاحبُها في الدار.(٣)

[৩-৪] মুবতাদা খবরের আলোচনা

১. **মুবতাদার সংজ্ঞা :** **ক.** মুবতাদা ঐ ইসম যা প্রকাশ্য আমেল থেকে মুক্ত হয় এবং তার দিকে কোনো জিনিস সম্বন্ধযুক্ত হয়, যেমন : زيدٌ قائمٌ এ বাক্যে যায়েদ হল মুবতাদা, কেননা তার দিকে দাড়ানোকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। **খ.** অথবা তা এমন সিফতের সিগাহ হয় যা হরফে নফী বা হামযায়ে ইস্তেফহামের পরে আসে এবং তার পরবর্তীতে আগত ইসমে জাহেরকে রফা' দেয়, যেমন : ما قائم الزيدان যায়েদদ্বয় দান্ডায়মান নয়। এবং أقائمٌ الزيدان যায়েদদ্বয় কি দন্ডায়মান?

তারকীব : যদি সিফতের সিগাহ ও ইসমে জাহের উভয়ই মুফরাদ হয় তাহলে দু'টি তরকীব হতে পারে **ক.** সিফতের সিগাহ মুবতাদা আর তার পরবর্তী অংশ ফায়েল খবরের স্থলাবিষিক্ত **খ.** সিফতের সিগাহ খবরে মুকাদ্দাম আর তার পরবর্তী অংশ মুবতাদায়ে মুয়াক্ষার।

২. **খবরের সংজ্ঞা :** খবর ঐ ইসম, যা প্রকাশ্য আমেল থেকে মুক্ত হয় এবং তাকে কোনো জিনিসের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়। তবে মুবতাদার দ্বিতীয় সংজ্ঞায় যে সিফতের কথা উল্লেখ আছে, তা থেকে ভিন্ন হয়। কেননা সেটাও মুসনাদ বিহি হয় তথাপি সেটা মুবতাদা।

৩. **কায়েদা :** সাধারণত মুবতাদা খবরের পূর্বে আসে তাই في داره زيدٌ বলা শুদ্ধ। কেননা যমীর যায়েদের দিকে প্রত্যাবর্তনশীল। যদিও তা শব্দগতভাবে

পরে কিন্তু স্থানগতভাবে পূর্বে। তাই যমীর তার দিকে ফিরতে পারে। صاحبها في الدار বলা শুদ্ধ নয়, কেননা যমীরের প্রত্যাবর্তনস্থল শব্দগতভাবেও পরে, স্থানগতভাবেও পরে।

[قاعدة] و قدْ يكوْنُ المبتدأ نكرةً إذا تَخَصَّصَتْ بوجهٍ مَّا، مثلُ : (١)

[الف](وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ)

[ب] و أَرجُلٌ فِي الدَّارِ أم امْرأةٌ ؟

[ج] وما أحدٌ خيْرٌ منْكَ.

[د] و شرٌّ أهرّ ذاناب.

[ه] و في الدَّار رجُلٌ.

[و] و سلامٌ عليكَ.

১. মুবতাদা মারেফাই হয়, তবে কখনো নাকেরাও মুবতাদা হয়। নাকেরা মুবতাদা হওয়ার জন্য শর্ত হল তাতে কোনোভাবে তাখসীস হতে হবে। মুসান্নিফ রহ. ছয়টি উদাহরণ দিয়েছেন যেগুলোতে বিভিন্নভাবে তাখসীস হয়েছে। তাই সেগুলো মুবতাদা হওয়া শুদ্ধ হয়েছে।

ক. و لعبدٌ إلخ এবং নিশ্চয় মুমিন গোলাম মুশরিক গোলাম থেকে উত্তম। এখানে عبدٌ مؤمنٌ হল মুবতাদ, আর خيرٌ হল তার খবর। যেহেতু عبدٌ এর সিফত এসেছে مؤمنٌ, তাই ব্যাপকতা অবশিষ্ট থাকে নি, ফলে মুবতাদা হওয়া শুদ্ধ হয়েছে।

খ. أ رجلٌ إلخ ঘরে কি পুরুষ না-কী মহিলা ? বক্তার জানা আছে ঘরে একজন আছে, কিন্তু পুরুষ না-কী মহিলা? ইহা জানা নেই। তাই তার নির্দিষ্টকরণ চাচ্ছে। ইহা এক ধরনের তাখসীস হয়ে গেছে। তাই رجلٌ মুবতাদা, أم : হরফে আতফ, امرأةٌ আতফ হয়েছে رجلٌ এর উপর আর في الدارِ হল খবর।

গ. ما أحدٌ إلخ তোমার চেয়ে উত্তম কেউ নেই। এ বাক্যে أحدٌ মুবতাদা, خيرٌ খবর, أحدٌ নাকেরা,নফীর পরে এসেছে। আর না-বাচকের পরবর্তী নাকেরা ব্যাপকার্থের জন্য হয়। আর 'ব্যাপক' فرد واحد এর মত। ইহাই তাখসীস ।

তাই এখানে নাকেরার মুবতাদা হওয়া শুদ্ধ হয়েছে।

ঘ. شر الخ কোনো মারাত্মক অনিষ্টতা কুকুরকে ভেউ ভেউ করিয়েছে। ঘরের লোকজন বাহিরের কুকুরকে মারাত্মক ভয়ালভাবে ভেউ ভেউ করতে শুনল। তখন তারা এই বাক্য বলল অর্থাৎ কোনো বিপদসঙ্কুল বিষয় সম্মুখীন হচ্ছে। কুকুরের ভেউ ভেউ শব্দ তারই ইঙ্গিত করছে। সুতরাং شرٌّ এর তানবীন تعظيم এর জন্য। যার ফলে তাখসীস সৃষ্টি হয়েছে এবং নাকেরার মুবতাদা হওয়া শুদ্ধ হয়েছে। أهرَّ ফেয়েলে মাযী, ذا نابٍ তার মাফউল, জুমলায়ে ফেলিয়াহ হয়ে খবর। نابٌ -বিষদাঁত।

ঙ. في الدار الخ ঘরে একজন পুরুষ আছে। এ বাক্যে খবরকে পূর্বে আনার কারণে নাকেরাতে তাখসীস সৃষ্টি হয়েছে। তাই তার মুবতাদা হওয়া শুদ্ধ হয়েছে।

চ. سلامٌ عليك আমার সালাম আপনার প্রতি। এ বাক্যে متكلم يائے উহ্য রয়েছে, তাই سلامٌ নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। ফলে তার মুবতাদা হওয়া শুদ্ধ হয়েছে।

উপরে উল্লেখিত উদাহরণগুলোতে বিভিন্নভাবে তাখসীস হয়েছে । এ ভাবে আরোও অন্য কোনো পদ্ধতিতে তাখসীস হতে পারে। মোটকথা যে কোনো পদ্ধতিতে নাকেরায় যদি তাখসীস সৃষ্টি হল তাহলে তা মুবতাদা হতে পারবে, অন্যথায় নয়।

[قاعدة] و الخبرُ : قد يكون جملةً، مثلُ : زيدٌ أبوه قائم، وزيد قام أبوه، فلابد من عائد و قد يُحْذَف. (١)

[قاعدة] وما وَقَعَ ظرفاً،فالأكثَرُ على أنه مُقَدَّرٌ بجملةٍ. (٢)

[قاعدة] و إذا كان المبتدأُ : (٣)

[الف] مشتَملاً على ما له صدرُ الكلامِ، مثل : من أبوك ؟

[ب] أو كانَ معرفَتَيْنِ .

[ج] أو متساوِيَيْنِ، نحوُ : أفضلُ منكَ أفضلُ منّي.

[د] أو كان الخبرُ فعلاً له، مثل : زيد قام .

وجبَ تقديمُه .

[قاعدة]

[الف] وإذا تضمَّنَ الخبرُ المفردُ مالَه صدرُ الكلام، مثل : أينَ زيدٌ ؟ (٤)

[ب] أو كان مصحِّحاً له ، مثل : في الدارِ رجلٌ.

[ج] أو لمتعلِّقِه ضميرٌ في المبتدأ، مثلُ : على التمرةِ مثلُها زُبْداً.

[د] أو كان خبراً عن : "أنَّ" مثلُ : عندي أنَّكَ قائمٌ.

وجبَ تقديمُه.

১. কায়েদা : খবর কখনো জুমলায়ে ইসমিয়াহ হয়, যেমন : زيدٌ أبوه قائمٌ যায়েদ তার পিতা দণ্ডায়মান। زيدٌ মুবতাদা, أبوه قائم মুবতাদা-খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়াহ হয়ে زيدٌ মুবতাদার খবর।

খবর কখনো জুমলায়ে ফে'লিয়াহ হয়, যেমন : زيدٌ قامَ أبوه যায়েদ তার পিতা দাঁড়িয়েছে । قامَ أبوه ফে'য়েল-ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়াহ হয়ে যায়েদ মুবতাদার খবর। আর যখন জুমলা খবর হবে তখন আবশ্যক হল তাতে কোনো যমীর ইত্যাদি থাকবে, যা মুবতাদার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। [একে عائد'আয়েদ' বলা হয়] যখন করিনা [ইঙ্গিতবহ] বিদ্যমান থাকে তখন এই আ'য়েদকে কখনো বিলুপ্ত করে দেয়া হয়, যেমন : البرُّ الكرُّ بستّين درهماً গম তার এক কোড় ষাট দেরহাম। এবাক্যে منه উহ্য আছে। কেননা গম ব্যবসায়ী গমের দামই বলবে।

(আয়েদ : ضمير ব্যতীত الف لام عهدي ও হয়, যমীরের স্থলে ইসমে জাহেরও আনা হয়। খবর যদি মুবতাদার ব্যাখ্যা হয়, তাহলে ইহাও عائد এর স্থলাভিষিক্ত হয়।)

২. খবর যদি ظرف زمان বা ظرف مكان বা جار مجرور হয় তাহলে অধিকাংশ নাহবী তথা বসরার নাহবীগণ তাকে জুমলা বানান এবং ফে'য়েল উহ্য রাখেন। আর কূফার নাহবীগণ ইসমে ফায়েল ইত্যাদি উহ্য ধরে মুফরাদ তৈরী করে, যেমন : زيدٌ في الدار বসরীদের নিকট এবাক্যেরর গোপনরূপ

زيدٌ إستقرَّفي الدار আর কূফীদের নিকট زيدٌ ثابتٌ في الدار [আমাদের অঞ্চলে কূফীদের মত গ্রহনীয়]।

৩. চার অবস্থায় মুবতাদাকে খবরের পূর্বে আনা আবশ্যক, যথা :

ক. যখন এমন কালিমা মুবতাদা হয় যা বাক্যের শুরু অংশেই আসে, যেমন : প্রশ্নবোধক অব্যয়, যা শুধু বাক্যের শুরুতেই আসে, যেমন : مَنْ أبوك ؟ তোমার পিতা কে ? এ বাক্যে مَن মুবতাদা আর أبوك হল খবর।

খ. যখন মুবতাদ-খবর উভয়টি মারেফা হয় এবং মুবতাদা নির্ধারণ করার কোনো কারিনা থাকে না , যেমন : زيدٌ المنطلقُ যায়েদ চলন্ত বা চলন্ত যায়েদ। এ বাক্যে উভয়টি মারেফ এবং উভয়ই মুবতাদা হতে পারে। এমতাবস্থায় মুবতাদাকে পূর্বে আনা আবশ্যক। সুতরাং অনুবাদ হবে "যায়েদ চলন্ত"। দ্বিতীয় অনুবাদটি হবে না।

গ. যদি মুবতাদা এবং খবর তাখসসীসের ক্ষেত্রে বরাবর হয় যেমন : أفضَلُ منك أفضَلُ منّي যে ব্যক্তি তোমার চেয়ে উত্তম সে আমার চেয়ে উত্তম। এ বাক্যে মূল তাখসীসে উভয় অংশ বরাবর। তাই মুবতাদাকে পূর্বে আনা আবশ্যক, যাতে অস্পষ্ট না হয়ে যায়।

ঘ. মুবতাদার খবরটা এমন কাজ হয়, যা মুবতাদার মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করে, যেমন : زيدٌ قامَ এখানে মুবতাদাকে পূর্বে আনা আবশ্যক, অন্যথায় ফা'য়েল হয়ে যাবে।

এই চার অবস্থায় মুবতাদাকে পূর্বে আনা আবশ্যক।

৪. কায়েদা : চার অবস্থায় খবরকে পূর্বে আনা আবশ্যক, যথা :

ক. যখন খবরটি মুফরাদ কালিমা হয় এবং তা বাক্যের প্রারম্ভিকতাকে চায়, যেমনঃ أين زيدٌ যায়েদ কোথায়? এখানে أين খবরকে পূর্বে আনা হয়েছে। কেননা তা প্রশ্নবোধক অব্যয়, যা বাক্যের শুরুতেই আসে। প্রশ্নবোধক অব্যয়গুলো বাক্যের শুরুতে আনা আবশ্যক।

খ. খবরকে পূর্বে আনার কারণেই মুবতাদার মুবতাদা হওয়া শুদ্ধ হয়, যেমন : في الدار رجلٌ ঘরে কোনো পুরুষ বিদ্যমান। এ বাক্যে رجلٌ নাকেরা। এটা তখনই মুবতাদা হওয়া শুদ্ধ, যখন তার খবরকে পূর্বে আনা হবে এবং পূর্বে আনার কারণে তাখসীস সৃষ্টি হবে।

গ. খবরের সাথে সম্বন্ধযুক্ত কোনো কিছুর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী যমীর যদি

মুবতাদাতে হয়, যেমন : عَلَى التَّمْرَةِ مِثْلُهَا زُبْداً খেজুরের উপর তার সমপরিমাণ ফেনা রয়েছে। এ বাক্যে খবর হল ثابت على التمرة আর التمرة দিকে প্রত্যাবর্তকারী যমীর مثلها তে এবং তা মুবতাদা। এমতাবস্থায় খবরকে পূর্বে আনা আবশ্যকতার কারণ হল إضمار قبل الذكر থেকে পরিত্রান পাওয়া।

ঘ. যখন أنّ তার ইসম-খবর মিলে তাবিলকৃত মুফরাদ হয়ে মুবতাদা হবে তখন তার খবরকে পূর্বে আনা আবশ্যক যেমন : عندي أنّك قائمٌ আমার কাছে এ সংবাদ আছে যে, তুমি দন্ডায়মান। এ বাক্যে যদি মুবতাদাকে প্রথমে আনা হয় তাহলে ফাতাহযুক্ত أنّ কাসরাযুক্ত إنّ হয়ে যাবে। কেননা বাক্যের শুরুতে কাসরাযুক্ত إنّ আসে। আর ফাতাহযুক্ত أنّ বাক্যের মাঝেই আসে।

এই চার অবস্থায় খবরকে পূর্বে আনা আবশ্যক।

অনুবাদ

[কায়েদা] খবর কখনো জুমলা হয় যেমন : زيدٌ أبوه قائمٌ যায়েদ তার পিতা দন্ডায়মান, زيدٌ قامَ أبوه যায়েদ তার পিতা দাঁড়িয়েছে । সুতরাং আবশ্যক হল তাতে কোনো প্রত্যাবর্তনশীল থাকা। কখনো তা বিলুপ্ত করে দেয়া হয়। [কায়েদা] খবর যদি ظرف হয় তাহলে অধিকাংশ নাহবীদের মতামত হল তাকে জুমলা মানা হবে। [কায়েদা] (ক) যখন মুবতাদা এমন একটি কালিমা হবে যাকে বাক্যের শুরু অংশে অর্থাৎ যাকে বাক্যের শুরুতে আনা আবশ্যক, যেমন : من أبوك ؟ তোমার পিতা কে ? খ. যখন উভয়টি (মুবতাদা-খবর) মারেফা হয় গ. উভয়টি বরাবর হয় (মূল তাখসসীসের ক্ষেত্রে) যেমন : أفضلُ منْكَ أفضَلُ منّي যে ব্যক্তি তোমার চেয়ে উত্তম সে আমার চেয়ে উত্তম। ঘ. খবর মুবতাদার 'ক্রিয়া' হয়। তখন মুবতাদাকে পূর্বে আনা আবশ্যক ।

[কায়েদা] ক. যখন মুফরাদ খবরটি এমন কালিমা হবে যা বাক্যের প্রারম্ভিকতাকে চায়, যেমন : أين زيدٌ ؟ খ. খবর মুবতাদাকে শুদ্ধ করে, যেমন : في الدار رجلٌ ঘরে কোনো পুরুষ বিদ্যমান। গ. খবরের সাথে সম্বন্ধযুক্ত কোনো

কিছুর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী যমীর মুবতাদাতে হয়, যেমন : عَلَى التَّمْرَةِ مِثْلُهَا زُبْداً খেজুরের উপর তার সমপরিমাণ ফেনা রয়েছে। ঘ. যখন খবর أنّ এর খবর হয় যেমন : عندي أنّك قائمٌ আমার কাছে এ সংবাদ আছে যে তুমি দন্ডায়মান। তাহলে খবরকে পূর্বে আনা আবশ্যক।

[قاعدة] وقد يتعدَّدُ الخبرُ، مثلُ : زيدٌ عالمٌ عاقلٌ. (١)
[قاعدة] و قد يتَضمَّنُ المبتدأ معنى الشرط ، فيَصِحُّ دخولُ الفاءِ في الخبر. (٢)
و ذلك : الاسمُ الموصولُ بفعلٍ، أو ظرفٍ، أو النكرةُ الموصوفة بهما، مثلُ : الذي يأتيْنِي ،أو في الدار : فله درهم، وكلُّ رجلٍ يأتيني أو في الدارِ : فله درهمٌ.

১. **কায়েদা :** খবর কখনো একাধিকও হয় যেমন : زيدٌ عالمٌ عاقلٌ এই বাক্যে দু'টি খবর।

২. যখন মুবতাদা শর্তের অর্থকে অভ্যন্তরে রাখে তখন খবরের শুরুতে فائے جزائيه আসতে পারে। আর শর্তের অর্থ দ্বারা উদ্দেশ্য হল মুবতাদা খবরের সবব হয়। আর তার দুটি অবস্থা, যথা :

ক. মুবতাদা এমন ইসমে মওসূল হয় যার صله ফে'য়েল বা ظرف متأول جمله فعليه যা جمله ظرفيه بفعل অর্থাৎ সেলাটি জুমলায়ে ফে'লিয়াহ বা দ্বারা তাবিলকৃত হয়, যেমন : الذي يأتيني فله درهمٌ যে ব্যক্তি আমার কাছে আসবে তার জন্য এক রুপী। এ বাক্যে الذي ইসমে মাওসূল মুবতাদা আর তার সেলাহ يأتيني। আর الذي في الدار فله درهمٌ যে ব্যক্তি ঘরে আছে তার জন্য এক দেরহাম। এ বাক্যে الذي মুবতাদা। আর في الدار তার সেলাহ যা جمله ظرفيه যা বসরীদের মাযহাব অনুযায়ী بفعل متأول অর্থাৎ الذي استقرّ في الدار فله درهمٌ

খ. মুবতাদা এমন নাকেরা হয় যার সিফত جمله فعليه বা جمله ظرفيه যা جمله فعليه দ্বারা তাবিলকৃত হয়, যেমন : كل رجلٍ يأتيني فله درهمٌ দ্বিতীয় উদাহরণ: كل رجل في الدار فله درهمٌ

অনুবাদ

[কায়েদা] খবর কখনো একাধিকও হয়, যেমন : زيدٌ عالمٌ عاقلٌ । **[কায়েদা]** কখনো মুবতাদা শর্তের অর্থকে অভ্যন্তরে রাখে, তখন খবরের শুরুতে فائے جزائيه আসার সুযোগ আছে। আর যে মুবতাদা শর্তের অর্থকে অভ্যন্তরে রাখে তা হল (ক) ঐ ইসমে মওসূল যার صله ফে'য়েল বা ظرف হয় (খ) বা এমন নাকেরা যার সিফত হয় উভয়টি দ্বারা, যেমন : الذي يأتيني أوفي الدار فله درهمٌ এবং كل رجلٍ يأتيني أوفي الدار فله درهمٌ

[قاعدة] وليتَ و لعلَّ مانعَانِ بالاتِّفاقِ، و ألحقَ بعضُهم إنّ بهما. (١)

[قاعدة] وقدْ يُحْذَفُ المبتدأ لقيامِ قرينَةٍ : جوازاً، كقولِ المستهِلِّ " الهلالُ واللهِ"(٢)

و الخبرُ : (٣)

[الف] جوازاً، مثل : خرجْتُ فإذا السبُعُ.

[الف] ووجوباً : فيما التُزِمَ في موضِعِه غيرُه ، مثلُ : لولا زيدٌ لكانَ كذا، و مثل : ضربَي زيداً قائماً ، و كُلُّ رجلٍ و ضَيْعَتَه، ولعمْرُكَ لأفعلَنَّ كذا.

১. কায়েদা : শর্তের অর্থকে অভ্যন্তরকারী মুবতাদার শুরুতে ليت এবং لعلّ প্রবেশ করলে খবরের শুরুতে فائے جزائيه আসে না, যেমন : لعلّ/ ليت/ الذي يأتيني/ في الدار فله درهمٌ বলা শুদ্ধ নয় । কোনো কোনো নাহবীগণ إنّ কেও ليت এবং لعلّ এর সাথে সংযুক্ত করেছেন যে, তার খবরের শুরুতেও فائے جزائيه আসতে পারে না। (কিন্তু কুরআনে এসেছে যেমন :

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمّ ماتُوْا وهُمْ كُفَّارٌ فلنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ)[১]

---

[১]. সূরা মুহাম্মদ ; আয়াত নং : ৩৪

তাই এই মাযহাবটি দুর্বল।

২. কায়েদা : করিনা বিদ্যমান থাকলে মুবতাদাকে বিলুপ্ত করা যায়, যেমন : চাঁদ দর্শনকারী ব্যক্তির মন্তব্য الهلالُ و الله আল্লাহর শপথ! ইহা চাঁদ। এখানে هذا মুবতাদা উহ্য আছে।

৩. করিনা বিদ্যমান থাকলে খবরকে বিলুপ্ত করা কখনো জায়েয, কখনো ওয়াজিব। যখন কোনো জিনিসকে তার স্থলাভিষিক্ত করা না হয় তখন খবরকে বিলুপ্ত করা জায়েয, যেমন : خرجتُ فإذا السَّبْعُ আমি বের হলাম হঠাৎ একটি হিংস্র প্রানী (দন্ডায়মান)। এখানে واقفٌ খবর উহ্য আছে। খবরকে বিলুপ্ত করা ওয়াজিব ঐ সময় যখন কোনো জিনিসকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়। এমন স্থান চারটি : ক. যখন মুবতাদা لولا এর পরে আসে আর খবরটি أفعال عامه অর্থাৎ كون، حصول ইত্যাদি থেকে হয়, সেখানে لولا এর جزاء খবরের স্থলাভিষিক্ত হয়, যেমন : لولا زيدٌ لكان كذا অর্থাৎ لولا زيدٌ موجودٌ لكان كذا

খ. যখন মুবতাদা মাসদার হয় এবং তা নিজের ফা'য়েল বা মাফউলের দিকে ইযাফত হয় এবং তার পরে حال আসে, তখন খবরকে বিলুপ্ত করা যেমন : ضَرْبِيْ زيداً قائماً আমার প্রহার যায়েদকে দাড়ানো অবস্থায় حاصل খবর আবশ্যিকভাবে উহ্য আছে।

গ. যখন মুবতাদার সাথে مع অর্থের واو দ্বারা কোনো কিছুকে আত্ফ করা হয়, যেমন : كل رجلٍ وَ ضَيْعَتَهُ প্রত্যেক ব্যক্তি তার সম্পত্তির সাথে। অর্থাৎ كل رجلٍ مَقْرُوْنٌ مَعَ ضَيْعَتِه।

ঘ. যখন মুবতাদা مقسم به হয় এবং তার খবরটি قسم শব্দ হয়, যেমন : لعَمْرُك لأفعلنّ كذا তোমার জীবনের শপথ ! অবশ্যই আমি এমন করবো। এ বাক্যে قَسَمِيْ খবরকে বিলুপ্ত করে দেয়া হয়েছে। কসমের لام তা বুঝাচ্ছে। আর কসমের জবাব খবরের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

অনুবাদ

[কায়েদা] ليت এবং لعلّ উভয়টি (فائے جزائيه কে) নিষেধকারী সর্বোক্যমতে। কোনো কোনো নাহবীগণ إنّ কেও এই উভয়টির সাথে সংযুক্ত করেছেন। **[কায়েদা]** করিনা বিদ্যমান থাকলে কখনো কখনো মুবতাদাকে বিলুপ্ত করা হয়, যেমন : চাঁদ দর্শনকারী ব্যক্তির মন্তব্য الهلالُ و الله আল্লাহর শপথ! ইহা চাঁদ। এবং [করিনা বিদ্যমান থাকলে কখনো] খবরকে [বিলুপ্ত করা] জায়েয, কখনো ওয়াজিব। জায়েজ তখন যখন কোনো জিনিসকে তার স্থলাভিষিক্ত করা না হয়, যেমন : خرجتُ فإذا السَّبْعُ আমি বের হলাম হঠাৎ একটি হিংস্র প্রানী [দন্ডায়মাণ]। ওয়াজিব ভাবে ঐ স্থানে যেখানে অন্য কোনো জিনিসকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়।[চারটি উদাহরণ দ্বারা মুসান্নিফ রহ. চারটি অবস্থা বর্ণনা করেছেন।]

: خبر إنَّ و أخَواتِها [٥]

(هو المسندُ بعد دخولِ هذه الحروف، مثلُ : إنَّ زيدا قائمٌ. (١

(قاعدة] و أمرُه كأمرِ خبرِ المبتدأ، إلا في تقديمِه، إلا إذا كان ظرفاً. [٢)

৫. إنّ ও তার সমজাতীয়দের খবর

(خبر حروف المشبه بالفعل)

১. حروف مشبه بالفعل ছয়টি যথা : إنّ , أنّ , كأنّ , ليتَ , لكنّ এবং لعلّ। এগুলোর খবরও রফা' যুক্ত হয়। এই হরফগুলো ফেয়েলের সাথে শব্দগত ও অর্থগতভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ। শব্দগত সাদৃশ্য দুইভাবে যথা : ক. যেমনিভাবে ফে'য়েল তিন, চার, পাঁচ অক্ষর বিশিষ্ট হয়, তেমনিভাবে এই হরফগুলোও তিন, চার, পাঁচ অক্ষর বিশিষ্ট হয়। খ. যেমনিভাবে ফেয়েলে মাঝি ফাত্হার উপর মাবনী হয় তেমনি ভাবে এগুলোও ফাত্হার উপর মাবনী হয়।

অর্থগতভাবে সাদৃশ্য হল এই হরফগুলো ফেয়েলের অর্থ প্রদান করে। প্রথম

দু'টি হরফের অর্থ হল أكّدتُ , বাকীগুলোর অর্থ شبّهتُ, تمنّيْتُ , استدركتُএবং ترجّيتُ ।

এই হরফগুলো জুমলায়ে ইসমিয়ার পূর্বে প্রবেশ করে এবং মুবতাদাকে নিজের ইসম এবং খবরকে নিজের খবর বানিয়ে নেয়। এগুলো প্রবেশ করার পর বাক্যে যে অংশ মুসনাদ হয় সেটাই তার খবর হিসেবে পরিগণিত হয়, যেমন : إنّ زيداً قائمٌ

২. حروف مشبه بالفعل এর খবর মুবতাদার খবরের মত। যেমনিভাবে মুবতাদার এক ও একাধিক খবর হতে পারে, মুফরাদ ও জুমলা হতে পারে এবং জুমলা হওয়া অবস্থায় প্রত্যাবর্তনকারী যমীর আবশ্যক হয় ইত্যাদি। এ সবকিছু حروف مشبه بالفعل এর খবরের মধ্যেও পাওয়া যায়। তবে তার খবর তার ইসমের পূর্বে আসে না। إنّ قائم زيداً বলা শুদ্ধ নয়। কারণ এগুলো দুর্বল আমেল। তবে তার খবর যদি ظرف হয় তবে ইসমের পূর্বে আসতে পারে। তার জন্য শর্ত হল ইসমটা মারেফা হতে হবে। আর যদি তার ইসম নাকেরা হয় তাহলে তার খবরকে পূর্বে আনা আবশ্যক। যেমন : إنّ من البيان لَسِحْراً কিছু বয়ানে জাদু-প্রভাব পড়ে। এ বাক্যে من البيان খবর, যা পূর্বে আনা হয়েছে, কারণ سحراً নাকেরা।

অনুবাদ

এই হরফগুলো প্রবেশ করার পর (বাক্যের) মুসনাদই (তার) খবর, যেমন : إنّ زيداً قائمٌ [কেননা এ হরফগুলো জুমলায়ে ইসমিয়ার পূর্বে এসে মুবতাদাকে নিজের ইসম ও খবরকে নিজের খবর বানিয়ে নেয়। সুতরাং এগুলো প্রবেশ করার পর দেখতে হবে বাক্যের যে অংশ মুসনাদ ইলাইহি সে-ই হবে তার ইসম আর যে অংশ মুসনাদ হবে সে তার খবর হবে।] [কায়েদা] حروف مشبه بالفعل এর খবরের হুকুম মুবতাদার খবরের মত। তবে পূর্বে আসার ক্ষেত্রে অর্থাৎ তার খবর তার ইসমের পূর্বে আসতে পারে না, তবে যখন ظرف হয় [তখন পূর্বে আসতে পারে إنّ في الدار زيداً বলা শুদ্ধ]।

: خبر لا التي لنَفْيِ الجنس [-٦]

هو المسندُ بعد دخولها، مثلُ : لا غلامَ رجلٍ ظريفٌ فيها .

[قاعدة] و يُحْذَف كثيراً ، و بنو تميم لايُثْبِتُونه.

৬. لائے نفي جنس এর খবর

لائے نفي جنس হল لا যা নাকেরার পূর্বে আসে এবং সম্পূর্ন জাতীকে না-বাচক করে দেয়। لا ساكن في الدار ঘরে কোনো বসবাস কারী নেই। [আরেকটি لا যা ليس এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। তা শুধু নিজের প্রবিষ্ট বস্তুকে না-বাচক করে। তার আলোচনা সামনে করা হবে] لائے نفي جنس জুমলায়ে ইসমিয়ার পূর্বে আসে এবং তা প্রবেশ করার পর বাক্যের যে অংশ মুসনাদ হয় সে-ই তার খবর হয়।

لا غلامَ رجلٍ ظريفٌ في الدار কোনো ব্যক্তির গোলাম চালাক নয় ঘরে। এ বাক্যে غلامَ رجلٍ হল لا এর ইসম, আর ظريفٌ খবর। কেননা সে-ই মুসনাদ, তাকে رجل এর দিকে নিসবত করা হয়েছে। في الدار : كائنٌ এর সাথে মুতাআল্লিক হয়ে رجل এর সিফত।

لائے نفي جنس এর আমল হল حروف مشبه بالفعل এর আমলের মত। অর্থাৎ ইসমকে রফা' দেয় আর খবরকে নসব দেয়। আর তার ইসম মুযাফ বা সিবহে মুযাফ হয়। لا صاحبَ جودٍ مَمقوتٌ কোনো দানশীল ব্যক্তি ক্রোধে আক্রোশিত নয়। لا طالعاً جبلاً حاضراً কোনো পাহাড় আরোহী উপস্থিত নয়।

لائے نفي جنس এর খবর অধিকাংশ সময় উহ্য থাকে, যেমন : لا إلٰه إلا الله أي لا إلٰه موجود إلا الله

বনু তামীম গোত্রের লোকেরা খবরকে রাখেই না অর্থাৎ হয়তো তাদের নিকট খবরকে গোপন করা আবশ্যক বা তারা খবরের প্রবক্তাই নয়।

اسم ما ولا المتشبَّهَتَيْن بِلَيْسَ [-٧]

هو المسند إليه بعد دخولهما، مثلُ : ما زيدٌ قائماً، و لا رجلٌ أفضلَ مِنك. (١)

[قاعدة] وهو في " لا " شاذٌّ. (٢)

ليس এর সাথে সাদৃশ্যপূণ ما এবং لا এর ইসম

১. অর্থাৎ ঐ ما এবং لا যা ليس এর অর্থ প্রদান করে। আর ليس হল ফেয়েলে নাকেস। এই দু'টি ليس এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার কারণে আমল করে। এরা উভয়ে জুমলায়ে ইসমিয়ার পূর্বে প্রবেশ করে এবং বাক্যের যে অংশ মুসনাদ ইলাইহি হয় সেটা তার ইসম হয়, যেমন : ما زيدٌ قائماً যায়েদ দন্ডায়মান নয়। لا رجلٌ أفضلَ منك কোনো মানুষ তোমার চেয়ে উত্তম নয়।

২. আর ليس এর মত আমল لا তে কম। কারণ ليس এর সাথে لا এর সাদৃশ্য দুর্বল। ليس বর্তমান না-সূচক অর্থ প্রদান করে আর لا ব্যাপক না-সূচক অর্থ প্রদান করে। আর তার সাথে ما এর সাদৃশ্য শক্তিশালী। কারণ তা বর্তমান না-বা-বাচক অর্থ প্রদান করে। অর্থাৎ لا জিন্সের না-বাচকের জন্য ব্যবহার হয় বেশী । ليس এর অর্থে তার ব্যবহার অনেক দুর্লভ।

নোট : অষ্টম মারফু' হল كان এবং তার সমজাতীয়দের ইসম। মুসান্নিফ রহ. কোনো কারণে সে আলোচনা পরিত্যাগ করেছেন।(১)

---

১. তবে মুসান্নিফ রহ. মানসুবাতের আলোচনায় সংক্ষিপ্তভাবে أفعال ناقصة এর খবরের আলোচনা করেছেন। আর ফেয়েলের বর্ণনায় এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। হেদায়াতুন নাহুর মুসান্নিফ (যিনি কাফিয়ার তরতীবে কিতাব রচনা করেছেন) বলেন- وباقي الكلام في هذه الأفعال يجيئ في القسم الثاني إن شاء الله

প্রশ্নমালা

[সংজ্ঞাগুলো উত্তর আরবীতে দিতে হবে]

১. مرفوعات কয়টি ও কি কি? মুসান্নিফ রহ. কোনটির আলোচনা পরিত্যাগ করেছেন ।

২. فاعل এর সংজ্ঞা দাও (আরবীতে) এবং তার ব্যাখ্যা করো ।

৩. شبه فعل কয়টি ও কি কি ?

৪. فعل ফায়েলের সাথে মিলে আসবে না পৃথক আসবে, এক্ষেত্রে কায়েদা কি ? সে অনুযায়ী বিশ্লেষণ করো।

৫. কোন কোন স্থানে فاعل কে মাফউলের পূর্বে আনা আবশ্যক। উদাহরণ সহ লিখ।

৬. কোন কোন স্থানে فعل কে মাফউলে বিহির পরে আনা আবশ্যক। উদাহরণ সহ লিখ।

৭. جوازاً ফায়েল বিলুপ্ত হওয়ার উপর মুসান্নিফ রহ. যে দু'টি উদাহরণ দিয়েছেন তা লিখ।

৮. وجوباً ফায়েল বিলুপ্ত হওয়ার উদাহরণ কি এবং তার করিনা কি ?

৯. فعل ও فاعل উভয়টি বিলুপ্ত করার উদাহরণ লিখ।

১০. تنازع الفعلان এর ব্যাখ্যা কি ? এবং তার অবস্থাগুলো লিখ।

১১. تنازع الفعلان এর ক্ষেত্রে বসরী ও কূফী নাহবীদের মাঝে কি মতানৈক্য হয়েছে ?

১২. প্রথম فعل কে আমল দিলে দ্বিতীয় ফেয়েলের কি অবস্থা হবে ?

১৩. দ্বিতীয় فعل কে আমল দিলে, প্রথম ফেয়েলের কি অবস্থা হবে ?

১৪. কোন অবস্থায় কেসায়ী মতানৈক্য করেন ?

১৫. ফার্‌রার মতানৈক্যের কেন্দ্রবিন্দু কি ?

১৬. كَفَانِيْ و لَمْ أَطْلُبْ قَلِيْلٌ مِنَ المَالِ শ্লোকটি দলীল হিসেবে কে পেশ করেছেন এবং মুসান্নিফ রহ. তার কি উত্তর দিয়েছেন ?

১৭. مفعول ما لم يُسَمَّ فاعله এর সংজ্ঞা দাও। তার অপর নাম কি ?

১৮. কোন فعل এর নায়েবে ফায়েল হয় ?

১৯. কোন চারটি مفعول নায়েবে ফায়েল হতে পারে না ?

২০. مفاعيل এর কোনটি নায়েবে ফায়েল হওয়ার অধিক উপযুক্ত ?

২১. মুবতাদার সংজ্ঞা দু'টি আরবীতে বর্ণনা করে বিশ্লেষণ করো।

২২. খবরের সংজ্ঞা দাও এবং বাখ্যা করো ।

২৩. মুবতাদা প্রথমে আসে না পরে আসে, এক্ষেত্রে কায়েদা কি?

২৪. নাকেরা কখন মুবতাদা হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন হয় ?

২৫. جمله খবর হলে তাতে কি জরুরী ? তা বিলুপ্তির উদাহরণ দাও ।

২৬. খবর ظرف হলে তাতে কি ব্যাখ্যা করা হয় ?

২৭. কখন মুবতাদাকে পূর্বে আনা আবশ্যক ? উদাহরণ সহ লিখ।

২৮. খবরকে কখন পূর্বে আনা আবশ্যক ? উদাহরণ সহ লিখ।

২৯. এক মুবতাদার কয়টি খবর আসতে পারে ? উদহরণ সহ লিখ।

৩০. কোন দুই অবস্থায় খবরের পূর্বে فائے جزائيه আসতে পারে ? উদাহরণ সহ লিখ।

৩১. খবরের শুরুতে فاء جزائيه এর নিষেধকারী কে ?

৩২. جوازاً মুবতাদা বিলুপ্তির উদাহরণ দাও।

৩৩. جوازاً খবর বিলুপ্তির উদাহরণ দাও।

৩৪. وجوباً কোথায় খবরকে বিলুপ্ত করা হয় ? উদাহরণ সহ লিখ।

৩৫. বাক্যের কোন অংশ حروف مشبه بالفعل এর খবর হয় ?

৩৬. মুবতাদার খবর আর حروف مشبه بالفعل এর খবরের মাঝে পার্থক্য কোথায় ?

৩৭. কোন ধরনের لا কে لائے نفي جنس বলা হয় ? এবং বাক্যের কোন অংশ তার খবর হয় ?

৩৮. لائے نفي جنس এর খবর বিলুপ্ত করা যায় কি না ? এক্ষেত্রে বনু তামীম গোত্রের অবস্থান কি ?

৩৯. যে ما এবং لا : ليس অর্থ প্রদান করে, বাক্যের কোন অংশ তার ইসম হয় ? উদাহরণ সহ লিখ।

৪০. وهو في لا شاذّ এর ব্যাখ্যা কি ?

المنصوبات

هو : ما اشتَمَلَ على عَلَم المفعوليَّة. (١)

[١-] فمنه المفعولُ المُطلَقُ :

و هو : اسمُ ما فعلَه فاعلُ فعلٍ مذكورٍ بمعناه. (٢)

و قد يكونُ للتاكيدِ، و النوعُ، العدد، نحوُ : جلستُ جلوساً، و جِلْسَةً و جَلْسَةً.

فالأول : لا يُثَنَّى و لا يُجْمَع، بخلافِ أخويْه. (٣)

و قد يكون بغيرِ بفظِه، نحوُ :قعدْتُ جلوساً.

[قاعدة] و قد يُحْذَف الفعلُ لقيامِ قرينةٍ : (٤)

[١-] جوازاً : كقولِك لمَنْ قَدِمَ : "خَيْرَ مَقْدَمٍ"

[٢-] ووجوباً : (٥)

[الف] سماعاً : مثلُ : سقياً، ورَعْياً، و خَيْبةً، و جَدْعاً، و حَمْداً، و شُكْراً، و عَجَباً.

منصوبات এর আলোচনা

১. منصوب বলা হয় ঐ ইসমকে যা মাফউল হওয়ার আলামত তথা যবর বিশিষ্ট হয়।

প্রথম মানসূব : مفعول مطلق

২. مفعول مطلق : ঐ মাসদার যা فعل এর হুবহু শব্দ বা ফেয়েলের অর্থবোধক শব্দ হয় এবং فعل এর পরে আসে, যেমন : ضربتُ ضرباً এবং قعدت جلوسا

مفعول مطلق তিন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। ক. فعل এর তাকিদ বুঝানোর জন্য, যেমন : جلست جلوسا আমি বসেছি বসার মত। অর্থাৎ বাস্তবেই বসেছি। খ. কাজের ধরন বুঝানোর জন্য যেমন : جلستُ جِلسةً আমি

বিশেষ ধরনে বসেছি, উদাহরণত ক্বারী সাহেবের মত। গ. কাজের সংখ্যা বুঝানোর জন্য যেমন : جلستُ جَلسةً আমি একবার বসেছি।

৩. যে مفعول مطلق তাকীদের জন্য ব্যবহৃত হয় তার দ্বিবচন, বহুবচন হয় না, অন্য দু'টির হয়, যেমন : جلستُ جَلسةً/جَلستَيْنِ/جَلْسَاتٍ আমি একবার /দুইবার/ কয়েকবার বসেছি।

৪. করিনা বিদ্যমান থাকলে مفعول مطلق এর ফে'য়েলকে বিলুপ্ত করা বৈধ, যেমন : আগত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বলা- خيرَ مقدمٍ স্বাগতম। তার মূলরূপ হল قدمتَ قدوماً خيرَ مقدمٍ অর্থাৎ আপনার আগমন মুবারক হোক। প্রথমে ফে'য়েলকে বিলুপ্ত করা হয়েছে, তারপর مفعول مطلق কে বিলুপ্ত করা হয়েছে আর তার সিফতকে خيرَ مقدمٍ স্বস্থানে অব্যাহত রাখা হয়েছে।

৫. ক্ষেত্রবিশেষ مفعول مطلق এর ফে'য়েলকে বিলুপ্ত করা আবশ্যক। এই ধরনের ক্ষেত্র سماعي এবং قياسي উভয় প্রকারই আছে।

سماعي ঐ স্থানসমূহ যেখানে ফে'য়েলকে বিলুপ্ত করা আরবদের থেকে শুনা গেছে। তার কোনো নিয়ম নেই। কয়েকটি স্থান নিম্নেরূপ:

ক. سقياً : আল্লাহ আপনার পিপাসা নিবারুন করুন। তার মূলরূপ হল سقاك الله سقيا

খ. رعيا আল্লাহ আপনার রক্ষক ও সাহায্যকারী হোন। এর মূলরূপ হল رعاك الله رعيا

গ. خيبةً সে নিস্ফল হোক। এর মূলরূপ হল خاب خيبةً

ঘ. جدعاً আল্লাহ তার নাক-কান কেটে দিন অর্থাৎ তাকে অপমান করুন । এর মূলরূপ হল جُدِعَ جَدْعاً

ঙ. حمداً আপনার প্রশংসা করছি। এর মূলরূপ হল حَمِدْتُك حَمْداً

চ. شكراً আমি কৃতজ্ঞ। এর মূলরূপ হল شكرْتُك شُكراً

ছ. عَجَباً আমি আশ্চর্য বোধ করছি। এর মূলরূপ হল عجِبْتُ عَجَبًا

[ب] وقياساً : في مواضِعَ :

منها : ما وقع مُثبَتاً بعد نفيٍ ، معنى نفيٍ : داخِلٍ على اسم لا يكون خبراً عنه، أو وقع مكرَّراً، نحوُ : ما أنتَ إلا سيراً، و ما أنت إلا سيرَ البريدِ، وإنما أنت سيراً، وزيدٌ سيراً سيراً. (١)

و منها : ما وقعَ تفصيلاً لأثرِ مضمونِ جملةٍ متقدِّمةٍ، مثل :

(.فَشُدُّوْا الْوَثَاقَ : فَإِمَّا منًّا بَعْدُ و إمَّا فِدَاءً)(٢)

و منها : ما وقع للتشبيْهِ عِلاجاً، بعد جملةٍ مشتملةٍ على اسم بمعناه و صاحبِه، نحوُ : مررتُ بِه فإذا لَه صوتٌ صوتَ حمارٍ، وصراخٌ صراخَ الثَكْلَى. (٣)

ومنها : ما وقع مضمونَ جملةٍ، لا محتملَ لها غيرُه ، نحوُ : له عليَّ ألف درهم اعترافاً، و يُسمَّى تاكيدا لنفسِه. (٤)

و منها : ما وقعَ مضمونَ جملةٍ، لها محتملٌ غيرُه، نحوُ : زيد قائم حقا، ويسمَّى تاكيدا لغيرِه.(٥)

و منها : ما وقع مثنّى، مثلُ : لبيك و سعديك. (٦)

قياسا এর ফে'য়েল مفعول مطلق এবং وجوبا বিলুপ্ত করার ছয়টি স্থান

مفعول مطلق এর ফে'য়েলকে قياسا ছয় স্থানে وجوبا বিলুপ্ত হয়।

১. প্রথম স্থান : ক. যখন مفعول مطلق নেতীবাচক বা নেতীবাচক অর্থের পরে ইতিবাচক হয়ে পতিত হয় এবং ঐ ইসম যা নেতীবাচকের পরে এসেছে مفعول مطلق তার খবর হতে না পারে, যেমন : ما أنت إلا سيرا নন আপনি তবে চলন্ত।

এ বাক্যে سيرا (মাসদার) না-সূচক ما এর পরে হ্যাঁ-বাচক হয়ে পতিত হয়েছে। কারণ তা إلا এর পরে এসেছে আর إلا দ্বারা না-সূচক ভেঙ্গে

যায়। আর أنت سيراً খবর হতে পারে না এর । ইহা مفعول مطلق নাকেরার উদাহরণ। আর মারেফার উদাহরণ হল ما أنت إلا سير البريد অর্থাৎ আপনি পিওনের চালার মত-ই চলেন। এই উদাহরণ দু'টিতে না-সূচকের পরের مفعول مطلق পতিত হয়েছে। নেতীবাচক অর্থের পরে আগত مفعول مطلق এর উদাহরণ হল إنما

أنت سيراً আপনি শুধু চলেনই। إنما তে ما ও إلا এর অর্থ রয়েছে। সুতরাং এখানে تسير ফে'য়েল وجوباً বিলুপ্ত হবে।

খ. যখন مفعول مطلق একাধিক বার আসে এবং তা খবর হওয়ার যোগ্যতা না রাখে, যেমন : زيد سيراً سيراً যায়েদ চলার মত চলছে। এখানেও تسير ফে'য়েল وجوباً বিলুপ্ত আছে।

নোট : এই প্রথম স্থান মূলত একটি স্থান নয় বরং দু'টি কায়েদা : কিন্তু যেহেতু উভয়টি এক ক্ষেত্রে সমান অংশীদার তথা مفعول مطلق খবর হতে পারে না। তাই মুসান্নিফ র. উভয়টি এক স্থানে উল্লেখ করেছেন।

২. দ্বিতীয় স্থান : যেখানে مفعول مطلق এর মাধ্যমে পূর্বের বাক্যের উদ্দেশ্য ও ফায়েদা বর্ণনা করা হয়। (সেখানে مفعول مطلق এর ফেয়েলকে বিলুপ্ত করা আবশ্যক), যেমন : যেমন সূরা মুহাম্মদের চতুর্থ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

﴿فَشُدُّوْا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًا بَعْدُ وَ إِمَّا فِدَاءً﴾[১]

অর্থাৎ যুদ্ধে কাফেরদেরকে শক্তভাবে বাধে নাও অত:পর হয়তো মুক্তিপণ নেয়া হবে বা মুক্তি পণ ব্যতীত ছেড়ে দেয়া হবে। আয়াতে প্রথম বাক্য : فَشُدُّوْا الْوَثَاقَ এরই ব্যাখ্যা স্বরূপ পরবর্তী বাক্যে দু'টি مفعول مطلق এসেছে এক. مَنًا দুই. فِدَاءً উভয়ের আমেল হল : تمنُّون এবং تُفْدُوْن যা وجوباً বিলুপ্ত আছে।

৩. তৃতীয় স্থান : যখন مفعول مطلق উপমা বুঝানোর জন্য আসে এবং তা

---

[১]. সূরা মুহাম্মদ ; আয়াত নং : ৪

শারীরিক কাজ হয়, আফআলে কুলুব না হয় এবং তা এমন বাক্যের পরে আসে যাতে مفعول مطلق এর সমার্থক শব্দ থাকে এবং مفعول مطلق যে ব্যক্তির কাজ হয় তার দিকে প্রত্যাবর্তন কারী যমীরও উক্ত বাক্যে বিদ্যমান থাকে, তাহলে সেখানে مفعول مطلق এর আমেল নিয়মানুযায়ী وجوباً বিলুপ্ত থাকে।

প্রথম উদাহরণ : مررتُ به فإذا له صوتٌ صوتَ حمارٍ আমি তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম সে গাধার মত আওয়াজ করছিল। এ বাক্যে صوتَ حمارٍ হল مفعول مطلق যার দ্বারা উপমা বুঝানো হয়েছে। আর আওয়াজ শারীরিক কাজ, কারণ তা কণ্ঠনালী থেকে প্রকাশ হয়। আর তার পূর্বের বাক্যে له صوتٌ যা مفعول مطلق এর সমার্থক শব্দ। আর আওয়াজকারীর দিকে প্রত্যাবর্তনশীল যমীর له তে রয়েছে। তাই এখানে مفعول مطلق এর আমেল يصوتُ : وجوباً বিলুপ্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় উদাহরণ : مررتُ به فإذا له صراخٌ صراخَ الثَّكْلى : আমি তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম সে এমনভাবে কাঁদতেছিল যেমনিভাবে ঐ মহিলা কাঁদে যার বাচ্চা মারা গেছে। এ বাক্যে صراخَ الثَّكْلى হল مفعول مطلق তার আমেল يَصْرَخُ : وجوبا বিলুপ্ত আছে।

উভয় উদাহরণে তিনটি পার্থক্য ক. প্রথম উদাহরণে مفعول مطلق হল مصدر تأويلي আর দ্বিতীয় উদাহরণে مصدر تحقيقي খ. প্রথম উদাহরণে مفعول مطلقনাকেরার দিকে আর দ্বিতীয় উদাহরণে মারেফার দিকে ইযাফত হয়েছে। গ. প্রথম উদাহরণে মুযাফ ইলাইহি জ্ঞানহীন আর দ্বিতীয় উদাহরণে বোধসম্পন্ন।

৫. চতুর্থ স্থান : مفعول مطلق এমন বাক্যের নির্যাস হয় যাতে مفعول مطلق ব্যতীত অন্য কোনো অর্থের সম্ভবনা থাকে না, যেমন : له عليّ ألف درهمٍ إعترافاً আমার কাছে তার এক হাজার দেরহাম আছে, আমি তা স্বীকার করছি। এবাক্যে أعترفُ ফে'য়েল উহ্য রয়েছে। কেননা اعترافا হল له عليّ

أَلْفَ دِرْهَمٍ বাক্যের নির্যাস। আর এতে স্বীকারোক্তি ছাড়া অন্য কোনো সম্ভবনা নেই। এই ধরনের مفعول مطلق কে বলা হয় تاكيد لنفسه ।

৫. **পঞ্চম স্থান :** مفعول مطلق এমন বাক্যের নির্যাস হয় যাতে مفعول مطلق ব্যতীত অন্য কোনো অর্থের সম্ভবনাও থাকে, যেমন : زيد قائم حقاً যায়েদ দাড়ান, একথা সম্পূর্ণ সত্য। زيد قائم জুমলায়ে খবরিয়্যাহ তাতে সত্য-মিথ্যার সম্ভবনা আছে। সুতরাং حقاً অন্য সম্ভবনাকে নিঃশেষ করে দিল। এই ধরনের مفعول مطلق বলা হয় تاكيد لغيره ।

৬. **ষষ্ঠ স্থান :** ঐ مفعول مطلق যা দ্বি-বচন হবে এবং বারবার ও আধিক্য বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় তার فعل টিও নিয়ম মাফিক وجوباً বিলুপ্ত করা হয়, যেমন : لَبَّيْكَ হে আল্লাহ ! আপনার সামনে একবার নয়, দু'বার নয়, বারবার উপস্থিত আছি। এ বাক্যে لبّي মাসদার মানসুব হয়েছে (مفعول مطلق)। কেননা তাকে আধিক্য বুঝানোর জন্য দ্বি-বচন করে শ্রোতাপক্ষের যমীর ك এর দিকে ইযাফত করা হয়েছে। এমনিভাবে سَعْدَيْكَ। আর মূল রূপ হল أَسْعَدُكَ إِسْعَاداً بَعْدَ إِسْعَادٍ অর্থাৎ আমি বারবার আপনার সাহায্য করি।

অনুবাদ

এবং (কখনো বিলুপ্ত করা হয় مفعول مطلق এর ফে'য়েলকে করিনা বিদ্যমান থাকা অবস্থায়) কায়েদা ও নিয়ম অনুযায়ী কয়েকটি স্থানে। তার **প্রথম স্থান** ঐ مفعول مطلق যা হ্যাঁ-বাচক হয়, নেতী-বাচক বা নেতীবাচকের অর্থের পর আসে, সে-ই না-বাচক বা না-বাচকের অর্থ প্রবেশকারী হয় এমন ইসমের পূর্বে, যে مفعول مطلق তার খবর হতে পারে না। অথবা مفعول مطلق একাধিক বার আসে। **দ্বিতীয় স্থান :** ঐ مفعول مطلق যা ব্যাখ্যা রূপে পতিত হয়, পূর্বের বাক্যের উদ্দেশ্যের প্রতিক্রয়ার জন্য , যেমন : ﴿فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًا بَعْدُ وَ إِمَّا فِدَاءً﴾ **তার তৃতীয় স্থান :** ঐ مفعول مطلق যা উপমা বুঝানোর জন্য আসে ইলাজের ভিত্তিতে অর্থাৎ তা শারীরিক কাজ হয় এবং তা এমন

বাক্যের পরে আসে যা অন্তর্ভূক্তকারী হয় مفعول مطلق এর সমার্থক ইসমকে এবং সে ইসমের ছাহেবকে তথা সে বাক্যে একটি যমীর থাকে যা ঐ ইসম ওয়ালার দিকে প্রত্যাবর্তন করে, যেমন : مررتُ به فإذا له صوتٌ صوتَ حمارٍ এবং مررتُ به فإذا له صراخٌ صراخَ الثكلى । **তার চতুর্থ স্থান হল :** ঐ مفعول مطلق যা এমন বাক্যের নির্যাস হয় যাতে مفعول مطلق ব্যতীত অন্য কোনো অর্থের সম্ভবনা থাকে না, যেমন : له عليّ ألف درهمٍ أعترافاً আমার কাছে তার এক হাজার দেরহাম আছে, আমি তা স্বীকার করছি। এই ধরনের مفعول مطلق কে বলা হয় تاكيد لنفسه । **তার পঞ্চম স্থান হল :** ঐ مفعول مطلق যা এমন বাক্যের নির্যাস হয় যাতে مفعول مطلق ব্যতীত অন্য কোনো অর্থেরও সম্ভবনা থাকে, যেমন : زيد قائم حقاً যায়েদ দাড়ানো, একথা সম্পূর্ন সত্য। এই ধরনের مفعول مطلق কে বলা হয় تاكيد لغيره **তার ষষ্ঠ স্থান হল :** ঐ مفعول مطلق যা দ্বি-বচন হয়, যেমন لَبَّيْك ও سَعَدِيْك।

নোট : এই ছয়টি স্থান একটু জটিল । তাই এগুলোকে ভালোভাবে বুঝাতে হবে। তার উত্তম পদ্ধতি হল ইবারত মুখস্থ করিয়ে দেয়া, অত:পর উদাহরণ দিয়ে মাসআলা পরিষ্কার করা।

المفعول به [-٢]

هو : ما وقعَ عليه فعلُ الفاعِلِ، نحوُ : ضربتُ زَيدا. (١)

[قاعدة] و قد يتقدَّمُ على الفعْلِ، نحوُ : زيداً ضربْتُ. (٢)

[قاعدة] و قد يُحذَف الفعلُ لقيامِ قرينةٍ. (٣)

[الف] جوازاً : كقولك : "زيداً" لمَنْ قال : مَنْ أضْرِبُ ؟

[ب] و وجوباً : في أربعة مواضعَ : (٤)

الأول : سَمَاعيٌّ ، نحوُ : امرأً و نفسَه، و(انْتَهُوْا خَيْرًا لَكُمْ)[১] و أهلا و سهلا.

[১]. সূরা নিসা ; আয়াত নং : ১৭১

দ্বিতীয় মানসুব : مفعول به

১. مفعول به : ঐ ইসম যার উপর কর্তার কাজ পতিত হয়, যেমন : ضربتُ زيداً আমি যায়েদকে প্রহার করেছি।

২. **কায়েদা :** কখনো مفعول به ফে'য়েলের পূর্বেও আসে যেমন : زيداً ضربتُ আমি যায়েদকে প্রহার করেছি।

৩. করিনা বিদ্যমান থাকলে مفعول به এর ফে'য়েলকে বিলুপ্ত করা বৈধ, যেমন : কেউ জিজ্ঞাসা করল من أضرِبُ কাকে প্রহার করবো ? আপনি উত্তর দিলেন : زيداً যায়েদকে। এখানে اضْرِبْ ফে'য়েল উহ্য রয়েছে।

৪. চার স্থানে مفعول به এর ফে'য়েলকে বিলুপ্ত করা আবশ্যক। প্রথম স্থান : سماعي অর্থাৎ আরবদের থেকে যেখানে ফে'য়েলকে বিলুপ্ত করা শুনা গেছে। কয়েকটি উদাহরণ দেখুন যথা :

ক. امرأً و نفسَه লোকটিকে তার আপন বিষয়ে ছেড়ে দাও। **খ.** انتهوا خيراً لكم তৃত্ত্ববাদ থেকে ফিরে এসো, নিজেদের জন্য উত্তম বিষয় (একত্ববাদ) গ্রহণ করো। এখানে اقصدوا উহ্য আছে। **গ.** أهلا و سهلا নিজ ঘরের অধিবাসীদের মাঝে এসেছেন এবং নরম যমিনকে পদদলিত করেছেন। এখানে وِطئتَ ও أتيتَ গোপন আছে।

আরো যে সকল স্থানে مفعول به এর ফেয়েলকে বিলুপ্ত করা আবশ্যক হয় তাহল منادى, تحذير এবং ما أضمر عامله على شريطة التفسير এগুলোর আলোচনা সামনে আসছে।

: الثاني : المنادى

و هو المطلوبُ إقبالُه بحرفٍ نائبٍ منابَ أدعو : لفظاً أو تقديراً. (١)

[إعرابُه] (٢)

[١-] ويُبْنَى على ما يَرْفع به إن كان مُفرَدا معرفةً، نحوُ : يا زيدُ، ويا رجلُ، و يا زيدانِ و يا زيدوْنَ.

[٢-] و يُخْفَضُ بلامِ الأستِغَاثةِ، نحوُ : يا لَزَيدٍ!

[٣-] و يُفْتَحُ لإلحاقِ ألفِها ، و لا لامَ فيه، نحوُ : يَا زَيْداهْ!

[٤-] و يُنْصَب ما سواهما، نحوُ : يا عبدَ الله، يا طالعاً جبلاً، و يا رجلاً : لغير معيَّنٍ.

منادى এর আলোচনা

مفعول به -এর ফে'য়েলকে বিলুপ্ত করা আবশ্যক হয় চার স্থানে। তার দ্বিতীয়টি হল منادى :

১. منادى ঐ ইসম যার মনোযোগ আকর্ষণ করা হয় এমন অব্যয় দ্বারা যা لفظا বা تقديراً أدعو : ফে'য়েলের স্থলাভিষিক্ত হয়। لفظاً স্থলাভিষিক্ত হওয়ার উদাহরণ : يا زيد আর تقديراً স্থলাভিষিক্ত হওয়ার উদাহরণ :

(يُوْسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَ)[১]

এখানে হরফে নদা : يا উহ্য আছে। حروف ندا পাঁচটি যথা : هيا , أيا , يا , أ) همزه مفتوحه এবং أي ,

২. **منادى এর ই'রাব** :ক. منادى যদি মুফরাদ মারেফা বা নির্দিষ্ট নাকেরা হয় তাহলে রফার উপর মাবনী হবে, যেমন : يا زيدُ এবং দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির

---

[১]. সূরা ইউসূফ; আয়াত নং : ২৯

আহ্বান يا رجلُ । মুফরাদ দ্বারা উদ্দেশ্য হল- তা মুযাফ বা সিবহে মুযাফ না হওয়া। আর কোনো নাকেরার শুরুতে حرف ندا প্রবিষ্ট করালে তা نكره معيّنه হয়ে যায়। (يا زيدُ ঐ منادى এর উদাহরণ যা ندا এর পূর্বেই মারেফা আর يا رجل নেদার পরে মারেফা এবং উভয়টি রফা'র উপর মাবনী। يا زيدان দ্বি-বচনের আলিফ ও يا زيدون বহুবচনের و وا এর উপর মাবনী।

খ. منادى এর শুরুতে যদি لام استغاثه প্রবেশ করানো হয় তাহলে তা মাজরুর হবে, যেমন : يا لَزَيْدٍ

[استغاثه অর্থ হল ফরিয়াদ করা, সাহায্য চাওয়া, যার নিকট সাহায্য চাওয়া হয় তাকে مُسْتَغاث বলে। আর যার জন্য সাহায্য চাওয়া হয় তাকে مستغاث له বলে। مُسْتَغاث ও মূলত منادى। তবে তার পূর্বের لام استغاثه ফাতাহ বিশিষ্ট হয় আর مستغاث له এর পূর্বের লাম যের বিশিষ্ট হয়, যেমন : يا لَلْقومِ لِلْمظلوم হে লোক সকল ! অত্যাচারিত ব্যক্তির সাহায্য করো।]

গ. যদি منادى এর শেষে الف استغاثه (ندبه) আনা হয় এবং শুরুতে لام না হয়, তাহলে منادى ফাতাহ বিশিষ্ট হবে, যেমন : يا زَيْداه হায়! যায়েদ। (একেই ندبه বলা হয়। ندبه অর্থ হল মৃত ব্যক্তির গুণ গেয়ে ক্রন্দন করা। পারিভাষিক অর্থ হল : দোহাই দোয়া, হতাশা ও পেরেশানী প্রকাশ করা, বিপদগ্রস্থের সান্তনা দেয়া, মৃত ব্যক্তির গুণাবলী স্মরণ করে কাঁদা। নুদবার জন্য নির্দিষ্ট অব্যয় হল وا তবে يا ও ব্যবহৃর হয় ।

ঘ. যদি منادى টা মুযাফ, সিবহে মুযাফ বা অনির্দিষ্ট নাকেরা হয় তাহলে মানসুব হবে, যেমন : يا عبد الله এবং يا طالعا جبلاً অন্ধের আহ্বান خُذْ ! يا رجلا بيدي ভাই ! আমার হাতটা একটু ধরেন।

সিবহে মুযাফ : ঐ ইসম যা অন্য ইসমের সাথে মিলে পরিপূর্ণ হয় যেমনি ভাবে মুযাফ মুযাফ ইলাইহির সাথে মিলে পরিপূর্ণ হয়, যেমন : طالعا جبلاً বাক্যে طالعا তার মা'মুল جبلاً এর সাথে মিলে পরিপূর্ণ হয়েছে অর্থাৎ ভালোভাবে তার অর্থ বুঝা যাচ্ছে।

অনুবাদ

দ্বিতীয় স্থান হল منادى : منادى ঐ ইসম যার মনোযোগ আকর্ষণ করা হয় এমন অব্যয় দ্বারা যা أدعو ফেয়েলের স্থলাভিষিক্ত হয়, চাই لفظا স্থলাভিষিক্ত হোক বা تقديراً স্থলাভিষিক্ত হোক। منادى এর ই'বার ক. منادى মাবনী হয় ঐ আলামতের উপর যার দ্বারা রফা' দেয়া হয়। যদি منادى মুফরাদ মারেফা হয় (نكره معيّنه আলোচনা করা হয় নি তবে তার উদাহরণ দেয়া হয়েছে) যেমন : يا زيدُ , يا رجلُ , يا زيدان , يا زيدون খ. যের দেয়া হয় لام استغاثه দ্বারা যেমন : يا لَزَيْدٍ গ. ফাতাহ দেয়া হয় استغاثه এর আলিফ মিলানোর দ্বারা, এমতাবস্থায় যে তাতে استغاثه এর لام না হয়, যেমন : يا زَيْداه ঘ. উল্লেখিত অবস্থা ব্যতীত অন্য স্থানে নসব দেয়া হয়, যেমন : يا طالعا جبلاً , يا عبد الله এবং অন্ধের আহ্বান يا رجلا ! خُذْ بيدي

নোট : منادى এর ইরাবের ইবারত ছাত্রদেরকে মুখস্থ করিয়ে দিবেন যাতে সাড়া জীবন منادى এর ই'রাব স্মরণ থাকে।

[إعراب توابع المنادي]

[١-] و توابعُ المنادي المبنيِّ المفردةُ : من التأكِيدِ، و الصفةِ، و عطفِ البيان و المعطوف بحَرْفٍ الممتنِعِ دخولُ "يا" عليه : تُرْفَعُ على لفظِه، و تُنْصَب على محلِّه، مثل : يا زيدُ العاقلُ و العاقلَ . (١)

و الخليلُ في المعطوف : يَخْتَارُ الرفعَ، و أبو عَمْرو النصبَ، و أبو العباس: إن كان كالحَسَنِ فكالخليلِ، و إلا فكأبي عمْرٍو. (٢)

[٢-] المضافةُ تُنْصَبُ. (٣)

توابع المنادى-এর ই'রাব

منادى এর ই'রাব দু'টি। ক. منادى যদি মুফরাদ মারেফা হয় বা نكره معيّنه হয় তাহলে রফা'র উপর মাবনী হবে, খ. যদি منادى মুযাফ বা সিবহে

মুযাফ হয় বা نكره غيرمعيّنه হয় তাহলে মানসুব হবে। এপর্যায়ে জেনে রাখা উচিত, منادى এর পরে কখনো চারটি জিনিসের কোনো একটি আসে ক. منادى এর তাকিদ যেমন : يا زيدُ العاقل খ. منادى এর সিফত যেমন : يا قوم أجمعون গ. منادى এর عطف بيان যেমন : يا غلام بشر (এক ছেলের নাম) ঘ. আতফের সাথে معرب بالام যেমন : يا زيد والحارث এই চার প্রকার توابع এর ইরাব কি হয় ? এই বাক্যে তার বর্ণনা এসেছে। বলা হচ্ছে-

১. رفع -এর উপর মাবনী منادى এর تابع অর্থাৎ তাকিদ, সিফাত, عطف بيان এবং এমন মা'তোফ যার শুরুতে হরফে ندا : يا প্রবেশ করতে পারে না অর্থাৎ معرب بالام (যদি এ সকল توابع) মুফরাদ হয়, তাহলে توابع এর হুকুম হল- منادى শব্দের উপর ভিত্তি করে রফা' পড়া হবে, কারণ তা لفظا মারফু' আর منادى এর স্থানের ভিত্তিতে মানসুব পড়ারও সুযোগ আছে, কারণ তা محلاً

মাফউল হওয়ার ভিত্তিতে স্থানগত মানসুব, যেমন : يا قومُ أجمعُوْن/ أجمَعِيْنَ (তাকিদের উদাহরণ), يا زيد العاقلُ/ العاقلَ (সিফতের উদাহরণ), يا زيدُ والحارثُ/ ,(عطف بيان এর উদাহরণ) يا غلامُ بشرٌ/ بشراً الحارثَ (معرب بالام এর উদাহরণ)।

২. চতুর্থ অবস্থায় অর্থাৎ যখন منادى এর تابع : معرب بالام হয়, তখন কোন ধরনের ই'রাব দেয়া উত্তম ? এতে মতানৈক্য রয়েছে। খলীল নাহবী বলেন- রফা' উত্তম, আবু আমর ইবনুল আলা বলেন- নসব উত্তম, আবুল আব্বাস মুবার্‌রদ বলেন- যদি মা'তোফ থেকে আলিফ-লাম দূর হওয়া সম্ভব হয়, যেমন : الحسن তাহলে রফা' উত্তম আর যদি আলিফ-লাম দূর করা সম্ভব হয় না, যেমন : العجَم তাহলে নসব উত্তম।

৩. رفع এর উপর মাবনী منادى এর تابع যখন মুযাফ বা সিবহে মুযাফ হয় তখন শুধু মানসুব হবে, যেমন يا قومُ كلّهم (তাকিদের উদাহরণ), يا زيدُ ذَا

(عطف بيان এর উদাহরণ) يا زيدُ عبدَ الله ,(সিফতের উদাহরণ) المال

معطوف : যে معرب بالام হয় তা মুযাফ হয় না।

অনুবাদ

توابع ا لمنادى -এর ই'রাব : (رفع এর উপর) মাবনী منادى এর توابع যা মুফরাদ হয় (المفردةُ : التوابعُ এর সিফাত) অর্থাৎ তাকিদ, সিফাত, عطف بيان এবং এমন হরফ দ্বারা মা'তোফ যার শুরুতে হরফে ندا : يا প্রবেশ করা নিষেধ অর্থাৎ মাতোফ معرب بالام হলে রফা' দেয়া হয় منادى এর لفظ এর ভিত্তিতে আর নসব পড়া হয় স্থানের ভিত্তিতে, যেমন : يا زيد العاقلُ/ العاقلَ আর খলীল মা'তোফে অর্থাৎ চতুর্থ তা'বেতে রফা' পছন্দ করেন। আর আবু আমর ইবনুল আলা নসব পছন্দ করেন। আবুল আব্বাস মুবার্‌রদ বলেন- معرب بالام যদি الحسن এর মত হয় অর্থাৎ আলিফ-লাম পৃথক হওয়া সম্ভব হয়, তাহলে খলীলের মত অর্থাৎ রফা' পছন্দনীয়, অন্যথায় আবু আমরের মত, অর্থাৎ আলিফ-লাম পৃথক হওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে তিনি নসব পছন্দ করেন। মুযাফকে নসব দেয়া হবে।

(١)[قاعدة]و البدلُ و المعطوف غيرُ مَا ذُكِرَ حكمُه : حكمُ المستقل مطلقاً. (١)

(٢) [قاعدة] العَلم الموصوف بابنٍ أو ابنةٍ، مضافاً إلى عَلَمٍ آخر : يُخْتار فتحُه. (٢)

(٣)[قاعدة] و إذا نُوْدِيَ المعرَّفُ باللام قيل : يا أيُّها الرجلُ، و يا هذا الرجلُ، و يا أيُّهذا الرجلُ، و التزموا رفعَ الرجل، لأنه المفصودُ بالنداءِ، و توابِعِه، لأنه توابعُ معربٍ. (٣)

(٤)[قاعدة] و قالوا يا اللهِ : خاصَّةً. (٤)

(٥)[قاعدة] و لك في مثل : يا تيم تيمَ عديٍّ: الضمُّ و النصبُ. (٥)

১. কায়েদা : رفع এর উপর মাবনী منادى এর বদল এবং ঐ মা'তোফ যা معرب بالام না হয় তার হুকুম হল স্বতন্ত্র منادى এর মত। আর এই হুকুমটি مطلقاً , চাই ঐ বদল মুফরাদ হোক বা মুযাফ বা সিবহে মুযাফ

হোক, সর্বাবস্থায় তা স্বতন্ত্র منادى এর মত যেমন : يا زيدُ، يا زيدُ عمرُو أخا عمرٍو، يا زيدُ طالعاً جبلاً، يا زيدُ رجلا صالحاً (এগুলো বদলের উদাহরণ) يا زيدُ و عمرُو، يا زيدُ و أخا عمرو، يا زيدُ و طالعاً جبلاً، يا زيدُ و رجلا صالحاً (মা'তোফের উদাহরণ)।

২. কায়েদা : যখন মুনাদায়ে মুফরাদ মারেফা কারো নাম হয় আর তার সিফত আনা হয় ابن বা ابنة দ্বারা, এবং এই ابن বা ابنة শব্দ দু'টি অন্য নামের দিকে মুযাফ হয় তখন মুনাদাতে ফাতাহ দেয় উত্তম, তবে যুম্মাহও হতে পারে, যেমন : يا زيدَ بنَ الحارثِ কারণ এই ধরণের নামের প্রচলন অনেক, তাই সহজ করার লক্ষে ফাতাহ উত্তম।

নোট : এই কায়েদাটি পূর্বোল্লেখিত কায়েদা হতে ব্যতিক্রম। কায়েদা ছিল মুনাদায়ে মুফরাদ মারেফা সর্বাবস্থায় রফা'র আলামতের উপর মাবনী হবে। এই মূলনীতি থেকে ইহা ব্যতিক্রম।

৩. معرب بالام এর শুরুতে 'হরফে নেদা' আসতে পারে না। কারণ দুই নির্দিষ্টজ্ঞাপক অব্যয় একত্র হয় না। তাই যদি তাকে منادى বানানো উদ্দেশ্য হয় তাহলে সেক্ষেত্রে 'ইসমে মুবহামে'র মধ্যস্থতা গ্রহণ করতে হবে। আর বাহ্যিকভাবে সে-ই منادى হবে আর معرب بالام হবে তার সিফাত। আর বাস্তবে منادى হবে معرب بالام। আর সেই ইসমে-মুবহাম হল : أيها, أيهذا এবং هذا। বলা হবে- يا أيها الرجلُ، يا هذا الرجلُ، يا أيُّهذا الرجلُ এবং الرجلُ তে রফা' পড়া হবে, কেননা প্রকৃতপক্ষে সে-ই منادى। যদিও শাব্দিকভাবে তা ইসমে মুবহামের সিফত, তাই তাতে রফা-নসব উভয়টি বৈধ হওয়া প্রয়োজন ছিল কিন্তু নাহবীগণ এক্ষেত্রে রফা'কেই আবশ্যক করেছেন।

এমনিভাবে الرجلُ এর যে تابع হবে নাহবীগণ সেটাতেও রফা' দেয়া আবশ্যক করেছেন, যেমন : يا أيها الرجلُ الظريفُ এবং يا أيها الرجلُ ذو المال। এটা মু'রাব منادى এর تابع। আর রফা'-নসব উভয়টির অনুমতি ছিল মাবনী منادى এর تابع এর ক্ষেত্রে। মু'রাব منادى এর تابع এর ক্ষেত্রে নয়।

৪. الله শব্দটি معرب بالام , সুতরাং নিয়মানুযায়ী ইসমে মুবহামের মধ্যস্থতা ব্যতীত তার শুরুতে 'হরফে নেদা' আসতে পারে না। কিন্তু الله يا বলা হয়। এটা শুধু এই শব্দেরই বৈশিষ্ট। কারণ এই শব্দের ব্যবহার প্রচুর। তাই সহজ করা হয়েছে।

৫. **কায়েদা :** যখন মুনাদায়ে মুফরাদ মারেফা বাহ্যিকভাবে তাকরার হয় আর দ্বিতীয় منادى এর পরে মুযাফ ইলাইহি আসে, তাহলে প্রথম منادى তে রফা-নসব উভয়ই জায়েয আর দ্বিতীয়টিতে নসব নির্দিষ্ট, যেমন : يا تيم تيمَ عدي প্রথম منادى তে রফা' হওয়ার কারণ হল তা মুফরাদ-মারেফা আর তা রফা'র উপর মাবনী। আর নসব জায়েয হওয়ার কারণ হল- এটাই মূলত عدي এর দিকে মুযাফ আর দ্বিতীয় تيمَ তাকিদের জন্য

অনুবাদ

[কায়েদা] বদল এবং মা'তোফ উহা ব্যতীত যার হুকুম আলোচনা করা হয়েছে অর্থাৎ معرب بالام ব্যতীত, তার হুকুম হল স্বতন্ত্র منادى এর হুকুমের মত সর্বাবস্থায়। **[কায়েদা]** ঐ নাম যার সিফত আনা হয় ابن বা ابنة দ্বারা, এমতাবস্থায় যে তা (ابن বা ابنة) অন্য নামের দিকে মুযাফ হয়, তাতে ফাতাহ দেয় উত্তম। **[কায়েদা]** يا أيها الرجلُ، يا هذا الرجلُ ، يا معرب بالام কে যখন ডাকা হবে তখন বলা হবে : أيُّهذا الرجلُ। নাহবীগণ الرجلُ তে রফা' পড়া আবশ্যক করেছেন, কেননা প্রকৃতপক্ষে সে-ই منادى। আর তার (الرجلُ এর) تابع তে-ও (নাহবীগণ রফা' দেয়া আবশ্যক করেছেন) কেননা ইহা মু'রাব تابع এর منادى । **[কায়েদা]** আরবগণ বলে " يا الله" বিশেষভাবে। **[কায়েদা]** আর তোমার জন্য জায়েয আছে يا تيم تيمَ عدي এর মত বাক্যে রফা' এবং নসব।

[قاعدة] المضافُ إلى ياءِ المتكلم : يجوز فيه : يا غلامِيَ، ويا غلامِيْ، و يا غلامِ، و يا غلامَا، و بالهاء وقْفاً. (١)

[قاعدة] و قالوا يا أبِيْ، ويا أمِّيْ، و يا أبَتِ، و يا أمَّتَ : فتحاً و كسراً، و بالألف، دون الياء. (٢)

[قاعدة] و يا ابنَ أمِّ، و يا ابنَ عمِّ خاصةً مثل بابِ غلامي، و قالو : يا ابنَ أمَّ و يا ابنَ عمَّ. (٣)

১. যে মুনাদা يائے متكلم এর দিকে ইযাফত হয় তাতে চারটি অবস্থা হতে পারে। ক. ইয়াতে ফাতাহ যেমন : يا غلاميَ খ. ইয়াতে সাকিন যেমন : يا غلاميْ গ. ইয়া বিলুপ্ত করে কাসরা দেয়া যেমন : يا غلامِ (কিন্তু ইহার জন্য শর্ত হল ইয়ার পূর্বে কাসরা হতে হবে অন্যথায় ইহা বৈধ নয় যেমন : يا فتايَ) ঘ. ইয়াকে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া, যেমন : يا غلاماَ এই চার অবস্থায় ওয়াকফের সময় 'হা' পড়া যায় যেমন : يا غلامِيَه , يا غلامِيْه, يا غلامِه , يا غلاماه .

২. أبٌ এবং أمٌّ কে يائے متكلم এর দিকে ইযাফত করা হলে তাতে এই চার অবস্থা ব্যতীত আরোও দু'টি অবস্থা জায়েয আছে যথা : ক. ইয়াকে ت (লম্বা 'তা') দ্বারা পরিবর্তন করে ت তে ফাতাহ বা কসরা পড়া খ. ت এর পরে আলিফ বৃদ্ধি করা । সুতরাং বলা হবে

يا أبِيَ/ يا أبِيّ، يا أبِيْ/أمِيْ، يا أبِ/أمِّ، يا أبَا/ أمَّا، يا أبَتِ/ أمَّتِ، يا أبَتَا/ يا أمَّتا. (তবে يا أبَتِيْ/ أمَّتِي বলা জায়েয নয়)

৩. যখন أمّ এবং عمّ এর পূর্বে ابن বা بنت প্রবেশ করানো হয় এবং তাকে মুনাদা বানানো হয়, তখন তাতে পাঁচ অবস্থা জায়েয। তার চারটি হল غلاميْ এর অবস্থাগুলো আর পঞ্চম অবস্থা হল ইয়াকে বিলুপ্ত করে ميم এর উপর ফাতাহ পড়া । বলা হবে--

يا ابن أبِيَ/أبِيْ/أمِّ /أمّا /أمَّ، يا بنتَ أبِيَ/أبِيْ/أمِّ/أمّا /أمَّ، يا ابن عمّيَ/عمّيْ/عمِّ /عمّا /عمَّ، يا بنتَ عمّيَ/عمّيْ/عمِّ /عمّا /عمَّ،

অনুবাদ

ঐ মুনাদা যা يائے متكلم এর দিকে ইযাফত হয় তাতে জায়েয আছে يا غلاميَ, يا غلاميْ , يا غلامِ , يا غلاماَ আর এই মুনাদা ওয়াকফের অবস্থায় 'হা' এর সাথে পড়া। [কায়েদা] আর আরবরা বলে- يا أبِيَ و يا أبِيّ، يا أبتِ و يا

أمتِ ফাতাহ এবং কসরা অবস্থায় এবং (ت এর পরে) আলিফের সাথে, يا এর সাথে নয়। [কায়েদা] يا غلامِيْ বিশেষভাবে يا ابن عمّ এবং يا ابن أمّي অধ্যায়ের ন্যায়। অর্থাৎ এই নিয়ম শুধু أمّ এবং عمّ এর ক্ষেত্রে, خال এবং أخٌ এর ক্ষেত্রে নয়। এগুলোর ক্ষেত্রে শুধু يا ابن أخي، يا ابن خالي বলা হবে। এবং তারা বলেন- يا ابن أمَّ এবং يا ابن عمَّ অর্থাৎ আলিফকে বিলুপ্ত করে শুধু ফাতাহ পড়া হবে।

[ترخيمُ المنادى]

و ترخيمُ المنادى جائزٌ، و في غيرِه ضرورةً، هو : حذفٌ في آخره تخفيفاً(١)

و شرطه : (٢)

[الف] أن لا يكونَ مضافا و لا مُسْتَغاثا و لا جملةً.

[ب] و يكون : إما علماً زائداً على ثلاثة أحرُفٍ، إما بِتَاءِ التأنيثِ .

১. رخّم الشيئَ : নরম ও কোমল বানানো, হালকা করা। পারিভাষিক অর্থ : ডাকার সময় সহজ করনার্থে ইসমের শেষ থেকে বিলুপ্ত করা। মুনাদার ترخيم সর্বাবস্থায় করা যায়, প্রয়োজন হোক বা না হোক। আর অন্যত্র শুধু শে'রের প্রয়োজনে জায়েয (ضرورةً : اي واقعةً ضرورةً) গদ্যে জায়েয নয়।

২. منادى এর ترخيم এর জন্য নেতীবাচক তিনটি বিষয় আবশ্যক যথা : ক. منادى মুযাফ না হওয়া, খ. منادى টা مستغاث না হওয়া , গ. منادىজুমলা না হওয়া। আর ইতিবাচক দু'টি বিষয়ের কোনো একটি হওয়া আবশ্যক, যথা : ক. منادى যদি নাম হয় তাহলে আবশ্যক হল তাতে তিন অক্ষরের বেশী হওয়া, খ. আর যদি নাম না হয় তাহলে অবশ্যক হল তার শেষে গোল তা হওয়া।

ব্যাখ্যা : মুযাফ-মুযাফ ইলাইহি দেখতে দুই কালিমা, তবে বাস্তবে এক কালিমা। তাই ترخيم কোথায় করা হবে ? তার কোনো সূরত নেই। আর مستغاث এ দীর্ঘ আওয়াজ কাম্য, তাই শেষে আলিফ বৃদ্ধি করা হয় আর ترخيم

তার বিপরীত। আর যদি মুনাদা জুমলা হয় তাহলে তাকে হুবহু বাকী রাখা আবশ্যক, অন্যথায় বিস্ময়কর কাহিনীকে বুঝাবে না, যেমন يا تأبَّطَ شَرًّا:

আর নামের মধ্যে তিনের অধিক অক্ষর হলে ترخيم করার পর কালিমা তিন অক্ষর অবশিষ্ট থাকে, অন্যথায় কমে যায়। আর যদি কালিমা তিন অক্ষর বিশিষ্ট হয় কিন্তু নাম না হয়, তবে শেষে গোল তা হয় যেমন شاةٌ তাহলে ঃ বিলুপ্ত করলে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ ঃ ভিন্ন অক্ষর আর কালিমা পূর্ব থেকেই তিন অক্ষরের কম, তাই ترخيم দ্বারা কোনো সমস্যা হয় না।

[مقداره] فإنْ كان في آخرِه زِيادَتانِ في حكمِ الواحدِ، كأسماءَ و مروانَ، أو حرفٌ صحيحٌ قبلَه مَدَّةٌ، وهو أكثر منْ أرْبعةِ أحرُفٍ : حُذِفتَا، وإن كان مركبًا حُذِفَ الاسمُ الأخيرُ، و إن كان غير ذلك فحَرفٌ واحدٌ. (١)

[قاعدة] و هو في حُكم الثابتِ على الأكثر، فيُقال : يا حارِ و يا ثمُوْ، و كروَ.(٢)

و قد يجعل اسما برأسِه، فيُقالُ : يا حارُ، ويا ثمِيْ ، ويا كرَا. (٣)

১. বিলুপ্তির পরিমাণ : ترخيم এর ক্ষেত্রে منادى এর শেষ থেকে কয়টি অক্ষর বিলুপ্ত করা হবে ? তার চার অবস্থা, যথা :

ক. যদি منادى এর শেষে এমন দুটি অক্ষর থাকে যা একত্রে অতিরিক্ত হয়েছে তাহলে ترخيم করার ক্ষেত্রে উভয়টি বিলুপ্ত করা হবে, যেমন : أسماء এবং مروان এর ক্ষেত্রে বলবে- يا مَرْوُ , يا أسْمُ

খ. منادى এর শেষে যদি সহিহ অক্ষর হয় এবং তার পূর্বে 'মদ' হয় অর্থাৎ এমন হরফে ইল্লত হয় যার পূর্বে হরকত তার অনুকূল, তাহলেও ترخيم করার সময় উভয়কে বিলুপ্ত করা হবে, তবে শর্ত হল কালিমা চার অক্ষরের অধিক হতে হবে, যেমন : عَمَّار এবং مَنْصُوْر এর ক্ষেত্রে বলবে يا عمَّ ، يا منصُ

গ. আর যদি কালিমা মুরাক্কাব হয় এবং তাতে ইসনাদ বা ইযাফত না হয় তাহলে ترخيم করার সময় দ্বিতীয় ইসমকে বিলুপ্ত করা হবে, যেমন : بَعْلَبَكَّ, বলা হবে- يا بَعْلُ ।

ঘ. আর যদি منادى উল্লেখিত তিন অবস্থা ব্যতীত হয় তাহলে ترخيم করার সময় শেষের এক অক্ষর বিলুপ্ত করা হবে, যেমন : خالد , বলা হবে- يا خالِ ।

২. যে منادى তে ترخيم করা হয় তার ই'রাবের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় বিলুপ্ত অক্ষরকে উল্লেখিতই মনে করা হয়। তাই বিলুপ্ত অক্ষরের পূর্বের অক্ষর আপন অবস্থায় বহাল থাকবে, বলা হবে– يا حارِ، يا ثمُوْ ، يا كرَوَ । (এগুলো যথাক্রমে حارث , ثمود এবং كَرَوَان এর তারখীম) كَرَوَان : লম্বা ঠোঁট ও নীলবর্ণের এক পাখি, যা কবুতর সদৃশ ও মিষ্ট আওয়াজ বিশিষ্ট।

৩. কখনো ترخيم এর পরে তারখীমকৃত ইসমকে স্বতন্ত্র ইসমের মানোত্তির্ণ করা হয় এবং তা'লীল ও মাবনী করা-না করার ক্ষেত্রে তাতে স্বতন্ত্র ইসমের ন্যায় আচরণ করা হয়। এজন্য يا حارث তে يا حارُ বলা হয়। কারণ তা মুনাদায়ে মুফরাদ, তাই যুম্মার উপর মাবনী। আর يا ثمود তে يا ثمِيْ বলা হয়, কারণ واو এর পূর্বে যুম্মা, তাই واو কে يا দ্বারা পরিবর্তন করে মীমকে কাসরা দেয়া হয়েছে। يا كروان থেকে يا كرَا , কারণ হরকতযুক্ত واو এবং তার পূর্বে ফাতাহ তাই তাকে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।

অনুবাদ

ترخيم এর পরিমাণ : সুতরাং যদি منادى এর শেষে এমন দুটি হরফ থাকে যা অতিরিক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে এক হুকুমের হয়, যেমন : أسماء (তার ওজন হল فعْلاءُ, যা নির্গত হয়েছে وَسامةٌ থেকে। একজন মহিলার নাম) এবং مروان (এতে অতিরিক্ত আলিফ-নূন রয়েছে)। অথবা এমন সহিহ অক্ষর হয় যার পূর্বে 'মদের' অক্ষর হয়, এমতাবস্থায় যে কালিমাতে অক্ষর চারের অধিক হয়, তাহলে উভয় অক্ষর বিলুপ্ত করা হবে। আর যদি কালিমা মুরাক্কাব হয় তাহলে দ্বিতীয় ইসমকে বিলুপ্ত করা হবে। আর যদি ইহা ব্যতীত (অন্য অবস্থা) তাহলে এক অক্ষর বিলুপ্ত করা হবে। [কায়েদা] منادى مرخم উল্লেখের হুকুমে, অধিকাংশ ব্যবহারে। তাই বলা হবে يا حارِ، يا ثمُوْ ، يا كرَوَ ,কখনো مرخم منادى কে স্বতন্ত্র ইসম মনে করা হয়, তখন বলা হবে يا حارُ , يا ثمِيْ ,يا كرَا ।

[حكم المندوب]

وقد استعملوا صيغةَ النداءِ في المندُوب.

وهو : المُتفَجَّع عليه بيا أو وَا، واختص بوَا.

وحكمه : في الإعراب و البناء حكمُ المنادى.

[قاعدة] و لك زيادةُ الألفِ في آخره. (١)

[قاعدة] فإنْ خفتَ اللبس قلتَ : واغُلامَكِيْه، وواغلامَكُمُوْهْ. (٢)

[قاعدة] و لك الْهاءُ في الوقفِ. (٣)

[قاعدة] ولا يُندَب إلا المعروفُ، فلا يقال : وا رَجُلاهْ. (٤)

[قاعدة] و امتنَعَ وازيدَ الطَّوِيلَاهْ، خلافاً ليونس. (٥)

مندوب এর হুকুম

ফরিয়াদকারীকে نادِب আর যাকে আহ্বান করা হয় তাকে مندوب বলা হয়। এই আলোচনা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আরবরা নেদার সিগাহকে مندوب এও ব্যবহার করে। আর নেদার সিগাহ দ্বারা উদ্দেশ্য হল শুধু يا , নেদার অন্য হুরুফ ندبه এ ব্যবহৃত হয় না।

مندوب হল যার জন্য يا বা وا দ্বারা কাঁদা করা হয় যেমন : يا زيداهْ , واوَيْلاهْ আর وا শুধু নুদবায় ব্যবহৃত হয়। আর يا উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। মু'রাব-মাবনী হওয়ার ক্ষেত্রে مندوب এর হুকুম منادى এর মতই। অর্থাৎ যেমনিভাবে মুনাদায়ে মুফরাদ মারেফা আলামতে রফার উপর মাবনী হয়, তেমনিভাবে مندوب ও আলামতে রফা উপর মাবনী হয় যেমন : وا زيدُ। আর যেমনিভাবে মুনাদায়ে মুযাফ মানসূব হয় তেমনিভাবে মানদুব মুযাফও মানসূব হয় যেমন : وا عبد اللهِ

১. **কায়েদা :** আওয়াজ দীর্ঘ করার লক্ষে مندوب এর শেষে আলিফ বৃদ্ধি করার সুযোগ আছে। কেননা ندبه –য় আওয়াজ দীর্ঘ করাই উদ্দেশ্য হয়, যেমন : وا زيدا

২. **কায়েদা :** যদি مندوب এর শেষে আলিফ বৃদ্ধি করার ফলে অন্যের সাথে মিলে যায় তাহলে আলিফকে ঐ অক্ষর দ্বারা পরিবর্তন করে দিবে, যা مندوب এর শেষ হরকতের উপযোগী হয়, যেমন : واحد مؤنث حاضر এর গোলামের ندبه 'য় যদি বলা হয় واغلامكاه তাহলে তা واحد مذكر حاضر এর গোলামের ندبه -এর সাথে মিলে যাবে। কারণ সে ক্ষেত্রেও এই সিগাই ব্যবহৃত হয়। তাই জানার উপায় থাকবে না যে, كاف মূলত মাকসূর নাকি মা'তোফ। তাই واغلامكيه বলা হবে, আলিফকে كاف এর যেরের কল্যাণে ইয়া দ্বারা পরিবর্তন করা হবে।

এমনিভাবে যদি جمع مذكر حاضر এর গোলামের ندبه -এর ক্ষেত্রে বলা হয় وا غلامكماه তাহলে تثنيه مذكر حاضر এর গোলামের ندبه -এর সাথে মিলে যাবে, তাই বলা হবে- واغلامكموه আলিফকে মীমের পেশের সুবাদে واو দ্বারা পরিবর্তন করা হবে।

৩. ওয়াকফের সময় ندبه -এর আলিফের পরে সেকতার ه ('হা') বৃদ্ধি করার সুযোগ রয়েছে। এমনিভাবে ইয়া এবং واو এর পরেও।

৪. ندبه শুধু প্রসিদ্ধ ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয়, অপরিচিত-অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয় না। তাই وارجلاه বলা সঠিক নয়। প্রথমাবস্থায় লোকজন ক্রন্দনকারীকে অপারগ মনে করবে আর দ্বিতীয় অবস্থায় তাকে বিদ্রূপ করবে।

৫. জুমহুরের মতে مندوب এর সিফতের শেষে ندبه الفِ বৃদ্ধি করা বৈধ নয়। সুতরাং وا زيد الطويلاه বলা শুদ্ধ নয়। তবে নাহবী ইউনুসের মতে তা বৈধ।

অনুবাদ

مندوب এর হুকুম : আরবরা নেদার সিগাহ مندوب এও ব্যবহার করে। مندوب ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যার জন্য يا বা وا দ্বারা দুঃখ প্রকাশ করা হয়। مندوبকে বিশেষিত করা হয়েছে "وا" এর সাথে। [المُتَفَجَّعُ ইসমে মাফউল। تفجَّعَ থেকে নির্গত। যার অর্থ : কারো জন্য দুঃখ অনুভব করা]। আর মু'রাব. মাবনী হওয়ার ক্ষেত্রে مندوب এর হুকুম منادى এর মত। **[কায়েদা]** তোমার জন্য مندوب এর শেষে আলিফ বৃদ্ধি করার সুযোগ রয়েছে। **[কায়েদা]** যদি অন্যের সাথে মিলে যাওয়ার আশংকা করো তাহলে বলবে- واغلامكيه , واغلامكموه। **[কায়েদা]** তোমার জন্য অনুমতি রয়েছে ওয়াকফের সময় শেষে, ('হা') বৃদ্ধি করার । **[কায়েদা]** আর ندبه করা হয় শুধু প্রসিদ্ধ ব্যক্তির ক্ষেত্রে। তাই وارجلاه বলা সঠিক নয়। **[কায়েদা]** وا زيد الطويلاه বলা শুদ্ধ নয়। নাহবী ইউনুসের বিপরীত।

[قاعدة] و يجوزُ حذفُ حرف النداء، إلامع اسم الجنس، و الإشارة، والمستغاث، والمندوب، نحوُ:﴿ يُوْسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا﴾ و أيها الرجل، و أيهذا ا لرجل. (١)

[قاعدة] و شذّ : "أصبِحْ ليلُ " و"افْتَدِ مخْنُوْقُ" و "أَطْرِقْ كَرَا"

[قاعدة] و قد يُحْذَفُ المنادى لقيام قرينةٍ جوازًا، مثل :ألا يا اسجُدُوْا. (٢)

১. কায়েদা : যখন করীনা পাওয়া যাবে তখন منادى এর শুরু থেকে হরফে নেদাকে বিলুপ্ত করার সুযোগ আছে যেমন :

﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا﴾

এর মূলরুপ হল يَا يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا আর কারিনা হল- যদি يُوسُفُ মুবতাদা হয় তাহলে أَعْرِضْ খবর হতে পারে না। কেননা তা جمله

إنشائيه । এমনিভাবে أيهذا الرجل এবং أيها الرجل তে হরফে নেদা "يا" গোপন আছে।

তবে চারটি স্থান ব্যতিক্রম। সেখানে হরফে নেদাকে বিলুপ্ত করা বৈধ নয়। সেগুলো হল- اسم جنس, اسم إشارة, مستغاث এবং مندوب

প্রথম দু'টিতে অর্থাৎ اسم جنس ও اسم إشارة তে জায়েয না হওয়ার কারণ হল এগুলোর নেদা করা হয় কম। আর অবশিষ্ট দু'টিতে জায়েয না হওয়ার কারণ হল এগুলোতে আওয়াজ দীর্ঘ হওয়া কাম্য। সুতরাং নেদার ক্ষেত্রে শুধু يا لزيدُ , يا هذا , يا رجلُ বলা বৈধ নয়। বরং لزيد, هذا, رجلُ এবং زيدُ এবং يا زيد/ وا زيدُ বলা জরুরী।

২. ফায়েদা : তিনটি প্রবাদে اسم جنس এর শুরু থেকে হরফে নেদাকে বিলুপ্ত করা হয়েছে, যা দুর্লভ।

ক. ইমরাউ কাইসের স্ত্রীর কথা أَصْبِحْ لَيْلُ হে রাত ! শেষ হও। এখানে لَيْلُ হল اسم جنس তার শুরু থেকে হরফে ندا বিলুপ্ত করা হয়েছে।

খ. افتَدِ مخنوقُ হে শ্বাসরুদ্ধ! মুক্তিপণ দাও। এখানে مخنوقُ হল اسم جنس তার শুরু থেকে হরফে ندا বিলুপ্ত করা হয়েছে।

গ. أَطْرِقْ كرا হে কারওয়ান ! মাথা নিচু কর। অর্থাৎ নিচে নেমে আস্, যেন আমি শিকার করতে পারি। এখানে كرا হল اسم جنس তার শুরু থেকে হরফে নেদা বিলুপ্ত করা হয়েছে।

জ্ঞতব্য : কথিত আছে এক রাতে ইমরাউ কায়েস তার স্ত্রীকে বলেন- أَقتِلِي السِّرَاجَ বাতি নিভিয়ে দাও। স্ত্রী বলল- হায় তুমি তো অনারবী, আরবের অধিবাসী নও। আরবরা বলবে اِطْفِئِ السراجَ বাতি নিভিয়ে দাও। সে রাতব্যাপী কাঁদতে থাকল একথা বলে- আমি কোন বিজাতীর পাল্লায় পড়ে গেলাম আর বলতে লাগল أَصْبِحْ لَيْلُ হে রাত ! শেষ হও, যাতে আমি এই আনারব স্বামী থেকে নিজের জান বাঁচাতে পারি।

খ. এক ব্যক্তি অপর এক শায়িত ব্যক্তির গলা চেপে ধরে। শায়িত ব্যক্তি মুক্তির জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। শ্বাসরুদ্ধকারী তাকে লক্ষ্য

করে বলে- افتَدِ مخنوقُ হে শ্বাসরুদ্ধ ! আমাকে কিছু মাল দিয়ে দাও, তাহলে আমি তোমাকে ছেড়ে দিব।

গ. كَرَوان : কবুতর সদৃশ্য এক পাখী। তা উড়ে যাচ্ছিল। এক শিকারী তা শিকার করার ইচ্ছা করে একটি মন্ত্র পড়তে লাগল–

أَطْرِقْ كرا أَطْرِقْ كرَا – إنّ النُّعَامَةَ فِي القُرى

কোড়া মাথা নিচু কর, কোড়া মাথা নিচু কর, নিশ্চয় উটপাখী গ্রামে রয়েছে। অর্থাৎ সে তোর চেয়ে বড় পাখী, সে শিকার হয়ে গেছে। এই মন্ত্র শুনে কোড়া পাখী নিচে নেমে আসত আর শিকার হয়ে যেত।

৩. করিনা বিদ্যমান থাকলে منادى কেও বিলুপ্ত করার সুযোগ আছে যেমন:

يا اسْجُدُوا ألا শোনো হে সম্প্রদায় ! তোমরা সিজদা করো । এখানে منادى : قوم উহ্য আছে। তার করিনা হল হরফে ندا ফেয়েলের পূর্বে প্রবেশ করে না।

الثالث : ما أضمِر عاملُه على شريطة التفسير

وهو: كلّ اسمٍ بعده فعلٌ أو شبهُه، مُشتغِل عنه بضميرِه أو متعلّقه، لو سُلِّط عليه هوأو مُناسِبه : لنَصَبَه، مثلُ : زيدًا ضربتُه، وزيدًا مررتُ به، زيدًا ضربتُ غلامَه، وزيدًا حُبِستُ عليه : يُنْصَب بفعلٍ مضمرٍ يُفسِّره ما بعده، أي : ضربتُ وجاوزْتُ وأهَنْتُ ولابسْتُ.

ما أضمر عامله على شريطة التفسير

তৃতীয় স্থান : যে সকল স্থানে مفعول به এর ফে'য়েল উহ্য রাখা আবশ্যক তার আরেকটি হল ما أضمر عامله على شريطة التفسير

شَرِيْطَةٌ এবং شرط সমার্থক শব্দ। অর্থাৎ ঐ مفعول به যার ناصب কে তাফসীরের শর্তে গোপন করা হয়েছে। অর্থাৎ পরবর্তীতে ناصب এর ব্যাখ্যা আসছে। এই স্থানে আমেলকে উহ্য রাখা আবশ্যক হওয়ার কারণ হল- যাতে مفسِّرও مفسَّر একত্রিত না হয়।

সংজ্ঞা : ما أضمر ঐ ইসম যার পরে এমন কোনো ফে'য়েল বা সিবহে ফে'য়েল আসে যা ঐ ইসমের দিকে প্রত্যাবর্তনশীল কোনো যমীর বা তার কোনো মুতাআল্লিকের সাথে ব্যস্ত হওয়ার কারণে সেই ইসমে আমল করতে পারে না। তবে যদি ঐ ফে'য়েল বা সিবহে ফে'য়েলকে ঐ ইসমের পূর্বে আনা হয় তাহলে অবশ্যই তাকে নসব দিবে, যেমন : زيداً ضربتُه যায়েদকে প্রহার করেছি আমি। এখানে زيداً এর পূর্বে ضربتُ আমেল উহ্য আছে। তার ব্যাখ্যা করছে পরবর্তীতে আগত ضربتُه ফে'য়েল। যা ব্যস্ত হয়েছে যায়েদের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী যমীরে। অর্থাৎ তার আমেল হওয়ার কারণে زيداً কে নসব দিতে পারে নাই। কিন্তু যদি যমীর সরিয়ে زيداً ضربتُ বলা হয় তাহলে আবশ্যই যায়েদকে নসব দিব।

ما أضمر এর চার অবস্থা

ক. পরবর্তীতে আগত ফে'য়েল ঐ ইসমের যমীরের মধ্যে আমল করবে এবং হুবহু তাকে ঐ ইসমের পূর্বে আনা সম্ভব হবে, যেমন : زيداً ضربتُه

খ. পরবর্তীতে আগত ফে'য়েল ঐ ইসমের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী যমীরের মধ্যে আমল করবে কিন্তু হুবহু তাকে ঐ ইসমের পূর্বে আনা সম্ভব হবে না, তবে তার উপযোগী একটা ফে'য়েল আনা সম্ভব হবে, যেমন : زيداً مررتُ به অর্থাৎ جاوزتُ زيداً

গ. পরবর্তীতে আগত ফে'য়েল ঐ ইসমের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী যমীরের মধ্যে আমল করবে কিন্তু হুবহু তাকে ঐ ইসমের পূর্বে আনা সম্ভব হবে না এবং তার উপযোগী-সমার্থক ফে'য়েলও আনা সম্ভব হবে না, তবে তার সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারী ও তার জন্য অপরিহার্য কোনো ফে'য়েলকে আনা সম্ভব হবে, যেমন : زيدا ضربتُ غلامَه অর্থাৎ أهنْتُ زيداً কারণ, গোলামের অপমান মনিবের জন্যও অপমান।

ঘ. পরবর্তীতে আগত ফে'য়েল ঐ ইসমের মুতাআল্লিকের মাঝে ব্যস্ত হবে এবং তার উপযোগী অপরিহার্য ফে'য়েলকেই পূর্বে আনা সম্ভব হবে যেমন : زيداً حُبِسْتُ عليه আমাকে যায়েদের সাথে আটক করা হয়েছে। এখানে ফে'য়েলের

অপরিহার্য لابَسْتُ কেই পূর্বে আনা যায়। কারণ বক্তা যখন যায়েদের সাথে আটক হয়েছে তখন তার সঙ্গেই রয়েছে।

ما أضمر -এর এই চার সূরত, মুসান্নিফ রহ. চারটি উদাহরণ দ্বারা বুঝিয়েছেন।

প্রথম উদাহরণ : زيداً ضربتُه এই উদাহরণে زيداً এর পরে আগত ফে'য়েল ضربتُه যায়েদের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী যমীরে আমল করেছে এবং তাকে হুবহু যায়েদের পূর্বে আনা যায়, বলা হবে- زيدا ضربتُ

দ্বিতীয় উদাহরণ : زيداً مررتُ به এই উদাহরণেও مررتُ ফে'য়েল যায়েদের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী যমীরে হরফে জরের মধ্যস্থতায় আমল করেছ। তবে এই ফে'য়েলকে হুবহু যায়েদের পূর্বে আনা যায় না। কেননা তখন مررتُ بزيد বলতে হবে। আর ب যায়েদকে যের দিবে, ফে'য়েলেটি যায়েদকে নসব দিতে পারবে না। হ্যাঁ, তার সমার্থক অন্য ফে'য়েল جاوزتُ কে পূর্বে আনা যায়, সে যায়েদকে নসব দিবে। সুতরাং এই অবস্থাও ما أضمر এর অন্তর্ভূক্ত ।

তৃতীয় উদাহরণ : زيدا ضربتُ غلامَه এই উদাহরণেও ضربتُ ফে'য়েল যায়েদের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী যমীরে ব্যস্ত। তবে এই ফে'য়েলকে হুবহু যায়েদের পূর্বে আনা যায় না। কারণ, যদি বলা হয় ضربتُ غلامَ زيد তাহলে যায়েদ মুযাফ ইলাইহি হওয়ার কারণে যের বিশিষ্ট হবে। مفعول به হওয়ার কারণে নসব বিশিষ্ট হবে না। আর অন্য কোনো সমার্থক ফে'য়েলও নেই, যা যায়েদের পূর্বে আনা যায়। তবে তার উপযোগী ও অপরিহার্য কোনো ফে'য়েলকে পূর্বে আনা যায়। আর সে ফে'য়েল হল أهنْتُ (অপমান করা)। কারণ কারো গোলামকে প্রহার করলে তার মনিবকে আপমান করা হয় । তাই أهنْتُ زيداً বলা যায়। সুতরাং এই অবস্থাও ما أضمر এর অন্তর্ভূক্ত।

চতুর্থ উদাহরণ : زيداً حُبِسْتُ عليه এখানেও ফে'য়েল যায়েদের পূর্বে আনা যায় না। কারণ তখন علي এর কারণে যায়েদে যের হবে। তবে لابستُ (সঙ্গে থাকা) একটি অপরিহার্য ফে'য়েল। তাকে পূর্বে আনা যায়। কারণ যখন বক্তাকে যায়েদের পাশে আটকিয়ে ফেলা হয়েছে তখন সে তার সঙ্গী হয়ে

গেছে। ما أضمر তে এই সূরতও গ্রহণযোগ্য। সুতরাং এই চার অবস্থায় যায়েদকে উহ্য আমেল নসব দিবে।

شبه فعل এর উদাহরণ :

زَيدًا أنَا ضاربُه، زيدًا أنَا مارٌّ به، زيدًا أنا ضَاربٌ غلامَه، زيدا أنا مَحْبوسٌ عليه এগুলোর অর্থ হলো :

أنا ضاربٌ زيداً، أنا مجاوزٌ زيداً، أنا مهينٌ زيداً، أنا حابِسٌ زيداً

অনুবাদ

তৃতীয় স্থান : ঐ مفعول به যার আমেল উহ্য রাখা হয়েছে তাফসীরের শর্ত সাপেক্ষে। [সংজ্ঞা] ما أضمر ঐ ইসম যার পরে কোনো ফে'য়েল বা সিবহে ফে'য়েল আসে যা তার দিকে প্রত্যাবর্তনশীল কোনো যমীর বা কোনো মুতাআল্লিকের মাঝে ব্যস্ত হওয়ার কারণে সেই ইসমে আমল করে না, যদি ঐ ফে'য়েল বা সিবহে ফে'য়েলকে তার পূর্বে আনা হয় তাহলে অবশ্যই তাকে নসব দিবে, যেমন : زيداً ضربتُ غلامَه , زيداً مررتُ به , زيداً ضربتُه , زيدا حُبِسْتُ عليه

নসব দেয়া হয় যায়েদকে এমন উহ্য ফেয়েদ দ্বারা যার ব্যাখ্যা করে তার পরবর্তীতে আগত ফে'য়েল। অর্থাৎ ضربتُ,جاوزتُ,أهنتُ,لابست

[وجوه إعرابه]

[١-] ويُختارُ الرّفعُ بالابتداءِ، عند عدم قرينة خلافِه، أو عند وجود أقْوى منها، كأمّا مع غير الطّلب، واذا للمفاجاة.

[٢-] ويُخْتارُ النّصبُ بالعطف على جملةٍ فعليّةٍ، للتّناسب وبعد حرف النفي، والاستفهام، واذا الشّرطيّة، وحيث، وفي الأمر، والنّهى، إذ هي مواقع الفعل، وعند خوفِ لَبْس المفسِّر بالصّفة، مثل : إنَّا كُلّ شيئٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

ما أضمر عامله এর ই'রাব

যে ইসম عامله ما أضمر গোত্রীয় হয়, চাই বাস্তবে তাতে ما أضمر এর সংজ্ঞা প্রয়োগ হোক, বা না হোক তার ই'রাবের পাঁচ অবস্থা যথা : ক. রফা পছন্দনীয়, খ. নসব পছন্দনীয়, গ. রফা আবশ্যক, ঘ. নসব আবশ্যক, ঙ. রফা-নসব উভয়টি বরাবর।

প্রথম অবস্থা : দুই অবস্থায় রফা পছন্দনীয় (ক) যখন ঐ ইসমটা أمّا -এর পরে كلام غير طلبي তে হয়, যেমন : لقيتُ القومَ فأمّا زيدٌ فأكرمتُه আমি সম্প্রদায়ের সাথে সাক্ষাত করেছি, বাকী যায়েদকে সম্মান করেছি। (খ) যেমন : خرجْتُ فإذا زيدٌ يضربُه عمرٌو আমি বের হলাম হঠাৎ যায়েদ আমরকে প্রহার করছিল। যখন ঐ ইসমটা إذا مفاجاتيه -এর পরে আসে

كلام طلبي : আমর, নাহী ও দোআকে كلام طلبي বলা হয়, এছাড়া অন্যগুলোকে كلام غير طلبي বলা হয়।

এই দুই অবস্থায় রফা' পছন্দনীয় হওয়ার কারণ হল প্রথম অবস্থায় নসবের কোনো করীনা নেই, রফার করীনাই বিদ্যমান। কারণ أمّا এর পরে অধিকাংশ সময় মুবতাদা আসে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় যদিও রফা-নসব উভয়ের কারিনাই বিদ্যমান তবে রফা'র করিনা শক্তিশালী। কারণ إذا مفاجاتيه অধিকাংশ সময় জুমলায়ে ইসমিয়ার শুরুতে আসে। আর خرجْتُ এর উপর আতফ নসবের করিনা কিন্তু তা দুর্বল করিনা।

দ্বিতীয় অবস্থা : আট অবস্থায় নসব পছন্দনীয় যথা :

১. যে বাক্যে ঐ ইসম থাকবে সে বাক্য পূর্ববর্তী জুমলায়ে ফে'লিয়ার উপর আতফ হলে, যেমন : ضربتُ زيداً و عمروً أكرمتُه এই অবস্থায় নসব পছন্দীয় হওয়ার কারণ হল- যাতে মাতোফ ও মাতোফ আলাইহির মাঝে সমাঞ্জস্য সৃষ্টি হয়।

২. ঐ ইসম حرف نفي এর পরে হলে যেমন : ما /لا / إنْ زيدًا ضرَبْتُه আমি যয়েদকে প্রহার করি নি।

৩. ঐ ইসম حرف استفهام এর পরে হলে, যেমন : أزيداً ضربتَه

তুমি কি যায়েদকে প্রহার করেছ ?

৪. ঐ ইসম إذا شرطية এর পরে হলে, যেমন : إذا زيدا تَلْقَه فأكْرِمْه যখন যায়েদের সাথে তোমার সাক্ষাত হবে তাকে সম্মান করবে।

৫. ঐ ইসম حيث এর পরে হলে, যেমন : حيث زيداً تجِدْه فأكْرِمْه তুমি যায়েদকে যেখানেই পাবে সম্মান করবে। (إذا : কাল বুঝায় আর حيث স্থান বুঝায়)

৬. ঐ ইসম امر এর পূর্বে হলে, যেমন : زيداً اضرِبْه যায়েদকে প্রহার করো।

৭. ঐ ইসম নাহী'র পূর্বে হলে, যেমন : زيداً لا تضْرِبْه যায়েদকে প্রহার করো না।

২-৭ পর্যন্ত নসব পছন্দনীয় হওয়ার কারণ হল এগুলো ফেয়েল গোপন মেনে নেয়ার স্থান অর্থাৎ এগুলোর পরে ফেয়েল আসা উত্তম।

৮. রফা অবস্থায় তাফসীরকারী বাক্য সিফত হয়ে যাওয়ার আশংকা হলে যেমন : ﴿إنا كُلَّ شَيْئٍ خَلَقْنَاه بِقَدرٍ﴾[১] অর্থাৎ إنا خلقنا كل شيئ ـ আর রফা' অবস্থায় كُلَّ شَيْئٍ : خَلَقْنَا এর সিফত হওয়ারও সুযোগ রয়েছে অথচ ইহা উদ্দেশ্য নয় । তাই রফা' উত্তম।

অনুবাদ

مَا أُضْمِرَ عَامِلُهُ - এর ই'রাবের অবস্থাসমূহ : [১] আর رفع পছন্দনীয় ইবতেদার কারণে অর্থাৎ মুবতাদা হওয়ার কারণে, তার বিপরীত কোনো করীনা না থাকার সময়। [প্রথম অবস্থায় যখন ইসমটি أمّا এর পরে আসবে] অথবা এই করীনার চেয়ে অধিক শক্তিশালী করীনা থাকার সময়। [দ্বিতীয় অবস্থায় যখন ইসমটি إذا এর পরে আসবে], যেমন : গায়রে তলবী বাক্যে ব্যবহৃত أمّا এবং مفاجات এর জন্য ব্যবহৃত إذا এর সাথে। [২] আর نصب পছন্দনীয় হয় جمله فعليه এর উপর আতফ করার দ্বারা এবং হরফে নফী, ইস্তেফহাম الشرطيَّة إذا - এর পর এবং امر ও نهى এর মধ্যে। কারণ এ ছয়টি ফে'লের স্থান। مفسِر এর

[১]. সূরা কামার; আয়াত নং : ৪৯

সিফাতের সাথে মিলে হয়ে যাওয়ার আশংকার সময়। [বাকি তিনটি সুরত সামনে আসছে], যেমন : اِنا كُلَّ شَيءٍ خَلَقْناهُ بِقَدرٍ

[٣-] ويستوى الأمران في مثل : زيدٌ قام وعمروًا أكرمتُه.
[٤-] ويجب النصبُ بعد حرف الشَّرط، وحرف التّحضيض، مثل : إنْ زيدا ضربتَه ضربَكَ، وألَّا زيدا ضربتَه.
[٥-] وليس : مثل" أزيدٌ ذُهِبَ بِه " منه ، فالرّفعُ، وكذلك : كُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْه فِيْ الزُّبُرِ

তৃতীয় অবস্থা : যখন সে ইসমের আতফ হবে جملة ذات الوجهين এর উপর, তখন رفع ও نصب উভয়ই এক পর্যায়ের, যেমন : زَيْدٌ قَامَ وَعَمْرًا اَكْرَمْتُهُ অর্থাৎ যায়েদ দাঁড়িয়েছে এবং আমরকে আমি সম্মান করেছি। এবাক্যে عمرو কে যদি বড় বাক্য তথা زَيْدٌ قَامَ এর উপর আতফ করা হয়, তবে رفع হবে। আর ছোট বাক্য তথা قَامَ এর উপর আতফ করা হলে نصب হবে।

চতুর্থ অবস্থা : যখন এই ইসমটি حرف شرط (إنْ এবং لوْ)এর পরে আসে বা حرف تحضيض এর পরে আসে তখন نصب ওয়াজিব হবে, যেমন : إنْ/ لو زَيدًا ضَرَبْتَهُ ضَرَبَكَ অর্থাৎ যদি তুমি যায়েদকে প্রহার কর, তাহলে আমি সে তোমাকে প্রহার করবে, যেমন : اَلاَّ زَيدًا ضَرَبْتَهُ অর্থাৎ কেন তুমি যায়েদকে প্রহার করলে না ?

পঞ্চম অবস্থা : ইসমটি বাহ্যিকভাবে যদিও ما اضمر গোত্রীয় মনে হয়, তবে বাস্তবে তা এই অধ্যায়ের অন্তর্ভূক্ত নয়, তখন رفع ওয়াজিব, **১ম উদাহরণ :** اَزَيْدٌ ذُهِبَ بِهِ অর্থাৎ যায়েদকে কি নিয়ে যাওয়া হয়েছে ? এটি ما اضمر এর উদাহরণ নয়। কারণ ذُهِبَ بِهِ কে 'হরফে জার'সহ زيد এর পূর্বে আনা যায় না, 'হরফে জার' ছাড়াও না। কেনান প্রথমাবস্থায় زيد মাজরুর হবে। আর দ্বিতীয়

অবস্থায় ذهب ফে'য়েলটি نصب দিতে পারে না। কারণ এটা ফেলে লাযেম। একে মুতা'আদ্দী করতেই باء বৃদ্ধি করা হয়েছে।

২য় উদাহরণ : [১](كُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِي الزُّبُرِ) অর্থাৎ কাফেরেরা যা কিছু করেছে সবই আমলনামায় সংরক্ষিত আছে। এতে فَعَلُوْهُ বাক্যটি شَيْءٍ এর সিফাত, আর فِي الزُّبُرِ হল খবর। এই فَعَلُوْا কে كُلُّ شَيْءٍ এর উপর মুকাদ্দাম করা যায় না। কারণ, তখন فِي الزُّبُرِ হয়ত شَيْءٍ এর সিফাত হবে, অথবা فَعَلُوْا এর সাথে মুতাআল্লিক। আর উভয় অবস্থা অকার্যকর। এই জন্য উক্ত উদাহরণটিও مَا أُضْمِرَ এর গোত্রীয় নয়। তাই رفع ওয়াজিব।

অনুবাদ

[৩] আর উভয় বিষয় তথা رفع ও نصب (উভয়টি) সমপর্যায়ের زَيْدٌ قَامَ وَعَمْرًا اَكْرَمْتُهُ এর মত বাক্যে, [৪] حَرْف التَّحْضِيْض ও حَرْف الشَّرْط এর পরে নসব ওয়াজিব, [৫] আর اَ زَيْدٌ ذُهِبَ بِهِ বাক্যটি مَا أُضْمِرَ عَامِلُهُ-এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তাই রফা ওয়াজিব। অনুরূপ كُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِي الزُّبُرِ।

[فائدة] ونحو :

(الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مَائَةَ جَلْدَةٍ)

الفاء : بمعني الشّرطِ عند المبرِّد وجملتان عند سِيْبوِيْهِ، وإلاّ فالمختارُ النصبُ.

وله ونحو الزانية الخ : ইহা একটি প্রশ্নের উত্তর। ইতিপূর্বে ما اضمر এর ইরাবের আলোচনার দ্বিতীয় অবস্থায় বলা হয়েছে- এই ইসমটি যদি امر এর পূর্বে আসে, তাহলে তাকে نصب দেয়া উত্তম। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার বাণী ﴿الزَّانِيَةُ والزَّانِي فاجلِدُوا﴾ এর মধ্যে সকল ক্বারীগণের ঐক্যমতে رفع হয়েছে। তার কারণ কি ? অথচ الزَّانِيَةُ والزَّانِي শব্দ দু'টি امر এর পূর্বে এসেছে।

---

[১]. সূরা কামার; আয়াত নং : ৫২

নাহবী মুবাররাদ তার জবাবে বলেন- فاجلِدُوا তে বিদ্যমান فاء টি جزائية , কারণ الزَّانِيةُ والزَّانِي তে বিদ্যমান আলিফ-লাম الذى অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে আর তার صله হল ইসমে ফায়েল। সুতরাং মুবতাদা শর্তের অর্থকে অভ্যন্তরে রেখেছে। তাই جزاء তে فاء এসেছে। সুতরাং আলোচ্য আয়াতটি ما اضمر গোত্রীয় নয়।

আর সীবওয়াইহি বলেন- এখানে দু'টি বাক্য। প্রথম বাক্যের খবর উহ্য আছে অর্থাৎ حكم الزانية والزاني فيما يتلى عليكم فيما بعد আর দ্বিতীয় বাক্য হল فاجلِدُوا, দ্বিতীয় বাক্যের শুরুতে فاء বৃদ্ধি হওয়ার কারণ হল ইহা জওয়াবে শর্তে, তার পূর্বে শর্ত উহ্য রয়েছে, তাই জওয়াবে শর্তের শুরুতে فاء বৃদ্ধি করা হয়েছে অর্থাৎ ان ثبت زناهما فاجلدوا।

মোটকথা আয়াতটি ما اضمر গোত্রীয় নয়। সুতরাং এখানে প্রশ্ন করাই শুদ্ধ নয়। আর এরূপ না হলে অর্থাৎ فاء جزائية শর্তের অর্থবোধক মুবতাদার জবাবের শুরুতে না আসলে বা এখানে দু'টি বাক্য না হলে কায়েদা অনুযায়ী نصب হওয়া আবশ্যক ছিল। অথচ ক্বারীগণ رفع হওয়ার ব্যাপারে একমত।

অনুবাদ

فاء এরূপ বাক্যে ﴿ الزَّانِيةُ والزَّانِي فاجلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدةٍ ﴾[2] - শর্তের অর্থের জন্য মুবাররাদের নিকট আর দু'টি বাক্য সীবওয়াইহির নিকট। অন্যথায় نصب উত্তম হতো ।

الرابع : التحذيرُ

وهو: معمولٌ بتقدير "اتّقِ" تحذيرا ممّا بعدَه، أو ذُكِرَ المحذَّرُ منه مكرّرا، مثل : إيَّاك والأسدَ، إيَّاك وأنْ تحْذِف، والطَّريقَ الطَّريقَ.

وتقول : إيَّاكَ مِنَ الأسَدِ، ومِنْ أنْ تَحْذِفَ، وإيَّاك أنْ تَحْذِفَ بتقدير مِنْ.

ولا تقول : إيَّاك الأسدَ، لامتناع تقدير: "مِنْ"

---

[2] . সূরা নূর; আয়াত নং : ২

চতুর্থ স্থান : যে সকল স্থানে মাফউলে বিহির আমেলকে উহ্য রাখা ওয়াজিব তার চতুর্থ স্থান হল تحذير। ভীতি প্রদর্শন কালে সময়ের সংকীর্ণতার কারণে ফে'য়েলকে বাদ দেয়া হয়।

التحذيرُ অর্থ : ভয় দেখানো। যাকে ভয় দেখানো হয় তাকে محذَّر এবং যে বস্তুর ভয় দেখানো হয় তাকে محذَّر منه বলা হয়।

মুসান্নিফ রহ. বলেন- التحذيرُ অর্থাৎ محذَّر বলা হয় ঐ ইসমকে যা উহ্য اتق ফে'য়েলের মা'মূল তথা মাফউলে বিহি হওয়ার কারণে মানসূব হয়। আর এই ইসমের পর যা উল্লেখ করা হয় তা থেকে ভয় দেখানো উদ্দেশ্য হয়। অর্থাৎ সেটি হয় محذور منه ,অথবা محذر কে পুনরাবৃত্তি করা হয়।

বলাবাহুল্য, تحذير এর দু'টি পদ্ধতি রয়েছে, যথা :

প্রথম পদ্ধতি : যদি সময়ের সংকীর্ণতা না হয়, তাহলে প্রথমে اتق অর্থের اسم فعل আনা হবে, তারপর واو عاطفة এর পর محذر منه (হাকীকী বা হুকমী ইসম) আনা হবে। সুতরাং এখানে ফেয়েল এবং محذر উভয়টি উহ্য থাকবে আর উল্লেখিত ইসমটি হবে محذر منه । আর محذر منه কে ফেয়েলের পর واو এবং مِنْ বা أنْ এর সাথে আনার সুযোগ রয়েছে। উভয়টি ব্যতীত আনা যায় না, যেমন : ক. اِيَّاكَ وَالاَسَدَ তুমি সিংহ থেকে বেঁচে থাক। এখানে اِيَّاكَ ইসমে ফেয়েল اتق অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তাহলে واو এর পূর্বে نفسك اتق উহ্য রয়েছে। তার করীনা হলে ইসমে ফেয়েল। এখানে نفسك মুহাযযার এবং الاسد মুহাযযার মিনহু। আর এটি উহ্য ফেয়েলের কারণে মানসূব হয়েছে। আর الاسد ইসমে হাকীকী।

খ. اِيَّاكَ اَنْ تَحذِف : কংকর নিক্ষেপ করো না। [শিশুরা কংকর নিক্ষেপ করে খেলায়, যা অনেক সময় অন্যের চোখে আছড়ে পড়ে] । اَنْ تَحذِف তা'বীলকৃত মাসদার হয়ে ইসমে হুকমী। তার পূর্বে من উহ্য রয়েছে। [কিতাবের উদাহরণে উল্লেখ আছে تَحذِف । যার অর্থ খরগোশকে লাকড়ি দ্বারা প্রহার করা। আল্লামা

যামখশরীর মুফাসসালেও এ শব্দই রয়েছে। তবে উত্তম শব্দ হল تَخذِف (خاء) এর সাথে। তাই ব্যাখ্যাগ্রন্থে উদাহরণ পরিবর্তন করে দিয়েছি। এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।]

গ. اِيَّاكَ اَنْ تَخْذِف .ঘ , اِيَّاكَ مِنْ اَنْ تَخْذِف .ঙ , اِيَّاكَ مِن الاَسَد [এতে مِنْ উহ্য রয়েছে।] তবে اِيَّاكَ الاَسَد বলা শুদ্ধ নয়। কারণ اَنْ ব্যতীত من উহ্য থাকে না

দ্বিতীয় পদ্ধতি : সময় সংকীর্ণ হলে শুধু محذر منه কেই বারংবার উল্লেখ করা হয়, যেমন : اَلطَّرِيْقَ الطَّرِيْقَ অর্থাৎ اتق نفسك الطريق এই অবস্থায় ফেয়েল ও محذر উভয়ই উহ্য থাকবে। محذر منه হল الطريق ।

অনুবাদ

চতুর্থ স্থান হল تحذير, আর তা হল উহ্য اتق এর মা'মূল তথা মাফউল বিহি। ঐ জিনিস থেকে ভয় দেখানোর জন্য যা তার পরবর্তীতে উল্লেখ করা হয়। অথবা محذر منه কে বারংবার উল্লেখ করা হয়, যেমন : اِيَّاكَ وَالاَسَد অর্থাৎ তুমি নিজেকে সিংহ থেকে রক্ষা কর, اِيَّاكَ وَاَنْ تَخذِف অর্থাৎ তুমি লাকড়ি দ্বারা খরগোশকে প্রহার করা থেকে বাঁচ, اَلطَّرِيْقَ الطَّرِيْقَ অর্থাৎ রাস্তা রাস্তা। আর তুমি বলবে - اِيَّاكَ مِنْ اَنْ تَخْذِف , اِيَّاكَ مِن الاَسَدِ আর مِنْ কে উহ্য রেখে বলবে - اِيَّاكَ اَنْ تَخذِف তবে اِيَّاكَ الاَسَد বলা যাবে না مِنْ কে উহ্য রাখা অসম্ভব হওয়ার কারণে।

المفعول فيه [-٣]

هو: ما فُعِلَ فيه فعلٌ مذكورٌ : مِنْ زمانٍ أو مكانٍ.

وشرطُ نصبِه : تقديرُ " في". وظروفُ الزَّمان كلُّها تقبلُ ذالك، وظروفُ المكان : إنْ كان مُبْهَمًا قَبِلَ ذلكَ، والاّ فلا.(١)

[قاعدةٌ] وفُسِّر المُبْهم بالجهاتِ السِّتِّ، وحُمِلَ عليه عند، ولَدَى، وشبهُهما لإبْهَامِهِمَا، ولفظُ "مكانٍ" لكثرتِه، وما بعد دخلتُ على الاصحّ.(٢)

[قاعدةٌ] يُنْصَبُ بعاملٍ مُضمرٍ، وعلى شريطةِ التّفسير.(٣)

[৩] مفعول فيه - এর আলোচনা

مفعول فيه হল পঞ্চ মাফউলের তৃতীয় মাফউল। مفعول فيه ঐ সময় বা স্থানকে বলে যাতে তার পূর্বে উল্লেখিত ফেয়েল [ক্রিয়া] সম্পন্ন হয়েছে, যেমন : ضربتُ زيدا امامَ المدير অর্থাৎ আমি মুহতামিম সাহেবের সামনে যায়েদকে প্রহার করেছি। এই বাক্যে امامَ المدير হল مفعول فيه ।

مفعول فيه কে ظرف ও বলা হয়। ظرف দুই প্রকার যথা : ظرف زمان ও ظرف مكان। যে শব্দে সময়ের অর্থ পাওয়া যায় তাকে ظرف زمان বলে আর যার মধ্যে স্থানের অর্থ পাওয়া যায় তাকে ظرف مكان বলে।

অতঃপর প্রত্যেকটি আবার দুই প্রকার, যথা : مبهم ও محدود। مبهم হল যার কোনো সীমারেখা নেই, যেমন : دهر [যুগ]। আর محدود হল যার সীমা নির্ধারিত থাকে, যেমন : شهر [মাস]। সুতরাং ظرف মোট চার প্রকার। যথা : [এক] ظرف زمان مبهم যেমন : دهر , حين [দুই] ظرف زمان محدود যেমন : يوم, ليل , شهر ,سنة [তিন] ظرف مكان مبهم যেমন : ছয় দিক যথা : امام , خلف, يمين , شمال, فوق, تحت [চার] ظرف مكان محدود যেমন : دار (বাড়ি), بيت (ঘর), مسجد ।

১. **কায়েদা :** مفعول فيه মানসূব হওয়ার জন্য في উহ্য থাকা শর্ত। যদি في উল্লেখ থাকে তাহলে ইসমে যরফ মাজরুর হবে। যরফের প্রথম তিন প্রকার তথা [এক] ظرف مكان ও [তিন] ظرف زمان محدود [দুই] ظرف زمان مبهم এই তিন যরফে في উহ্য থাকতে পারে, যেমন : صمتُ شهرًا অর্থাৎ صمتُ في شهرٍ। আর চতুর্থ প্রকার তথা ظرف مكان محدود এর ক্ষেত্রে في উল্লেখ করা আবশ্যক, যেমন : صليتُ في المسجِد কিন্তু دَخَلَ ফেয়েলের পর في আসে না, যেমন : دخلتُ البيتَ। তবে دخول معنوى হলে في আসে, যেমন : دخَلَ في الجامعَةِ অর্থাৎ সে জামিয়ায় ভর্তি হয়েছে।

২. **কায়েদা :** ظرف مكان مبهم হালো শুধু ছয় দিক অর্থাৎ يمين , خَلْفَ , أمَام , تحت , فوق , شمال , عِنْدَ [নিকটে], لدى [নিকটে] এবং এ দু'টির সদৃশ শব্দাবলী যেমন : دُوْنَ [ছাড়া], سِوَى [ব্যতীত] কে ظرف مكان مبهم এর উপর হামল করা হয়েছে। অর্থাৎ তার হুকুমে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ এগুলোতেও في উহ্য থাকে। কারণ এগুলোতেও এক ধরনের ইবহাম বা অস্পষ্টতা আছে। এমনিভাবে مكان শব্দটিও ছয় দিকের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। কারণ এটি বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ। তাই সহজীকরণ কাম্য। আর في উহ্য থাকলে সহজ হয়ে যায়। এমনিভাবে বিশুদ্ধতম মতানুসারে دخلتُ এর পরে আগত ظرف مكان محدود ও ছয়দিকের ন্যায় ব্যবহার হয়। কারণ এটিও বহুল ব্যবহৃত।

৩. **কায়েদা :** مفعول فيه আরো দুইভাবে নসবযুক্ত হতে পারে, যথা : (এক) উহ্য আমেলের দ্বারা, যেমন : কেউ জিজ্ঞাসা করল ؟متى سرتَ তুমি কখন সফর করেছ? উত্তরে বলা হল يومَ الجمعة। এখানে يومَ মাফউলে ফি'র যবরদাতা আমেল سرتُ উহ্য রয়েছে।

[দুই] পরবর্তীতে مفسر তথা ব্যাখ্যা আসলে مفعول فيه এর নসবদাতা আমেলকে উহ্য রাখা হয়, যেমন : يومَ الجمعة صمتُ فيه। এখানে يومَ الجمعة এর পূর্বে صمتُ ফেয়েল উহ্য থেকে يومَ কে নসব দিয়েছে। আর এই উহ্য ফেয়েলের ব্যাখ্যা করছে সামনে আগত ফেয়েল।

অনুবাদ

مفعول فيه- এমন কাল বা স্থানকে বলা হয়, যাতে পূর্বোল্লেখিত ফেয়েল তথা ক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। আর এর নসবের শর্ত হল في উহ্য থাকা। আর সকল ظرف زمان ই এটাকে [في উহ্য থাকাকে] গ্রহণ করে। অর্থাৎ তাতে في উহ্য থাকতে পারে। আর ظرف مكان মুবহাম হলে তাকে গ্রহণ করে, অন্যথায় নয়। **[কায়েদা]** ظرف مكان مبهم কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ছয় দিক দ্বারা।

অর্থাৎ ছয়দিক নির্দেশিকা শব্দই হল যরফে মাকানে মুবহাম। আর এগুলোর উপর হামল করা হয়েছে عِنْدَ ও لَدَى কে এবং এ দু'টির সাদৃশ্যপূর্ণ শব্দাবলীকে, এ দু'টি অস্পষ্ট হওয়ার কারণে। এবং مكان শব্দকে, তা অধিক ব্যবহার হওয়ার কারণে, دخلْتُ এর পরে আগত যরফকে বিশুদ্ধতর মতানুসারে। [কায়েদা] مفعول فيه কে নসব দেয়া হয় উহ্য আমেল দ্বারা এবং তাফসীরের শর্ত সাপেক্ষে।

[٤ -] المفعول له

هو : ما فُعِلَ لأجْلِه فعلٌ مذكورٌ، مثل : ضربتُه تأديباً، وقعدتُ عن الحربِ جبْناً، خلافا للزّجَاج، فانه عنده مصدرٌ.

وشرطُ نصبِه : تقديرُ اللامِ، وإنما يجوزُ حذفُها إذاَ كان فِعلا لفاعلِ الفعلِ المعلّلِ به، ومقارِنا له في الوجودِ.

[৪] مفعول له -এর বর্ণনা

পঞ্চ মাফউলের চতুর্থ মাফউল হল مفعول له । মাফউলে লাহু বলা হয় ঐ ইসমকে যার কারণে পূর্বে উল্লেখিত ক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হয়েছে। مفعول له মানসূব হয়। আর তার দুই অবস্থা যাথা : ক. ঐ مفعول له যা অর্জন করার জন্য কোন কাজ করা হয়, যেমন : ضَرَبْتُهُ تَأْدِيْبًا অর্থাৎ তাকে শিষ্টাচার শিখানোর জন্য প্রহার করেছি। এখানে প্রহার করা শিষ্টাচার শিখানোর জন্য হয়েছে। অর্থাৎ প্রহার করলে এ উদ্দেশ্য অর্জিত হবে। খ. ঐ مفعول له যা বিদ্যমান থাকার কারণে কোনো কাজ করা হয়, যেমন : قَعَدتُ عَنِ الْحَرْبِ جُبْنًا অর্থাৎ কাপুরুষতার কারণে আমি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা হতে বিরত রয়েছি অর্থাৎ পিছনে রয়েছি। এখানে কাপুরুষতা পূর্ব থেকেই বিদ্যমান থাকার কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি।

জুমহুর নাহবীদের মতে مفعول له একটি স্বতন্ত্র معمول। আর যুজাজ নাহবী বলেন مفعول له স্বতন্ত্র কোনো معمول নয়। মূলত এটা মাসদার তথা مفعول

مطلق। তবে ফেয়েলের ভিন্ন মাসদার।

مفعول له মানসূব হওয়ার শর্ত হল لام উহ্য থাকা। যদি لام উল্লেখ হয় তাহলে তা মাজরুর হবে, যেমন : ضربْتُه للتَّأْدِيْبِ। আর দু'টি শর্ত সাপেক্ষে مفعول له এর لام কে বিলুপ্ত করা হয় । যথা : ক. فعل এবং مفعول له এর ফায়েল তথা কর্তা একজন হওয়া, যেমন : উল্লেখিত উদাহরণে প্রহারকারী ও শিষ্টাচার শিক্ষাদানকারী একই ব্যক্তি। খ. فعل এবং مفعول له সংগঠিত হওয়ার সময় এক হওয়া। উল্লেখিত উদাহরণ দু'টিতে প্রহার করা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া এবং যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকা ও কাপুরুষতা একই সময়ে হয়েছে। অতএব جئتُك أكرمتُك اليومَ لوَعْدِيْ بذلك , لإكرامِكَ إيَّايَ এগুলোতে لام উহ্য রাখার সুযোগ নেই। কারণ প্রথম উদাহরণে আগমন করা বক্তার কাজ ও সম্মান করা সম্বোধিত ব্যক্তির কাজ। সুতারাং ক্রিয়া দু'টি এক কর্তার নয়। আর দ্বিতীয় উদাহরণে উভয় ক্রিয়ার কাল সংযুক্ত নয়। 'সম্মান করা' আজকের কাজ আর অঙ্গিকার করা হয়েছিল পূর্বে।

অনুবাদ

مفعول له ঐ ইসমকে বলা হয়, যার কারণে সে কাজটি করা হয়েছে যা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে, যেমন : ضَرَبْتُهُ تَأْدِيْبًا অর্থাৎ আমি আদব শিক্ষা দেয়ার জন্য তাকে প্রহার করেছি। قَعَدتُ عَنِ الْحَرْبِ جُبْنًا অর্থাৎ কাপুরুষতার কারণে আমি যুদ্ধ করা থেকে বিরত রয়েছি। যুজাজ নাহবীর বিপরীত। সুতরাং নিশ্চয় তা তার নিকট মাসদার তথা মাফউলে মুতলাক।

আর তা নসবযুক্ত হওয়ার জন্য শর্ত হল لام উহ্য থাকা। আর لام উহ্য রাখা তখনই বৈধ হবে যখন مفعول له ঐ ফেয়েলের ফায়েলের কাজ হবে, যার সাথে সে কারণটি বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ এটি যার مفعول له । এবং সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে ঐ ফেয়েলের [সময়ের] সাথে সম্পৃক্ত হবে। [المعَلَّلُ : ইসমে মাফউল, عَلَّلَه بكذا : কারণ বর্ণনা করা।]

المفعول معه [-٥]

هو: المذكورُ بعد الواو، لمُصاحبتِه معمولَ فعلٍ : لفظا أو معنى.

[قاعدةٌ] فإنْ كان الفعلُ لفظًا، و جازَ العطفُ : فَالوَجْهانِ، مثلُ : جئتُ أنا وزيدٌ، وزيدا؛ وإلاّ تعيّنَ النصَبُ، مثل : جئتُ وزيدًا.

وإنْ كان معنًى، و جاز العطفُ : تعيّنَ العطفُ نحو : ما لِزيدٍ وعمروٍ؛ وإلاَّ تعيّنَ النصَب، مثل : ما لَك وزيداً، وما شأنُكَ وعمرًوا، لإنَّ المعنى : مَا تَصْنَعُ ؟

[৫] مفعول معه -এর বর্ণনা

পঞ্চ মাফউলের পঞ্চম মাফউল হল مفعول معه , মাফউলে মা'আহু বলা হয় ঐ ইসমকে যেটি مع এর অর্থ প্রদানকারী واو এর পরে আসে এবং তা ফেয়েলের মা'মূলের সঙ্গী হওয়া বুঝায়, যেমন : جاء القاسمُ والكتَابَ অর্থ : কাসেম কিতাবের সাথে এসেছে। এ বাক্যে الكتاب শব্দটি مفعول معه। কারণ তা مع অর্থ প্রদানকারী واو এর পরে এসেছে। আর তা [আসার ক্ষেত্রে] কর্তার সঙ্গী হওয়া বুঝাচ্ছে। ফেয়েলটি লফযী [প্রকাশ্য] হতে পারে, মা'নবী [অপ্রকাশ্য]ও হতে পারে। উল্লেখিত উদাহরণে جاء ফেয়েলটি প্রকাশ্য। আর অপ্রকাশ্য ফেয়েলের উদাহরণ হল : ؟ مَا لَكَ وَزَيْدًا অর্থাৎ ما تَصْنَعُ و زيداً তুমি যায়েদের সাথে কি করবে? আর ফেয়েলে মা'নবী হল সেই ফেয়েল যাকে শব্দ থেকে নির্গত করা যায়।

ফায়েদা : مفعول معه এর চার অবস্থা, যথা :

এক. ফেয়েল হবে লফযী [প্রকাশ্য] আর معيت বা সঙ্গতা হবে ফায়েলের সাথে, যেমন : جاء البردُ والجبَّاتِ অর্থ : শীত জুব্বসহ এসেছে। অর্থাৎ শীত আসার সঙ্গে সঙ্গেই লোকজন জুব্বা পরিধান করেছে।

দুই. ফেয়েল হবে লফযী [প্রকাশ্য] আর معيت বা সঙ্গতা হবে মাফউলের সাথে, যেমন : كفاكَ وزيدًا درهمٌ অর্থ : তোমার জন্য এবং যায়েদের জন্য এক দেরহাম যথেষ্ট।

তিন. ফেয়েল হবে মা'নবী [অপ্রকাশ্য] আর معيت বা সঙ্গতা হবে ফায়েলের সাথে, যেমন : مَا لَكَ وَزَيْدًا অর্থ : তুমি যায়েদের সাথে তুমি কি করবে?

চার.ফেয়েল হবে মা'নবী [অপ্রকাশ্য] আর معيت বা সঙ্গতা হবে মাফউলের সাথে, যেমন : حَسْبُكَ وزيدًا درهمٌ অর্থ : তোমার ও যায়েদের জন্য এক দেরহাম যথেষ্ট'।

দ্রষ্টব্য : مع অর্থ প্রদানকারী واو এর পরে ইসম আসলেই তা مفعول معه হবে, এমনটি আবশ্যক নয়, যেমন : كُلُّ رجُلٍ و ضَيْعَتَهُ এর মধ্যে ضَيْعَتَهُ শব্দটি مفعول معه নয়। কারণ مفعول معه এর জন্য مقارنت زماني (স্থান সঙ্গতা) বা مقارنت مكاني (কাল সঙ্গতা) বিদ্যমান থাকা শর্ত। আর তা এখানে অনুপস্থিত।

১. **কায়েদা :** যদি ফেয়েল লফযী (প্রকাশ্য) হয় এবং واو এর পরে আগত শব্দ তার পূর্বের শব্দের উপর আতফ করা বৈধ হয়, তাহলে مفعول معه তে দুই ধরনের ইরাব দেয়ার সুযোগ রয়েছে, ক. আতফের ভিত্তিতে رفع, খ. مفعول معهএর ভিত্তিতে নসব, যেমন : جِئتُ اَنا وَزَيْدٌ/ وَزَيْدًا এ বাক্যে আতফ করা শুদ্ধ, কারণ যমীরে মুত্তাসিলের তাকীদ যমীরে মুনফাসিল দ্বারা করা হয়েছে। আর যদি আতফ করা শুদ্ধ না হয়, তাহলে মাফউল হওয়ার ভিত্তিতে নসব দেয়াই নির্দিষ্ট, যেমন : جِئتُ وَزَيْدًا এ বাক্যে আতফ করা শুদ্ধ নয়, কারণ যমীরে মুত্তাসিলের তাকীদ আনা ব্যতীত তার উপর আতফ করা যায় না।

আর যদি ফেয়েল মা'নবী (অর্থগত) হয় এবং আতফ করা শুদ্ধ হয়, তাহলে আতফ করাই নির্দিষ্ট, যেমন : مَا لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو অর্থ : যায়েদ ও আমর একে অপরের সাথে কি করবে ? এখানে ফেয়েলটি মা'নবী এবং আতফ করাও শুদ্ধ, তাই ইহাই ধর্তব্য হবে।

আর যদি আতফ শুদ্ধ না হয় তাহলে নসব দেয়াই নির্দিষ্ট, যেমন : مَا لَكَ وَزَيْدًا ও مَا شَانُكَ وَعَمْرًا। প্রথম উদাহরণে হরফে জরের মাধ্যমে মাজরুর হয়েছে, আর দ্বিতীয়টিতে ইযাফতের কারণে মাজরুর হয়েছে। আর

উভয় সুরতেই আতফ করা অশুদ্ধ। কেননা যমীরে মাজরুরের উপর হরফে জরের পুনরাবৃত্তি ছাড়া আতফ করা যায় না। [আর দ্বিতীয়টির কারণ একটু আগে উল্লেখ করা হয়েছে।]

অনুবাদ

مفعول معه ঐ ইসমকে বলা হয়, [যা مع অর্থ প্রদানকারী] واو এর পরে উল্লেখ হয়, ফেয়েলের মা'মূলের সাথে তার সঙ্গতা বুঝানোর জন্য। চাই ফেয়েলটি লফযী [প্রকাশ্য] হোক বা মা'নবী [অপ্রকাশ্য] হোক। [কায়েদা] সুতরাং যদি ফেয়েলটি লফযী [প্রকাশ্য] হয় এবং আতফ করা বৈধ হয়, তাহলে দু'টি অবস্থা [نصب ও رفع] যেমন : جِئْتُ اَنَا وَزَيْدٌ وَزَيْدًا অর্থাৎ আমি যায়েদসহ এসেছি। অন্যথায় নসব নির্দিষ্ট, যেমন : جِئْتُ وَزَيْدًا অর্থাৎ আমি যায়েদসহ এসেছি। আর যদি ফেয়েলটি মা'নবী [অপ্রকাশ্য] হয় এবং আতফ জায়েয হয়, তাহলে আতফ নির্দিষ্ট, যেমন : مَا لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو অর্থাৎ যায়েদ ও আমর একে অপরের সঙ্গে কি করবে? অন্যথায় নসব নির্দিষ্ট, যেমন : مَا وَ مَا لَكَ وَزَيْدًا وَعَمْرًا شَانُكَ। কেননা অর্থ হল مَا تَصْنَعُ তুমি কি করবে ? [এ মা'নবী অপ্রকাশ্য] ফেয়েলটি নির্গত করে দেখানো হয়েছে]।

প্রশ্নমালা

[সংজ্ঞাগুলো আরবীতে মুখস্থ করতে হবে]

১. কোন ইসমকে منصوب বলা হয় ? مفعول مطلق এর আরবী সংখ্যা বল ও ব্যাখ্যা করো ।

২. কয়টা উদ্দেশ্যে مفعول مطلق আসে ? উদাহরণসহ বর্ণনা করো আর কোনটির দ্বিবচন ও বহুবচন হয় আর কোনটির হয় না ?

৩. مفعول مطلق من غير لفظ الفعل এর উদাহরণ দাও।

৪. جوازًا মাফউলে মুতলাকের ফেয়েল বিলুপ্তির উদাহরণ দাও।

৫. وجوبًا মাফউলে মুতলাকের ফেয়েল বিলুপ্তির উদাহরণ দাও।

৬. আবশ্যিকভাবে قياساً ছয় স্থানে مفعول مطلق এর ফেয়েল বিলুপ্ত হয়, সেস্থানগুলো উদাহরণসহ বর্ণনা কর। [স্মরণ রাখতে হবে, প্রথম স্থানটি দুই নিয়মকে অন্তর্ভূক্তকারী।]

৭. مفعول به এর সংজ্ঞা দাও এবং উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো।

৮. مفعول به কি তার ফেয়েলের পূর্বে আসতে পারে ? উদাহরণসহ বর্ণনা করো।

৯. جوازًا মাফউলে বিহি'র ফেয়েল বিলুপ্তির উদাহরণ দাও।

১০. مفعول به এর ফেয়েল চার স্থানে আবশ্যিকভাবে বিলুপ্ত হয়, প্রথমটি سماعی [শ্রুতিনির্ভর],তার উদাহরণ দাও।

১১. منادى এর আরবী সংজ্ঞা দাও এবং ব্যাখ্যা করো।

১২. منادى এবং مُسْتَغَاث এর ইরাব উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

১৩. منادى এর توابع কয়টি ? এবং এগুলোর ইরাব কি ?

১৪. منادى এর توابع যদি معرف باللام হয়, তাহলে তার ইরাবের ব্যাপারে খলীল, আবূ আমর ও আবুল আব্বাসের পারস্পারিক মতানৈক্য বর্ণনা করো।

১৫. منادى مبنى على الرفع এর بدل এবং ঐ মা'তূফের হুকুম বর্ণনা কর যা معرف باللام না হয়।

১৬. منادى যখন مفرد معرفه علم হয় আর ابن তার সিফাত হয় এবং তা অন্য علم এর দিকে মুযাফ হয়, তখন তার ইরাব কি হয়?

১৭. معرف باللام এর পূর্বে কি হরফে নিদা আসতে পারে ? যদি না পারে তাহলে তাকে منادى বানানোর উপায় কি ?

১৮. يا أيُّها الرجل এর মধ্যে الرجل এর ইরাব কি হবে এবং কেন? আর যদি الرجل এর تابع আসে তাহলে তার ইরাব কি হবে?

১৯. يا الله জায়েয কেন ?

২০. يا تيْمَ تَيْمَ عدي দ্বারা কি উদ্দেশ্য এবং তার ইরাব কি?

২১. যে منادى ইয়ায়ে মুতাকাল্লিমের দিকে মুযাফ হয়, তাতে কয় ভাবে ইরাব হয় ?

২২. أَبٌ এবং أَمٌّ কে যখন ইয়ায়ে মুতাকাল্লিমের দিকে ইযাফত করা হয়, তখন তাতে কয়টি সুরত হয় ?

২৩. যখন أَمٌّ ও عَمٌّ এর পূর্বে ابن বা بِنْتٌ এনে মুনাদা বানানো হয়, তখন তাতে কয়টি সুরত হয় ?

২৪. ترخيم কাকে বলে ? মুনাদা ও গায়রে মুনাদার তারখীমের হুকুম কি ?

২৫. ترخيم এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক শর্ত কি কি ?

২৬. ترخيم এ কতটি হরফ বিলুপ্ত করা যায় ? মূলনীতিটি বর্ণনা কর।

২৭. ترخيم করার পর শব্দের হুকুম কি হয় ?

২৮. مندوب কাকে বলে ? তার জন্য কোন ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হয় ? মু'রাব ও মাবনী হওয়ার ক্ষেত্রে মানদূবের হুকুম কি ?

২৯. مندوب এর শেষে কি কি হরফ বৃদ্ধি করা যায় ?

৩০. কার ندبه করা যায়? মানদূবের সিফাতে কি হরফে নুদবা বাড়ানো যায়? এতে কে মতানৈক্য করেন ?

৩১. কোন চার অবস্থায় حرف ندا বিলুপ্ত করা যায় না ? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৩২. اطْرِقْ كَرَا , افتَدِ مَخْنُوْقُ , اصبحْ لَيْلُ এগুলোর ইসমে জিনস থেকে হরফে নেদা কিভাবে বিলুপ্ত হল ?

৩৩. منادى কে বিলুপ্ত করা যায় কি ? উদাহরণ দাও।

৩৪. ما اضمر عامله على شريطة التفسير এর আরবী সংজ্ঞা দাও এবং ব্যাখ্যা করো।

৩৫. ما اضمر عامله এর চারটি অবস্থা উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৩৬. ما اضمرعامله এর ইরাবের পাঁচটি সুরত উদারহণসহ বর্ণনা কর।

৩৭. الزَّانِيَةُ والزَّانِيْ আয়াতাংশ দ্বারা নাহবী কাওয়ায়েদে কি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় ? তার জবাবে মুবাররাদ ও সীবওয়াইহি কি বলেন ?

৩৮. تحذير এর আরবী সংজ্ঞা দাও এবং তার সূরত দু'টি বর্ণনা কর।

৩৯. مفعول فيه এর আরবী সংজ্ঞা দাও ও ব্যাখ্যা করো।

৪০. مفعول فيه তে নসব হওয়ার শর্ত কি ? কোন কোন যরফে في উহ্য থাকতে পারে ?

৪১. মৌলিক ظرف مكان مبهم গুলো কি কি এবং তার উপর হামল করা হয় কি কি ?

৪২. مفعول فيه তে নসব হওয়ার আরো দু'টি সুরত কি কি ?

৪৩. مفعول له এর আরবী সংজ্ঞা দাও এবং ব্যাখ্যা কর।

৪৪. مفعول له তে যুজাজ নাহবীর কি মত পোষন করেন ?

৪৫. مفعول له মানসূব হওয়ার শর্ত দু'টি কি ?

৪৬. مفعول معه এর আরবী সংজ্ঞা দাও এবং ব্যাখ্যা কর।

৪৭. مفعول معه এর সুরত চারটি ইরাব ও উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

الحال [-٦]

ما يُبَيِّنُ هيئةَ الفاعلِ أو المفعولِ به : لفظاً أو معنًى، نحو : ضربتُ زيداً قائمًا، وزيدٌ في الدار قائما، و هذا زيدٌ قائما.

وعاملُها : الفعلُ أو شبهُه، أو معناه. (١)

وشرطُها : أن تكون نكرةً، و صاحبُها معرفةً غالبا. (٢)

[فائدة] و أرْسَلَها العِراكَ، ومررتُ به وحدَه، و نحوه : متأوّلٌ. (٣)

[৬] حال এর বর্ণনা

حال ঐ ইসম যা ফায়েল বা মাফউলে বিহী [বা উভয়ের] অবস্থা করে, [যা ফেয়েল প্রকাশের সময় বা সংগঠিত হওয়ার সময় হয়]। আর ফায়েল ও মাফউলে বিহী দ্বারা উদ্দেশ্য ব্যাপক, চাই লফযী হোক বা মা'নবী। [লফযী হল যা বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায়, আর মা'নবী হল যা শব্দ ছাড়া অন্য কোনো বিষয় দ্বারা বুঝা যায়।]

উদাহরণসমূহ : এক. ضربت زيدا قائما ইহা ফায়েলে লফযী ও মাফউলে লফযী উভয়টি থেকে 'হাল' হওয়ার উদাহরণ। সুতরাং قائما যদি যমীরে মুতাকাল্লিম থেকে 'হাল' হয় তাহলে অনুবাদ হবে "আমি নিজে দাড়ানো অবস্থায় যায়েদকে প্রহার করেছি"। আর যদি زيدا থেকে 'হাল' হয় তাহলে অনুবাদ হবে "আমি যায়েদকে তার দাঁড়ানো অবস্থায় প্রহার করেছি"। **দুই.** زيدٌ في الدار قائماً ইহাও ফায়েলে লফযী থেকে 'হাল' হওয়ার উদাহরণ। তবে এই ফায়েলে লফযীটি হাকীকী নয়, বরং হুকমী। কারণ قائماً ঐ যমীর থেকে 'হাল' যা في الدار রয়েছে। অর্থাৎ زيد استقرَّ في الدار قائماً অর্থ : যায়েদ ঘরে [অবস্থান করছে] দাঁড়ানো অবস্থায়। **তিন.** هذا زيدٌ قائما ইহা মা'নবী মাফউলে বিহী থেকে 'হাল' হওয়ার উদাহরণ। বাক্যটির মূলরুপ হল : أشير إلى زيدٍ حال كونه قائماً অর্থ : আমি ইঙ্গিত করছি যায়েদের দিকে এমতাবস্থায় যে সে দন্ডায়মান। إلى زيدٍ মাফউলে বিহী মা'নবী।

১.'হাল' মানসুব হয়। আর তার আমেল হয়তো ফেয়েল বা সিবহে ফেয়েল বা মা'নায়ে ফেয়েল হয়। আর মা'নায়ে ফেয়েল দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঐ ইসম যার মধ্যে ফেয়েলের অর্থ বৃদ্ধমান, যেমন : هذا تে أشير ফেয়েলের অর্থ পাওয়া যায়, যেমন : جاءَ زيدٌ راكباً [ফেয়েল আমেল হওয়ার উদাহরণ], زيدٌ في الدار قائماً [সিবহে ফেয়েল আমেল হওয়ার উদাহরণ,বাক্যের মূলরূপ হল- زيدٌ مستقِرّ في الدار قائماً] : هذا زيدٌ نائما أي أشير إلى زيدٍ نائماً [ইহা মা'নায়ে ফেয়েলে আমেল হওয়ার উদাহরণ]।

২.'হালে'র জন্য শর্ত হল তা নাকেরা হবে [এবং তা অধিকাংশ সময় মুফরাদ হয়] আর যুল-হাল অধিকাংশ সময় মারেফা হয়, যেমন : جاء زيدٌ راكباً এ বাক্যে زيدٌ যুল-হাল মারেফা আর راكباً 'হাল' নাকেরা, মুফরাদ।

৩. একটি প্রশ্নের উত্তর : আপনি মাত্রই বললেন 'হালে'র জন্য নাকেরা হওয়া শর্ত। অথচ কথাবার্তায় দেখা যায় 'হাল' মারেফাও হয়, যেমন : ক. أرْسَلَها

العِراك বাক্যে العِراك 'হাল', অথচ তা মারেফা। খ. مررتُ به وحده [আমি তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি এমতাবস্থায় যে সে একা ছিল] এবাক্যে وحده 'হাল' অথচ তা মুরাক্কাবে ইযাফী হওয়ার কারণে মারেফা। গ. এমনিভাবে فعلتَه جهدك [তুমি তোমার সাধ্যানুযায়ী কাজ করেছ] এবাক্যে جهدك 'হাল' অথচ তা মারেফা।

উত্তর : এ সবগুলো মুফরাদের ব্যাখ্যা সাপেক্ষে 'হাল'। এগুলোর অর্থ হল: ক. مُجْتَهِداً গ. منْفرِداً খ. معْتَرِكاً

প্রথম উদাহরণের ব্যাখ্যা : ﴿ أَرْسَلَها العِراك ﴾ ইহা কবি লাবীদের কবিতার একটি পংক্তি। أَرْسَلَ এর ফায়েল হল জংলী গাধা। যমীরে মুআন্নাস। প্রত্যাবর্তন করেছে তার মাদী'র দিকে। লাবীদ একদা দেখল এক জংলী গাদা তার মাদীদের নিয়ে ঝরণার পাশে গেল। অত:পর মাদীদেরকে পানি পান করার জন্য ছেড়ে দিয়ে তাদেরকে রক্ষা করার জন্য স্বয়ং এক পাশে দাঁড়িয়ে গেল যাতে কোনো শিকারী তাদেরকে শিকার না করে। লাবীদ এই দৃশ্য দেখে বলল-

أَرْسَلَهَا العِرَاك وَلَمْ يَذُدْهَا ۞ وَلَمْ يُشْفِقْ عَلى نغَصِ الدِّخالِ

অর্থ : জংলী গাধা তার মাদীদেরকে ছেড়ে দিল এমতাবস্থায় যে তারা পানির পাশে সমাগম হল এবং সেগুলোকে [একত্রিত হতে] বাধা দেয় নি। এবং এই আশংকাও করে নি যে একত্রিত অবস্থায় পান করলে পূর্ণভাবে পরিতৃপ্ত হতে পারবে না।

শব্দার্থ :

العِرَاك : পানিতে উটের সমাগমকে العِرَاك বলা হয়।

أَوْرَد إِبِلَهُ الْعِرَاك : সে তার উটগুলোকে একত্রে পানির পাশে নিয়ে গেল।

ذَاد يَذُوْدُ ذَوْداً : সরানো, প্রতিহত করা।

أشفق إشفاقاً : আশংকা করা।

نغَصَ الشَّارِبُ : পানকারী পরিতৃপ্ত না হওয়া, পিপাসার্ত থেকে যাওয়া।

الدِّخالُ في الوِردِ : উটকে ঘাটে পানি পান করানোর একটি পদ্ধতি। আর তা

হল: যে উট পানি পান করেছে তাকে আরো পান করানোর জন্য এমন দুই উটের মাঝে দাঁড় করানো যারা এই প্রথম পান করছে। বলা হয় : هو سقى إبلَه دخالاً । এই পদ্ধতি অবলম্বণ করার উপকার হল; পরিতৃপ্ত উট ডান-বামের উটের দেখাদেখি আরো পান করে, আরো তৃপ্ত হয়। আর এই পদ্ধতির ক্ষতি হল; ভীড়ের মধ্যে পান করতে চাইবে কিন্তু পান করতে পারবে না। আর ইহাই نغَصُ الدِّخَالِ

[قاعدة] فإنْ كان صاحبُها نكرةً : وجب تقديمُها. (١)

[قاعدة] و لا تتقدمُ على العامل المعنوي، بخلاف الظروف، ولا على المجرور على الأصح. (٢)

[قاعدة] و كلُّ ما دلَّ على هيئةٍ : صحَّ أن يقعَ حالا، مثل : هذا بسرًا أطيبُ منه رُطَبًا. (٣)

[قاعدة] و قد تكونُ جملةً خبريةً : (٤)

[الف] فالإسميةُ : بالواو و الضميرِ، أو بالواو، أو بالضمير على ضعفٍ.

و المضارعُ المثبتُ : بالضمير وحدَه. [ب]

[ج] و ما سواهما : بالواو و الضمير، أو بأحدهما.

[د] ولا بدَّ في الماضي المثبتِ من قَدْ : ظاهرةً أو مقدرةً.

[قاعدة] و يجوزُ حذفُ العاملِ، كقولك للمسافر : راشدا مهْديًّا. (٥)

[قاعدة] و يجب في المؤكِّدة، مثل : زيدٌ أبوك عطوفا، أي : أحِقُّه .

و شرطُها : أن تكونَ مقرِّرةً لمضمونِ جملةٍ اسميةٍ. (٦)

১. **কায়েদা :** ذو الحال মারেফা হওয়া জরুরী। যদি ذو الحال নাকেরা হয় তাহলে الحال কে তার পূর্বে আনা আবশ্যক জরুরী, যাতে করে তাতে تخصيص সৃষ্টি হয় এবং সিফতের সাথে সাদৃশ্য দূর হয়ে যায়, যেমন : لقيتُ فاضلاً رجلاً আমি সাক্ষাত করেছি এক ব্যক্তির সাথে তার আলেম

হওয়া অবস্থায়। এ বাক্যে فاضلاً যদি ذو الحال এর পরে আসে তাহলে আশংকা আছে যে, কেউ তাকে সিফত মনে করে অনুবাদ করবে : "আমি একজন আলেম ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করেছি"। অথচ ইহা উদ্দেশ্য নয়। তাই 'হাল'কে পূর্বে আনা আবশ্যক।

২. কায়েদা : 'حال' আমেলে মা'নবীর পূর্বে আসতে পারে না। কারণ আমেলে মা'নবী দূর্বল আমেল। সে তার পূর্বে আমল করতে পারে না। তবে ذو الحال যদি যরফ হয় তাহলে পূর্বে আসতে পারে, কারণ যরফে প্রশস্ততা রয়েছে, যেমন : زيدٌ قائماً في الدار এতে قائماً 'হাল' في الدار এর যমীর থেকে। অর্থাৎ زيدٌ قائماً استقرّ/ مستقرٌّ في الدار

এমনিভাবে ذو الحال যদি মাজরুর হয় তবুও বিশুদ্ধতর মত অনুযায়ী 'হাল' কে পূর্বে আনা জায়েয নয়। ইযাফতের করণে মাজরুর হলে তো জায়েয না হওয়া সর্বোক্যমতে। সুতরাং جاءتْني مجردًا عن الثيابِ ضاربةُ زيدٍ [যায়েদকে উলঙ্গাবস্থায় প্রহারকারী মহিলা আমার নিকট এসেছে।] বলা শুদ্ধ নয়। কেননা এ বাক্যে مجردًا عن الثيابِ 'হাল' আর زيدٍ [মুযাফ ইলাইহি] যুল-হাল। তাই এই অগ্রবর্তীতা সর্বোক্যমতে নাজায়েয। আর জার-মাজরুরের পূর্বে 'হালে'র অগ্রবর্তীতার জায়েয হওয়া, না হওয়ার ব্যপারে মতানৈক্য রয়েছে। সিবওয়েহির নিকট না-জায়েয। মুসান্নিফ রহ. এই মতকেই বিশুদ্ধতর মাযহাব বলে আখ্যায়িত করেছেন। আবার কারো নিকট জায়েয, যেমন :

(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ)[১]

আয়াতে كافةً 'হাল' হয়েছে لِلنَّاسِ থেকে এবং তা অগ্রবর্তী।

৩. কারো কারো মতে حال হওয়ার জন্য মুশতাক বা মুশতাকের অর্থবোধক হওয়া জরুরী। মুসান্নিফ রহ. বলেন- ইহা শর্ত নয়। বরং যে ইসমই 'অবস্থা' বুঝাবে সেটাই 'حال' হতে পারে, চাই তা মুশতাক হোক বা

---

[১] . সূরা সাবা; আয়াত নং : ২৮

জামেদ, যেমন : هذا بُسْرًا أطيبُ منه رطباً. ইহা 'বুস্‌র' অবস্থায় [ফল পাকার উপক্রম হওয়া অবস্থায়] 'রুতব' [পরিপক্ক অবস্থা] থেকে উত্তম। অর্থাৎ পাকার তুলনায় অর্ধপাকা ভালো লাগে। এই বাক্যে بُسْرًا এবং رطباً 'হাল'। অথচ উভয়টি ইসমে জামেদ। আর যুল-হাল هذا তে ইশারার অর্থ আছে।

৪. **কায়েদা :** حال যেহেতু মুবতাদার খবরের ন্যায়। তাই তা ব্যপকভাবে নাকেরা মুফরাদ হয়। আবার কখনো খবরের ন্যায় জুমলায়ে খবরিয়্যাও حال হয়। [জুমলায়ে ইনশাইয়্যাহ তাবীল ছাড়া হাল হতে পারে না]। আর জুমলা যেহেতু স্বীয় অর্থ প্রকাশে স্বয়ং সম্পূর্ণ আর যুল-হালের সাথে হালের সম্পর্ক থাকা জরুরী, তাই জুমলা যখন حال হয় তখন তাতে 'হরফে রবত' থাকা জরুরী। আর 'হরফে রবত' দু'টি واو এবং যমীর। সুতরাং :

ক. জুমলায়ে ইসমিয়াহ যখন حال হবে তখন তাতে واو এবং যমীর উভয়টি বা শুধু واو আনা হবে, তবে শুধু যমীর আনা দুর্বল, যেমন : جئتُ و أنا راكبٌ আমি আরোহী অবস্থায় এসেছি। [واو এবং যমীর উভয়ের উদাহরণ] كنتُ نبيًّا و آدمُ بينَ الماء و الطين. আমি নবী ছিলাম এমতাবস্থায় যে আদম পানি ও মাটিতে ছিলেন [শুধু واو এর উদাহরণ]। এবং كلمتُه فوه إلى فيّ আমি তার সাথে মুখোমুখি হয়ে কথা বলেছি। [শুধু যমীরের উদাহরণ। فوه এর 'ه' যমীর। এই তরকীবটি দুর্বল।]

খ. আর যখন مضارع مثبت 'হাল' হবে তখন শুধু যমীর-ই সম্পর্ক স্থাপনের জন্য যথেষ্ট, কেননা مضارع مثبت ইসমে ফায়েলের সদৃশ আর ইসমে ফায়েলে শুধু যমীরই যথেষ্ট। তবে এক্ষেত্রে আবশ্যক হল ফেয়েলে مضارع ভবিষ্যৎজ্ঞাপক অব্যয় [لن, سين ইত্যাদি] মুক্ত হতে হবে, যেমন : جَاءَنِي زيدٌ يَسْرَعُ আমার কাছে যায়েদ দৌড়ে এসেছে।

গ. আর উল্লেখিত অবস্থা দু'টি ব্যতিত অর্থাৎ حال যখন না-বাচক مضارع হবে, অথবা হ্যাঁ-বাচক বা না-বাচক ماضي হবে, তখন واو এবং যমীর উভয়কে রবত বা সম্পর্ক স্থাপনকারী রূপে আনা হবে। আর উভয়ের মাঝে

যে কোনো একটির উপরও ক্ষান্ত করা জায়েয আছে। [এই অবস্থায় শুধু যমীরের উপর ক্ষান্ত করা দুর্বল নয়], যেমন : جاءني زيدٌ و ما يتكلمُ غلامُه [واو এবং যমীর উভয়ের উদাহরণ, غلامه এর যমীর যায়েদের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে]جاءَني زيدٌ ما يتكلَّمُ غلامُه [শুধু যমীরের উদাহরণ], جاءني زيدٌ و ما يتكلَّمُ عمرٌو [শুধু واو এর উদাহরণ] এসকল উদাহরণ না-বাচক مضارع এর।

جاءني زيدٌ و قَدْ خرَجَ غلامُه : এর উদাহরণ ماضي مثبت [واو এবং যমীর উভয়ের উদাহরণ], جاءني زيدٌ قد خَرَجَ غلامُه [শুধু যমীরের উদাহরণ], جاءني زيدٌ و قد خرَجَ عمرٌو [শুধু واو এর উদাহরণ]।

جاءني زيدٌ ما ,جاءني زيدٌ و مَا خرَجَ غلامُه : এর উদাহরণ ماضي منفي جاءني زيدٌ و ما خَرَجَ عَمْرٌو এবং خرَجَ غُلامُه

ঘ. আর ماضي مثبت 'হাল' হবে তখন তার শুরুতে قد প্রবেশ করানো জরুরী। চাই তা বাক্যে উল্লেখ থাকুক বা উহ্য থাকুক যেমন :- جاءني زيدٌ و قد ركبَ غلامُه (قد প্রকাশ্য রয়েছে)

﴿جَاءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ﴾ [১] অর্থাৎ قد حَصِرَتْ [قد উহ্য আছে।]

৫. যখন কোনো করিনায়ে হালিয়া বা মাকালিয়া বিদ্যমান থাকে তখন 'হাল' এর আমেলকে বিলুপ্ত করা বৈধ যেমন : সফরকারী ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বলা হয়- رَاشِدًا مَهْدِيًّا أيْ سِرْ সরল পথে হেদায়াত প্রাপ্ত হয়ে যাও।

৬. حالِ مؤكدة তে আমেলকে বিলুপ্ত করা আবশ্যক। حالِ مؤكدة ঐ حال কে বলে যা সাধারণত ذو الحال থেকে পৃথক হয় না, যেমন : زيدٌ أبوك عطوفاً যায়েদ তোমার পিতা আবশ্যই দয়ালু। অর্থাৎ أحِقُّه عطوفاً

আর এই হালের আমেলকে বিলুপ্ত করার জন্য শর্ত হল- حال টি জুমলায়ে ইসমিয়ার বিষয়বস্তুকে প্রমাণকরী হওয়া। [যদি বাক্যের কিছু অংশকে প্রমাণ

---

১. সূরা নিসা, আয়াত নং : ৯০

করে তাহলে আমেলকে বিলুপ্ত করা আবশ্যক নয়।] যেমনঃ

﴿ أَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلاً ﴾[১]

এই আয়াতে رسولاً 'হাল' এবং তা শুধু রিসালতকে প্রমাণ করে। এমনিভাবে 'হাল' যদি জুমলায়ে ফেলিয়্যাকে প্রমাণ করে তাহলেও তার আমেলকে বিলুপ্ত করা আবশ্যক নয়, যেমন :

﴿ إنا أنزلناه قُرْآناً عَرَبِيًّا ﴾[২]

এই আয়াতে قُرْآناً عَرَبِيًّا 'হাল' এবং তা জুমলায়ে ফেলিয়্যার তাকিদ করছে।

অনুবাদ

[কায়েদা] যদি ذو الحال নাকেরা হয় তাহলে حال কে অগ্রবর্তী করা আবশ্যক। [الحال শব্দটি শ্রোতস্ত্রীলিঙ্গ (মুআন্নাসে সেমায়ী) তাই তার দিকে মুআন্নাসের যমীর ফিরানো হয়েছে] [কায়েদা] এবং حال আমেলে মা'নবীর পূর্বে আসতে পারে না, যরফের বিপরীত এবং না মাজরুরের উপর অগ্রগামী হয়, বিশুদ্ধতর মত অনুযায়ী। [কায়েদা] প্রত্যেক ঐ ইসম যা কোনো 'অবস্থা' বুঝাবে সেটাই حال হওয়া শুদ্ধ, যেমন : هذا بُسْرًا أطيبُ منه رطباً. [ইহা 'বুস্‌র' অবস্থায় (ফল পাকার উপক্রম হওয়া অবস্থা) তার থেকে উত্তম 'রুতব' (পরিপক্ক অবস্থা) থেকে।]

[কায়েদা] حال কখনো জুমলায়ে খবরিয়্যাহ হয়। ক. সুতরাং জুমলায়ে ইসমিয়াহ واو এবং যমীরের সাথে বা واو এর সাথে বা শুধু যমীরের সাথে তবে এটা দুর্বল। খ. আর مثبت مضارع একক যমীরের সাথে হয়। গ. আর এই দু'টি ব্যতিত واو এবং যমীরের সাথে অথবা উভয়ের কোনো একটির সাথে। ঘ. আর ماضي مثبت এ قد হওয়া জরুরী। চাই তা প্রকাশ্যে হোক বা উহ্য ।

---

১. সূরা নিসা; আয়াত নং : ৭৯
২. সূরা সূরা , আয়াত নং : ০২

[কায়েদা] حال এর আমেলকে বিলুপ্ত করা, বৈধ যেমন : সফরকারী ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বলা হয়- رَاشِدًا مَهْدِيًّا أَيْ سِرْ [সরল পথে হেদায়াত প্রাপ্ত হয়ে যাও]**[কায়েদা]** তাকীদকারী حال এর আমেলকে বিলুপ্ত করা আবশ্যক, যেমন: زيدٌ أحِقُّه أبوك عطوفاً যায়েদ তোমার পিতা দয়ালু হওয়া অবস্থায়। অর্থাৎ عطوفاًআমি তা প্রমাণ করছি। হালে মুআক্কেদার জন্য শর্ত হল জুমলায়ে ইসমিয়ার বিষয়বস্তুকে প্রমাণ করা।

التمييز [-٧]

مَا يرفعُ الإبهامَ المستقرَّ عن ذاتٍ : مذكورةٍ أو مقدرةٍ.

فالأول :

[١-] عن مُفردٍ مقدارٍ غالبًا :

[الف] إمَّا في عددٍ، نحو : عشرُون درهمًا، و سيأتي.

على [ب] و إمَّا في غيرِه، نحو : رطلٌ زيتًا، و مَنُوان سمْناً، و قفيزان بُرًّا، و التمْرة مثلُها زُبْدًا.

فيُفْرَدُ : إنْ كان جنسا، إلا أن تُقصدَ الأنواعُ، و يُجمعُ في غيره.

ثمّ إن كان بتنوينٍ، أو بنون التثنية جازت الإضافةُ، و إلا فلا.

[٢-] و عن غير مقدارٍ، مثل : خاتمٌ حديدا ؛ و الخفض أكثر.

تَمْيِيْز [৭] -এর আলোচনা

مَمَيِّزْ [বাবে تفعيل থেকে اسم مفعول] স্পষ্টকৃত। আর مَمَيِّزْ [ইসমে ফায়েল] স্পষ্টকারী। تمييز যার অস্পষ্টতা দূর করে তাকে مَمَيَّزْ বলা হয়। তময়ীয এর-ই অপর নাম مُمَيِّزْ। উর্দূতে تمیز লিখা হয় এক یا দ্বারা, আর আরবীতে تمييز লেখা হয় দুই یا দ্বারা।

تمييز ঐ ইসমকে বলা হয়, যা উল্লেখিত বা অনুল্লেখিত সত্তার সত্ত্বাগত অস্পষ্টতা

দূর করে। তথা শব্দের গঠনগত অর্থে যে অস্পষ্টতা থাকে, তামঈয তা দূর করে। ذات مذكورة أو مقدرة তে ইঙ্গিত রয়েছে যে, تمييز দুই প্রকার, যথা :

এক. ঐ তামঈয যা উল্লেখিত সত্তা অর্থাৎ পূর্বে উল্লেখিত বস্তুতে বিদ্যমান অস্পষ্টতা দূর করে, যেমন : رطل زيتا এখানে زيتا শব্দটি رطل এর অস্পষ্টতা দূর করেছে।

দুই. ঐ তামঈয যা অনুল্লেখিত সত্তা অর্থাৎ কল্পিত সত্তায় বিদ্যমান অস্পষ্টতা দূর করে, যেমন : طاب زيد نفساً যায়েদ উত্তম স্বভাবের লোক। এ বাক্যের উহ্য রূপ হল– طاب شيئ منسوب إلى زيد এতে نفساً তামঈয এসে شيئ এর অস্পষ্টতা দূর করেছে, যা অনুল্লেখিত সত্তা। বাক্যে যার উল্লেখ নেই।

প্রথম প্রকারের আলোচনা : ঐ তামঈয যা ذات مذكورة থেকে অস্পষ্টতা দূর করে। তার দুই অবস্থা : যথা :

ক. অধিকাংশ সময় مفرد مقدار [একক পরিমাণ] থেকে অস্পষ্টতাকে দূর করে দেয়। مفرد দ্বারা উদ্দেশ্য তা জুমলা বা সিবহে জুমলা না হওয়া। আর مقدار বলা হয় যার দ্বারা বস্তুর পরিমাপ করা হয়। আর তা চারটি যথা : عدد [সংখ্যা], وزن [মাপ], كيل [বিশেষ পরিমাপ], مساحت [জমির পরিমাপ]।

খ. কখনো مفرد غير مقدار হতে অস্পষ্টতা দূর করে। غير مقدار দ্বারা উদ্দেশ্য হল عدد [সংখ্যা], وزن [মাপ], كيل [বিশেষ পরিমাপ], مساحت [জমির পরিমাপ] ব্যতীত অন্য কিছু হওয়া, যেমন : خاتمٌ حديداً লোহার আংটি। এই তামঈয অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাজরূর হয়। [এই দ্বিতীয় প্রকারের আলোচনা ইবারতের শেষাংশে করা হয়েছে।]

প্রথম অবস্থার আবার দুই অবস্থা, যথা : **এক.** তা সংখ্যার অস্পষ্টতা দূর করবে, যেমন : عِشرون درهماً [সামনে সংখ্যার তামঈযের বর্ণনায় اسماء عدد এর আলোচনা বিস্তারিতভাবে করা হবে।]

দুই. সংখ্যা ব্যতীত অন্য কিছু থেকে অস্পষ্ট দূর করবে অর্থাৎ وزن [মাপ], كيل [বিশেষ পরিমাপ], مساحت [জমির পরিমাপ] থেকে অস্পষ্টতা দূর করবে,

যেমন : رطل زيتاً অধা সের তেল, مَنوانِ سَمْناً এক সের ঘি (১) । نفيزان براً দুই কফিজ গম। (এক কফিজ = ৩৯ কিলো)زُبْداً مثلها على التمرة খেজুরের উপর তার সমপরিমাণ ফেনা। زُبْداً তামঈয,তা مثل এর অস্পষ্টতা দূর করেছে।

প্রথম প্রকার তামঈযের আমেল হল اسم تام । اسم تام ঐ ইসমকে বলা হয় যার শেষ এমন কোনো কিছু থাকে, যার কারণে সে মুযাফ হতে পারে না। এমন অবস্থা চারটি যথা : ক. তার শেষে তানবীন হওয়া যেমনঃ رطلٌ শেষে। খ. শেষে দ্বি-বচনের নূন হওয়া যেমন : مَنوانِ , قفيزان । গ. শেষে বহুবচনের নূন হওয়া। মুসান্নিফ রহ. এর উদাহরণ পেশ করেন নি যেমন : عِشرون درهماً ঘ. এক বার ইযাফত হওয়া, যেমন : مثلها [আলিফ লাম যুক্ত মারেফাও ইযাফত হতে পারে না কিন্তু তা اسم تام নয় । কেননা আলিফ লাম শেষে হয় না, বরং শুরুতে হয় ।]

প্রথম প্রকার তামঈয যদি اسم جنس হয় তাহলে তা এক বচন হবে, দ্বিবচন বা বহুবচন হবে না। তবে যদি তার দুই বা ততোধিক ধরন বুঝানো উদ্দেশ্য হয় তাহল দ্বিবচন বা বহুবচন হতে পারে। আর যদি তামঈয اسم جنس না হয় তাহলে اسم تام অনুযায়ী দ্বিবচন, বহুবচন আনা হবে যেমন : عندي عدل ثوبين/ أثواباً

যদি সে ইসমটি তানবীন বা দ্বি-বচনের নূন দ্বারা تام হয়ে থাকে তাহলে তামঈযের দিকে তার ইযাফত করা শুদ্ধ। আর যদি বহুবচনের নূন দ্বারা বা ইযাফতের মাধ্যমে تام হয়ে থাকে, তাহলে তামঈযের দিকে তার ইযাফত করা শুদ্ধ নয়।

---

১. এক مَنْ [মন] হলো এক সা' এর চার ভাগের একভাগ। গ্রামের হিসেবে ৮৭১.৩০ গ্রাম।
[أشرف الهداية، فصل في الكفارة.]

অনুবাদ

তামঈযের বর্ণনা: تمييز ঐ ইসমকে বলা হয় যা কোনো সত্তায় স্থিরকৃত অস্পষ্টতা দূর করে। চাই ঐ সত্তা উল্লেখিত হোক বা উহ্য হোক। সুতরাং প্রথম প্রকার ১. সাধারণভাবে مفرد مقدار (একক পরিমাণ) থেকে অস্পষ্টতা দূর করে। (ক) হয়তো কোনো সংখ্যায় যেমন : عِشرون درهما , (খ) অথবা সংখ্যা ব্যতীত অন্য কিছুর অস্পষ্টতা দূর করে, যেমন : رطل زيتاً অধা সের তেল, مَنوانِ سَمْناً এক সের ঘি। قفيزان براً দুই কফিজ গম। على التمرة مثلها زُبْداً খেজুরের উপর তার সমপরিমাণ ফেনা। সুতরাং তামঈয একক আনা হয় যদি তা ইসমে জিনস হয় কিন্তু যদি ধরনের ইচ্ছা করা হয়। আর বহুবচন আনা হবে ইসমে জিনস ব্যতীত অন্য কিছুতে। আর যদি (তামঈযের আমেল) হয় তানবীনের মাধ্যমে বা দ্বি-বচনের নূনের মাধ্যমে তাহলে ইযাফত করা শুদ্ধ, অন্যথায় নয়। ২. تمييز পরিমাণ ব্যতীত অন্য কিছু থেকে অস্পষ্টতা দূর করবে, যেমন : خاتم حديداً আর (এই অবস্থায় অধিকাংশ সময় যের হয়) অর্থাৎ خاتم কে حديد এর দিকে ইযাফত করা হয়।

والثاني :

[١-] عن نسبةٍ في جملةٍ ، أو ما ضَاهَاهَا، مثل : طاب زيدٌ نفسا، و زيدٌ طيّبٌ أبا، و أبوّةً، و داراً، و عِلْما. (١)

[٢-] أو في إضافةٍ، مثل : يُعجِبني طِيبُه أبا، و أبوةً، و دارا، و علما، ولِلّه دُرُّه فارسًا. (٢)

[فائدة] ثمّ إنْ كان اسما يصحُّ جعلُه لما انتُصِبَ عنه : جاز أنْ يكونَ له، ولمتعلِّقه ؛ وإلا فهولمتعلِّقه؛ فيطابق فيهما ما قُصِد، إلا إذا كان جنسا؛ إلا إن تُقْصَدَ الأنواعُ. (٣)

وإنْ كان صفة : كانت له و طِبْقَه، واحتمَلَتِ الحالَ. (٤)

[قاعدة] ولا يتقدَّمُ على عاملِه، والأصحُّ : أنْ لا يتقدَّم على الفعل، خلافا للمازني و المبرد. (٥)

দ্বিতীয় প্রকারের আলোচনা

১. দ্বিতীয় প্রকার ঐ তামঈয যা উহ্য সত্তার অস্পষ্টতা দূর করে। এটাও দুই প্রকার যথা : **এক.** জুমলা বা সিবহে জুমলার নিসবতের অস্পষ্টতা দূরকারী তামঈয যেমন : طاب زيد نفساً (এটা জুমলার নিসবতের অস্পষ্টতা দূরকারার উদাহরণ) زيد طيب أبا / أبوةً / داراً / علماً যায়েদ পিতার বিবেচনায়/ পিতা হওয়ার বিবেচনায়/ ঘরের বিবেচনায়/ জ্ঞানের বিবেচনায় উত্তম লোক। (এগুলো সিবহে জুমলার অস্পষ্টতা দূর করার উদাহরণ)।

২. ইযাফতে বিদ্যমান অস্পষ্টতা দূরকারী তামঈয যেমন : يُعْجِبُنِيْ طِيْبُه أبًا / أبوةً / دارًا/ علمًا পিতার বিবেচনায়/ পিতা হওয়ার বিবেচনায়/ ঘরের বিবেচনায়/ জ্ঞানের বিবেচনায় তার উত্তম হওয়া আমাকে বিস্মিত করেছে। طيبه মুরাক্কাবে ইযাফী। أبًا ইত্যাদি তার নিসবতের অস্পষ্টতা দূর করেছে। لله دره فارساً অশ্বারোহী হওয়ার বিবেচনায় তার সকল সফলতা আল্লাহর। فارساً এসে دره (মুরাক্কাবে ইযাফী) এর নিসবতের অস্পষ্টাতা দূর করেছে।

৩. **ফায়েদা :** تمييز এর এই দ্বিতীয় প্রকার যদি এমন اسم ذات হয় যাকে مميِّز এর সাথেও সম্পৃক্ত করা যায় আবার مميِّز এর সাথে সম্পর্কিত অন্য কিছুর সাথেও সম্পৃক্ত করা যায় তাহলে উভয়টির কোনো একটির সাথে সম্পৃক্ত করা হবে। আর যদি اسم ذات কে শুধু مميِّز এর সাথেই সম্পৃক্ত করা যায় তাহলে تمييز কে তার সাথেই সম্পর্কিত করা হবে। আর উভয় অবস্থায় تمييز কে (বচনের বিবেচনায়) উদ্দেশ্য অনুযায়ী আনা হবে। তবে যদি তামঈয اسم جنس হয় তাহলে সর্বদ مفرد আনা হবে। কিন্তু প্রকার বুঝানোর উদ্দেশ্য থাকলে দ্বিবচন, বহুবচন আনা হবে।

৪. আর যদি তামঈয اسم صفت হয় তাহলে তার সম্পর্ক শুধু مميِّز এর সাথে হবে এবং সে অনুযায়ী তামঈয আনা হবে । তবে হ্যাঁ এমতাবস্থায় حال হওয়ারও সম্ভবনা আছে।

জ্ঞাতব্য : এক. منْتَصَبٌ عنه অর্থাৎ مميَّز । انْتَصَبَ দাঁড়ানো। عنه তার পক্ষ থেকে । مميَّز এর পক্ষ থেকে তামঈয দাঁড়ায় এবং তার অস্পষ্টতা দূর করে। এই জন্য مميَّز কে منْتَصَبٌ عنه বলা হয়।

দুই. তামঈযকে তার মুমায়্যাজের সাথে সম্পর্ক করা যায় আবার তার কোনো আনুসাঙ্গিক বিষয়ের সাথেও সম্পৃক্ত করা যায়, যেমন : طاب زيد أباً এর দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে ক. স্বয়ং যায়েদ পিতা অর্থাৎ সে পিতার বিবেচনায় উত্তম অর্থাৎ সে একজন উত্তম পিতা। খ. যায়েদের পিতা উদ্দেশ্য অর্থাৎ যায়েদ পিতার দিক থেকে উত্তম। এমতাবস্থায় তামঈযের সম্পর্ক যায়েদের সাথে হবে না, বরং তার বাপের সাথে সম্পৃক্ত হবে। অর্থাৎ তার পিতা উত্তম মানুষ। মোটকথা এমতাবস্থায় أبا কে উভয়ের তামঈয ধরা যেতে পারে।

তিন. আর তামঈয যদি শুধু مميَّز এর আনুসাংঙ্গিক বিষয়ের হয়, যেমন : طاب زيدٌ داراً বা طاب زيدٌ علماً বা طاب زيد أبوةً তাহলে এই তামঈযগুলো যায়েদের নয়। তার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের।

আর উল্লেখিত অবস্থা দু'টিতে তামঈয আনা হবে উদ্দেশ্য অনুপাতে যেমন : طاب زيد أباً/ و الزيدان أبوين / و الزيدون آباء তবে হ্যাঁ তামঈয যদি اسم جنس হয় তাহলে তা মুফরাদ হবে যেমন : طاب زيد و الزيدان والزيدون আর যদি প্রকার বুঝানো উদ্দেশ্য হয় তাহলে দ্বিবচন, বহুবচন আনা হবে যেমন : طاب الزيدان عِلمَيْن / و الزيدون علوماً

আর যদি তামঈয صفت اسم হয় এবং তার সম্পর্ক مميَّز এর সাথেই হয় তাহলে ইহাই তার তামঈয হবে, যেমন : طاب زيد أبوة এখানে একটি সম্ভবনাই নির্দিষ্ট আর তা হল যায়েদ পিতা হওয়ার। তার পিতার এখানে কোনো সম্ভবনা নাই। এই সম্ভবনা শুধু أبا এর মধ্যে ছিল। আর এই অবস্থায় বচন ও লিঙ্গের ক্ষেত্রে তামঈযটি مميَّز এর অনুগামী হবে। তবে حال হওয়ারও সুযোগ রয়েছে।

৫. **কায়েদা :** تمييز তার আমেলর পূর্বে আসতে পারে না। কেননা তার আমেল যদি اسم تام হয় তাহলে তা তার পূর্বের ইসমে ক্রিয়াশীল হবে না। কারণ اسم تام দুর্বল আমেল। এমনিভাবে যদি তার আমেল فعل হয়, তাহলে

বিশুদ্ধতম মাযহাব হল تمييز অগ্রে আসবে না। কারণ تمييز হল মূলত ফায়েল। ফায়েল ফে'লের পূর্বে আসে না। তবে ইমাম মাযানী ও মুবাররাদ এই দ্বিতীয় অবস্থায় তামঈযকে অগ্রে আনার মত পোষণ করেন। তারা বলেন- প্রকৃতপক্ষে যদিও তামঈয ফায়েল কিন্তু নসবযুক্ত হওয়ার কারণে তার ফায়েল হওয়া অবশিষ্ট থাকে নি। আর ফে'য়েল শক্তিশালী আমেল, তাই তামঈয পূর্বে আসতে পারে।

অনুবাদ

দ্বিতীয় প্রকার : (যা অস্পষ্টতা দূর করে) নিসবত থেকে, বাক্যের বা বাক্যের সদৃশের। (ضاهاها : সদৃশ হওয়া) যেমন : زيدٌ طابَ زيدٌ نَفْسًا এবং أباءً / أبوَّةً / داراً / علماً যায়েদ পিতার বিবেচনায়/ পিতা হওয়ার বিবেচনায়/ ঘরের বিবেচনায়/ জ্ঞানের বিবেচনায় উত্তম লোক।

বা ইযাফতের নিসবত থেকে অস্পষ্টতা দূর করবে। يُعْجِبُنِي طيبه أباً পিতৃত্বের দিক থেকে যায়েদের উত্তমতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। (এ বাক্যেও দু'টি সম্ভবনা রয়েছে; أبا যায়েদের তামঈয হতে পারে, আবার তার পিতারও তামঈয হতে পারে।) أُبُوة এতে শুধু একটি সম্ভবনাই রয়েছে অর্থাৎ ইহা যায়েদের তামঈয। অত:পর তমঈযের এই দ্বিতীয় প্রকার যদি এমন ইসম হয়, যাকে منتصب عنه (مميَّز)এর জন্য ফিরানো যায়। তাহলে সুযোগ আছে যে তামঈযটা مميَّز এর জন্য হবে এবং তার সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের সাথে হবে। সুতরাং উভয় অবস্থায় তামঈজ উদ্দেশ্য অনুযায়ী হবে। তবে যদি তামঈজ اسم جنس হয় (তাহলে মুফরাদ হবে) কিন্তু যদি প্রকার বুঝানো উদ্দেশ্য হয়। (তাহলে দ্বিবচন, বহুবচন হবে) আর যদি তামঈজ اسم صفت হয় তাহলে সে সিফত মুমাযিজের জন্য হবে এবং সে অনুযায়ই হবে। (واو অর্থ مع আর طِبْق অর্থ مُطَابَقَة) আর সে ইসমে সিফাত حال হওয়ার সম্ভবনা রাখে। [কায়েদা] تمييز তার আমেলের পূর্বে আসে না। অধিক বিশুদ্ধমত হল তামঈয ফেলের পূর্বেও আসে না। মাজনী এবং মুবাররাদ এর বিপরীত।

[٨-] المستثنى

المستثنى : متصلٌ و منقطعٌ.

فالمتصل : هو المُخْرَج عن متعددٍ : لفظا أو تقديرا، بإلَّا و أخَوَاتِها.

المنقطع : المذكورُ بعدها، غيرُ مُخْرَج.

[إعرابه]

[١-] وهو منصوب :

[الف] إذا كان بعد إلا غير الصفة في كلام موجَبٍ.

[ب] أو مقدَّما على المستثنى منه.

[ج] أو مُنقَطعا، في الأكثر.

[د] أو كان بعدَ خلَا، و عَدا؛ في الأكثر.

[ه] أو ما خلَا، و ما عدَا، و ليس ، و لا يكون.

[৮] مستثنى এর আলোচনা

استثناء [মাসদার] অর্থ : বের করা। مسْتَثْنى [ইসমে মাফউল] যাকে বের করা হয়েছে। مسْتَثْنى ঐ ইসমকে বলে যাকে استثناء এর অব্যয় দ্বারা পূর্বের হুকুম থেকে পৃথক করা হয়, যেমন : جاء القوم إلا زيدا গোত্রের সকলে এসেছে কিন্তু যায়েদ আসে নি। استثناء এর অব্যয় নয়টি। إلا , غير , سوا ، ما عدا, ما خلا, عدا , خلا, حاشا,سواء ,

مسْتَثْنى منه : ঐ ইসম যা استثناء -এর অব্যয়ের পূর্বে আসে এবং مسْتَثْنى কে তার থেকে বাদ দেয়া হয়। উল্লেখিত উদাহরণে 'কওম' مسْتَثْنى منه ।

مسْتَثْنى তার مسْتَثْنى منه এর অন্তর্ভূক্ত হওয়া, না হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে দুই প্রকার যথা : متصل, منقطع

متصل : ঐ مسْتَثْنى কে বলা হয়, যাকে إلا বা তার সমজাতীয় অব্যয় দ্বারা বহুসংখ্যক থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। চাই ঐ বহুসংখ্যক তথা مسْتَثْنى منه

শাব্দিকভাবে বহুসংখ্যক হোক কিংবা উহ্যভাবে। جاء القوم إلا زيدا(القوم শাব্দিকভাবে উল্লেখ আছে এবং তা বহুসংখ্যক সদস্যের সমষ্টি। তাদের থেকে যায়েদকে বাদ দেয়া হয়েছে।) ما جاءني إلا زيد (এখানেও সম্প্রদায় থেকে যায়েদকে বাদ দেয়া হয়েছে কিন্তু সম্প্রদায় শাব্দিক ভাবে উল্লেখ নেই।)

منقطع: ঐ مسْتَثْنى কে বলা হয়, যাকে إلا এবং তার সমজাতীয় অব্যয়ের পরে উল্লেখ করা হয়, তবে বহুসংখ্যক থেকে বাদ দেয়া হয় না। কেননা তা مسْتَثْنى منه এর অন্তর্ভূক্তই নয়, যেমন : جاءني القوم إلا حمارَهم

مسْتَثْنى এর ই'রাব

প্রথম ইরাব : পাঁচ অবস্থায় مسْتَثْنى আবশ্যিক ভাবে নসবযুক্ত হয়।

১ম অবস্থা : যখন মুস্তাছনাটা كلام موجب -এ গায়রে সিফতী إلا -এর পরে পতিত হয় তখন সেটা নসবযুক্ত হয়, যেমন : جاءني القوم إلا زيدا আমার নিকট গোটা সম্প্রদায় এসেছে যায়েদ ব্যতীত।

জ্ঞতব্য : যে বাক্য না-বাচক, নিষেধাজ্ঞা সূচক ও প্রশ্নবোধক না হয় তাকে كلام موجب বলা হয়। আর যে إلا টা غير এবং سوى অর্থ প্রদান কারী না হয় বরং শুধু ইস্তেছনার অর্থ প্রদান কারী হয় তাকে إلا গায়রে সিফতী বলা হয়।

২য় অবস্থা : যখন মুস্তাছনা مسْتَثْنى منه এর পূর্বে আসে। চাই বাক্যটি موجب হোক বা غير موجب যেমন : جاءَنِيْ إلا زيدًا القَوْمُ এবং مَا جَاءَنِيْ إلا زيداً أحدٌ

৩য় অবস্থা : যখন মুস্তাছনা منقطع হয় এবং إلا এর পরে পতিত হয় যেমন : ما فِيْ الدَّارِ أحدٌ ألا حماراً[এটা অধিকাংশ নাহবীদের সিদ্ধান্ত]।

৪র্থ অবস্থা : যখন মুস্তাছনা خلا/ عدا এর পরে আসে যেমন : جاءني القومُ خَلَا/ عَدَا زَيْدًا [এটাও অধিকাংশ নাহবীদের সিদ্ধান্ত]।

৫ম অবস্থা : যখন মুস্তাছনা لا يكون / لَيْسَ / مَا عَدَا / مَا خَلَا এর পরে আসে যেমন : جاءني القوم ما خلا/ ما عدا زيدا , جاءني القومُ ليس زيدا এবং سيجيئ أهلُك لا يكون زيداً

নোট : مسْتَثْنى 'র অবশিষ্ট তিন প্রকার ইরাবের আলোচনা সামনে আসেবে।

অনুবাদ

مسْتَثْنى : মুত্তাছিল এবং মুনফাসিল। মুত্তাছিল : ঐ মুসতাছনাকে বলা হয়, যাকে বহুসংখ্যক থেকে পৃথক করা হয়েছে, চাই ঐ বহুসংখ্যক শাব্দিকভাবে উল্লেখ থাকুক কিংবা না থাকুক, إلا ও তার সমজাতীয় অব্যয় দ্বারা। منقطع : ঐ মুসতাছনাকে বলা হয়, যাকে إلا ইত্যাদির পরে উল্লেখ করা হয়, তবে তা বহুসংখ্যক থেকে বাদ দেয়া হয় না।

[مسْتَثْنى এর ই'রাব]

(১) مسْتَثْنى নসবযুক্ত হয় : ক. যখন মুস্তাছনা كلام موجب -এ গায়রে সিফতী إلا 'র পরে পতিত হয়। খ. যখন মুস্তাছনাটা مسْتَثْنى منه এর পূর্বে আসে। গ. যখন মুস্তাছনা منقطع হয় [অধিকাংশ নাহবীদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী]। ঘ. خلا/ عدا এর পরে আসে [অধিকাংশ নাহবীদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী]। ঙ. ليس لا يكون / / ما عدا/ ما خلا এর পরে আসে।

[٢-] و يجوز فيه النصبُ، و يُختارُ البدلُ : فيما بعدَ إلا، في كلام غيرِ موجَبٍ، و ذكر المستثنى منه، مثل : ما فعلوه إلا قليلٌ، و إلا قليلا.

[٣-] و يُعرَب على حسْبِ العوامل، إذا كان المستثنى منه غيرَ مذكورٍ، و هو في غير الموجَب، ليفيد، مثل : ما ضربَنِي إلا زيدٌ، إلا أنْ يستقيمَ المعنى، مثل : قرأت إلا يومَ كذا.

[فائدة] و مِنْ ثَمَّ لم يَجُزْ مثلُ : ما زال زيدٌ إلا عالمًا. (١)

[قاعدة] (٢) وإذا تعذَّر البدلُ على اللفظ فعلى المحل، مثل : ما جاءَني مِن أحدٍ إلا زيدٌ، ولا أحدَ فيها إلا عمرٌو، ما زيدٌ شيئا إلا شيئٌ لا يُعبَأ به : لأنّ "من" لا تُزاد بعد الإثبات، وما ولا : لا تُقدَّران عاملتين بعدَه، لأنَّهما عَمِلَتا للنفي، وقد ابتقض النفي بإلا.

بخلاف : ليس زيدٌ شيئا إلا شيئا، لأنها عملتْ للفعليَّة، فلا أثرَ فيها لنقضِ معنى النفي، لبقاء الأمر العاملة هي لأجله.

ومن ثَمَّ جاز : ليس زيدٌ إلا قائما، وامتنع : ما زيدٌ إلا قائما.

[٤-] ومخفوضٌ بعدَ غير، و سوى، سواءَ، و بعدَ حاشا في الأكثر.

দ্বিতীয় ইরাব : যখন মুস্তাছনা إلا এর পরে كلام موجب এ পতিত হয় এবং مستثنى منه উল্লেখ হয়, তখন ইস্তোছনার ভিত্তিতে مسْتَثْنى তে নসব দেয়া বৈধ তবে مستثنى منه থেকে بدل বানানো উত্তম, যেমন : (مَا فَعَلُوْهُ إِلَّا قَلِيْلٌ)[১] এতে قليلاً পড়ারও সুযোগ আছে।

তৃতীয় ইরাব : যখন মুস্তাছনা إلا এর পরে كلام غير موجب -এ পতিত হয় এবং مستثنى منه উল্লেখ না হয়, তখন আমেল অনুযায়ী ইরাব দেয়া হবে, যেমন : ما ضَرَبَنِيْ إلا زَيْدٌ আমাকে যায়েদই মেরেছে।

---

[১]. সূরা নিসা ; আয়াত নং : ৬৬

كلام غير موجب এর শর্তযুক্ত করা হয়েছে– কারণ এ অবস্থাতেই বাক্যটি যথার্থ অর্থবোধক হবে। كلام موجب হলে বাক্যটি অর্থহীন হয়ে যাবে, যেমন : ضربني إلا زيد যায়েদ ব্যতীত সকলে আমাকে প্রহার করেছে। এটা তো অসম্ভব কথা। তবে كلام موجب -এ যদি অর্থ ঠিক থাকে, তাহলে আমেল অনুযায়ী ইরাব দেয়ার সুযোগ রয়েছে, যেমন ; قرأتُ إلا يومَ كذا অমুক দিন ব্যতীত আমি প্রত্যেক দিন পড়েছি। এ কথাটি যৌক্তিক, কারণ- দিন মোট ছয়টি। তাতে পড়া সম্ভব। সুতরাং এখানে আমেল অনুযায়ী ই'রাব দেয়ার সুযোগ আছে।

১. **ফায়েদা :** كلام موجب এ মুস্তাছনা মিনহু কে বিলুপ্ত করা ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ নয় যতক্ষণ না বাক্যের অর্থ সঠিক হয়। তাই ما زال زيد إلا عالماً বলা শুদ্ধ নয়। কেননা এ বাক্যের অর্থ দাড়ায় যায়েদ সর্বদা ছিল তবে আলেম। অর্থাৎ সে ইলম গুণ ব্যতীত অন্যান্য সকল গুণে সর্বদা গুণান্বিত ছিল। এটি অসম্ভব কথা।

২. **কায়েদা :** مستثنى এর ইরাবের দ্বিতীয় অবস্থায় বদল বানানো উত্তম ছিল। এই অবস্থায় যদি مستثنى منه এর শব্দানুপাতে 'বদল' ধরা অসম্ভব হয়, তাহলে مستثنى منه এর 'মহল' অনুপাতে বদল বনানো হবে। যাতে যথাসম্ভব উত্তম অবস্থায় উপর আমল হয়, যেমন : ما جاءني من أحدٍ إلا زيدٌ আমার নিকট যায়েদ ব্যতীত অন্য কেউ আসে নি। لا أحد في الدار إلا عمرٌو ঘরে আমর ব্যতীত কেউ নেই। لا زيدٌ شيئاً إلا شيئ لا يعبأ به যায়েদ কিছুই না, হ্যাঁ তুচ্ছ বস্তু। এ বাক্যে لا يعبأ به মুস্তাছনার সিফত। আর এ সিফাত আনার কারণ হল- যাতে বস্তুর ইস্তেছনা বস্তু থেকে হওয়া আবশ্যক না হয়। সিফাত আনার কল্যাণে مستثنى منه ব্যাপক আর مستثنى নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। আর ব্যাপক থেকে খাসের ইস্তেছনা শুদ্ধ।

প্রথম উদাহরণে শব্দ থেকে বদল ধরা যায় না। কারণ, তখন যায়েদের শুরুতে পুনরায় من আনা আবশ্যক। আর من استغراقيه হ্যাঁ-বাচকের পর

আসে না। আর দ্বিতীয়-তৃতীয় উদাহরণে শব্দ থেকে বদল ধরা যায় না। কারণ, لا কে عمرو এর, এবং ما কে شيئ এর আমেল ধরা যায় না, কারণ لائے نفي جنس এবং ما مشابه নেতীবাচক অর্থ প্রদানের কল্যাণে আমেল হয়েছে, আর উপরোক্ত উভয় অবস্থায় إلا দ্বারা তার নেতীবাচক অর্থ বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

তাই মহলের উপর হামল করে রফা পড়া হবে। কেননা দ্বিতীয় উদাহরণে أحد মুবতাদা হওয়ার কারণে এবং তৃতীয় উদাহরণে شيئ খবর হওয়ার কারণে স্থানগত দিক থেকে মারফু'।

তবে ليس شيئ شئيا إلا شيئ لا يُعْبَأُ به বাক্যটি শুদ্ধ আছে। কারণ, ليس আমল করে ফে'য়েল হওয়ার কল্যাণে, নেতীবাচক অর্থ প্রদানের জন্য নয়। সুতরাং إلا দ্বারা না-সূচক বিলুপ্ত হওয়ার পরও সে আমল করতে পারে। তাই ليس زيد إلا قائماً বাক্য শুদ্ধ আছে। কেননা ليس আমল করে ফে'য়েল হওয়ার কারণে, না-সূচক বিলুপ্ত হওয়ার পরও তার আমল অব্যাহত থাকবে। আর ما زيد إلا قائماً বাক্য সঠিক নয়। কারণ না-সূচক বিলুপ্ত হওয়ার পর তার আমল অব্যাহত থাকে না।

চতুর্থ ইরাব : سواء , سوا ,غير এর পরে আগত মুস্তাছনা ইযাফতের কারণে মাজরুর হবে। অধিকাংশ নাহবীদের সিদ্ধান্তানুযায়ী حاشا এর পরেও মাজরুর হবে।

অনুবাদ

(২) مسْتَثْنى তে নসব দেয়া বৈধ আর بدل বানানো উত্তম, ঐ মুস্তাছনায় যা إلا এর পরে كلام موجب এ পতিত হয় এবং مستثنى منه উল্লেখ করা হয় যেমন : (৩) مسْتَثْنى তে আমেল অনুযায়ী ইরাব দেয়া হবে, যখন مستثنى منه অনুল্লেখিত থাকে এবং তা كلام غير موجب এ পতিত হয়, যাতে বিশুদ্ধ অর্থের ফায়েদা প্রদান করে, যেমন : ما ضربني إلا زيدٌ আমাকে যায়েদই মেরেছে। তবে যদি অর্থ সঠিক হয় (তাহলে كلام موجب এও

আমেল অনুযায়ী ইরবা দেয়ার সুযোগ রয়েছে।) যেমন : قرأتُ إلا يومَ كذا অমুক দিন ব্যতীত আমি প্রত্যেক দিন পড়েছি।

[ফায়েদা] তাই ما زال زيدٌ إلا عالماً বলা শুদ্ধ নয়।[কায়েদা] আর যখন শব্দানুপাতে বদল ধরা অসম্ভব হয়, তখন مستثنى منه এর মহল অনুপাতে বদল বানানো হবে, যেমন : ما جاءني من أحدٍ إلا زيدٌ ,ما رأيتُ إلا عمرًو و ما , لا أحد فيها إلا عمرٌو কারণ, من استغراقيه হ্যাঁ-বাচকের পর আসে না। زيدٌ شيئاً إلا شيءٌ لا يعبأ به আর لا এবং ما আমেল অবস্থায় إلا এর পরে উহ্য থাকে না। কারণ, এগুলো আমেল হয়েছে নেতীবাচক অর্থ প্রদানের কল্যাণে আর إلا দ্বারা নেতীবাচক অর্থ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এর ব্যতিক্রম হল ليس زيدٌ شيئا إلا شيئا কারণ, ليس আমল করে ফে'য়েল হওয়ার কারণে, সুতরাং ليس এর নেতীবাচক অর্থ বিলুপ্ত হওয়ায় তাতে কোনো প্রভাব পড়বে না ঐ বিষয়টি অবশিষ্ট থাকার কারণে যার কারণে ليس আমেল হয়েছে। অর্থাৎ তার ফে'য়েলিয়্যত অবশিষ্ট আছে। তাই ليس زيد إلا قائماً বাক্য শুদ্ধ আছে । তবে ما زيد إلا قائماً বাক্য সঠিক নয়। কারণ না-সূচক বিলুপ্ত হওয়ার পর ما এর আমল অব্যাহত থাকে না। (৪) غير, سواء ,سوا এরপরে মাজরুর হয়,অধিকাংশ নাহবীদের সিদ্ধান্তানুযায়ী حاشا এর পরেও।

[قاعدة] إعرابُ "غير" فيه كإعراب المستثنى بإلا. (١)

[قاعدة] و غير : صفةٌ حُمِلتْ على "إلا" في الاستثناء، كما حُمِلتْ "إلا" عليها في الصفةِ، إذا كانت تابعةً لجمع منكورٍ، غير محصورٍ، لتعذُّر الاستثناء، مثل : ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا ﴾ و ضَعُف في غيره. (٢)

[قاعدة] إعراب سوى، سواء : النصبُ على الظرفِ على الأصحّ. (٣)

১. কায়েদা : ইস্তেছনার অধ্যায়ে غير শব্দের ইরাব إلا দ্বারা মুস্তাছনার ইরাবের মত। কেননা غير শব্দটি যখন নিজের পরবর্তী ইসমকে জর দিয়ে দিল,

তখন কেমন যেন মুস্তাছনার ইরাব সে নিজে গ্রহণ করে নিল। আর সিফতের অধ্যায়ে غير শব্দ মওসুফের সাথে মিলে মুরাব হয়। সামনে এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

২. কায়েদা : غير শব্দের মূল হল তা বাক্যে সিফত হবে, যেমন : جاءني رجلٌ غيرُ زيدٍ আমার কাছে যায়েদ ভিন্ন এক ব্যক্তি এসেছে। কিন্তু কখনো غير কে إلا এর অর্থে ইস্তেছনার জন্য ব্যবহার করা হয়, যেমন : جاءني القوم غيرَ زيدٍ

আর إلا শব্দের মূল হল তা বাক্যে ইস্তেছনার জন্য ব্যবহার হবে কিন্তু কখনো তাকে غير এর অর্থে এনে সিফতের জন্য ব্যবহার করা হয়। আর এমন করা হয় তখন হয় যখন إلا এমন বহুবচনের পরে আসে, যা নাকেরা হয় এবং তার সদস্য হয় অগণিত, যেমন : جاءني رجالٌ إلا زيد এখানে إلا ইস্তেছনার জন্য হতে পারে না। কেননা এ বাক্যে যায়েদ মুত্তাছিল-মুনকাতি' কোনো প্রকার ইস্তেছনাই হতে পারে না। কারণ, মুত্তাসিলে مستثنى টা সুনিশ্চিত ভাবে مستثنى منه এর অন্তর্ভূক্ত থাকে। আর মুনকাতি' এর ক্ষেত্রে অন্তর্ভূক্ত না হওয়াটা সুনিশ্চিত থাকে। আর যায়েদ رجال (কয়েকজন লোক) এর অন্তর্ভুক্ত হওয়াও নিশ্চিত নয়, বহির্ভূত হওয়াও নিশ্চিত নয়। হ্যাঁ جاءني الرجال إلا زيد বাক্যে যায়েদ নিশ্চিতভাবে مستثنى منه এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ الرجال মারেফা হয়েছে لام দ্বারা। তাই সকল পুরুষ সদস্য এর আওতাভুক্ত। তাই এই ইস্তেছনাটা মুত্তাছিল। আর প্রথম উদাহরণের إلا টা غير অর্থে ব্যবহৃত।

جمع منكور غير محصور এর শর্ত যুক্ত করার কারণ হল- যদি إلا এর পূর্বে جمع محصور হয় তাহলে সেখানে ইস্তেছনা বৈধ হবে, যেমন : لزيد عليّ عشرة دراهم إلا واحدا أو اثنين কেননা এক থেকে নয় পর্যন্ত দশের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় উদাহরণ : আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ :

﴿ لَوْ كَانَ فِيْهِمَا آلِهَةٌ إِلا اللهُ لَفَسَدَتَا ﴾[১]

যদি আসমান ও যমিনে আল্লাহ ভিন্ন প্রভু থাকত তাহলে উভয়ই লন্ডভন্ড হয়ে যেত। এখানে إِلا অর্থ غير, কারণ آلهة হল جمع منكور غير محصور। آلهة তে অল্লাহ অন্তর্ভুক্ত হওয়া, না হওয়া নিশ্চিত নয়। তাই কোনো প্রকার ইস্তেছানার অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই إلا الله আবশ্যিকভাবে آلهة এর সিফত।

إِلا কে جمع منكور غير محصور ব্যতীত অন্যস্থানে সিফতী غير এর জন্য ব্যবহার করা দুর্বল। কারণ অন্য স্থানে ইস্তেছনা শুদ্ধ হবে আর إِلا তে ইস্তেছনাই মূল।

৩. কায়েদা : سوى এবং سواء এর মধ্যে ظرف হওয়ার ভিত্তিতে নসব হয়। এটা সিবওয়েহির মাযহাব এবং এটাই বিশুদ্ধ মত। তার যরফিয়্যতটা উহ্য (মেনে নেয়া) হয়, جاءني القوم سوى زيد এর মূলরূপ - مكان زيد

অনুবাদ

[কায়েদা] ইস্তেছনার অধ্যায়ে غير শব্দের ইরাব হল- إِلا দ্বারা মুস্তাছনার ইরাবের মত। [কায়েদা] غير শব্দের মূল হল সিফত হওয়া কিন্তু কখনো غير কে إِلا এর অর্থে ইস্তেছনার জন্য ব্যবহার করা হয়। যেমনিভাবে إِلا কে غيرএর স্থলে সিফতের জন্য ব্যবহার করা হয়, যখন إِلا এমন বহুবচনের পরে আসে, যা নাকেরা হয় ও তার সদস্য অগণিত হয়। ইস্তেছনা কঠিন হওয়ার কারণে। ইহা ব্যতীত অর্থাৎ جمع منكور غير محصور ব্যতীত অন্যস্থানে দুর্বল অর্থাৎ إِلا কে সিফতী غير এর জন্য ব্যবহার করা দুর্বল। কারণ অন্য স্থানে ইস্তেছনা শুদ্ধ হবে আর إِلا এর মধ্যে ইস্তেছনাই মূল। [কায়েদা] سوى এবং سواء এর ইরাব নসব, ظرف হওয়ার ভিত্তিতে, বিশুদ্ধতর মতানুসারে।

---

[১]. সূরা আম্বিয়া , আয়াত নং : ২২

خبر كان و أخواتها [-٩]

هو: المسند بعد دخولها، مثل: كان زيدٌ قائماً.

وأمرُه كأمرِ خبر المبتدأ، ويتقدَّم معرفةً. (١)

[قاعدة] وقد يُحذَف عامله في نحوُ: "الناسُ مَجْزِيُّونَ بأعمالهم: إنْ خيراً فَخيرٌ، إن شرًّا فشَرٌّ" ويجوزُ في مثلها أربعةُ أوجهٍ. (٢)

[قاعدة] ويجبُ الحذفُ في مثل: "أمّا أنت منطلقاً: انطلقتُ" أي: لأنْ كنتُ. (٣)

[৯] أفعال ناقصه এর খবরের আলোচনা

যমখশারী রহ. أفعال ناقصه এর ইসম ও খবর এক সঙ্গে আলোচনা করেছেন। কিন্তু মুসান্নিফ রহ. مرفوعات এর আলোচনায় এই أفعال এর ইসমের আলোচনা করেন নাই, এখানেও আলোচনা ছেড়ে দিয়েছেন। এটা একটা আশ্চয্যজনক বিষয়। أفعال ناقصه সতেরটি যথা : كان, صار, عاد, ليس, ما انفكّ, ما دام, ما فَتِئَ, بات, ظَلَّ, أضْحَى, أمْسَى, أصبَحَ, ما بَرِحَ, رَاحَ, ما زَالَ, ما آض এবং غدا

এ শব্দগুলো نواسخ جملة [বাক্যের রূপ পরিবর্তন করে অন্য রূপে রূপান্তরিত কারী শব্দ]। অর্থাৎ এগুলো জুমলায়ে ইসমিয়ার শুরুতে প্রবেশ করে এবং জুমলার যে অংশ مسند إليه হয় তাকে নিজের ইসম ও যে অংশ مسند তাকে নিজের খবর বানিয়ে নেয়। এই أفعال গুলো নিজের ইসমকে রফা' ও খবরকে নসব দেয়। كان খবরকে ইসমের জন্য অতীতকালে প্রমাণ করে। صار অবস্থা পরিবর্তনের জন্য আসে। এর পরের পাঁচটি أفعال বাক্যের বিষয় বস্তুকে নিজ নিজ সময়ের সাথের যুক্ত করে নেয়। ما فتئ থেকে চারটি أفعال খবরের বিরাজমানতা বুঝায় অর্থাৎ ইহা বুঝায় যে, এর খবরগুলো ইসমের সাথে সর্বদা প্রমাণিত। ما دام খবর প্রমাণিত থাকার সময় পর্যন্ত কোনো কাজের মেয়াদ

বুঝায়। ليس বর্তমানকালে বাক্যের বিষয়বস্তুকে নেতীবাচক করে দেয়। আর শেষোক্ত চারটি أفعال অর্থের বিবেচনায় صار এর মত।

১. كان এর খবরের অবস্থা মুবতাদার খবরের মত। শুধু একটি স্থানে পার্থক্য। তা হল মুবতাদার খবর মারেফা হলে তাকে মুবতাদার পূর্বে আনা বৈধ নয়, কারণ এমন করলে সন্দেহ হয়ে যাবে। আর كان এর খবর মারেফা হলেও পূর্বে আসতে পারে। কারণ ইরাবের ভিন্নতার কারণে মিলে যাওয়ার আশংকা নেই। (তবে كان এর খবর ও ইসমের ইরাব ও করীনা বিলুপ্ত হলে খবরকে পূর্বে আনা বৈধ নয়, যেমন : كان الفتى هذا)

২. **কায়েদা :** যখন إن شرطيه পরে কোনো ইসম আসে, অতঃপর فا আসে, অতঃপর অন্য কোনো ইসম আসে, যেমন : إن خيراً فخيرٌ তাহলে كان কে বিলুপ্ত করা বৈধ আছে। অন্য أفعال ناقصه কে বিলুপ্ত করা বৈধ নয়। كان এর প্রচুর ব্যবহারই এই বৈশিষ্টের অধিকারী হওয়ার কারণ। আর এ ধরনের তরকীবে চারটি অবস্থার সুযোগ রয়েছে।

ক. إن خيراً فخيرٌ অর্থাৎ প্রথমটি নসব যুক্ত হবে, বিলুপ্ত كان এর খবর হওয়ার কারণে। আর দ্বিতীয় ইসমের রফা' হবে মুবতাদার খবর হওয়ার কারণে। (এই সূরতটি চারটির মধ্যে সবচে' শক্তিশালী।) খ. إن خيراً فخيراً উভয় ইসমে নসব হবে। বিলুপ্ত كان এর খবর হওয়ার ভিত্তিতে। গ. উভয়টিতে রফা' হবে। প্রথমটিতে كان এর ইসমের হওয়ার ভিত্তিতে আর দ্বিতীয়টিতে মুবতাদা হওয়ার ভিত্তিতে। ঘ. إن خيرٌ فخيرا প্রথমটিতে রফা' كان এর ইসমের হওয়ার ভিত্তিতে আর দ্বিতীয়টিতে নসব খবর হওয়ার ভিত্তিতে। বাক্যের অর্থ : মানুষকে আমলের প্রতিদান দেয়া হবে, আমল ভাল হলে প্রতিদান ভাল পাবে আর আমল মন্দ হলে প্রায়শ্চিত্য মন্দ হবে।

৩. **কায়েদা :** যখন كان কে বিলুপ্ত করে তার স্থলে অন্য কোনো কিছুকে স্থলাভিষিক্ত করা হয় তখন كان কে বিলুপ্ত রাখা আবশ্যক। যাতে عِوَض و معَوَّض একত্রে আসা আবশ্যক না হয়, যেমন : أما أنت منطلقاً انطلقتُ

আপনি চলার কারণে আমি চলছি। এখানে أما أنت এর মূলরূপ إنْ كنتَ প্রথম লামকে বিলুপ্ত করা হয়েছে। কেননা أنْ এর পূর্বে লাম উহ্য থাকে, অতঃপর كان কে বিলুপ্ত করা হয়েছে। ফলে যমীরে মুত্তাছিলটি মুনফাসিলে পরিণত হয়েছে। অতঃপর كان এ পরিবর্তে ما কে অতিরিক্ত গ্রহণ করে নূনে ইদগাম করে দিয়েছে। ফলে أما أنت হয়ে গেছে এখন كان কে উহ্য রাখা আবশ্যক, কেননা পরিবর্তে ما চলে এসেছে।

اسم إنَّ و أخواتِها [-١٠]

هو: المسندُ إليه بعد دخولِها، مثل: "إنَّ زيداً قائمٌ"

المنصوبُ بلا التيْ لنفي الجنس [-١١]

هو: المسند إليه بعد دخولها، يليْها نكرةً مضافا أو مشبَّها به، مثل: "لا غلامَ رجلٍ ظريفٌ فيها" و "لا عِشرينَ درهما لك"

فإنْ كان مفرداً: فهو مبنيٌّ على ما يُنْصَبُ به. (١)

وإنْ كان معرفةً، أو مفصولا بينَه و بينَ لا: وجب الرفعُ و التكريرُ.

[১০] حروف مشبه بالفعل এর ইসম

দশম منصوب হল حروف مشبه بالفعل এর ইসম। এই حروف গুলোও نواسخ جملة [বাক্যের রূপ পরিবর্তন করে অন্য রূপে রূপান্তরিতকারী শব্দ]। অর্থাৎ এগুলো জুমলায়ে ইসমিয়ার শুরুতে প্রবেশ করে এবং মুবতাদাকে নিজের ইসম ও খবরকে নিজের খবর বানিয়ে নেয়। তার ইসম হয় مسند إليه ও তার খবর হয় مسند, যেমন: إنّ زيداً قائمٌ নিশ্চয় যায়েদ দন্ডায়মান।

[১১] لائے نفي جنس এর মানছুব

এগারতম منصوب হল لائےنفي جنس এর ইসম। মুসান্নিফ রহ. اسم لا التي বলেন নাই। কেননা এই لا এর ইসম সর্বদা মানছুব হয় না। সুতরাং যদি

ইসমে لا বলতেন, তাহলে এই ধারনার সৃষ্টি হওয়ার আশংকা ছিল যে তার ইসম সর্বদা মানছুব হবে।

لاے نفي جنس ও جملة نواسخ [বাক্যের রূপ পরিবর্তন করে অন্য রূপে রূপান্তরিত কারী শব্দের] অর্ন্তভূক্ত। অর্থাৎ এই لا জুমলায়ে ইসমিয়ার শুরুতে প্রবেশ করার পর বাক্যের যে অংশ مسند إليه হয় সেটাই لا এর ইসম হয় এবং منصوب হয়। তবে তা নসবযুক্ত হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত যথা : ক. ইসমটি لا এর সাথে মিলে আসা, খ. ইসমটি নাকেরা হওয়া ও গ. ইসমটি মুযাফ বা সিবহে মুযাফ হওয়া, যেমন: لا غلامَ رجلٍ ظريفٌ في الدار [নাকেরা মুযাফের উদাহরণ], لاعشرين درهماً لك [নাকেরা সিবহে মুযাফের উদাহরণ]।

১. সুতরাং যদি لاےنفي جنس এর ইসম মুফরাদ হয় অর্থাৎ তৃতীয় শর্তটি ছুটে যায় তাহলে নসবের আলামতের উপর মাবনী হবে। আর মুফরাদ দ্বারা উদ্দেশ্য হল মুযাফ বা সিবহে মুযাফ না হওয়া। তাই جمع ও تثنيه এই হুকুমের অন্তর্ভূক্ত থাকবে, যেমন : لا رجلَ / مسلمَينِ / مسلمِين / مسلماتٍ في الدار আর এটা মাবনী হওয়ার কারণ হল তা مِنْ কে অভ্যন্তরে রাখে لا رجُلَ أي مَا مِنْ رجلٍ

আর যদি নাকেরা হওয়ার শর্ত ছুটে যায় অর্থাৎ দ্বিতীয় শর্ত পাওয়া না যায় আর لا এর ইসম মারেফা হয়। অথবা মিলে আসার শর্ত না ছুটে যায় অর্থাৎ প্রথম শর্ত পাওয়া না যায়। আর لا ও ইসমের মাঝে দূরুত্ব চলে আসে তাহলে সেই ইসম মুবতাদা হওয়ার কারণে মারফু' হবে এবং দ্বিতীয় ইসমের সাথে لا তাকরার করা আবশ্যক হবে। [বাক্যে مانعة الخلو এর নিসবত রয়েছে অর্থাৎ উভয় অবস্থা মুক্ত হতে পারবে না, একত্রিত হলে কেনো সমস্যা নেই, যেমন : لا زيدٌ في الدار و لاعمروٌ [শুধু মারেফার উদাহরণ], لا في الدار رجل ولا امرأة في الدار[শুধু দূরুত্বের উদাহরণ], لا في الدار زيدٌ ولا عمرٌو [দূরুত্ব ও মারেফা উভয়টির উদাহরণ]।

[فائدة] و مثلُ : " قضيةٌ ولا أبا حسنٍ لها " متأوَّل. (١)

[فائدة] و في مثل : " لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله" : خمسةُ أوجهٍ : فتحُهما، و فتحُ الأولِ ونصبُ الثاني، و رفعُه، و رفعُهما، و رفعُ الأول -على ضعفٍ- و فتحُ الثاني. (٢)

[قاعدة] وإذا دَخلتِ الهمزةُ : لم يتغيَّرِ العملُ؛ و معناها : الاستفهام، و العرض، و التمني. (٣)

১. **ফায়েদা :** সবেমাত্র একটি কায়েদা বর্ণনা করা হলো যে, যখন لا এর ইসম মারেফা হয় তখন তাকে রফা দেওয়া এবং তাকরার করা আবশ্যক। কিন্তু قضيةٌ و لا أبا حسنٍ لها বাক্যে أبا حسنٍ মারেফা। এটা হযরত আলী রাযি. এর উপনাম। কিন্তু তা মারফূও নয়, তাকরারও নয়।

তার উত্তর হল- এই বাক্যের দুটি ব্যাখ্যা আছে। প্রথম ব্যাখ্যা : এখানে একটি মুযাফ উহ্য আছে। বাক্যটির মূলরূপ হল- لا مثلَ أبي حسنٍ আর مثلَ শব্দটি যদিও মারেফার দিকে ইযাফত হয়েছে কিন্তু তাতে অধিক অস্পষ্টতার কারণে ইযাফত দ্বারাও তা মারেফা হয় নি।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা : এখানে নাম দ্বারা ঐ গুণ উদ্দেশ্য, এই নামের ব্যক্তি যে গুণে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, যেমন : حاتم দ্বারা দানশীলতা উদ্দেশ্য নেয়া হয়। এমনিভাবে এখানে 'সিদ্ধান্ত গ্রহণের অসাধারণ যোগ্যতা' উদ্দেশ্য। আর যখন প্রসিদ্ধ গুণ উদ্দেশ্য নেয়া হল তখন তার মাঝে علميت ও মারেফা বহাল থাকে নি। সাহবা-যুগে কোনো জটিল সমস্যা দেখা দিলে হযরত আলী রাযি. তা সমাধান করতেন। তাই এই প্রবাদ চালু হয়ে গেছে। যখন কোনো সমস্যা দেখা দেয় আর তা সমাধান করার কেউ না থাকে তখন লোকজন বলতে থাকে - "সমস্যা আছে কিন্তু তার সমাধানকারী আবুল হাসান অর্থাৎ আলী রাযি. বিদ্যমান নেই"।

২. **ফায়েদা :** যখন لا আতফ হয়ে বারবার আসে এবং প্রতিটি لا এর পরে নাকেরা সংযুক্ত হয়ে আসে, যেমন : لا رجل في الدار ولا امرأة، لا حول و لا قوة إلا بالله তাহলে তাতে পাঁচটি অবস্থা হতে পারে যথা :

ক. উভয়টিতে ফাতাহ অর্থাৎ উভয়টি যবরের উপর মাবনী হবে, আর لا টি نفي جنس এর জন্য হবে।

খ. প্রথমটি ফাতাহ যুক্ত হবে অর্থাৎ যবরের উপর মাবনী হবে আর দ্বিতীয়টি নসব যুক্ত হবে অর্থাৎ সেটা মু'রাব এবং তার ইরাব হবে যবর। এমতাবস্থায় প্রথম لا টি نفي جنس এর জন্য আর দ্বিতীয় لا টি অতিরিক্ত, শুধু তাকিদের জন্য হবে।

গ. প্রথমটি ফাতাহ যুক্ত হবে অর্থাৎ যবরের উপর মাবনী হবে আর দ্বিতীয়টি রফা তথা মু'রাবের পেশ যুক্ত হবে। প্রথম لا টি نفي جنس এর জন্য আর দ্বিতীয় لا টি অতিরিক্ত, আর قوة এর আতফ حول এর মহলের উপর আর তা ইবতেদার ভিত্তিতে স্থানগত মারফু'।

ঘ. উভয়টি রফা যুক্ত হবে অর্থাৎ মুবতাদা হওয়ার ভিত্তিতে উভয়টি দুই পেশযুক্ত হবে এবং উভয় لا অকেজো (অতিরিক্ত)।

ঙ. প্রথমটি রফা যুক্ত হবে আর দ্বিতীয়টি ফাতাহ যুক্ত হবে। প্রথম لا হল مشابه بليس আর দ্বিতীয় لا হল نفي جنس এর জন্য। কিন্তু এই অবস্থাটি দুর্বল। কারণ ليس অর্থের لا এর আমল কম।

নোট : মাবনীর হরকতের নাম যুম্মাহ, ফাতাহ, কাসরাহ এবং ওয়াকফ। আর মু'রাবের হরকত রফা, নসব, যর এবং সাকিন।

৩. **কায়েদা :** لائے نفي جنس এর পূর্বে হামযাহ প্রবেশ করলেও তার আমল পরিবর্তন হয় না। তাই যদি لا এর ইসম মাবনী হয় তাহলে মাবনীই থাকবে আর যদি মু'রাব হয় তাহলে মুরাবই থাকবে। হামযা কখনো প্রশ্নবোধক হবে যেমন : أَلا رجلَ في الدارِ কখনো অনুরোধের জন্য হবে যেমন : أَلا تُنزولَ কখনো আকাংখার জন্য হবে যেমন : أَلا ماءَ أَشْرَبُهُ عندي

[قاعدة] و نعتُ المبنيّ الأولُ مفرداً يليْه : مبنيٌّ، و معربٌ : رفعاً و نصباً، مثل : لا رجلَ ظريفَ، ظريفٌ، و ظريفاً؛ و إلا فالإعرابُ. (١)

[قاعدة] و العطفُ على اللفظِ و على المحلِّ جائز، مثل : لا أبا و ابناً و ابنٌ.(٢)

১. কায়েদা : لائے نفي جنس এর যে ইসম ফাত্হার উপর মাবনী হয়, তার প্রথম সিফত যখন মুফরাদ হয় এবং মিলে আসে তখন তাতে তিনটি অবস্থা বৈধ যথা : ক. ফাত্হার উপর মাবনী হবে যেমন : لا رجلَ ظريف খ. মারফু হবে যেমন : لا رجلَ ظريفٌ গ. মানছুব হবে অর্থাৎ তাতে দুই যবর হবে যেমন : لا رجلَ ظريفاً - প্রথম অবস্থার কারণ হল لا মূলত সিফতের পূর্বে প্রবেশ করেছে। কেননা সিফত মওসূফের জন্য قيد হয় আর مقيد কে যখন না-সূচক করা হয় তখন قيد এর না-সূচক হয়। বাকী দুই অবস্থার কারণ হল- মাবনীর تابع ইরাবের ক্ষেত্রে تابع হয়, মাবনী হওয়ার ক্ষেত্রে নয়। কেননা মাবনী হওয়া একটি আকস্মিক বিষয়। অতঃপর সিফতকে মহলের উপর হামল করলে মারফু হবে, কেননা لا এর ইসম মুবতাদা হওয়ার ভিত্তিতে স্থানগত মারফু। আর শব্দের উপর হামল করলে মানছুব হবে।

আর যদি ঐ সিফতে উল্লেখিত তিনটি বিষয় না থাকে অর্থাৎ সেটা প্রথম সিফত না হয়ে দ্বিতীয় বা তৃতীয় সিফত হয়, অথবা মুফরাদ না হয়ে মুযাফ বা সিবহে মুযাফ হয়, অথবা মিলিত না হয়, তাহলে তা মু'রাব হবে এবং রফা বা নসব যুক্ত হবে। দূরবর্তী স্থান (لا এর ইসম) এর উপর হামল করলে হবে রফা, আর তার শব্দের করে অর্থাৎ নিকটবর্তী স্থানের উপর হামল করে হবে নসব।

الاول : نعت এর সিফত, আর مفْرَداً এবং يَلِيْه হল হা'ল।

২. কায়েদা : لائے نفي جنس এর মাবনী ইসমের উপর আতফ করা জায়েয যখন ইসমটি নাকেরা হয় এবং لا বারবার না আসে। তখন মা'তোফে দুটি অবস্থা হতে পারে যথা : ক. শব্দের ভিত্তিতে নসব, খ. স্থানগত দিক থেকে রফা, যেমন : لا أبَ و لا ابنٌ এবং لا أبَ و لا ابناً । উহা হুমাম ইবনে গালেবের কবিতাংশ। তিনি মারওয়ান বিন হাকাম এবং তার ছেলে আবদুল মালেকের প্রশংসায় বলেছেন-

إذا هو بالمَجْدِ ارْتَدى و تأزَّرَا -لا أبَ و ابناً مثلُ مروان و ابنِه

অর্থ : মারওয়ান এবং তার ছেলে (আব্দুল মালেক) এর মত না কোনো পিতা আছে না কোনো পুত্র -- যখন মারওয়ান মর্যাদার চাদর ও লুঙ্গি পরিধান করেছেন। এখানে কে মানসূব ও মারফু উভয় অবস্থায় পড়া যায়।

[فائدة] و مثلُ : " لا أباله " و " لا غلامَيْ له" : جائز، تشبيها له بالمضاف، لمشاركَتِه له في أصل معناه؛ ومِنْ ثَمَّ لم يجزْ : " لا أبَا فيها " وليس بمضافٍ، لفسادِ المعنى، خلافاً لسيبويه. (١)

[فائدة] و يُحْذَفُ كثيرا في مثل : " لا عليك" أي لا بأسَ عليك. (٢)

১. **ফায়েদা :** যদি একথা বলার প্রয়োজন হয় যে, 'অমুক হারাম যাদা', তাহলে বলতে হয় لا أبَ له আর যদি একথা বলতে হয় যে 'তার কোনো গোলাম নেই' তাহলে বলতে হয় لا غلامَ له (কেননা নাকেরার পর না-সূচক ব্যাপকতার ফায়েদা দেয়।) এই অবস্থায় لا এর ইসম নসবের আলামতের উপর মাবনী হবে। له হবে তার খবর। কিন্তু কখনো বলা হয় لا ابَا له এবং لا غُلَامَيْ له অর্থাৎ لائے نفي جنس এর ইসমের পরে ইযাফতের লাম আনা হয় এবং ইসমে ইযাফতের আহকাম জারী করা হয়। এবং أبًا এর তানবীন বিলুপ্ত করে আলিফ অবশিষ্ট রাখা হয়। আর غُلَامَيْنِ থেকে দ্বি-বচনের নূনকে বিলুপ্ত করা হয়। যদিও বাস্তবে এই দুটো মুযাফ নয়। কিন্তু মুযাফের সাথে যেহেতু মূল অর্থে (তাখসীসে) শরীক আছে, তাই মুযাফের সাথে তাসবীহ দিয়ে তাতে ইযাফতের হুকুম চালু করা হয়। তাই لا ابَا في الدارِ বলা শুদ্ধ নয়। কেননা ইযাফতের মূল অর্থ (তাখসীস) তাতে নেই।

মোটকথা, এই উভয় তরকীবে لاএর ইসম বাস্তবে মুযাফ নয়। শুধু মুযাফের সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা বাস্তবে মুযাফ ধরলে অর্থ পবিরর্তন হয়ে যাবে। তখন অর্থ হবে "অমুকের পিতা তো আছে কিন্তু এখন নেই" অর্থাৎ মারা গেছে। অথচ ইহা বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। অমুকের দুটি গোলাম তো ছিল কিন্তু এখন নেই অর্থাৎ বিক্রয় করা হয়েছে বা মৃত্যবরণ করেছে। অথচ ইহা বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। তাই বাস্তবে ইযাফত ধরার কোনো সুযোগ নেই তাই ইযাফতের সাথে তাশবীহ দিয়ে ইযাফতের হুকুম চালু করা হয়। কিন্তু সিবওয়েহ (খলীল ও অন্যান্য নাহবীগণ) উভয় তারকীবে বাস্তব ইযাফত

ধরেন। এবং বলেন এর লাম অতিরিক্ত, তাকিদের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, ইযাফতের লাম নয়। কিন্তু মুসান্নিফ রহ. এর নিকট ইহা শুদ্ধ নয়, অর্থ পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার কারণে।

২. **ফায়েদা :** কথাবার্তায় বলা হয় لَا عَلَيْكَ : কিছু না। এবাক্যে لا এর ইসম বিলুপ্ত আছে। অর্থাৎ لا بأس عليك বিলুপ্তির কারীনা হল لا হরফের পূর্বে এসছে অথচ হরফের পূর্বে হরফ আসে না। তাই বুঝা গেল لاএর ইসম বিলুপ্ত আছে। (كثيراً এর উদ্দেশ্য হল : এই বাগধারায় ব্যাপকভাবে ইসমকে বিলুপ্ত রাখা হয়, তবে কখনো উল্লেখও করা হয়।)

অনুবাদ

[ফায়েদা] لا غُلَامَيْ له এবং لا أبَا له এর মত বাক্য শুদ্ধ আছে। (অর্থাৎ প্রত্যেক ঐ বাক্য যাতে لائے نفي جنس এর ইসমের পরে ইযাফতের লাম বৃদ্ধি করা হয় এবং ইসমে ইযাফতের আহকাম চালু করা হয়, যেমন : ابا এর তানবীন বিলুপ্ত করে আলিফ অবশিষ্ট রাখে। এবং غُلَامَيْنِ থেকে দ্বি-বচনের নূনকে বিলুপ্ত করা বৈধ।) তাকে মুযাফের সদৃশ করার ফলে لا এর ইসমে শরীক হওয়ার কারণে মুযাফের সাথে মুযাফের মূল অর্থে (অর্থাৎ যেমনিভাবে ইযাফতের কারণে তাখসীস সৃষ্টি হয়, এই লাম দ্বারাও ইখতেসাসের অর্থ অর্জিত হয়।) তাই لا أبَا في الدارِ বলা শুদ্ধ নয়। [উল্লেখিত বাক্য দু'টি] বাস্তবে ইযাফত নয়, অর্থ পবিরর্তন হয়ে যাওয়ার কারণে। সিবওয়েহের বিপরীত। **[ফায়েদা]** لَا عَلَيْكَএর মত বাক্যে অধিকাংশ সময় لائے نفي جنس এর ইসমকে বিলুপ্ত করা হয়। তার মূলরূপ হল : لا بأس عليك ।

خبر ما و لا المُشَبَّهَتَيْنِ بليس [-١٢]

هو : المسند بعد دخولهما، و هي لغة حِجازيَّة.

[قاعدة] و إذا زيدتْ : " إنْ " مع " ما " أو انتقضَ النفيُ بإلَّا، أو تقدم الخبر : بطل العملُ. (١)

[قاعدة] و إذا عُطِف عليه بموجبٍ ، فالرفعُ. (٢)

ليس সদৃশ্য ما ও لا এর খবর

দ্বাদশ ও সর্বশেষ মানছুব হল ليس সদৃশ ما ও لا এর খবর । এগুলোও نواسخ جملة । উভয়টি জুমলায়ে ইসমিয়্যার পূর্বে প্রবেশ করে এবং মুবতাদাকে নিজের ইসম ও খবরকে নিজের খরব বানিয়ে নেয়। আর ইসমকে নসব ও খবরকে রফা দেয়। তা প্রবেশ করার পর বাক্যের যে অংশ মুসনাদ ইলাইহি হয় তা তার ইসম ও যে অংশ মুসনাদ হয় তা তার খবর হয়।

পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে বনু তামীমগণ ما ও لا এর খবর মানে না। শুধু আহলে হেজাযগণ মানে। আর কুরআন যেহেতু আহলে হেজাযের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে তাই কুরআনে তার খবরের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইরশাদ হয়েছে- ما هذَا بَشَراً আয়াতাংশে بَشَرا : ما এর খবর এবং তা মানছুব।

১. **কায়েদা :** তিন অবস্থায় ما ও لا এর আমল রহিত হয়ে যায়, যথা : **ক.** যখন ما এর পরে إنْ আসে, যেমন : ما إنْ زيدٌ قائمٌ **খ.** যখন إلا দ্বারা না-সূচক ভেঙ্গে যায় অর্থাৎ তার খবর إلا এর পরে আসে, যেমন : و ما محمد إلا رسولٌ **গ.** যখন তার খবর ইসমের পূর্বে আসে, যেমন : ما قائمٌ زيدٌ

২. যখন ما ও لا এর খবর উপর হরফে মুওজাব তথা بلْ এবং لكنْ দ্বারা আত্ফ করা হবে তখন মা'তোফে রফা দেয়া আবশ্যক। (নসব দেয়া বৈধ নয়) যেমন : ما زيد قائماً لكنْ قاعدٌ এবং ما زيد مقيماً بل مسافرٌ এই ইরাবের কারণ হল- এই মুওজেব কালিমা এসে ما ও لا এর না-সূচককে রহিত করে দিয়েছে। আর তা না-সূচক হওয়ার কারণেই আমল করত। তাই তা এখন নসব দিতে পারবে না। আর بلْ এবং لكنْ মুওজেব বলার কারণে হল এই উভয় কালিমা তার পরবর্তী অংশর প্রমাণকে বুঝায়।

অনুবাদ

ঐ ما ও لا এর খবর যা ليس সদৃশ্য হয়।

আর তা মুসনাদ হয় উভয়টি প্রবেশ করার পর। আর ইহা হেজাজী ভাষা। [কায়েদা] যখন বৃদ্ধি করা হয় إنْ : ما এর সাথে, বা না-সূচক ভেঙ্গে যায় إلا

দ্বারা, বা খবর ইসমের পূর্বে আসে তখন আমল রহিত হয়ে যায়। যখন খবরের উপর হরফে মুওজাব [তথা بل এবং لكنْ] দ্বারা আত্ফ করা হবে তখন মাতোফে রফা দেয়া আবশ্যক।

প্রশ্নমালা

[সংজ্ঞাগুলো উত্তর আরবীতে দিতে হবে]

১. আরবীতে উদাহরণসহ حال এর সংজ্ঞা দাও।

২. حال এর আমেল কে হতে পারে ? উদাহরণসহ লিখ।

৩. حال কেমন হয় ও ذو الحال কেমন হয় ?

৪. أَرْسَلَها العَرَاكَ বাক্যের ব্যাখ্যা লিখ, এতে মারেফা حال কিভাবে হল? বিস্তারিত লিখ।

৫. حال নাকেরা হলে কি করতে হয় ?

৬. حال কখন عامل معنوي এর পূর্বে আসতে পারে, কখন পারে না ?

৭. ইসমে জামেদ কী حال হতে পারে ? উদাহরণসহ লিখ।

৮. জুমলায়ে খবরিয়্যাহ حال পতিত হলে جمله حاليه তে কি বৃদ্ধি করা আবশ্যক ? আর জুমলায়ে ইসমিয়্যাতে কি বৃদ্ধি করা আবশ্যক ?

৯. مضارع مثبت তে কি বৃদ্ধি করতে হয় ? আর অন্যগুলোতে কি বৃদ্ধি করতে হয় ?

১০. ماضي مثبت 'হাল' হলে কোন ধরণের অব্যয় বৃদ্ধি করা আবশ্যক ?

১১. কখন حال এর আমেলকে বিলুপ্ত করা বৈধ ? আর কখন আবশ্যক ?

১২. تمييز কাকে বলে ? তা কত প্রকার ও কি কি ?

১৩. تمييز এর প্রথম প্রকারের আমেল কে ? ইসমে তাম কিভাবে হয় ?

১৪. تمييز এর প্রথম প্রকারে مميز কে হয় ? আর تمييز কোন ধরণের অস্পষ্টতা দূর করে ? উদাহরণ দাও।

১৫. تمييز কখন তার مميز এর সাথে সম্পৃক্ত হয় আর কখন মুমায়্যিযের متعلق এর সাথে সম্পৃক্ত হয় ?

১৬. تمييز কি তার عامل এর পূর্বে আসতে পারে ? কায়েদাটি বর্ণনা কর ও তাতে যে মতানৈক্য রয়েছে তা বর্ণনা করো ।

১৭. مستثنى কত প্রকার ? প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা বর্ণনা করে উদাহরণ দাও।

১৮. উদাহরণ সহ مستثنى ইরাব বর্ণনা কর।

১৯. مستثنى তে কখন নসব পড়া বৈধ, তবে বদল বানানো উত্তম ?

২০. কখন مستثنى তে আমেল অনুযায়ী ইরাব দেয়া হয় ?

২১. যদি শব্দ থেকে مستثنى এর বদল বানানো না যায়, তাহলে কি করণীয় ?

২২. مستثنى কখন মাজরুর হয় ?

২৩. استسناء তে غير এর ইরাব কী ?

২৪. غير কখন إلا অর্থে ব্যবহৃত হয় ? إلا কখন غير অর্থে ব্যবহৃত হয় ?

২৫. سوى এবং سواء এর ইরাব কী ?

২৬. كان এর ইসম ও খবরের ইরাব কি হয় ? كان এর ইসম কে হয় আর খবর কে হয় ?

২৭. كان বিলুপ্ত হওয়া জায়েযের উদাহরণ দাও । আর এই উদাহরণে কয়টি অবস্থা জায়েয ?

২৮. كان এর খবরকে বিলুপ্ত করা কখন আবশ্যক ?

২৯. حروف مشبه بالفعل কি এবং তার ইরাব কি ?

৩০. لائے نفي جنس এর ইসম কে হয় এবং তার শর্ত কি ?

৩১. لائے نفي جنس এর ইসমের ইরাব কি ?

৩২. قضيَّةٌ ولا أبَا حسنٍ لها এর ব্যাখ্যা কি ? এবং এই ব্যাখ্যা জরুরী কেন ?

৩৩. لا حولَ ولا قوةَ দ্বারা কোন ধরনের তারকীব উদ্দেশ্য ? এবং এতে কয়টি অবস্থা জায়েজ আছে ?

৩৪. لائے نفي جنس এর পূর্বে হামযা আসলে তার হুকুম কী ?

৩৫. لائے نفي جنس এর যে ইসম ফাতাহার উপর মাবনী হয় তার প্রথম সিফতের ইরাব কি হয় ?

৩৬. لائے نفي جنس এর মাবনী ইসমের উপর আতফ করলে তার মা'তোফে কয়টি সূরত হয় ?

৩৭. لا أبَا به এবং لا غلامَيْ له এর হুকুম বর্ণনা কর এবং لا أبا فيها কেন জায়েজ নয় ?

৩৮. لا عليك তে কি বিলুপ্ত আছে ?

৩৯. ما و لا مشابه بليس এর খবরের ইরাব কী ? উদাহরণ সহ বর্ণনা করো। এই দুই অব্যয়ের আমল কখন রহিত হয়ে যায় ?

৪০. যখন ما এবং لএর উপর حرف موجب দ্বারা আতফ করা হবে তাহলে মা'তোফের ই'রাব কী হবে ? حرف موجب কি?

لا حول ولا قوة الا بالله

المجرورات

هو : ما اشْتَمَلَ على عَلَمِ المضاف إليه.

: المضاف إليه

كُلُّ اسم نُسِبَ إليه شيئ بواسطة حرفِ الجرِّ : لفظاً أو تقديراً : مراداً.

فالتقديرُ : شرطُه : أن يكون المضافُ اسماً مجرداً عنه تنوينُه لأجْلها.

و هي : معنوية و لفظية. (١)

فالمعنوية : أن يكونَ المضافُ غير صفةٍ مضافةٍ إلى معمولها.

مجرورات এর বর্ণনা

مجرور ঐ ইসমকে বলা হয় যা মুযাফ ইলাইহির আলামত (যের) কে অর্ন্তভূক্ত রাখে। যেরটি প্রকাশ্যেও হতে পারে, অপ্রকাশ্যেও হতে পারে। হরকত দ্বারাও হতে পারে, হরফ দ্বারাও হতে পারে।

مضاف إليه এর বর্ণনা

مضاف : أُضِيْفَ إليْهِ (ধাবিত হওয়া) থেকে ইসমে মাফউলের সিগাহ। সুতরাং مضاف ঐ ইসম যা অন্যের দিকে ধাবিত হয় অর্থাৎ সম্পৃক্ত করা হয়। আরمضاف إليه ঐ ইসম যার দিকে অন্য ইসমকে حرف جر এর মাধ্যমে সম্পৃক্ত করা হয়। চাই হরফে جر উল্লেখ থাকুক যেমন : مررتُ بزيدٍ বা উহ্য হোক তবে তা উদ্দেশিত হয় অর্থাৎ শব্দে তার প্রভাব ক্রিয়াশীল হয়, যেমন : غلامُ زيدٍ অর্থাৎ غلامٌ لزيدٍ । হরফে জর উহ্য থাকার জন্য শর্ত হল مضاف এমন ইসম হবে যার তানবীন (বা তানবীনের স্থলাভিষিক্ত দ্বিবচন ও বহুবচনের নূন) ইযাফতের কারণে বিলুপ্ত করা হয়েছে।

নোট : ইরাব গ্রহণের ক্ষেত্রে مضاف আমেলের অনুগামী হয়, আর مضاف إليه সর্বদা মাজরূর হয়।

১. ইযাফত দুই প্রকার যথা : ইযাফতে معنوي ২. ইযাফতে لفظي

ইযাফতে معنوي বলা হয় ঐ ইযাফতকে যার মুযাফ এমন সিফতের সিগাহ্ না হয় যা নিজের মা'মুলের দিকে মুযাফ হয়। সিফত দ্বারা উদ্দেশ্য হল ইসমে ফায়েল, ইসমে মাফউল এবং صفتِ مشبّه আর মা'মুল দ্বারা উদ্দেশ্য হল ফায়েল এবং মাফউলে বিহী। সুতরাং ইযাফতে معنوي এর তিন অবস্থা যথা : ক. মুযাফ সিফতের সিগাহ হবে না এবং নিজের মা'মুলের দিকে ইযাফতও হবে না যেমন : غلامُ زيدٍ , খ. মুযাফ সিফতের সিগাহ হবে তবে নিজের মা'মুলের দিকে ইযাফত হবে না বরং অন্য কারো প্রতি ইযাফত হবে যেমন : كريمُ البلدِ শহরের দানশীল ব্যক্তি। [لبلدِ মামুল নয় কেননা তা ظرف], গ. মুযাফ সিফতের সিগাহ হবে না, তবে নিজের মা'মুলের দিকে ইযাফত হবে যেমন : ضربُ اليومِ [ضَرْب সিফতের সিগাহ নয়, কেননা তা মাসদার][১]

নোট : ইযাফতে معنوي -ই মূল এবং হাকীকী ইযাফত।

অনুবাদ

مجرورات এর আলোচনা : مجرور ঐ ইসমকে বলা হয় যা মুযাফ ইলাইহির আলামত (যের)কে অর্ন্তভূক্ত রাখে। আর مضاف إليه ঐ ইসম যার দিকে অন্য ইসমকে সম্পৃক্ত করা হয়, হরফে জরের মাধ্যমে। চাই হরফে جر উল্লেখ থাকুক বা উহ্য, তবে তা উদ্দেশ্য হয়। হরফে জর উহ্য থাকার জন্য শর্ত হল مضاف এমন ইসম হওয়া যার তানবীন বিলুপ্ত করা হয়েছে ইযাফতের কারণে। ইযাফত : معنوي এবং لفظي আর معنوي হল মুযাফ এমন সিফতের সিগাহ না হওয়া যা নিজের মা'মুলের দিকে মুযাফ হয়।

---

১. যেমনিভাবে ضَرْب সিফতের সিগাহ নয়, কেননা তা মাসদার। তেমনিভাবে اليوم ও মামুল নয়, কেননা তা ظرف , তাই ضربُ زيدٍ [ফায়েল বা মাফউলের দিকে ইযাফত] জাতীয় উদাহরণ দেয়া উত্তম। [মু]

وهي : إما بمعنى اللام، فيما عدا جنسَ المضافِ و ظرفَه ؛ و إما بمعنى مِنْ في جنسِ المضاف، أو بمعنى في في ظرفه - و هو قليلٌ- مثل : غلامُ زيدٍ، و خاتمُ فضةٍ، و ضربُ اليوم. (١)

و تفيد تعريفاً مع المعرفة، و تخصيصاً مع النكرة. (٢)

و شرطُها : تجريد المضاف مِنَ التعريف ، و ما أجازَه ا لكوفيون من : الثلاثةِ الأثواب " و شِبْهِه من العدد : ضعيفٌ. (٣)

واللفظية : (٤)

أنْ يكونَ صفةً مضافةً إلى معمولها، مثل : ضاربُ زيدٍ، و حسَنُ الوجهِ.

و لا تفيدُ إلا تخفيفاً في اللفظ. (٥)

و مِنْ ثَمَّ :

[١-] جاز : مررتُ برجلٍ حَسَنِ الوجْهِ، و امتنَع : بزيدٍ حَسَنِ الوجه.

[٢-] و جازَ : الضاربَا زيدٍ، و الضَّاربُوْ زيدٍ، و امتنَعَ : الضاربُ زيدٍ، خلافاً للفرَّاءِ، و ضعُف : " الواهبُ المائةِ الهجانِ و عبدِها"

و إنما جاز : " الضاربُ الرجلِ " حمْلاً على المختار في :" الحَسَنِ الوجهِ"، و الضاربُك، و شِبْهُه - فيمَنْ قال : إنه مضاف- حملا على : " ضاربُك ".

১. ইযাফতে معنوي হয় হরফে জর উহ্য থাকার দ্বারা। আর তিনটি হরফে জর উহ্য থাকে (لام, من, في) । এই উহ্য রাখার নিয়ম হল যদি مضاف إليه মুযাফের সমজাতীয় না হয় এবং মুযাফের ظرف ও না হয় তাহলে ইযাফত مضاف এর অর্থে হবে যেমন : غلامُ زيدٍ অর্থাৎ غلامُ لزيد আর যদি لام مُ خاتمُ إليه মুযাফের সমজাতীয় হয় তাহলে ইযাফত مِنْ অর্থে হবে, যেমন : فضةٍ অর্থাৎ خاتمٌ مِنْ فضةٍ আর যদি مضاف إليه মুযাফের ظرف হয় তাহলে ইযাফত في অর্থে, যেমন : ضَرْبُ اليومِ আর في অর্থে ইযাফতের ব্যবহার কম।

২. যদি কোনো ইসমকে মারেফার দিকে ইযাফত করা হয় তাহলে নির্দিষ্টকরণের (মারেফার) ফায়েদা দেয় আর যদি কোনো নাকেরার দিকে ইযাফত করা হয় তাহলে তাখসিস তথা সদস্য হ্রাসের ফায়েদা দেয়।

(তবে مثل এবং غير এর ব্যপারটা ভিন্ন, কারণ তাতে অধিক অস্পষ্টতার কারণে তা মারেফা হয় না।)

৩. ইযাফতে معنوي এর জন্য শর্ত হল তাকে নির্দিষ্টজ্ঞাপক অব্যয় (حرف تعريف) থেকে মুক্ত করতে হবে। অর্থাৎ তা আলিফ লাম মুক্ত করা হবে। আর কোফাবসীগণের الثلاثة الأثوابِ তিন কাপড় এবং الخمسةُ الدراهمِ পাঁচ দেরহাম ইত্যাদির প্রচলন দুর্বল মাযহাব (شبهه من العدد : অর্থাৎ অন্যান্য সংখ্যা যাকে معدود এর দিকে ইযাফত করা হবে যেমন : الثمانيةُ الأكوابِ আটটি পেয়ালা ইত্যাদি।)

৪. ইযাফতের দ্বিতীয় প্রকার হল ইযাফতে لفظي আর তা হল সিফতের সিগা নিজের معمول (ফায়েল, মাফউল) এর দিকে মুযাফ হওয়া যেমন : ضاربُ زيدٍ যায়েদকে প্রহারকারী, حسنُ الوجهِ সুদর্শন চেহারা। প্রথম উদাহরণে ইসমে ফায়েল مفعول به এর দিকে এবং দ্বিতীয় অবস্থায় صفت مشبه ফায়েলের দিকে ইযাফত হয়েছে।

৫. ইযাফতে লফজী দ্বারা শুধু 'সহজতা' সৃষ্টি হয়, তাতে মারেফা-তাখসীস ইত্যাদির ফায়েদা পাওয়া যায় না। তাই :

ক. তাই مررت برجلٍ حسنِ الوجهِ বাক্যটি শুদ্ধ। ইযাফতের কারণে حسنِ الوجهِ থেকে তানবীন এবং মুযাফ ইলাইহি থেকে যমীর বিলুপ্ত হয়েছে। আর ইযাফতের পরেও তা নাকেরা, তাই নাকেরার সিফত হওয়া শুদ্ধ হয়েছে। তবে مررتُ بزيدٍ حسنِ الوجهِ বাক্যটি শুদ্ধ নয়। কেননা নাকেরা মারেফার সিফত হতে পারে না।

খ. এমনিভাবে الضاربا زيدٍ : যায়েদের প্রহারকারীদ্বয়। الضاربو زيدٍ যায়েদের প্রহারকারীগণ। বাক্যগুলো শুদ্ধ। কারণ প্রথম বাক্যে ইযাফতের কারণে দ্বি-বচনের نون আর দ্বিতীয়টিতে বহুবচনের نون বিলুপ্ত হয়েছে।

আর ইহাই সহজতা। এই উভয় ইযাফতের কারণে نون বিলুপ্ত হয়েছে। মারেফার আলিফ-লামের কারণে বিলুপ্ত হয়ে নি। তাই তো ইযাফত রহিত হলে তা ফিরে আসে। তবে الضاربُ زيدٍ বাক্যটি শুদ্ধ নয়। কেননা তার তানবীন বিলুপ্ত হয়েছে আলিফ-লামের কারণে। ইযাফতের কারণে নয়। সুতরাং এ বাক্যে ইযাফতের কারণে কোনো সহজতা সৃষ্টি হয় নি। তাই বাক্যটি শুদ্ধ নয়। ফর্‌রা নাহবীর নিকট এই বাক্য শুদ্ধ। তিনি বলেন- الضاربُ তে ইযাফতের পরে 'আলিফ লাম' সংযুক্ত হয়েছে। আর তানবীন ইযাফতের কারণেই বিলুপ্ত হয়েছে। তার প্রমাণ হল নিম্নোক্ত কবিতা :

الواهبُ المائةِ الهجانِ و عبدِها - عُوْذاً يُزَجِّي خَلْفها أطفالَها

অর্থ : প্রশংসিত ব্যক্তি একশত সাদা উট তার রাখালসহ দানকারী- এমতাবস্থায় যে তা সদ্য প্রসবকারী, রাখাল তাড়ায় তার পিছনে তার বাচ্চাকে। (الهجانِ- সাদা উটগুলো, عُوْذاً : সদ্য প্রসবকারী, زَجَّي يُزَجِّي : তাড়ানো।)

ফার্‌রা বলেন- عبدِها : মাজরুর, তার আত্‌ফ হয়েছে المائةِ এর উপর। সুতরাং ইবারতের রুপ হল- الواهبُ عبدِها আর ইহা الضاربُ زيدٍ বাক্যের অনুরূপ। সুতরাং এই বাক্য শুদ্ধ।

মুসান্নিফ রহ. বলেন- এই দলিলটি দুর্বল বা এই কবিতাটিই দুর্বল। সুতরাং দুর্বল দ্বারা দলিল পেশ করাও দুর্বল। দলিলটি দুর্বল হওয়ার কারণ হল- এতে অন্য তরকীবের সম্ভবনাও আছে, যেমন : عبدها মানসুব পড়া হবে। واو অর্থ হবে مع, সুতরাং عبدها হবে مفعول معه। তাই অন্য সম্ভবনা বিদ্যমান থাকার কারণে এই কবিতাকে দলিল হিসেবে পেশ করা দুর্বল।

ফর্‌রা নাহবীর দ্বিতীয় দলিল হল- الضاربُ الرجلِ এবং الضاربُك এবং তার অনুরূপ তরকীবগুলো (যেমন : الضاربِيْ এবং الضاربُه) শুদ্ধ। আর ইহা الضاربُ زيدٍ এর অনুরূপ। এ বাক্যেও আলিফ-লাম যুক্ত মারেফা অন্য মারেফার দিকে ইযাফত হয়েছে।

মুসান্নিফ রহ. এর উত্তরে বলেন- নিয়ম অনুযায়ী এই বাক্যগুলোও শুদ্ধ নয়। কেননা ইযাফতের কারণে এগুলোতে কোনো সহজতা পরিলক্ষিত হয় না। তবে

তা'বীল করে এগুলোকে শুদ্ধ করা হয়েছে। ক. الضاربُ الرجلِ কে الحسنُ الوجهِ উপর হামল করা হয়েছে। কেননা উভয় অবস্থায় সিফতের সিগাহ হল মুযাফ আর আলিফ-লাম যুক্ত اسم جنس হল মুযাফ ইলাইহি আর الضاربُ زيدٍ এরূপ নয়।

খ. অধিকাংশ নাহবীগণ الضاربُك তে ইযাফতের প্রবক্তা নন। তারা 'আলিফ-লাম' এর অর্থ করেন الذي । আর كاف মাফউল হওয়ার ভিত্তিতে নসবযুক্ত করেন। সুতরাং এদের কথা অনুযায়ী ইসতেদলাল শুদ্ধ নয়। আর যারা এতে ইযাফতের তরকীব করেন তারা الضاربُك কে ضاربُك এর উপর হামল করেন। আর ضاربُك তে যমীর সংযুক্ত হওয়ার কারণে তানবীন বিলুপ্ত হয়েছে, ইযাফতের কারণে নয়।

ব্যাখ্যা : নাহবীগণ যখন আলিফ-লাম মুক্ত ইসমে ফায়েল, ইসমে মাফউলের সম্পর্ক তার মাফউলের সাথে করেন আর সেই মাফউলটা যমীরে মুত্তাসিল হয় তখন তারা আবশ্যিকভাবে ইযাফত করেন। এদিকে লক্ষ করেন না যে, সহজতা হচ্ছে কি-না ? তাই তারা ضاربُك কে শুদ্ধ বলেন। যদিও তাতে কোনো তাখফীফ হয় নি, যা কিছু হয়েছে তা ইযাফতের কারণে নয় বরং যমীর যুক্ত হওয়ার কারণে।

তারা যখন ضاربُك কে শুদ্ধ জ্ঞান করলেন তখন الضاربُك কে তার উপর হামল করে দিয়েছেন। কারণ উভয় বাক্য সমগোত্রীয়। উভয়ই ইসমে ফায়েল, যমীরের দিকে ইযাফত হয়েছে।

অনুবাদ

আর ইযাফত : হয়তো لام অর্থে হবে মুযাফের জিন্স ও ظرف ব্যতীত অন্য স্থানে, অথবা من অর্থে হবে মুযাফের জিন্সের ক্ষেত্রে, অথবা في অর্থে হবে ظرف হলে। আর এর ব্যবহার কম। ইযাফত মারেফার ফায়েদা দেয় মারেফার সাথে (দিকে হলে) আর তাখসিস তথা সদস্য হ্রাসের ফায়েদা দেয় নাকেরার সাথে (দিকে হলে)। ইযাফতে معنوي এর জন্য শর্ত হল মুযাফকে تعريف (আলিফ-লাম) থেকে মুক্ত করা। আর ঐ তারকীব যা কোফাবাসীগণ বৈধ

বলেছেন অর্থাৎ الثلاثة الأثواب এবং এই ধরনের অন্যান্য সংখ্যা : তা দুর্বল। আর ইযাফতে لفظي হল : মুযাফ এমন সিফতের সিগাহ হওয়া যা তার معمول এর দিকে ইযাফত হয়।

ইযাফতে লফজী দ্বারা শুধু উচ্চারণে সহজতার উপকার হয়। তাই ১. مررت برجلٍ حسنِ الوجهِ বাক্যটি শুদ্ধ। (কেননা ইযাফতের কারণে তাখফীফ হয়েছে।) আর مررتُ بزيدٍ حسنِ الوجهِ বাক্যটি শুদ্ধ নয়। (কেননা حسنِ الوجهِ তে ইযাফতে লফজী হয়েছে যা নাকেরার ফায়েদা দেয় তাই তা মারেফার সিফত হতে পারে না।) ২. আর الضاربا زيدٍ এবং الضاربو زيدٍ বাক্যগুলো শুদ্ধ। (কারণ, উভয় বাক্যে ইযাফতের কারণে نون বিলুপ্ত হয়ে সহজতা এসেছে।) আর الضاربُ زيدٍ বাক্যটি শুদ্ধ নয়। (কেননা এতে ইযাফতের কারণে কোনো সহজতা হয় নি) .ফর্‌রা নাহবীর বিপরীত। (তিনি الضاربُ زيد বাক্যটি শুদ্ধ বলেন এবং الواهبُ المائةِ الهجانِ و عبدِها দ্বারা দলিল পেশ করেন।) এই ইসতেদলাল বা এই তারকীবটি দুর্বল। (এটা ফর্‌রার দলীলের উত্তর) الضاربُ الرجلِ বলা শুদ্ধ হয়েছে শুধু الحسنِ الوجهِ এর উত্তম সূরতের উপর হামল করার কারণে। আর শুদ্ধ আছে الضاربُك এবং তার অনুরূপগুলো, তার মতানুযায়ী যিনি বলেন- ইহা মুযাফ, ضاربُك এর উপর হামল করার কারণে।

[قاعدة] و لا يضافُ موصوفٌ إلى صفةٍ، و لا صفةٌ إلى موصوفها. (١)

و مثلُ : مسجدُ الجامعِ، و جانبُ الغربيِّ، و صلاةُ الأولى، و بقْلةُ الحمقاءِ : متأوَّل. و مثلُ : جرْدُ قَطِيفةٍ، و أخلاقُ ثيابٍ : متأوَّلٌ.

[قاعدة] ولا يضافُ اسم مماثلٌ للمضافِ إليه في العموم والخصوص، كلَيْثٍ و أسدٍ و حَبْسٍ و منعٍ، لعدم الفائدة، بخلاف : " كُلُّ الدراهم " و "عين الشيئ" فإنه يختصُّ به، و قولُهم : "سعيدُ كُرْزٍ" متأوَّلٌ. (٢)

১. **কায়েদা :** সিফতের দিকে মওসূফের ইযাফতে معنوي হয় না। কেননা সিফত মূলত মওসূফ-ই। আর মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহির মাঝে বৈপরীত্ব হওয়া আবশ্যক। এমনিভাবে মওসূফের দিকে সিফতের ইযাফত হয় না। তার কারণও সেটিই যে, নিজকে অপর দ্বারা পরিবর্তন করতে হয়। কথাবার্তা এই ধরনের যে ইযাফতগুলো পাওয়া যায় সেগুলোতে তাবিল করা হয়। ক. مسجد الجامع তে সিফতের দিকে মওসূফের ইযাফত করা হয়েছে। তার তাবীল হল مسجد الوقت الجامع খ. جانب الغَرْبِيِّ (১) অর্থাৎ جانب المكان الغربي গ. صلاةُ الأولى অর্থাৎ صلاةُ الوقتِ الأولى ঘ. بقلةُ الحَمْقَاءِ অর্থাৎ بقلةُ الحَبَّةِ الحَمْقَاءِ

আর جردُ قطيفةٍ (পুরাতন চাদর) এবং أخلاقُ ثيابٍ (পুরাতন কাপড়) বাক্যে মওসূফের দিকে সিফতের ইযাফত করা হয়েছে। কিন্তু ইহা مقلوبي তথা 'আগ-পাছকৃত' বাক্য, মূলত ইহা মুরাক্কাবে তাওসিফী جردٌ قطيفةٌ এবং ثيابٌ أخلاقٌ । অতঃপর সিফতকে পূর্বে এনে ইযাফত করার দ্বারা বাক্যটি হালকা হয়েছে, তবে অর্থের বিবেচনায় মুরাক্কাবে তাওসিফীর অর্থই অবশিষ্ট আছে।

২. **কায়েদা :** এমন দু'টি ইসম যা ব্যাপকতা ও নির্দিষ্টতার দিকে এক পর্যায়ের হয়, তার একটি অপরটির দিকে ইযাফত হয় না, কেননা সে ইযাফতের কোনো ফায়েদা নেই।(মারেফার ফায়েদাও দেয় না, তাখসিসের ফায়েদাও দেয় না।) যেমন : ليث এবং أسدٌ (বস্তুর উদাহরণ), حبسٌ এবং منعٌ (অর্থের উদাহরণ)। তবে عين الشيئ এবং كل الدراهم শুদ্ধ। কারণ ইযাফতের পূর্বে كلّ টি দিরহাম-দিনার উভয়ে ব্যপৃত ছিল। আর عينٌ অস্তিত্ব-অনস্তিতের মাঝে বরাবর ছিল। ইযাফতের পর তাতে তাখসীস হয়েছে। যদি কোনো ব্যক্তির নামকে তার উপনামের দিকে ইযাফত করা হয়, যেমন : سعيدُ كُرْزٍ (ঐ সাইদ এসেছে যার লকব হল কুরজ, তার তাবীল হল جاء سعيدٌ ملقَّبٌ بكُرز সুতরাং মুযাফ দ্বারা উদ্দেশ্য হল সত্তা আর মুযাফ ইলাইহি দ্বারা উদ্দেশ্য হল স্বয়ং শব্দটি। তাই বৈপরীত্ব হয়েছে।

---

১. সূরা কাসাস, আয়াত নং : ৪৪

অনুবাদ

কোনো মওসূফকে সিফতের দিকে ইযাফত করা যায় না এবং কোনো সিফতকে তার মওসূফের দিকে ইযাফত করা যায় না। আর مسجد الجامع , جانب الغربي জাতীয় বাক্যে তাবিল করা হয়। আর بقلة الحمقاء এবং صلاة الأولى , جردُ قطيفة, أخلاقُ ثيابٍ এজাতীয় বাক্যগুলোতে তাবিল করা হয়। ইযাফত করা যায় না এমন ইসমকে যা ব্যাপকতা ও নির্দিষ্টতার দিকে মুযাফ ইলাইহির বরাবর যেমন : ليث এবং أسدٌ , حبسٌ এবং منعٌ , ইযাফত উপকারী না হওয়ার কারণে। তবে عين الشيئ ও كل الدراهمِ শুদ্ধ। কারণ كلّ ও عينٌ -এর প্রতিটি الدراهمِ এবং الشيئ এর কারণে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। আরবদের কথা سعيدُ كُرْزٍ তাবীলকৃত।

[قاعدة] و إذا أضيف :

[الف] الاسم الصحيح، أو الملحقُ به : إلى ياء المتكلم : كُسِرَ آخرُهُ، و الـ مفتوحةٌ ، أو ساكنةٌ.

[ب] فإنْ كان آخرُه الفاً : تُثْبتُ ، و هُذَيْلٌ : تَقْلِبُها - لغير التثنية- ياءً.

[ج] و إنْ كان ياءً أُدغِمتْ.

[د] وإنْ كان واوا : قُلِبَتْ ياءً، و أُدغِمتْ.

و فُتِحَتِ الياءُ للساكنَينِ.

কায়েদা : (ক) যখন সহিহ ইসম বা সহির স্থলাভিষিক্ত কোনো ইসমকে يائے متكلم এর দিকে ইযাফত করা হয় তখন ইসমের শেষে ي 'র খাতিরে কাসরা দেয়া হবে আর يائے متكلم কে ফাতাহ বা সাকিন যুক্ত করা হবে, যেমন : دلوِيْ , ظبيِيَ ,كتابِيْ (নাহবীদের নিকট সহিহ হল ঐ ইসম যার শেষে হরফে ইল্লত হয় না। আর সহির মুলহাক হল ঐ ইসম যার শেষে واو বা يا হয় ও তার পূর্বে সাকিন হয় যেমন : ظَبْيٌ ও دلْوٌ ।

(খ) আর যদি ইসমের শেষে আলিফ হয় তাহলে তা বহাল রাখা হবে, চাই তা দ্বি-বচনের আলিফ হোক কিংবা অন্য কোনো আলিফ যেমন : غلامايَ, عصايَ এবং رَحَايَ আর হুযাইল গোত্রের লোকেরা দ্বি-বচনের আলিফ ছাড়া অন্য আলিফকে ইয়া দ্বারা পরিবর্তন করে متكلم يائے এ ইদগাম করে। তারা বলে- رحيَّ, عصيَّ

(গ) যদি ইসমের শেষে ي হয় তাহলে متكلم يائے -এ ইদগাম করা হবে। চাই তা দ্বিবচনের ي হোক কিংবা বহুবচনের ي হোক যেমন : مسْلِمَيْنِ থেকে مسلميَّ আর مسلمِيْن থেকেও مسْلِمِيَّ আর দুই সাকিন একত্রিত হওয়ায় متكلم يائے -এ ফাতাহ দেয়া হবে।

(ঘ) যদি ইসমের শেষে واو হয় তাহলে তাকে متكلم يائے -এ ইদগাম করা হবে যেমন : مسلمون থেকে مسْلِمِيَّ কেননা যখন ي এর দিকে ইযাফত করা হবে তখন নূন ঝরে যাবে। অতঃপর واو কে ي দ্বারা পরিবর্তন করে তাতে ইদগাম করে দেয়া হবে আর দুই সাকিন একত্র হওয়ায় متكلم يائے -এ ফাতাহ দেয়া হবে।

অনুবাদ

[কায়েদা] আর যখন ইযাফত করা হবে : (ক) সহিহ ইসম বা সহির স্থলাভিষিক্ত কোনো ইসমকে متكلم يائے এর দিকে তাহলে ইসমের শেষে কাসরা দেয়া হবে আর ي ফাতাহ বা সাকিন হবে। (খ) আর যদি ইসমের শেষে আলিফ হয় তাহলে তাকে বহাল রাখা হবে আর দ্বিবচনের আলিফ ব্যতীত অন্যগুলোকে হুযাইল গোত্রের লোকেরা ইয়া দ্বারা পরিবর্তন করে। (গ) আর যদি ي হয় তাহলে ইদগাম করা হবে। (ঘ) আর যদি ইসমের শেষে واو হয় তাহলে তাকে ي দ্বারা পরিবর্তন করে ইদগাম করা হবে। আর ي তে ফাতাহ দেয়া হবে দুই সাকিনের কারণে।

[قاعدة] و أما الأسماءُ الستةُ :

[١-] فأخي، و أبي، أجازَ المبرِّدُ : أخِيَّ و أبِيَّ. (١)

[٢-] و تقول : حميْ، و هَنِي. (٢)

[٣-] ويقال : فيَّ - في الأكثر- و فمِيْ. (٣)

[قاعدة] إذا قُطِعَتْ : قيل : أخٌ و أبٌ و حمٌ و هنٌ و فمٌ : و فتح الفاءِ أفصح منهما. (٤)

[فاعدة] و جاء "حمٌ" مثلَ يدٍ، و خبْءٍ، و دلوٍ، و عصاً : مطلقاً. (٥)

[فائدة] و جاء "هنٌ" مثلَ يدٍ : مطلقاً. (٦)

[قائدة] و" ذو" لا يضاف إلى مضمرٍ؛ و لا يُقْطعُ. (٧)

ছয় ইসমের হুকুম

১. أَبٌ এর মূলরূপ أَبَوٌ আর أَخٌ এর মূলরূপ أَخَوٌ ছিল। শেষের واو একেবারে বিস্মৃত করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং যখন এগুলোকে ياءِ متكلم এর দিকে ইযাফত করা হবে তখন বলা হবে أَخِيْ, أَبِيْ বিলুপ্ত واو কে ফিরিয়ে আনা হবে না। নাহবী মুবার্‌রাদ বলেন – যদি বিলুপ্ত واو কে ফিরিয়ে ي তে ইদগাম করা হয় তাহলে তারও সুযোগ আছে বলা হবে أَخِيَّ, أَبِيَّ

২. حَمٌ এর মূলরূপ حَمَوٌ আর هنٌ ছিল هَنَوٌ শেষের واو কে একেবারে বিস্মৃত করে দেয়া হয়েছে। এগুলোকেও যখন ياءِ متكلم এর দিকে ইযাফত করা হবে তখন বিলুপ্ত واو ফিরে আসবে না। মহিলা বলবে- حَمِيْ (আমার দেবর), هَنِيْ (আমার লজ্জাস্থান)। এতে মুবার্‌রাদের মতানৈক্য নেই।

৩. فَمٌ এর মূলরূপ فُوْهٌ ছিল। " ه " একেবারে বিস্মৃত করে দেয়া হয়েছে এবং واو কে মিম দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। একে যখন ياءِ متكلم এর দিকে ইযাফত করা হবে তখন বিলুপ্ত " ه " ফিরে আসবে না। আর মিমকে

ي দ্বারা পরিবর্তন করে ইদগাম করা হবে। আর ف তে ي এর খাতিরে কাসরা দেয়া হবে। বলা হবে- فِيَّ (আমার মুখ), এটাই অধিক ব্যবহৃত। আর যদি মিমকে বহাল রেখে ইযাফত করা হয় তাহলে সেটাও শুদ্ধ আছে। বলা হবে- فَمِيْ (আমার মুখ)

৪. **কায়েদা :** যখন উল্লেখিত পাঁচটি ইসমকে ইযাফাত মুক্ত করা হবে তখন তাতে সাধারণভাবে হরকত দ্বারা ইরাব দেয়া হবে। فُمٌ এর ف তে যুম্মাহ, কাসরা, ফাতাহ সবই জায়েজ, তবে ফাতাহ অধিক উত্তম।

৫. **ফায়েদা :** حَمٌ কে চার ভাবে পড়া যায় (ক) يَدٌ এর মত حَمٌ, (খ) خَبْءٌ এর মত حَمْءٌ , (গ) دلْوٌ এর মত حَمْوٌ এবং (ঘ) عصا এর মত حَمَا , বলা হবে- هذا حَمٌ/ حَمْءٌ/ حَمْوٌ/ حما، رأيتُ حماً/ حمءً/ حمواً/ حماً، مررتُ بحمٍ/ بحمءٍ/ بحموٍ/ بحمَا

আর حَمٌ এর চার অবস্থা সাধারণভাবে প্রচলিত চাই ياے متكلم এর দিকে ইযাফত করা হোক বা অন্য দিকে বা ইযাফতই করা না হোক।

৬. هن ও ব্যাপকভাবে يَدٌ এর মত, চাই ياے متكلم এর দিকে ইযাফত করা হোক বা অন্য দিকে বা ইযাফতই করা না হোক।

৭. ছয় ইসমের একটি হল ذو । তার জন্য ইযাফত আবশ্যাম্ভাবী। কিন্তু তার ইযাফত শুধু ইসমে জিন্সের দিকে হয়, যেমন : ذو المالِ। যমীরের দিকে তার ইযাফত হয় না। (لا يُقْطَعُ অর্থাৎ ইযাফত মুক্ত করা হয় না।)

অনুবাদ

[কায়েদা] আর ছয়টি ইসম। ক. সুতরাং أَبِيْ، أَخِيْ আর সুযোগ রেখেছেন মুবার্‌রাদ أَبِيَّ, أَخِيَّ খ. আর মহিলা বলবে– حَمِيْ এবং هَنِيْ (আমার লজ্জাস্থান), গ. বলা হয় فِيَّ (আমার মুখ) অধিক ব্যবহারে এবং فِيْ (আমার মুখ)। **[কায়েদা]** যখন ইযাফাত মুক্ত করা হবে তখন বলা হবে أَخٌ، أَبٌ، حَمٌ، هَنٌ، এবং فُمٌ । فُمٌ এর ف তে ফাতাহ অধিক উত্তম অন্য দু'টির (যুম্মাহ, কাসরা)

তুলনায়। [ফায়েদা] حمٌ কে يَدٌ , خَبْءٌ , دلْوٌ , حَمْو এর মত পড়া যায় প্রত্যেক অবস্থায়। আর هن প্রত্যেক আবস্থায় يَدٌ এর মত। ذو কে যমীরের দিকে ইযাফত করা হয় না আবার ইযাফত মুক্তও করা হয় না|

: التوابع

كُلُّ ثانٍ باعراب سابقه من جهةٍ واحدةٍ.

(النَّعْت (١ [-١]

تابعٌ يدلُّ على معنى في متبوعه مطلقا.

وفائدته : تخصيصٌ أو توضيحٌ، وقد يكون لمجرّد الثناء أو الذّمّ أو التّوكيد، نحو : (نَفْخَةٌ واحِدَةٌ[1]) (٢)

[فائدة] ولا فصلَ بين أنْ يّكونَ مشتقًّا أو غيره اذا كان وضعُه لغرضِ المعنى : عموما مثل تميميٍّ وذى مالٍ، أو خصوصا مثل : مررتُ برجلٍ أيِّ رجلٍ وبهٰذا الرّجل وبزيدٍ هذا. (٣)

[قاعدة] وتُوصَف النكرةُ بالجملة الخبريّة، ويلزمُ الضّمير. (٤)

توابع এর বর্ণনা

تابع প্রত্যেক ঐ দ্বিতীয় ইসমকে বলা হয় যার উপর ঐ ইরাবই প্রয়োগ হয় যা প্রথম ইসমে প্রয়োগ হয়েছে আর ইরাবের কারণও এক হয়। আর প্রথম ইসমকে متبوع বলা হয়। توابع পাঁচটি যথা : نعت , تاكيد , بدل , معطوف এবং بحرف عطف بيان

১. نعت ঐ تابع যে মাওসূফের (অথবা তার সাথে সম্পর্কিত) কোনো জিনিসের ভাল বা মন্দ অবস্থা বর্ণনা করে। প্রথমটিকে صفت بحال موصوف বলা হয়

যেমন : جاءنى رجل عالم আর দ্বিতীয়টিকে صفت بحال متعلق موصوف বলা হয় যেমন : جاءنى رجل عالم ابوه (বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে)। আর مطلقا দ্বারা উদ্দেশ্য হল- সর্বাবস্থায় বুঝাবে, শুধু বিশেষ সময় বা বিশেষ ক্ষেত্রে বুঝাবে, এমন নয়।

২. চারটি উদ্দেশ্যে نعت বা সিফত আনা হয় (ক) নাকেরার সিফাত হলে তাখসীস বা বিশেষত্ব বুঝায়, যেমন : جاءنى رجلٌ عالمٌ (খ) মারেফার সিফাত হলে توضيح তথা স্পষ্টতা বুঝায়, যেমন : جاءنى زيدٌ الظريفُ , (গ) কখনো শুধুমাত্র প্রশংসা বা নিন্দা বুঝানোর জন্য نعت বা সিফত আনা হয়, যেমন : بسم الله الرحمٰن الرحيم ও أعوذُ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم , (ঘ) কখনো শুধুমাত্র তাকীদের জন্য نعت বা সিফত আনা হয়, যেমন : (২) نفْخَةٌ وَاحِدَة আয়াতাংশে نفْخَة এর تاء টি وحدت এর জন্য, যা 'একবার' বুঝায় আর তার সিফাত وَاحِدَة এই অর্থেরই তাকীদ করেছে।

৩. অনেকে মনে করেন نعت হওয়ার জন্য مشتق হওয়া জরুরী। যদি মুশতাক না হয় তাহলে তাবীল করে তাকে মুশতাক বানাতে হবে। মুসান্নিফ রহ. এদের মত খন্ডন করে বলেন- نعت হওয়ার ক্ষেত্রে শব্দটি مشتق হওয়া বা না হওয়ার কোনো ভূমিকা নেই। তবে শর্ত হল, শব্দটির গঠন সে অর্থ বুঝানোর জন্য হতে হবে যা متبوع তে পাওয়া যায়, হয়তো উমুমীভাবে বুঝাবে অর্থাৎ সকল ব্যবহারেই (متبوع এর মধ্যকার অর্থ) বুঝাবে যেমন : تميمي এটি সর্বদা এমন সত্তাকে বুঝায় যে বনূ তামীম গোত্রের অন্তর্ভূক্ত, আর ذُوْ مالٍ সর্বদা সে ব্যক্তিকে বুঝায়, যে সম্পদশালী।

অথবা খুসূসীভাবে বুঝাবে অর্থাৎ ক্ষেত্র বিশেষ সে অর্থ বুঝাবে যা متبوع তে পাওয়া যায়, যেমন : مَرَرْتُ بِرَجُلٍ اَيِّ رَجُلٍ এতে اَيِّ رَجُلٍ পৌরুষত্বের

---

২. সূরা আল-হাক্কাহ, আয়াত নং : ১৩

পূর্ণতা বুঝাচ্ছে, (যে অর্থ متبوع তে রয়েছে) তাই তা সিফত হওয়া ঠিক আছে। এমনিভাবে مَرَرْتُ بِهٰذا الرَّجُلِ তে هذا অস্পষ্ট সত্তাকে বুঝায়, আর الرَّجُلِ বুঝায় নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে। আর নির্দিষ্ট সত্তার বিশেষত্ব (অস্পষ্ট সত্তা) متبوع তে বিদ্যমান, তাই তা সিফাত হওয়া শুদ্ধ হয়েছে। তেমনিভাবে مرَرْتُ بِزَيْدٍ هٰذا বাক্যের هٰذا -এর অর্থ زَيْد এ বিদ্যমান, তাই এটা সিফাত হওয়া শুদ্ধ হয়েছে।

অবশ্য مَرَرْتُ بِهٰذا زَيْد বলা ঠিক নয় (১)। কারণ এমতাবস্থায় মাওসূফ তার সিফাত অপেক্ষা নিম্নমানের হওয়া আবশ্যক হবে।

৪. **কায়েদা :** جمله خبريه নাকেরার সিফাত হতে পারে (তবে جمله أنشائيه সিফাত হতে পারে না)। তখন মওসূফের সাথে সম্পর্ক করার জন্য جمله তে যমীর থাকা আবশ্যক, যেমন : جاءنى رجُلٌ أبُوه قَائِمٌ

অনুবাদ

توابع এর বর্ণনা

تابع প্রত্যেক ঐ দ্বিতীয় ইসম যা তার পূর্ববর্তী ইসমের ইরাব গ্রহণ করে, একই কারণে।

(১) نعت এর বর্ণনা

نعت ঐ تابع যে এমন অর্থ বুঝায় যা তার متبوع তে রয়েছে, সর্বাবস্থায়। আর نعت এর ফায়েদা হল : تخصيص (বিশেষত্ব) অথবা توضيح (স্পষ্টতা)। আবার কখনো শুধু প্রশংসা বা নিন্দা অথবা তাকীদের জন্য আসে যেমন : نُفْخَةٌ وَاحِدَةٌ (মাত্র একটি ফুৎকার)। **[ফায়েদা]** আর এতে কোনো পার্থক্য নেই যে, نا'ত مشتق এর সীগা হবে বা غير مشتق এর সীগা, যখন হবে তার গঠন সিফাতী অর্থের উদ্দেশ্যে ব্যপকভাবে, যেমন : تَمِيْمِيّ ও ذو مَال অথবা

---

১. এখানে সিফাত-মওসূফের তরকীব শুদ্ধ নয়। বরং বদল-মুবদাল মিনহুর তরকীব হবে। [মু]

বিশেষভাবে যেমন : مَرَرْتُ بِرَجُلٍ اَيِّ رَجُلٍ وَبِهٰذا الرَّجُلِ وَبِزَيْدٍ هذا [কায়েদা] আর নাকেরার সিফাত আনা যায় জুমলায়ে খবরিয়্যার দ্বারা এবং যমীর আনা আবশ্যক।

[قاعدة] و يُوصف بحالِ الموصُوف، و بحالِ متعلِّقِه، نحوُ : مررْتُ برجُلٍ حسَنٍ غلامُه.(১)

فالأوّل : يتبَعُه في الإعراب، و التعريفِ و التنكيرِ، و الإفرادِ و التثنيَةِ و الجمْعِ، و التذكِيْرِو التأنِيْثِ.

الثاني : يتبَعُه في الخمسَةَ الأوَلِ و في البواقي كالفعل.

و من ثَمَّ : حسُن : " قام رجلٌ قاعدٌ غلمانُه" و ضعُف : " قاعدون غلمانُه" و يجوزُ : " قعودٌ غلمانُه "

১. **কায়েদা :** সিফাত কখনো মাওসূফের অবস্থা (দূষ-গুণ ইত্যাদি) বর্ণনা করে আবার কখনো মাওসূফের সাথে সম্পৃক্ত কোনো বস্তুর অবস্থা বর্ণনা করে, যেমন : جاءنى رجل عالم এতে عالم সিফাত, সে তার মাওসূফ رجل এর অবস্থা বুঝাচ্ছে। আর مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنٍ غُلامهُ এর মধ্যে حَسَنٍ غُلامهُ সিফাতটি رجل মাওসূফের গোলামের অবস্থা বর্ণনা করছে। প্রথমটিকে صفت بحال আর দ্বিতীয়টিকে صفت بحال متعلق موصوف বলা হয়। صفت بحال موصوف দশটি বিষয়ে মাওসূফের অনুগামী হয়। তবে এক সাথে সেগুলোর চারটি বিদ্যমান থাকে (২)। সে দশটি বিষয় হল –

১-২. মা'রেফা বা নাকেরা হওয়া।

৩-৪. মুযাক্কার বা মুয়ান্নাস হওয়া।

৫-৬-৭.একবচন বা দ্বিবচন বা বহুবচন হওয়া।

৮-৯-১০. মারফূ বা মানসূব বা মাজরুর হওয়া।

(প্রথম দু'টি থেকে যে কোনো একটি, দ্বিতীয় দু'টি থেকে যে কোনো একটি, তৃতীয় তিনটি থেকে যে কোনো একটি ও চতুর্থ তিনটি থেকে যে কোনো এক

---

২. অর্থাৎ চার প্রকারের দশটি বিষয়। আর প্রত্যেক প্রকার থেকে একটি করে যে কোনো চারটি বিষয়ে সিফত মাওসূফের অনুগামী হয়। সহজে মনে রাখার জন্য বলা যায় 'দশের চার'। [মু]

এই মোট দশটি বিষয় থেকে চারটি বিষয়ে সিফত মাওসূফের অনুগামী হয়।)

আর صفت بحال متعلق موصوف পাঁচটি বিষয়ে মাওসূফের অনুগামী হয়। তবে একই সময় এগুলোর দু'টি বিষয় পাওয়া যায়। সে পাঁচটি বিষয় হল :

১-২. তা'রীফ, তানকীর,

৩-৪-৫. রফা, নসব, জর।

বাকী পাঁচ বিষয়ে সিফাতের অবস্থা ফেয়েল-ফায়েল এর মধ্যকার অবস্থার অনুরূপ হয়। অর্থাৎ ফায়েল হিসেবে ফেয়েলের যেসব অবস্থা হয় (বচন ও লিঙ্গের ক্ষেত্রে) সে অবস্থাই সিফাতের হবে তার ফায়েল অনুযায়ী, যেমন : جَاءَتْنِيْ امرأَةٌ قَائِمٌ أَبُوْهَا ও جَاءَنِي رَجُلٌ قَائِمٌ أَبُوْهُ

জ্ঞাতব্য : যেহেতু صفت بحال متعلق موصوف বাকি পাঁচ বিষয়ে ফেয়েলের অনুরূপ তাই قَامَ رَجُلٌ قَاعِدٌ غِلْمَانُهُ উত্তম তারকীব, কারণ رجل একবচন আর তার সিফাত قاعد একবচন। আর جاء رجل قاعدون غلمانه দুর্বল তারকীব, কারণ এতে (বচনের দিক থেকে) মাওসূফের লক্ষ্য রাখা হয় নি, বরং غلمانه এর লক্ষ্য করা হয়েছে। অবশ্য جاء رجل قعود غلمانه তারকীবটি শুদ্ধ, উত্তমও নয় আবার দুর্বলও নয়। কারণ قعود শব্দটি جمع مكسر আর جمع مكسر মুফরাদের হুকুমে।

অনুবাদ

[কায়েদা] আর সিফাত আনা হয় মাওসূফের অবস্থার সাথে এবং মাওসূফের সাথে সম্পৃক্ত কোনো জিনিসের অবস্থার সাথে, যেমন : مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنٍ غُلَامُهُ (আমি এমন পুরুষের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি, যার গোলাম ভাল)। সুতরাং প্রথম প্রকার সিফাত ইরাব, তা'রীফ-তানকীর, একবচন-দ্বিবচন-বহুবচন, মুযাক্কার-মুয়ান্নাছে মাওসূফের অনুসরণ করবে। আর দ্বিতীয় প্রকার সিফাত মাওসূফের অনুসরণ করবে প্রথম পাঁচটিতে আর অবশিষ্টগুলোতে ফেয়েলের ন্যায় হবে। এ কারণেই قَامَ رَجُلٌ قَاعِدٌ غِلْمَانُهُ উত্তম তারকীব, قَاعِدُوْنَ غِلْمَانُهُ দুর্বল এবং قُعُوْدٌ غِلْمَانُهُ জায়েয তারকীব ।

[قاعدة] والمضمَرُ لا يُوْصَف، ولا يُوْصَف به. (١)

[قاعدة] والموصوفُ أخصُّ، أوْ مساوٍ : ومِنْ ثَمّ لمْ يُوْصَف ذو اللّام إلاّ بمثله، او بالمضاف الى مثله. (٢)

[فائدة] وإنّما التُزِمَ وصفُ بابِ : "هذا" بذي اللام : للابهام.

ومِنْ ثَمّ ضعُف : " مررتُ بهذا الأبيض " وحسُنَ : " بهذا العالِم". (٣)

১. **কায়েদা :** যমীর মাওসূফও হয় না, সিফাতও হয় না। মাওসূফ না হওয়ার কারণ হল- মুতাকাল্লিম ও মুখাতবের যমীর হল اعرف المعارف আর (মারেফার) সিফাত আনার উদ্দেশ্য হল توضيح তথা স্পষ্ট করা। আর এই দুই প্রকার যমীর নিজেই সর্বাধিক স্পষ্ট হওয়ার করণে সিফত দ্বারা স্পষ্ট হওয়া থেকে অমুখাপেক্ষী (তাই মাওসূফ হয় না)। আর গায়েবের যমীর বাবের সামঞ্জস্য রক্ষার্থে মাওসূফ হতে পারে না। আর সিফত না হওয়ার কারণ হল- যমীর শুধু সত্তাকে বুঝায়, সত্তার অবস্থা বুঝায় না।

২. **কায়েদা :** মাওসূফ সিফাত অপেক্ষা اخص বা مساوي হওয়া উচিত। যাতে معرف باللام এর উপর متبوع এর প্রাধান্যতা আবশ্যক না হয়। তাই معرف باللام এর সিফাত معرف باللام হবে অথবা এমন ইসম হবে যা معرف باللام এর দিকে মুযাফ হয়েছে, যেমন : جاءنى الرجل العالم ও جاءنى الرجل صاحب الفرس কেননা معرف باللام মারেফার প্রকারগুলোর মধ্যে নিম্ন শ্রেণীর। সুতরাং তার সিফাত যদি অন্য মারেফ দ্বারা আনা হয়, তাহলে متبوع এর উপর تابع এর প্রাধান্যতা আবশ্যক হয় যাবে (আর তা বৈধ নয়)। আর معرف باللام এবং مضاف الى معرف باللام উভয়টি মারেফার মানদন্ডে সমান, তাই এগুলো দ্বারা সিফাত আনা যাবে।

৩. **ফায়েদা :** معرف باللام এর সিফাত معرف باللام দ্বারাও আসে এবং مضاف الى معرف باللام দ্বারাও আসে। তবে ইসমে ইশারার সিফাত শুধু

معرف باللام দ্বারা আসে, مضاف الى معرف باللام আসে না। কেননা هذا তে ابهام বা অস্পষ্টতা থাকে, معرف باللام এ অস্পষ্টতাকে দূর করতে পারে। আর যে ইসম معرف باللام এর দিকে মুযাফ হয়, স্বয়ং তাতে (ইযাফতের পূর্বে) ابهام বা অস্পষ্টতা থাকে যা ইয়াফতের মাধ্যমে দূর হয়, তাহলে সে অন্যের অস্পষ্টতা কিভাবে দূর করবে ? বরং معرف باللام দ্বারাও যদি ইসমে ইশারার অস্পষ্টতা সম্পূর্নরূপে দূর না হয় তাহলে তাকেও সিফাত বানানো দুর্বল, যেমন : مَرَرْتُ بِهَذا الأَبيَضِ এ বাক্যে জানা নেই যে, ابيض কে ? মানুষ না-কি প্রাণী অন্য কোন জিনিস ? তবে যদি ابهام তথা অস্পষ্টতা দূর হয়ে যায় তাহলে সিফাত বানানো শুদ্ধ, যেমন : مَرَرْتُ بِهَذا الْعالِمِ এ বাক্যে العالم শব্দ সম্পূর্ণরূপে অস্পষ্টতা দূর করে দিয়েছে যে, এটি মানুষ এবং সম্মানিত ব্যক্তি।

অনুবাদ

[কায়েদা] আর যমীরকে মাওসূফ বানানো যায় না এবং তার দ্বারা সিফাতও আনা যায় না। **[কায়েদা]** মাওসূফ সিফাত হতে اخص অথবা مساوي হয়, এ কারণেই معرف باللام এর সিফাত আনা হয় না তবে তার অনুরূপ দ্বারা, বা তার অনুরূপের প্রতি মুযাফ দ্বারা। **[ফায়েদা]** هَذا অধ্যায় তথা ইসমে ইশারার সিফাতের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে معرف باللام এর সাথে, (ইসমে ইশারাতে) অস্পষ্টতা থাকার কারণে। আর এ কারণেই দুর্বল مَرَرْتُ بِهَذا الأَبيَضِ এবং উত্তম مَرَرْتُ بِهَذا الْعالِمِ

العطف [-٢]

تابعٌ مقصودٌ بالنِّسبة مع متبوعه، يتوسَّط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة، وسيأتي، مثل : قام زيدٌ وعمروٌ.

[قاعدة] وإذا عُطِف على المرفوعِ المتّصل : أُكِّد بمنفَصلٍ، مثل : "ضربتُ أنَا وزيدٌ" إلاّ ان يَّقع فصلٌ : فيجوز تركُه، مثل : " ضربتُ اليومَ وزيدٌ". (١)

[قاعدة] و إذا عُطِفَ على الضَّميرِ المجرورِ : أعيدَ الخافضُ، نحو : "مررتُ بك وبزيدٍ". (٢)

[قاعدة] والمعطوفُ في حكمِ المعطوفِ عليه، ومِنْ ثَمَّ لم يجُزْ في : "ما زيدٌ بقائمٍ- أو قائما- ولا ذاهِبٌ عمروٌ" الاّ الرّفعُ. (٣)

[فائدة] وإنَّما جاز : "الّذي يَطِير فيغضبُ زيدٌ الذّبابُ " : لأنَّها فاء السَّببيَّة.(٤)

[قاعدة] واذا عُطِفَ على عاملَيْن مختلفين : لم يجُزْ، خلافا للفرَّاء إلاّ في نحوِ : " في الدار زيدٌ والحجرةِ عمروٌ" خلافا لسيبويه. (٥)

عطف এর বর্ণনা

عطف (মা'তূফ) ঐ تابع যেটি নিসবতে তার متبوع এর সাথে উদ্দেশ্য হয় অর্থাৎ নিসবত দ্বারা تابع ও متبوع উভয়টি উদ্দেশ্য হয়, যেমন : جاء زيد وعمرو এ বাক্যে আসার নিসবত معطوف عليه ও معطوف উভয়ের দিকে হয়েছে।

معطوف ও معطوف عليه এর মাঝখানে দশটি হরফে আতফের কোন একটি হরফ থাকা জরুরী। (হুরূফে আতফ -এর আলোচনা হুরূফের বহছে আসবে।)

১. **কায়েদা :** ضمير مرفوع متصل এর উপর আতফ করার জন্য فصل তথা পৃথকীকরণ জরুরী। এই فصل যমীরে মুনফাসিল দ্বারাও হতে পারে বা অন্য কিছু দ্বারাও হতে পারে, যেমন : ضَرَبْتُ اَنَا وَزَيْدٌ আমি এবং যায়েদ প্রহার করেছি। ضَرَبْتُ الْيَوْمَ وَزَيْدٌ আজ আমি এবং যায়েদ প্রহার করেছি।

২. কায়েদা : ضمير مجرور এর উপর আতফ করার জন্য حرف جر কে পুনরায় উল্লেখ করা জরুরী, যেমন : مَرَرْتُ بِكَ وَبِزَيْد। আর যদি যমীর মুযাফের কারণে مجرور হয়, তাহলে আতফ করার সময় মুযাফকে পুনরায় উল্লেখ করা আবশ্যক, যেমন : نَزَلَ زَيْدٌ فِي بَيْتِي وبَيْتِ خالِدٍ

৩. কায়েদা : মাতোফ معطوف عليه এর হুকুমে থাকে, অর্থাৎ যে বিষয় معطوف عليه তে বৈধ বা অবৈধ, তা معطوف -এও বৈধ বা অবৈধ, যেমন:

مَا زَيْدٌ قَائِمًا وَلا ذَاهِبٌ عَمْرو ও زَيْدٌ بِقَائِمٍ وَلا ذَاهِبٌ عَمْرٌو

এই বাক্যদ্বয়ের ذَاهِبٌ এ শুধু রফা জায়েয, জর ও নসব জায়েয নয়। কারণ জর বা নসবের সুরতে তার আতফ হবে قَائِمٍ বা قائما এর উপর এবং তা زيد এর খবর হবে, যেরূপ معطوف عليه এর মধ্যে زيد এর খবর হয়েছে, আর তা অসম্ভব। কারণ معطوف عليه : قائم এ যমীর রয়েছে যা زيد এর দিকে ফিরে, আর মা'তূফ ذَاهِبٌ এর মধ্যে এমন কোন যমীর নেই যা যায়েদের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। এজন্য ذاهب শব্দটি زيد এর খবর হতে পারে না। সুতরাং ذاهب কে খবরে মুকাদ্দাম আর عمرو কে মুবতাদায়ে মুআখখার বানানো জরুরী। তাই জুমলার আতফ জুমলার উপর হবে ।

ফায়েদা : ইহা উপরে বর্ণিত কায়েদার উপর উত্থাপিত একটি প্রশ্নের উত্তর। আরবগণ বলেন- الَّذِيْ يَطِيرُ فيَغْضَبُ زَيْدٌ الذُّبَابُ সে জিনিস যা উড়ার ফলে যায়েদের রাগ আসে তা হল মাছি। এতে الذى মাওসূল, يطير মাতোফ আলাইহি, তার যমীর প্রত্যাবর্তনশীল الذى এর দিকে, فاء হরফে আতফ আর يغضب মাতোফ। অথচ يغضب তে الذى এর দিকে প্রত্যাবর্তনশীল কোন যমীর নেই [যেহেতু তার ফায়েল ইসমে যাহের]। তথাপি এ তারকীবটি সঠিক হল কিভাবে? উত্তর হলো- উল্লেখিত فاء

আতফের জন্য নয়, বরং সববের জন্য। আর কায়েদাটি ছিল আতফের ক্ষেত্রে, فاء سببية এর ক্ষেত্রে নয়।

৫.কায়েদা : দু'টি ভিন্ন ভিন্ন আমেলের দুই মা'মূলের উপর জমহুর নাহবীদের মতে আতফ করা জায়েয নয়, চাই সে দু'টির ইরাব এক হোক বা ভিন্ন, যেমন : انّ زيداً ضَرَبَ عَمْرًوا وبكرًا خالدًا। এতে بكرًا এর আতফ হয়েছে زيدا এর উপর, যা انّ এর ইসম। আর خالدا এর আতফ হয়েছে عمروا এর উপর, যা ضَرَبَ এর মাফউল, অথচ হরফে আতফ একটি। জমহুর নাহবীদের মতে এটি জায়েয নয়।

নাহবী ফাররা মতবিরোধ করে এই আতফকে জায়েয বলেন। তিনি فِي الدارِ زَيْدٌ وَالْحُجْرَةِ عَمْرٌو দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। এতে الدارِ এর আমেল হল فِي এবং زيد এর আমেল হল ইবতেদা। আর الْحُجْرَةِ এর আতফ হয়েছে الدار এর উপর এবং عَمْرٌو এর আতফ زَيْدٌ এর উপর।

(উত্তর) এই উদাহরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, প্রথম মা'মূলটি মাজরূর হবে এবং দ্বিতীয়টি হবে মারফূ বা মানসূব, এটাকে জুমহূর নাবহীগণ খেলাফে কিয়াস জায়েয বলেন। তবে ইমাম সীবওয়াইহি এটাও না-জায়েয বলেন। তিনি الْحُجْرَةِ এর পূর্বে فِي উহ্য ধরেন এবং জুমলার আতফ জুমলার উপর করেন।

অনুবাদ

২. عطف ঐ تابع যেটি নিসবত দ্বারা উদ্দেশ্য হয় তার متبوع এর সাথে। তার এবং متبوع এর মাঝে আসে দশটি হরফে আতফের মধ্য থেকে কোনো একটি। শ্রীঘ্রই তার আলোচনা আসবে, যেমন : قَامَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو [কায়েদা] আর যখন ضمير مرفوع متصل এর উপর আতফ করা হবে তখন যমীরে মুনফসিল দ্বারা তখন তাকীদ আনা হবে, যেমন : ضَرَبْتُ اَنَا وَزَيْدٌ। আর যদি কোন فصل এসে যায়, তাহলে তাকীদ বর্জন করা জায়েয, যেমন : ضَرَبْتُ الْيَوْمَ وَزَيْد [কায়েদা] আর যখন যমীরে মাজরূরের উপর আতফ করা হবে, তখন

হরফে জরকে পুনরায় উল্লেখ করা হবে, যেমন : مَرَرْتُ بِكَ وَبِزَيْدٍ [কায়েদা] আর مَا زَيْدٌ قَائِمًا وَلَا ذَاهِبٌ মাতোফ عليه معطوف এর হুকুমে থাকে। এ কারণেই مَا زَيْدٌ بِقَائِمٍ وَلَا ذَاهِبٌ عَمْرٌو (এতে) জায়েয নয় তবে শুধু রফা। عَمْرٌو বা [কায়েদা] আর الَّذِيْ يَطِيرُ فَيَغْضَبُ زَيْدٌ الذُّبَابُ জায়েয। কারণ এতে فاء সববের জন্য এসেছে। [কায়েদা] আর যখন ভিন্ন ভিন্ন টি আমেলের উপর আতফ করা হবে, তা জায়েয নয়। এতে ফাররা মতানৈক্য করেন তবে فِيْ الدارِ زَيْدٌ وَالْحُجْرَةِ জাতীয় উদাহরণে, সীবহওয়াইহির বিপরীত। عَمْرٌو

التّاكيد [-٣]

تابعٌ يُقرِّر أمرَ المتبوع : في النّسبة، أو في الشّمول.

وهو: لفظيٌّ ومعنويٌّ : (١)

فاللفظيُّ : تكرير اللفظ الأول، نحو : جاءنى زيدٌ زيدٌ، ويجري في الألْفاظِ كلِّها.

والمعنويُّ بألفاظٍ محصورةٍ :

وهى نفسُه، وعينه، وكلاهما، وكلّه، وأجمع، وأكتع، وأبتع، وأبصع. فالأوّلان يعُمَّان : باختلاف صيغتِهما وضميرِهما، تقول : نفسُه ونفسُها وأنفسُهما وأنفسُهم وأنفسُهن.

والثّانى : للمثنى ، تقول : كلاهما، وكلتاهما.

والباقى : لغير المثنى : باختلاف الضّمير: في كلِّه وكلِّها وكلِّهم وكلِّهن، والصّيَغ في البواقي ، تقول : أجمعُ وجمعاءُ، وأجمعون وجُمَع.

تاكيد এর বর্ণনা

تاكيد এমন تابع যে ফেয়েলের নিসবতকে বা হুকুমের (মধ্যে أفراد এর) অন্তর্ভুক্ত হওয়াকে এমনভাবে দৃঢ় করে যে, সে ব্যাপারে শ্রোতার কোন প্রকার সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে না, যেমন : جاء زيد نفسه স্বয়ং যায়েদ এসেছে। এতে আগমনের যে নিসবত যায়েদের সাথে করা হয়েছে, তাতে এ আশংকা ছিল,

হয়ত সে নিজে আসে নি, বরং তার কোনো প্রতিনিধি এসেছে বা তার কোনো সংবাদ এসেছে। কিন্তু نفسه 'তাকিদ' সে সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছে।

আর جاء الركب كلهم সম্পূর্ন কাফেলা এসেছে। এবাক্যে আগমনের নিসবত কাফেলার সাথে করা হয়েছে। এতে এ সম্ভাবনা ছিল- হয়ত কাফেলার সকলে আসেনি, বরং অধিকাংশ সদস্যের প্রতি লক্ষ্য করে হুকুম লাগানো হয়েছে, কিন্তু كلهم সে সম্ভাবনাকে দূর করে দিয়েছে।

১. تاكيد দুই প্রকার, যথা : (ক) تاكيد لفظى (খ) تاكيد معنوى । তাকীদে لفظى হল প্রথম শব্দকে পুনরুক্ত করা, যেমন جاء زيد زيد। তাকীদে لفظى সকল শব্দের মধ্যে জারী হয়, চাই তা ইসম হোক বা ফেয়েল হোক বা হরফ, তেমনিভাবে চাই তা পূর্ণ বাক্য হোক হোক বা অপূর্ণ বাক্য হোক।

আর تاكيد معنوى হল নির্দিষ্ট কিছু শব্দ দ্বারা তাকীদ করা। আর সেগুলো হলো نفس ,عين ইত্যাদি ।

প্রথম দু'টি তথা نفس ও عين নিসবতের تاكيد এর জন্য। উভয়টি ব্যাপক, একবচন-দ্বিবচন ও বহুবচন সর্বত্র ব্যবহৃত হয়। তবে উভয়টি এমন যমীরের দিকে ইযাফত হওয়া জরুরী যা মুআক্কাদ অনুযায়ী হয়, যেমন : جاءت فاطمة نفسها / عينها এবং جاء زيد نفسه / عينه। আর যদি মুআক্কাদ দ্বিবচন বা বহুবচন হয়, তাহলে نفس ও عين এর জমা انفس ও اعين আনা হবে, যেমন : جاء الزيدان انفسهما ও جاء الزيدون انفسهم

আর شمول তথা أفراد অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তাকীদের জন্য চারটি শব্দ ব্যবহৃত হয়, (ক) كِلَا (খ) كِلْتَا (গ) كُلٌّ (ঘ) جميع(أجمع) যেমন : جاءَ الزَيْدَانِ جاء القومُ كُلُّهُمْ / جَمِيْعُهُمْ / أَجْمَعُوْنَ, جاءتِ الْمَرْأَتَانِ كِلْتَاهُمَا ,كِلَاهُمَا

كِلَاهُمَا দ্বিবচন মুযাক্কারের জন্য, كِلْتَاهُمَا দ্বিবচন মুয়ান্নাছের জন্য আর অবশিষ্ট সবগুলো শব্দ দ্বি-বচন ছাড়া অন্যের জন্য (একবচন ও বহুবচন এর জন্য)। অবশ্য এগুলোর যমীর পরিবর্তন হবে। আর جميع শব্দটি বিভিন্ন সীগায় ব্যবহৃত হয়, যেমন : أجمع ইত্যাদি।(والصِّيَغُ এর আতফ হয়েছে الضمير এর উপর।)

অনুবাদ

تاكيد এমন تابع যে متبوع এর বিষয়কে দৃঢ় করে নিসবতে অথবা অন্তর্ভুক্ত করাতে। تاكيد : معنوى ও لفظى । সুতরাং لفظى হল প্রথম শব্দকে পুনরুক্ত করা, যেমন : جَاءَنِى زَيْدٌ زَيْدٌ। আর তাকীদে লফযী সকল শব্দে জারি হয়। আর تاكيد معنوى সীমিত কয়েকটি শব্দের দ্বারা হয়। আর তা হল– نفْسُهُ, عَيْنُهُ, كِلاهُمَا ,كُلُّهُ ,اَجْمَعُ ,اَكْتَعُ ,اَبْتَعُ ,اَبْصَعُ। সুতরাং প্রথম দুটি শব্দ স্বীয় সীগা ও যমীরের বিভিন্নতার সাথে ব্যাপক, যেমন তুমি বল, نفْسُهُ وَنفْسُها وَنفْسُهُمَا وَاَنْفُسُهُمْ وَاَنْفُسُهُنَّ। দ্বিতীয় শব্দ তথা كلاهما (মুসান্নিফ রহ. প্রথম দু'টিকে الأوَّلان বলেছেন, তাই তৃতীয়টিকে الثاني বলেছেন) দ্বিবচনের জন্য আসে যেমন : كلتاهما ও كلاهما। আর বাকি শব্দগুলো দ্বিবচন ছাড়া অন্যের জন্য (তথা মুফরাদ ও জমার জন্য) যমীরের বিভিন্নতার সাথে كله, كلها, كلّهم, كلهن তে। আর অবশিষ্টগুলোতে শব্দের বিভিন্নতার সাথে, যেমন তুমি বলবে, أَجْمَعُ (একবচন-মুযাক্কারের জন্য), جَمْعَاءُ (একবচন-মুআন্নাসের জন্য), أَجْمَعُوْن (বহুবচন- মুযাক্কারের জন্য), جُمَعُ (বহুবচন-মুআন্নাসের জন্য)।

[قاعدة] ولا يُؤَكَّد بكلٍّ وأجمعَ إلاَّ ذو أجزاءٍ يصحُّ افتراقُها حسّا : أو حكما ، مثل : أكرمتُ القومَ كلَّهم، واشتريتُ العبدَ كلَّه، بخلاف : جاء زيدٌ كلّه.(١)

[قاعدة] وإذا أُكِّد الضّميرُ المرفوع المتّصل بالنفسِ والعينِ : أُكِّدَ بمُنفصلٍ مثل : ضربتَ أنتَ نفسُك.(٢)

[قاعدة] وأكتعُ وأخواه أتباعٌ لأجْمَعَ، فلا يتقدَّمُ عليه؛ وذكرُها دونَه ضعيفٌ.(٣)

১. কায়েদা : أَجْمَعُ ও كُلٌّ শব্দদ্বয় দ্বারা এমন বস্তুর তাকীদ করা হয়, যার অনেক অংশ থাকে এবং সে অংশগুলো বাহ্যিকভাবে বা হুকমীভাবে পৃথক

হতে পারে, যেমন : اَكْرَمْتُ الْقَوْمَ كُلَّهُمْ (সম্প্রদায়ের অংশসমূহ বাহ্যিকভাবে পৃথক করা যায়)। اشْتَرَيْتُ الْعَبْدَ كُلَّهُ (গোলামের অংশ হুকমীভাবে পৃথক করা যায় অর্থাৎ গোলামের অর্ধেক অংশ ক্রয় করা)। সুতরাং جَاءَ زَيْدٌ كُلُّهُ বলা শুদ্ধ নয়ব। কারণ যায়েদের অংশ বাহ্যিকভাবেও পৃথক করা যায় না আবার হুকমীভাবেও পৃথক করা যায় না।

২. **কায়েদা :** যখন ضمير مرفوع متصل এর তাকীদ করা হবে তখন প্রথমে যমীরে মুনফাসিল দ্বারা, অতঃপর نفس ও عين দ্বারা তাকীদ আনা হবে, যেমন : ضَرَبْتُ اَنَا نفسى ও ضَرَبْتَ اَنْتَ نفسُك।

৩. **কায়েদা :** أَكْتَعُ, أَبْتَعُ ও أَبْصَعُ শব্দগুলো أَجْمَعُ এর تابع। তাই এগুলো جمع এর পূর্বে পারে না এবং এটা ছাড়া সেগুলো উল্লেখ করা দুর্বল। সুতরাং তুমি বলবে– جاء القومُ أجْمَعُ / أكْتَعُ / أبْتَعُ / أبْصَعُ ।

অনুবাদ

[কায়েদা] أَجْمَعُ ও كل দ্বারা তাকীদ আনা হয় যা তবে এমন অংশ বিশিষ্ট বস্তুর যেগুলো পৃথক হওয়া শুদ্ধ, বাহ্যিকভাবে বা হুকমীভাবে, যেমন : اَكْرَمْتُ الْقَوْمَ كُلَّهُمْ ও اشْتَرَيْتُ الْعَبْدَ كُلَّهُ বিপরীত হল جَاءَ زَيْدٌ كُلُّهُ। **[কায়েদা]** আর যখন যমীরে মারফূ' মুত্তাসিলের عين ও نفس দ্বারা তাকীদ আনা হয়, তখন মুনফাসিল দ্বারা তাকীদ আনা হবে, যেমন : ضَرَبْتَ اَنْتَ نفسُك। **[কায়েদা]** আর أَكْتَعُ ও তার দুই ভাই أَجْمَعُ এর অনুগামী। সুতরাং সেগুলোকে أَجْمَعُ এর পূর্বে আসতে পারে না। আর أَجْمَعُ ছাড়া সেগুলো উল্লেখ করা দুর্বল।

[٤-] البدل

تابعٌ مقصود بما نُسِبَ إلى المتبوعِ، دونَه.

وهو : بدل الكلِّ، و البعض، و الاشتمال، الغلط :

فالأوَّل : مدلولُه مدلولُ الأوَّل.

والثّاني : جُزءُه.

والثّالث : بينَه وبين الأوّل ملابَسةٌ بِغيرِهما.

والرَّابع : أنْ تقصِدَ إليه بعد أنْ غَلَطْتَ بِغَيْرِه.

[قاعدة] ويكونان معرفتَيْن، ونكرتين، ومختلفين.

وإذا كان نكرةً منْ معرفَةٍ فالنَّعْتُ، مثل :

(بالنَّاصِيَةِ : نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ)(١)

[قاعدة] ويكُونانِ ظاهِرَيْنِ، ومُضمَرَيْن، ومختَلِفَيْن. (٢)

[قاعدة] ولا يُبْدَلُ ظاهرٌ مِنْ مُضمرٍ بدلَ الكلِّ إلاَّ مِنِ الْغائب، نحو : ضربْتُه زيداً. (٣)

بدل এর বিবরণ

بدل : ঐ দ্বিতীয় ইসম প্রকৃতপক্ষে যেটা উদ্দেশ্য হয়, প্রথম ইসমটি উদ্দেশ্য হয় না। প্রথম ইসমকে مبدل منه বলা হয়, যেমন : سُلب زيدٌ ثوبُهُ যায়েদের কাপড় চুরি হয়েছে। এ বাক্যে ثوبُهُ বদল এবং এটাই মূল উদ্দেশ্য। কারণ যায়েদকে অপহরণ করা হয়নি, বরং করা হয়েছে তার কাপড়কে।

بدل চার প্রকার : (ক) بدل الكل (খ) بدل البعض (গ) بدل الاشتمال (ঘ) بدل الغلط।

ক. بدل الكل ঐ বদলকে বলে যার অভিষ্ট লক্ষ্য আর মুবদাল মিনহুর অভিষ্ট লক্ষ্য এক ও অভিন্ন হয়, যেমন : جاء زيد اخوك। এ বাক্যে زيد ও اخوك এর অভিষ্ট লক্ষ্য এক ও অভিন্ন।

খ. بدل البعض ঐ বদলকে বলে যা মুবদাল মিনহুর অংশ হয়, যেমন : ضرب زيد راسه যায়েদের মাথায় মারা হয়েছে। এ বাক্যে মাথা যায়েদের অংশ। সুতরাং এটি بدل البعض।

গ. بدل الاشتمال ঐ বদলকে বলে যার মাঝে ও মুবদাল মিনহুর মাঝে পূর্ণাঙ্গ বা আংশিকের সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোনো সম্পর্ক হয়। অন্য ভাষায় بدل মুবদাল মিনহুর সম্পৃক্ত কোনো বস্তু হয়, যেমন : سُلب زيد ثوبُهُ। কাপড় যায়েদের সম্পৃক্ত বস্তু।

ঘ. بدل الغلط ঐ বদলকে বলে, ভুল হয়ে যাওয়ার পর তা শুধরানোর জন্য যাকে আনা হয়, যেমন : اشتريت فرسا حمارا আমি ঘোড়া ক্রয় করেছি, আরে ধ্যুৎ; গাধা। অর্থাৎ ভুলবশত: ঘোড়া মুখে চলে এসেছে, মূলত গাধা ক্রয় করেছে।

১. কায়েদা : কখনো بدل ও মুবদাল মিনহু উভয়টি মা'রেফা হয়, যেমন : جاء زيد اخوك। কখনো উভয়টি নাকেরা হয়, যেমন : جاءنى رجل غلام। কখনো উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন হয় অর্থাৎ একটি নাকেরা, অপরটি মারেফা হয়, যেমন : بِالناصِيَةِ : ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ এ বাক্যে মুবদাল মিনহু মারেফা আর بدل মারেফা। আর جاءنى غلام زيد এ বাক্যে মুবদাল মিনহু নাকেরা আর بدل মারেফা। আর যখন بدل নাকেরা আর মুবদাল মিনহু মারেফা হয়, তখন নাকেরার সিফাত আনা আবশ্যক, যেমন : (ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ)[১]

২. কায়েদা : কখনো بدل ও মুবদাল মিনহু উভয়টি اسم ظاهر হয়, যেমন : جاء زيد اخوك। কখনো উভয়টি যমীর হয়, যেমন : الزيدون لقيتُهم اياهم। কখনো উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন হয়, অর্থাৎ একটি اسم ظاهر ও অপরটি ضمير, যেমন : اخوك ضرب زيدا اياه (এ বাক্যে মুবদাল মিনহু اسم ظاهر আর بدل হচ্ছে যমীর)। اخوك ضربتُه زيدا (এতে মুবদাল মিনহু যমীর আর بدل হয়েছে اسم ظاهر)।

---

[১]. সূরা আলাক; আয়াত নং : ১৬

৩. **কায়েদা :** ظاهر اسم গায়েবের যমীর ছাড়া অন্য কোনো যমীরের بدل الكل হয় না, যেমন : ضربتُه زيدا আর মুতাকাল্লিম ও মুখাতাবের যমীর থেকে ইসমে যাহের بدل الكل না হওয়ার কারণ হলো- بدل হলো হুবহু মুবদাল মিনহু। আর ظاهر اسم গায়েবের যমীরের হুকুমে, সুতরাং মুতাকাল্লিম ও মুখাতাবের যমীরও গায়েব হয়ে যাবে, وهو كما ترى ।

অনুবাদ

بدل এমন تابع যেটা [-ই মূলত] উদ্দেশ্য হয়, ঐ নিসবতে যা متبوع এর দিকে করা হয়েছে, مبدل منه নয়। আর তা চার প্রকার : ক. بدل الكل খ. بدل البعض গ. بدل الاشتمال ঘ. بدل الغلط। সুতরাং প্রথমটি তথা بدل الكل এর مدلول প্রথমটি তথা মুবদাল মিনহুর مدلول হয় অর্থাৎ উভয়টি এক হয়। আর দ্বিতীয়টি : প্রথমটির অংশ হয়। আর তৃতীয়টি তথা بدل الاشتمال : বদল ও প্রথমটি (مبدل منه) এর মাঝে উল্লেখিত উভয় সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোন সম্পর্ক হয় আর চতুর্থ প্রকার বদল হল, তুমি তার ইচ্ছা করবে তা ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা ভুল হয়ে যাওয়ার পর। [**কায়েদা**] আর হয় উভয়টি মারেফা এবং উভয়টি নাকেরা এবং উভয়টি বিসদৃশ। আর যখন মারেফা থেকে নাকেরা বদল হবে, তখন তার সিফাত আনা জরুরী। যেমন : بِاناصِيَةٍ ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ **[কায়েদা]** আর এ দু'টি اسم ظاهر হয়, উভয়টি যমীর হয় এবং উভয়টি বিসদৃশ হয়। **[কায়েদা]** بدل আনা যায় না যমীরে থেকে তবে গায়েব ব্যতীত, যেমন : اسم ظاهر ضَرَبْتُهُ زَيْدًا

عطف البيان[-٥]

تابعٌ غيرُ صفةٍ يُوضِح متبوعَه، مثل : أَقْسَمَ باللهِ أَبُو حفْصٍ عمرُ.

[فائدة] وفصلُه مِنَ البدلِ لفظًا في مثل : " أَنَا ابْنُ التَّارِكِ الْبَكْرِيِّ بِشْرٍ".

[عطف بيان এর বর্ণনা]

عطف بيان ঐ দ্বিতীয় ইসম যা সিফাত হয় না তবে প্রথম ইসমকে স্পষ্ট করে। যেমন : اَقْسَمَ بِاللهِ اَبُوْ حَفْصٍ عُمَرُ আবূ হাফস অর্থাৎ ওমরা রা. আল্লাহর নামে শপথ করেছেন। এ বাক্যে عمر আতফে বয়ান ابو حفص এর। (নাম ও উপনামের যেটি অধিক প্রসিদ্ধ হবে, সেটিই عطف بيان বানানো হবে।)

উদাহরণের ঘটনা : জনৈক বেদুঈন হযরত ওমর রা. এর নিকট এসে আরজ করল– আমার বাড়ি অনেক দূরে, আমার উটনী দুর্বল, তার পিঠ আহত এবং তার পা ছিদ্র, আপনি আমাকে একটি উটনী দিন। হযরত ওমর রা. শপথ করে বললেন– তুমি মিথ্যাবাদী ! এবং তিনি উটনী দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। বেদুঈন এ কথা শুনে প্রস্থান করল এবং প্রস্তরময় ভূমিতে উটনীর পিছনে চলতে চলতে বলতে লাগল–

اَقْسَمَ بِاللهِ اَبُوْ حَفْصٍ عُمَرُ * ما مسها من نقب ولا دبر *اغفر له اللّٰهُمَّ ان كان فجر

অর্থ : আবূ হাফস হযরত ওমর রা. আল্লাহর নামে করেছেন কসম ÷ তাকে (উটনীকে) স্পর্শ করে নি খুরের জখম এবং না স্পর্শ করেছে পিঠের জখম ÷ ক্ষমা করুন তাকে হে আল্লাহ ! যদি সে করে থাকে মিথ্যা কসম।

ঘটনাক্রমে হযরত ওমর রা. সেদিক থেকেই আসছিলেন। তিনি তার কবিতা শুনে বললেন– اللهُمَّ صَدِّقْ صَدِّقْ হে আল্লাহ! তাকে সত্য করে দিন, সত্য করে দিন। তিনি তাকে বললেন- তুমি তোমার উটের মাল-সামানা নামাও। অত:পর দেখলেন, তার পিঠ ছিল আহত আর তা ছিল খুবই দুর্বল। তাই তিনি নিজের উট তাকে দিলে, পানাহার সামগ্রী ও কাপড়-চোপড়ও দিলেন।

ফায়েদা : عطف بيان ও بدل এর মাঝে لفظي ও معنوي উভয় ধরনের পার্থক্য রয়েছে। معنوي পার্থক্য হল, بدل এর ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হয় تابع , মুবদাল মিনহু উদ্দেশ্য হয় না। আর عطف بيان এ উভয়টি উদ্দেশ্য হয় এবং عطف بيان স্বীয় متبوع কে স্পষ্ট করে। মোটকথা معنوي পার্থক্য সুস্পষ্ট। অবশ্য عطف بيان ও بدل এর মধ্যকার لفظي পার্থক্যটা অতি সূক্ষ, যা একটি কবিতা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে

হয়। মুরাদ আসাদী বনী বকর গোত্রের এক ব্যক্তিকে যুদ্ধের ময়দানে হত্যা করেছে, যার নাম ছিল বিশ্‌র। এ গোত্রটি বীরত্বে প্রসিদ্ধ। মুরাদ গর্ব করে বলে–

اَنَا اِبْنُ التَّارِكِ الْبِكْرِى بِشْرٍ * عليه الطيرُ تَرْقبُه وقُوعًا

অর্থাৎ আমি এমন ব্যক্তির পুত্র যিনি বনী বকর গোত্রের বিশর নামক বীর বাহাদুর ব্যক্তিকে যুদ্ধের ময়দানে হত্যা করে ছাড়েন। এমতাবস্থায় যে, হিংস্র পাখি তার উপর পতিত হওয়ার অপেক্ষা করছে যে, তার রূহ শরীর থেকে বের হবে ফলে তাকে খাবে।

এ কবিতায় بِشْرٍ আতফে বয়ান البكرى এর, তা বদল হতে পারে না। কারণ বদলে আমেলের পুনরুক্তি জরুরী। সুতরাং ইবারত হবে – اَنَا اِبْنُ التَّارِكِ بِشْرٍ আর এ তারকীবটি শুদ্ধ নয়, যেমনিভাবে الضارب زيد জায়েয নয়। আর আতফে বয়ানের মধ্যে আমিলের পুনরুক্তি হয় না। সুতরাং তারকীব হবে – التَّارِكِ الْبِكْرِى আর সেটা হবে الضارب الرجل এর মত, যা শুদ্ধ।

অনুবাদ

عطف البيان এমন تابع যা সিফাত নয়,স্বীয় متبوع কে স্পষ্ট করে, যেমন : اَقْسَمَ بِاللهِ اَبُوْ حَفْصٍ عُمَرُ। **[ফায়েদা]** عطف بيانএর পার্থক্য بدل থেকে لفظي ভাবে রয়েছে اَنَا اِبْنُ التَّارِكِ الْبِكْرِى بِشْرٍ এ জাতীয় উদাহরণে।

প্রশ্নমালা

[সংজ্ঞাগুলো উত্তর আরবীতে দিতে হবে]

১. مجرور কাকে বলে ? مضاف ও مضاف اليه এর সংজ্ঞা দাও। حرف جر উহ্য থাকার জন্য শর্ত কি ?

২. اضافت কত প্রকার ? اضافت معنوى কাকে বলে ? اضافت لفظى কাকে বলে ? উদাহরণসহ আরবীতে সংজ্ঞা দাও ।

৩. اضافت معنوى তে কোন ধরনের হরফে জর, কোথায় উহ্য থাকে? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৪. اضافت معنوى এর ফায়েদা কি ? তার জন্য শর্ত কি?

৫. اضافت لفظی এর ফায়েদা কি ? ফায়েদার উপর নির্ভরশীল শাখা মাসায়েলগুলো আলোচনা কর।

৬. সিফাতের দিকে মাওসূফের এবং মাওসূফের দিকে সিফাতের ইযাফত হয় কি না ? আর যেখানে হয়েছে তার ব্যাখ্যা কি ?

৭. ইসম عموم ও خصوص এ নিজের সদৃশ ইসমের দিকে কি ইযাফত হয় ? ব্যতিক্রমগুলো সহ লিখ ?

৮. যখন কোন ইসমকে یائے متکلم এর দিকে ইযাফত করা হয়, তখন তার শেষের অবস্থা কেমন হয় ? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৯. أسماء سته কে یائے متکلم এর দিকে ইযাফত করা হলে, তার কি কি অবস্থা হয় ?

১০. ذو এর হুকুম কি ? حم কে কয়ভাবে পড়া যায় ? أسماء سته ইযাফতমুক্ত হলে তার ইরাব কিভাবে হবে ?

১১. تابع কাকে বলে ? توابع মোট কত প্রকার ও কি কি ?

১২. نعت (সিফাত) এর আরবী সংজ্ঞা দাও এবং نعت কতটি উদ্দেশ্যে আসে?

১৩. نعت এর জন্য কি مشتق হওয়া জরুরী ? যদি জরুরী না হয় তাহলে কোন জিনিস জরুরী ?

১৪. যখন নাকেরার সিফাত জুমলায়ে খবরিয়া হবে, তখন কোন জিনিস জরুরী?

১৫. صفت بحال موصوف এর সংজ্ঞা কি ? তার মাওসূফের সাথে কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া জরুরী ?

১৬. صفت بحال متعلق موصوف এর সংজ্ঞা কি ? তার মাওসূফের সাথে কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া জরুরী ?

১৭. ضمیر কি মাওসূফ বা সিফাত হতে পারে ? আর মাওসূফের জন্য أخص বা مساوي হওয়া জরুরী কেন ?

১৮. কোন ধরনের শব্দ اسم أشاره এর সিফাত হতে পারে ?

১৯. عطف কাকে বলে ? যমীরে মারফূ' মুত্তাসিলের উপর আতফ করার জন্য কি প্রয়োজন ? আর যমীরে মাজরূরের উপর আতফের জন্য কি প্রয়োজন?

২০. "মা'তূফ معطوف عليه এর হুকুমে হয়" উদাহরণসহ এ কথার মর্ম কি ?

২১. দুই ভিন্ন ভিন্ন আমেলের উপর আতফ করা কি জায়েয আছে ? এ ব্যাপারে নাহবীদের মাঝে কি মতানৈক্য রয়েছে?

২২. تاكيد কাকে বলে? تاكيد কত প্রকার ? তাকীদে معنوى র জন্য কি কি শব্দ রয়েছে? সেগুলোর ব্যবহার পদ্ধতি কি ?

২৩. اجمع ও كل দ্বারা কোন ধরনের জিনিসের তাকীদ করা যায় ? যমীরে মারফূ' মুত্তাসিলের তাকীদের জন্য কি কি শব্দ আনা প্রয়োজন?

২৪. ابصع ও اكتع ,اتبع এর আহকাম বর্ণনা কর।

২৫. بدل কাকে বলে ? بدل কত প্রকার ও কি কি ? উদাহরণসহ প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা দাও।

২৬. بدل ও مبدل منه উভয়টি মারেফা, উভয়টি নাকেরা এবং উভয়টি বিসদৃশ হতে পারে, প্রত্যেকটির উদাহরণ দাও।

২৭. بدل ও مبدل منه উভয়টি اسم ظاهر, উভয়টি ইসমে যমীর এবং উভয়টি বিসদৃশ হতে পারে, এগুলোর উদাহরণ দাও।

২৮. اسم ظاهر কোন ধরনের যমীরের বদল হতে পারে ? আর বাকিগুলো থেকে বদল হতে পারে না কেন ?

২৯. عطف بيان কাকে বলে ?

৩০. بدل ও عطف بيان এর মধ্যে لفظي পার্থক্য কি ? তা কবিতার মাধ্যমে স্পষ্ট কর এবং কবিতাটি বিশ্লেষণ কর।

المبنيّ :

ما ناسَبَ مبنيَّ الأصل، أو وَقَعَ غيرَ مركَّبٍ .

وألقابُه : ضمٌّ وفتحٌ وكسرٌ ووقفٌ .

وهي : المُضمراتُ، وأسماء الإشارة، والموصولات، والمركباتُ، والكِنايَاتُ، وأسماء الأفعال، والأصواتُ، وبعضُ الظُّروف.

مبنيات এর বর্ণনা

معربة اسماء এর আলোচনা পূর্ণ হল। এ পর্যায়ে মুসান্নিফ রহ. مبنيات এর আলাচনা শুরু করছেন। مبنى ঐ ইসমকে বলে যা أصل مبني এর সদৃশ হয় বা غير مركب পতিত হয়। أصل مبني তিনটি (ক) جمله حروف (খ) فعل ماضى এবং (গ) امر حاضر معروف (যখন তার সাথে متصل مرفوع ضمائر যুক্ত না হয়।) مبنى এর হুকুম : মাবনীর শেষ আমেলের ভিন্নতার ফলে পরিবর্তন হয় না, যেমন : جاء هؤلاءِ - رأيتُ هؤلاءِ - مررتُ بهؤلاءِ। ইসমে মাবনীকে اسم غير متمكن ও বলা হয়। ইসমে মাবনীর ইরাবকে ضم, فتح, كسر ও وقف বলা হয়।

أسماء مبنية মোট আটটি, مضمرات , اسماء اشارات , موصولات , مركبات بنائى , اسماء كنايات , اسماء افعال , اسماء اصوات এবং কিছু ظرف ।

অনুবাদ

مبنى ঐ ইসম যে مبنى اصل এর সাথে সাদৃশ্য রাখে বা গায়রে মুরাক্কাব থাকে। আর مبنى এর হরকতের নাম ضم, فتح, كسر ও وقف। তার হুকুম হল- আমেলের ভিন্নতার কারণে তার শেষ পরিবর্তন হয় না। আর তা হল- مضمرات , اسماء اشارات , موصولات , مركبات بنائى , اسماء كنايات , اسماء افعال , اسماء اصوات এবং কিছু ظرف ।

المُضمَر [-١]

ما وُضِعَ لمتكلمٍ، أوْ مُخاطبٍ، أو غائبٍ تَقدَّم ذكرُه : لفظاً، أو معنىً، أو حكما.

وهو: متّصلٌ ومنفصلٌ.

فالمنفصل : المستقِلُّ بنفسه؛ والمتّصل : غيرُ المستقلِّ بنفسِه.

وهو : مرفوعٌ، ومنصوبٌ، ومجرورٌ.

فالأوَّلانِ : متّصلٌ، ومنفصلٌ، والثالث : متّصلٌ فقط.

فذلك : خمسةُ انواعٍ : الأوّل : ضَربْتُ و ضُرِبْتُ— إلى -- ضَرَبْنَ وضُرِبْنَ.

والثّاني : أنا — إلى— هُنَّ.

والثّالث : ضَرَبَنِي — إلى— ضَرَبَهُنَّ؛ و : إنَّني— إلى — إنَّهنَّ.

والرّابع : إيَّايَ — إلى— إيَّاهُنَّ.

والخامس : غلامِي و لِي — إلى — غلامِهِنَّ، و لَهُنَّ.

[সমূহের বর্ণনা ضمير]

ضمير ঐ ইসম যা متكلم বা مخاطب বা এমন غائب কে বুঝায় যার আলোচনা পূর্বে হয়েছে, চাই আলোচনা لفظاً হোক, বা معنى হোক, বা حكما তথা স্থানগতভাবে হোক, যেমন : زيدٌ ضَرَبْتُه [এটি لفظاً পূর্বে উল্লেখের উদাহরণ]।

(اعْدِلُوْا هُوَ أقْرَبُ لِلتَّقْوى)[১]

এ আয়াতে هو যমীরের এর مرجع হল عَدل, যা معنى পূর্বে উল্লেখ আছে। আর اعْدِلُوْا তা ধারণ করেছে।

(وَلِأبَوَيْهِ [مورث এর পিতা-মাতার জন্য] لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ)[২]

এ আয়াতে " ه " যমীরে مرجع হল مورث , অনিবার্যভাবে পূর্বে তার উল্লেখ হয়ে

---

১. সূরা মায়েদা ; আয়াত ৮

২. সূরা নিসা : আয়াত ১১

গেছে। কারণ, মিরাসের আলোচনা مورث এর আলোচনাকে আবশ্যক করে। এ দু'টি معنى পূর্বে উল্লেখ হওয়ার উদাহরণ। আর حكما পূর্বে থাকে যমীরে শান এবং যমীরে কিচ্ছা আর رتبة পূর্বে আসার ক্ষেত্রে হয়।

[ضمير এর প্রকারভেদ]

যমীর দুই প্রকার, ক. متصل খ. منفصل। متصل ঐ যমীর যা স্বয়ং সম্পূর্ণ নয় অর্থাৎ আমেল মিলানো ব্যতীত তা উচ্চারণ করা সম্ভব হয় না, যেমন : ضربتُ এর تُ। আর منفصل ঐ যমীর যা স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়, যেমন : هو। অতঃপর যুক্তির নিরিখে প্রতিটি তিন প্রকার, ক. مرفوع খ. منصوب গ. مجرور। তবে প্রথম দু'টি متصل ও منفصل হয় আর তৃতীয়টি শুধু متصل হয়, مجرور منفصل কোন যমীর নেই। সুতরাং আরবী ভাষায় ব্যবহৃত যমীর পাঁচ প্রকার।

(এক) ضمير مرفوع متصل আর তা হচ্ছে ঐ সব যমীর যেগুলো ফায়েল হয় এবং ফে'লের সাথে মিলে থাকে। (এ যমীরগুলো ফেয়েল থেকে বিচ্ছিন্ন করে লিখা যায় না।)

এই যমীর ১৪ টি, যথা :

১. ضَرَبَ (তে উহ্য هو)।

২. ضَرَبَا (তে দ্বি-বচনের আলিফ)।

৩. ضَرَبُوا (তে واو, আলীফ যমীর নয়)।

৪. ضربَتْ (এ উহ্য هي। تاء ساكن মুয়ান্নাছের আলামত)।

৫. ضَرَبَتَا (তে দ্বি-বচনের আলিফ। এটি مؤنث ও مذكر এর যৌথ যমীর। আর تاء হল মুয়ান্নাছের আলামত)।

৬. ضَرَبْنَ (তে ن)।

৭. ضَرَبْتَ (তে যবরযুক্ত تاء)।

৮. ضَرَبْتُمَا (তে تما, এটি মুযাক্কার ও মুয়ান্নাছের যৌথ যমীর।

৯. ضَرَبْتُمْ (তে تم)।

১০. ضَرَبْتِ (তে যেরযুক্ত تاء)।

১১. ضَرَبْتُمَا (তে তমা, এটি মুযাক্কার ও মুয়ান্নাছের যৌথ যমীর, তবে মুয়ান্নাছেরভিন্ন কোনো আলামত নেই)।

১২. ضَرَبْتُنَّ (তে تُنَّ)।

১৩. ضَرَبْتُ (তে পেশযুক্ত تاء)।

১৪. ضَرَبْنَا (তে نا)।

আর ضمير مرفوع متصل ফেয়েলে মা'রূফ এবং ফেয়েলে মাজহুল উভয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়। তেমনিভাবে ফেলে মুযাওে' এবং আমরে হাযির মা'রূফের মধ্যেও সংযক্ত হয়।

নোট : আরবী কিতাবগুলোতে প্রথমে মুতাকাল্লিমের সীগাহ, তারপর হাযিরের, অতঃপর গায়িবের সীগাহ লেখা হয়। কারণ, যমীরের মান-বিন্যাস এভাবেই। মুতাকাল্লিমের যমীর اعرف المعارف, তারপর হাযিরের, অতঃপর গায়েবের। আর উর্দূ [বাংলা] কিতাবগুলোতে সহজভাবে বাচ্চাদেরকে শিখানোর জন্য বিপরীত বিন্যাসে সাজানো হয়েছে।

(দুই) ضمير مرفوع منفصل ঐ সকল যমীর যেগুলো মুবতাদা বা ফায়েল হয় এবং স্বতন্ত্র রূপধারন করে আসে, যেমন : قائم هو ও هو قائم। এগুলোও ১৪টি, هو থেকে نحن পর্যন্ত।

(তিন) ضمير منصوب متصل ঐ সকল যমীর যেগুলো به مفعول বা অন্য কোন প্রকার منصوب হয় এবং ফেয়েলের সাথে বা عامل ناصب এর সাথে যুক্ত থাকে। এগুলোও ১৪টি, যথা : ضَرَبَهُ থেকে ضَرَبْنا পর্যন্ত।

(চার) ضمير منصوب منفصل ঐ সকল যমীর যেগুলো به مفعول বা অন্য কোন প্রকারে منصوب হয় এবং ফেয়েল বা عامل ناصب থেকে পৃথক থাকে। এগুলোও ১৪টি, যথা : إِيَّاهُ থেকে إِيَّانا পর্যন্ত।

(পাঁচ) ঐ সকল যমীর যেগুলো مضاف إليه বা হরফে জরের مجرور হয় এবং حرف جر বা মুযাফের সাথে যুক্ত থাকে। এগুলোও ১৪টি, যথা : له থেকে لنا পর্যন্ত এবং كتابه থেকে كتابنا পর্যন্ত।

অনুবাদ

আর যমীর ঐ ইসম যাকে গঠন করা হয়েছে متكلم বা مخاطب বা এমন غائبএর জন্য যার আলোচনা পূর্বে হয়েছে, চাই আলোচনা لفظاً হোক, বা معنى হোক, বা حكما তথা স্থানগতভাবে হোক। আর যমীর متصل ও منفصل হয়। সুতরাং منفصل হলো যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়। আর متصل হল যে স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। আর যমীর মারফূ', মানসূব ও মাজরূর হয়। সুতরাং প্রথম দু'টি متصل ও منفصل হয়, আর তৃতীয়টি متصل হয়। সুতরাং এগুলো পাঁচ প্রকার। প্রথম : ضَرَبْتُ ও ضُرِبْتُ থেকে ضُرِبْن ও ضَرَبْن পর্যন্ত। দ্বিতীয় : اَنا থেকে هُن পর্যন্ত। তৃতীয় : ضَرَبَهُن থেকে ضَرَبَهُ পর্যন্ত এবং إنني থেকে إنهن পর্যন্ত। চতুর্থ : إيَّاي থেকে إيَّاهُن পর্যন্ত। পঞ্চম : غُلامِي থেকে غُلامِهِن ও لِيْ থেকে لَهُن পর্যন্ত।

[قاعدة] فالمرفوعُ المتّصلُ خاصّة يستتِرُ : (١)

[ألف] في الماضي : للغائب والغائبة.

[ب] وفي المضارعِ : للمتكلّم : مطلقا، والمخاطبِ، والغائب، والغائبة.

[ج] وفي الصِّفة : مطلقاً.

[قاعدة] ولا يسوغُ المنفصِل إلاَّ لتَعذُّر المتّصل. (٢)

وذلك :

[١-] بالتّقديمِ على عاملِه.

[٢-] وبالفصلِ لغرْضٍ.

[٣-] أو بالحذْف.

[٤-] أو بكونِ العاملِ مَعْنويًّا.

[٥-] أو حرفاً والضّميرُ مرفوعٌ .

[٦-]أوْ بكونِه مسندا إليه صفةٌ جرتْ على غيرِ من هيَ لَه .

مثل : إيَّاكَ ضربتُ، وما ضربَكَ إلاَّ أنَا، و إيّاكَ والشَّرّ، وأنَا زيدٌ، وما أنتَ قائمًا، وهندٌ زيدٌ ضاربتُه هيَ.

১. **কায়েদা :** মাযীর দুই সীগায় [واحد مؤنث غائب ও واحد مذكر غائب] মুযারের পাঁচ সীগায় [واحد مذكر غائب ,واحد مؤنث غائب ,واحد مذكر] এবং متكلم এর উভয় সীগায়], امر حاضر এর এক সীগায় [واحد مذكر حاضر] এবং সিফাতে মুশাব্বাহর সমস্ত সীগায় যমীরে মারফূয়ে মুত্তাসিল مستتر হয়, আর বাকি সীগাগুলোতে بارز হয়।

২. **কায়েদা :** যখন যমীরে মুত্তাসিল ব্যবহার করা কঠিন হয় তখন ضمير منفصل এর ব্যবহার করা হয়। এমন স্থান ছয়টি :

ক. যখন حصر [সীমাবদ্ধতা] এর উদ্দেশ্যে যমীরকে আমেলের পূর্বে আনা হয়, যেমন : اياك ضربتُ আমি তোমাকেই প্রহার করেছি।

খ. যখন কোন উদ্দেশ্যে [যেমন সীমাবদ্ধকরণ] আমেল ও যমীরের মাঝে فصل করা হয়, যেমন : ما ضربك الا انا আমিই তোমাকে প্রহার করেছি।

গ. যখন আমেল উহ্য থাকে, যেমন : اياك والشر অনিষ্ট থেকে বাঁচ। এবাক্যের মূলরূপ হল اتق نفسك والشر। প্রথমে ফেয়েলকে বিলুপ্ত করা হয়েছে। অতঃপর যমীরকে منفصل আনা হয়েছে।

ঘ. যখন আমেল معنوي হয়, যেমন : انا زيد। এ বাক্যে انا এর আমেল معنوي তথা ইবতেদা।

ঙ. যখন حرف আমেল হয় আর যমীর رفع অবস্থায় থাকে, তখন যমীরটি حرف এর সাথে যুক্ত হতে পারে না, যেমন : ما انت بقائم তুমি দন্ডায়মান নও।

চ. যখন ضمير এর দিকে এমন কোন সিফাতকে নিসবত করা হয় যা موصوف ব্যতীত অন্যের উপর জারি হয়, যেমন : হিন্দা যায়েদকে প্রহার করেছে। একজন বলল- هندٌ زيدٌ ضاربتُه هي হিন্দা, যায়েদ, তাকে প্রহারকারী সে। এ বাক্যে هندٌ প্রথম মুবতাদা, زيدٌ দ্বিতীয়

মুবতাদা। ضاربتُه হল زيد এর খবর। সুতরাং ضاربتُه তার সিফাত। (কারণ, খবর মূলত মুবতাদার সিফাত)। অথচ প্রকৃতপক্ষে এটি هند এর সিফাত। ضاربتُه এর ه মাফউলে বিহি, هي : তার ফায়েল। সুতরাং যদি هِيَ কে ضمير منفصل আনা না হয়, তাহলে সন্দেহ হতে পারে যে, প্রহারকারী কি হিন্দা, না যায়েদ ? কেননা যায়েদ অধিক নিকটবর্তী।

নোট : উল্লেখিত উদাহরণটি উক্ত কায়েদার উপযোগী নয়। কারণ ضاربتُه মুয়ান্নাছ সিগা হওয়াই স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে যে, প্রহারকারী হিন্দা, যায়েদ নয়। উপযোগী উদাহরণ হল : زيد عمرو ضاربُه هُو এ বাক্যে زيدٌ প্রথম মুবতাদা, عمرو দ্বিতীয় মুবতাদা, ضاربٌ -তার ফায়েল উল্লেখিত هو এবং মাফউলে বিহি ه এর সাথে মিলে عمرو এর খবর। সুতরাং এটি তার সিফাত। অথচ এ ক্রিয়াটি আমরের নয়, বরং যায়েদের, অর্থাৎ প্রহারকারী যায়েদ। সুতরাং যখন শুধু زيد عمرو ضاربه বলা হবে, তখন এ সংশয় সৃষ্টি হবে যে, প্রহারকারী যায়েদ নাকি আমর? বরং স্বাভাবিকভাবে এটাই বুঝা যাবে যে, প্রহারকারী আমর। কারণ, তা ضاربٌ এর উহ্য যমীরের নিকটবর্তী। কিন্তু যখন هو বৃদ্ধি করা হল তখন এ সংশয় নিঃশেষ হয়ে গেল। কেননা যমীরের প্রকৃত চরিত্র হল متصل হওয়া, منفصل হওয়া প্রকৃত চরিত্রের বিপরীত। সুতরাং যখন منفصل যমীর আনা হবে, তখন শ্রোতা এ কথা বুঝবে যে, এটার مرجع ও স্বাভাবিক অবস্থার পরিপন্থি। আর তা হচ্ছে زيدٌ । যদি مرجع স্বাভাবিক অবস্থার পরিপন্থি না হত তাহলে যমীরে منفصل আনার প্রয়োজন ছিল না। মোটকথা منفصل যমীর দ্বারাই এই সংশয় নিরসন হবে। তাই এখানে যমীরে متصل আনা কঠিন।

অনুবাদ

[কায়েদা] সুতরাং ضمير مرفوع متصل বিশেষভাবে উহ্য থাকে, **[ক]** মাযীর واحد مذكر ও واحد مؤنث গায়েবে। [খ] মুযারের মুতাকাল্লিমের জন্য

সর্বাবস্থায়, অর্থাৎ মুতাকাল্লিমের উভয় সীগায় আর واحد مذكر حاضر, واحد مذكر غائب এবং واحد مؤنث غائب -এ। [গ] সিফাতে, [ইসমে ফায়েল, ইসমে মাফউল, সিফাতে মুশাব্বাহ ও ইসমে তাফযীলে] সর্বাবস্থায়। অর্থাৎ তা মুযাক্কার হোক বা মুয়ান্নাছ, একবচন হোক বা একাধিক। [কায়েদা] আর منفصل জায়েয নয়, তবে متصل কঠিন হওয়ার সময়। আর তা [সে কাঠিণ্যতা] হয় এক. তার আমেলের পূর্বে আনার করণে, দুই. বা কোন উদ্দেশ্যে যমীরকে আমেল থেকে পৃথক করার কারণে, তিন. বা আমেলকে বিলুপ্ত করার কারণে, চার. বা আমেল معنوي হওয়ার কারণে, পাঁচ. বা আমেল হরফ হওয়ার কারণে এমতাবস্থায় যে, যমীর হয় مرفوع, ছয়. বা যমীরের দিকে এমন সিফাতকে ইসনাদ করার দ্বারা যে, এ সিফাতটি যার জন্য তার গায়রের উপর সে জারি হয়েছে, যেমন : هندٌ زيدٌ ضاربتُه هي

[قاعدة] واذا اجتَمعَ ضمِيرانِ، وليس أحدُهما مرفوعا : فإنْ كان أحدُهُما أعْرَفُ، وقدَّمْتَه ، فَلَكَ الخيارُ في الثّاني، نحو : أعْطَيْتُكَه وأعطَيْتُكَ إيّاه، وضربِيْكَ، وضربِي إيّاكَ. (١)

والاّ فهو منفصلٌ نحو اعطيته ايّاه او ايّاك

[قاعدة] والمُختارُ في خبرِبابِ كان : الانْفصال. (٢)

[قاعدة] والأكثرُ : لوْلَا أنت إلى آخرها، وعسيتَ إلى آخرها، و جاءَ : لوْلاكَ وعسَاكَ إلى آخرهما. (٣)

[قاعدة] ونون الوقايةِ مع الياءِ لازمةٌ في الماضي، وفي المضارع : عريًّا عنْ نون الإعراب. (٤)

[قاعدة] وأنت مع النّونِ فيه، ولدُنْ، وإنَّ وإخَوَاتِها مخيَّرٌ. (٥)

[قاعدة] ويُختارُ في : ليتَ، ومِنْ، وعَنْ، وقَدْ، وقَطْ، وعكسُها لعلَّ. (٦)

১. যখন দু'টি যমীর পাশাপাশি আসে এবং তার কোনটিই مرفوع متصل না হয়, তাহলে তা দু'অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। হয়ত একটি ضمير অপর ضمير

অপেক্ষা اعرف হবে বা হবে না। অতঃপর اعرف টি হয়তো অগ্রে উল্লেখ করা হবে বা পরে। যদি কোনো একটি যমীর اعرف হয় এবং তাকে অগ্রে আনা হয়, তাহলে দ্বিতীয় যমীরটি متصل বা منفصل আনার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা থাকবে, যেমন : أَعْطَيْتُكَه আমি আপনাকে এ জিনিসটি দান করেছি। এখানে ك এবং ه দুটি যমীর পাশাপাশি এসেছে। আর হাযেরের ضمير টি اعرف তাই তাকে অগ্রে আনা হয়েছে এবং গায়েবের ضمير টিও তার সাথে متصل আনা হয়েছে। আর যদি তুমি চাও, তাহলে এভাবেও বলতে পারো : إيّاه اعطيتك অর্থাৎ গায়েবের ضمير টি منفصل ও আনতে পারো।

২য় উদাহরণ : ضَرْبِيْكَ তোমাকে আমার প্রহার করা। এখানে ياء متكلم যমীরটি اعرف। এটাকে متصل আনা হয়েছে আর ك হাযিরের যমীর, মর্যাদার বিবেচনায় এটি একটু নিম্নস্তরের। তাকেও متصل আনা হয়েছে। আর যদি চাও, তাহলে ضَرْبِيْ إيّاك ও বলতে পারো, দ্বিতীয় যমীরকে منفصل এনে।

আর যদি যমীর দু'টির কোনটি أعرف না হয়, বরং উভয়টি সমমানের হয় বা একটি যমীর أعرف হয়, তবে তাকে অগ্রে আনা নি, তাহলে দ্বিতীয় যমীরটিকে منفصل ই আনতে হয়, যেমন : أَعْطَيْتُه إيّاه এবং [ه এবং إيّاه উভয়টি সমমানের যমীর]। আর اعطيتُه إيّاك [এতে إيّاك যমীরটি أعرف, তবে এটাকে পূর্বে আনা হয়নি, তাই দ্বিতীয় যমীরটিকে منفصل আনা হবে।]

২. **কায়েদা :** افعال ناقصة এর খবর যদি ضمير হয়, তবে তাকে منفصل আনা উত্তম, যেমন : كان زيدا قائما وكنتُ إيّاه যায়েদ দন্ডায়মান ছিল এবং আমিও তেমনই ছিলাম অর্থাৎ দাঁড়ানো ছিলাম। كنتُ এর খবর إيّاه কে

যমীরে মুনফাসিল আনা হয়েছে। কেননা كان ইত্যাদির খবর মূলত মুবতাদার খবর। আর খবরের মূল হলো পৃথক আসা। তাই এখানেও منفصل উত্তম।

৩. **কায়েদা :** অধিকাংশ لولا এর পরে ضمير مرفوع منفصل হয়। কেননা সাধারণত لولا এর পরে مبتدأ আসে, আর তার খবর উহ্য থাকে, যেমন : لولا أنْتُم ,لولا أنْتُمَا , لولا أنْتَ [শেষ পর্যন্ত]। আর عسى এর পরে ضمير مرفوع متصل হয়। কেননা عسى অধিকাংশ নাহবীদের মতে فعل, আর فعل এর সাথে فاعل যমীর তার فاعل। আর যে যমীর فاعل হয় তা متصل থাকে, যেমন عسيتَ ,عسيتما [শেষ পর্যন্ত]। আর لولا এর সাথে ضمير مجرور متصل আসে, যেমন : لولاك ,لولاكما [শেষ পর্যন্ত]। তেমনিভাবে عسى এর সাথে ضمير منصوب متصل আসে, যেমন : عساكما,عساك [শেষ পর্যন্ত]।

৪. **কায়েদা :** যখন ফেলে মাযীর সাথে ياءِ متكلم যুক্ত হয়, তখন মাযীর সকল সীগায় نون وقاية আনা আবশ্যক। যাতে মাযীর শেষ বর্ণ কাসরা মুক্ত থাকে, যেমন : أكرمَنِى আর مضارع এর যে সকল সীগার মধ্যে نون اعرابى নেই যখন সেগুলোর সাথে ياءِ متكلم যুক্ত হয়, তখনও نون وقاية আনা আবশ্যক। যেমন : يضربُنى , تضربُنى

৫. **কায়েদা :** مضارع এর যেসব সীগায় نون اعرابى রয়েছে, সেগুলোতে যদি ياءِمتكلم যুক্ত হয়, তাহলে نون وقاية যুক্ত করার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা রয়েছে যেমন, : يضربانِنِي [نون وقاية সহ] , يضربانِيْ [نون وقاية ব্যতীত]। তেমনিভাবে لَدُنْ এবং إنَّ ইত্যাদি حروف مشبه بالفعل এর ক্ষেত্রেও نون وقاية যুক্ত করার ব্যাপারে স্বাধীনতা রয়েছে, সুতরাং لَدُنِّي ـ এবং إنِّي ـ উভয়ভাবে বলা যাবে إنّني

৬. কায়েদা : قد, عن, من, ليت ও قط এর সাথে متكلم ياے যুক্ত হলে نون وقاية এর মধ্যস্থতা গ্রহণ করা উত্তম। সুতরাং বলা হবে : مِنِّي, لَيْتَنِيْ, قَطْنِيْ এবং قَدْنِيْ, عَنِّي । আর لعل এর মধ্যে نون وقاية না আনা উত্তম। সুতরাং لعلِّي বলবে, لعلَّني ঠিক নয়।

অনুবাদ

[কায়েদা] আর যখন দু'টি যমীর পাশাপাশি আসে এবং তার কোনটিই مرفوع না হয়, সুতরাং দু'টির কোন একটি যদি أعرف হয় এবং তুমি তাকে অগ্রগামী কর, তাহলে দ্বিতীয়টিতে তোমার স্বাধীনতা থাকবে, যেমন : اَعْطَيْتُكه ও ضَرْبِي اِيَّاك ও ضَرْبِيْك এবং اَعْطَيْتُك اِيَّاهُ । **[কায়েদা]** আর كان অধ্যায়ের খবরে যমীরকে منفصل আনা উত্তম। **[কায়েদা]** আর ব্যপকভাবে لولا أنتَ الخ.. এবং عساك الخ.. এবং لولاك الخ.. আসে এবং এসেছে عَسَيْتَ الخ.. । **[কায়েদা]** আর মাযীতে متكلم ياے এর সাথে نون وقاية আবশ্যক এবং مضارع তে, যখন তা اعرابى نون মুক্ত হয়। **[কায়েদা]** আর তুমি مضارع তে اعرابى نون এর সাথে এবং لَدُنْ ও إنَّ ও তার সদৃশে স্বাধীন। **[কায়েদা]** আর نون وقاية আনা উত্তম ليت থেকে قط পর্যন্ত। আর তার উল্টো হলো لعل।

[قاعدة] ويتوسَّط بين المبتدأ والخبر، قبلَ العواملِ وبعدَها : صيغةُ مرفوعٍ منفصلٍ : مُطابقٍ للمبتدأ؛ ويُسمّى : " فصلا " ليفصِلَ بينَ كونِه نعتًا وخبرًا.

وشرطُه أنْ يّكونَ الخبرُ معرفةً، أفعلَ مِنْ كذا، مثل : كان زيدٌ هو أفضلَ مِنْ عمروٍ، ولا موضعَ له عند الخليل، وبعضُ العرب يَجعلُه مبتدأ، وما بعدَه خبره.

ضمير فصل এর কায়েদা

কখনো মুবতাদা ও খবরের মাঝে ضمير مرفوع متصل আনা হয়। যা একবচন-দ্বিবচন-বহুবচন, মুযাক্কার-মুয়ান্নাছ ও মুতাকাল্লিম-হাযের-গায়েব হওয়ার ক্ষেত্রে মুবতাদার অনুরূপ হয়। তার নাম ضمير فصل। [এটা আনা হয়] যাতে খবর ও সিফাতের মাঝে পার্থক্য সূচিত হয়। এটি عامل প্রবেশ করার পূর্বেও আনা যায়, পরেও আনা যায়, যেমন : زيد هو القائم। এ বাক্যে القائم এর আমেল معنوي, তা القائم আসার পর আমল করবে। আর كنتَ انت الرقيب বাক্যে الرقيب এর আমেল كان , যা এসে গেছে। অতঃপর ضمير فصل: أنتআনা হয়েছে।

আর ضمير فصل ব্যহারের শর্ত হল খবরটা মারেফা হওয়া বা « اسم تفضيل بـ «مِنْ হওয়া। কারণ খবর যদি নাকেরা হয় তাহলে সিফাতের সাথে মিলে যাবে (১)। আর «مِنْ» بـ اسم تفضيل মারেফার হুকুমে, যেমন : كان زَيْدٌ هُوَ اَفْضَلَ مِن عَمْرٍو। هُوَ যমীরের কল্যাণে "اَفْضَلَ مِن عَمْرو" অংশের সিফাত হওয়ার সন্দেহ দূর হয়ে গেছে।

আর নাহবী খলীল ضمير فصل কে তারকীবের অন্তর্ভুক্ত করেন না। সুতরাং তার মতে উল্লেখিত উদাহরণে افضل যবরবিশিষ্ট হবে। কারণ, তা كان এর খবর হয়েছে। আর كنت انت الرقيب এর মধ্যে الرقيب ফাতাহ বিশিষ্ট হবে। কারণ এটিও كان এর খবর হয়েছে। আবার কোনো কোনো আরব ضمير فصل কে মুবতাদা বানিয়ে তার পরবর্তী অংশটি খবরের ভিত্তিতে রফা দেন। অতঃপর জুমলার তারকীবী সম্পর্ক পূর্বের সাথে হবে।

---

১. মূল নুসখায় কথাটা এভাবেই উল্লেখ আছে। এটা হয়তো কম্পোজকারীর ভুল। অন্যথায় মূল কথা হলো "খবর যদি নাকেরা হয় তাহলে [খবর এবং] না'তের মাঝে اشتباه হয় না যে তা দূরীকরণার্থে ضمير فصل আনা আবশ্যক হবে"। [মু]

অনুবাদ

[কায়েদা] মুবতাদা ও খবরের মাঝে صيغه مرفوع متصل আনা হয় عوامل এর পূর্বে ও পরে, যা মুবতাদার অনুরূপ হয়। আর তাকে ضمير فصل নামকরণ করা হয়। যাতে পৃথক করে সে খবরকে সিফাত ও খবর হওয়ার মধ্যে।[২] এবং তার জন্য শর্ত হল, খবরটি মারেফা হওয়া বা كذا أفعل من যোগে ব্যবহৃত [من اسم تفضيل] হওয়া, যেমন : كان زَيْدٌ هُوَ اَفْضَلَ مِن عَمْرٍو । আর [তরকীবে] তার কোনো স্থান নেই নাহুবিদ খলীলের নিকট। আর কোনো কোনো আরব তাকে মুবতাদা বলে অভিহিত করে ও তার পরবর্তী অংশকে খবর।

[قاعدة] ويتقدَّم قبلَ الجملةِ ضميرُ غائبٍ، يُسمّى ضميرَ الشَّانِ والقصَّة، يُفسَّر بالجملة بعده.

ويكون متَّصلا ومنفصلا، مستتِرًا و بارزًا على حسْب العوامل، مثل : هو زيدٌ قائمٌ، وكان زيدٌ قائمٌ، وإنَّه زيدٌ قائمٌ.

وحذفه : منصوبا : ضعيفٌ، إلاّ مع "أنَّ" إذا خُفِّفَتْ، فإنَّه لازم.

ضمير شان এর আলোচনা : جمله اسميه এবং جمله فعليه এর পূর্বে গায়েবের ضمير আসে, যাকে ضمير شان ও ضمير قصه বলা হয়। এটা মুফরাদ মুযাক্কার হলে ضمير شان বলা হয়, যেমন : هو زيد قائم, ﴿ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾ অর্থাৎ الأمر والشأن كذا

আর যদি মুফরাদ মুয়ান্নাছ হয়, তাহলে তাকে ضمير قصه বলা হয়। যেমন : هي هند مليحة [হিন্দা সুন্দরী]। আর এই গায়েবের যমীরের ব্যাখ্যা করে পরবর্তী বাক্য। যমীরে শান ও যমীরে কিসসা متصل ও হয়, منفصل ও হয়, مستتر ও হয় এবং بارز ও । আমেলের চাহিদা অনুযায়ী হবে, অর্থাৎ আমেল যদি

---

[২]. এই অনুবাদটি করা হয়েছে يَتَوَسَّطُ কে لِيَفْصِلَ এর সাথে সম্পৃক্ত করে। يُسَمَّى এর সাথে সম্পৃক্ত করলে অনুবাদ হবে : ضمير فصل নামকরণ করা হয়, কারণ তা তাকে না'ত ও খবর হওয়ার মাঝে পার্থক্য করে দেয়। [মু]

যমীরে منفصل চায়, তাহলে মুনফাসিল হবে, আর যদি متصل চায় তবে মুত্তাসিল হবে। তেমনিভাবে যদি مستتر চায় তাহলে مستترআসবে, আর بارز চায় তাহলে بارز হবে, যেমন : هو زيد قائم [এটি منفصل এর উদাহরণ], كان زيد قائم [এটি متصل মুসতাতিরের উদাহরণ], إنه زيد قائم [এটি মুত্তাসিল بارزএর উদাহরণ]।

ضمير شان যদি مرفوع হয়, তাকে উহ্য রাখা শুদ্ধ নয়। কারণ, عمده [শ্রেষ্টতরের] বিলুপ্তি জায়েয নয়। মানসূব হলে বিলুপ্ত করা জায়েয আছে, তবে ঠিক নয়। কিন্তু مخففه أنّ এর সাথে তাকে বিলুপ্ত করা আবশ্যক, যেমন :

﴿ وآخِرُدعْوَاهُمْ أنِ الحَمْدُ لِله رَبِّ الْعَالَمِيْن ﴾[1]

আর তাদের শেষ কথা হবে যে, সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের জন্য।

অনুবাদ

[কায়েদা] আর বাক্যের পূর্বে আসে গায়েবের যমীর, তাকে যমীরে শান ও কিসসা বলা হয়, যাকে ব্যাখ্যা করা হয় ঐ জুমলা দ্বারা, যা তারপরে আসে। আর তা مستتر ও بارز হয়, আমেলের চাহিদা অনুসারে, যেমন : هو منفصل ,متصل , زيد قائم ও كان زيد قائم ও إنه زيد قائم। আর তাকে মানসূব অবস্থায় বিলুপ্ত করা দুর্বল। তবে أنّ এর সাথে যখন তাকে مخفف করা হবে, সুতরাং তখন তাকে বিলুপ্ত করা আবশ্যক।

---

[১]. সূরা ইউনুস; আয়াত নং :১০

: أسماءُ الإشارة [-٢]

ما وُضِعَ لمشارٍ إليه.

وهي : ذَا : للمذكّر؛ ولمثنّاه : ذَانِ، وذَيْنِ؛ وللمؤنث : تَا، وذي، وتي، وتِه، وذِهِ، و تهي، و ذهي؛ ولمثنّاه : تَانِ، وتَيْنِ؛ ولجَمْعهما : أولاءِ : مدّا وقصرا.

[قاعدة](١) ويلحَقها حرفُ التّنبيهِ، ويتّصل بها حرفُ الخطابِ.

وهي : خمسةٌ في خمسةٍ ، فيكون خمسةً وعشرينَ؛ وهي ذَاكَ – إلى-- ذاكُنّ؛ و ذانِكَ -- إلى -- ذانكُنَّ؛ وكذالك البواقي.

[قاعدة](٢) ويُقال : ذا : للقريبِ، وذلِكَ : للبعيد، وذاكَ : للمتوسّط.

وتلكَ، وتانِكَ ، وذانِك—مشدَّدتَين-- وأولائِكَ : مثل : ذلك.

وأمَّا : ثَمَّ، وهُنَا، وهُنَّا : فللمكانِ خاصّةً.

أسماء اشاره এর বর্ণনা

দ্বিতীয় মাবনী হল اسماء اشاره : اسماء اشاره ঐ ইসমকে বলে যাকে مشار اليه এর জন্য গঠন করা হয়েছে, অর্থাৎ যে শব্দ দ্বারা কোনো কিছুর দিকে ইঙ্গিত করা হয়, তাকে اسماء اشاره বলে এবং যার প্রতি ইঙ্গিত করা হয় তাকে مشار اليه বলে।

اسماء اشاره হল : ذا [ওয়াহেদ মুযাক্কারের জন্য] এবং ذان , ذين [মুযাক্কার দ্বিবচনের জন্য। ذان রফঈ অবস্থা এবং ذين নসবী ও জররী অবস্থায়]। تَا, ذِهِي , تِهِي , ذِه , تِهِ , تِيْ ,ذِي [ওয়াহিদে মুয়ান্নাছের জন্য]। تين ও تان [মুয়ান্নাছের দ্বিবচনের জন্য]। تان রফা অবস্থার জন্য আর تين নসবী ও জররী অবস্থার জন্য]। আর উভয়টির বহুবচনের জন্য আসে أُوْلَاءِ এবং أُوْلى [মদ ও কসরের সাথে, মুযাক্কার ও মুয়ান্নাছের বহুবচনের জন্য]।

১. কায়েদা : اسماء اشاره এর শুরুতে ها تنبيه এবং শেষে كاف خطاب যুক্ত হয়, যেমন : ذاك ও هذا আর ذلك : حروف خطاب [সম্বোধন জ্ঞাপক অব্যয়]

পাঁচটি আর তা হচ্ছে ك [একবচন পুরুষের জন্য], كُمَا [দ্বিবচন পুরুষ ও মহিলার জন্য], كُمْ [বহুবচন পুরুষের জন্য],كِ [একবচন মহিলার জন্য] এবং كن [বহুবচন মহিলার জন্য]। আর আসমায়ে ইশারাও পাঁচটি। সুতরাং পাঁচটিতে গুণ করলে (৫ × ৫ = ২৫) পঁচিশটি হবে। এভাবে

ক.	ذاك,	ذاكُمَا ,	ذاكُم ,	ذاكِ,	ذاكُن
খ.	ذانِك ,	ذانِكُمَا,	ذانكم,	ذانِكِ,	ذانكن ,
গ.	تاك ,	تاكما ,	تاكم,	تاكِ ,	تاكن,
ঘ.	تانِك ,	تانِكُمَا,	تاكُمْ,	تانِك ,	تاكن,
ঙ.	أولائك ,	أولائكما ,	أولائكم,	أولائكِ,	أولائكن ,

২. **কায়েদা :** ذا নিকটবর্তী مشار إليه এর জন্য, ذلك দুরবর্তী مشار إليه এর জন্য, ذاك মধ্যবর্তী مشار إليه এর জন্য। আর تلك, تانك , ذانك এবং اولائك : ذلكএর ন্যায় দূরবর্তী مشار إليه এর জন্য আসে। আর ثَمَّ ـ هُنَا ও هَنا বিশেষভাবে স্থানের দিকে ইশারা করার জন্য গঠিত হয়েছে।

অনুবাদ

اسماء اشاره এমন ইসম যা مشار اليه এর জন্য গঠন করা হয়েছে। আর ذا : ওয়াহিদে মুযাক্কারের জন্য এবং তার দ্বিবচনের জন্য ذانِ , اسماء اشاره হল ذَيْنِ। আর ওয়াহিদে মুয়ান্নাছের জন্য تا, ذِي, تِهِ , تِيْ, ذِهْ , ذِهِيْ ও এবং তার দ্বিবচনের জন্য تين ও تان আর উভয়টির বহুবচনের জন্য أولاء , মদের সাথে [তথা أولاء]এবং কাসরের সাথে [অর্থাৎأولى]। **[কায়েদা]** আর তার সাথে মিলে অর্থাৎ ইসমে ইশারার শুরুতে حرف تنبيه মিলিত হয় এবং তার সাথে অর্থাৎ শেষে كاف خطاب যুক্ত হয় যেমন : هذا , ذاك আর حروف خطاب [সম্বোধন জ্ঞাপক অব্যয়] পাঁচটি গুণকৃত পাঁচের মধ্যে সুতরাং হবে পঁচিশ। আর তা হচ্ছে ذاك থেকে ذاكن এবং ذلك থেকে ذلكن পর্যন্ত এবং তদ্রূপ

বাকিগুলোও। [কায়েদা] আর ذا নিকটবর্তীর জন্য, ذلك দুরবর্তীর জন্য এবং ذاك মধ্যবর্তীর জন্য ব্যবহার করা হয়। আর تلك ও تانِّك [তাশদীদের সাথে] এবং ذانِّك [তাশদীদের সাথে] আর أولائك : ذلك এর ন্যায় [দূরবর্তীর مشار إليه জন্য]। আর ثَمَّ ـ هُنا ও هَنا বিশেষ ভাবে স্থানে জন্য।

: الموصول [٣]

مالا يَتِمُّ جزءً إلاَّ بِصلةٍ وعائدٍ.

وصلتُه : جملةٌ خبريّةٌ، والعائدُ ضميرٌ له؛ وصلةُ الألف واللام : اسم فاعلٍ، أو مفعولٍ.

وهي : الّذي، والّتي، واللّذَانِ، واللّتانِ: بالألف والياء ؛ والأولى، والذِيْنَ، واللائِي، واللاءِ، و اللّاتي، اللّواتي، ومَنْ، ومَا وأيٌّ، وأيَّةٌ، وذُوْ الطّائيّةُ، وذَا بعدَ : ما للاستفهام، والألف واللام.

[قاعدة] والعائدُ المفعولُ يجوزُ حذفُه. (١)

[اسم موصولএর বর্ণনা]

তৃতীয় মাবনী : اسماء موصوله । اسم موصول এমন ইসমকে বলা হয়, যা সিলাহ ও عائد ব্যতীত জুমলার অংশ হতে পারে না। আর তার সিলাহ হয় جلمه خبريه [جلمه انشائيه সিলাহ হতে পারে না]। আর عائد হল صله তে বিদ্যমান একটি যমীর, যা ইসমে মাওসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। আর الذي অর্থের 'আলিফ-লামে'র صله হয় اسم فاعل ও اسم مفعول । যেমন : الضارب অর্থাৎ الذى ضَرَب ও المضروب অর্থাৎ الذى ضُرِب ।

اسماء موصوله হল :

الَّذِيْ [ওয়াহিদে মুযাক্কারের জন্য],

الَّتِيْ [ওয়াহিদে মুয়ান্নাছের জন্য],

الذَّانِ [মুযাক্কারের দ্বিবচনের জন্য, রফা অবস্থায়],

الذَّيْنِ [মুযাক্কারের দ্বিবচনের জন্য, নসবী ও জররী অবস্থায়],

اللتانِ [মুয়ান্নাছের দ্বিবচনের জন্য, রফা অবস্থায়],

اللتَيْنِ [মুয়ান্নাছের দ্বিবচনের জন্য, নসবী ও জররী অবস্থায়],

الأُوْلى [মুযাক্কার ও মুয়ান্নাছের বহুবচনের জন্য],

الذِيْن [মুযাক্কারের বহুবচনের জন্য],

اللَّائِيْ [হামযা ও ইয়া এর সাথে],

اللاء [ইয়া ছাড়া হামযার সাথে],

اللائيْ [হামযা ছাড়া ইয়ার সাথে]।

শেষ তিনটি মুযাক্কার ও মুয়ান্নাছের বহুবচনের জন্য, তবে এগুলোর অধিকাংশ ব্যবহার মুয়ান্নাছের বহুবচনের জন্য হয়।

اللَّوَاتِيْ ও اللَّاتِيْ [শুধু মুয়ান্নাছের বহুবচনের জন্য]

مَا بمعنى الذي [غير ذوى العقول এর জন্য],

من بمعنى الذِّيْ [ذوي العقول এর জন্য],

أيٌّ بمعني الذِّيْ [মুযাক্কারের জন্য],

أيَّةٌ بمعني الذِّيْ [মুয়ান্নাছের জন্য],(১)

ذوبمعني الذِّيْ বনী ত্বয় গোত্রের লোগাতে।

ما استفهامية এর পরের ذا : الذي অর্থ দান করে, যেমন : ماذا صنعتَ অর্থাৎ ما الذي صنعتَ।

اسم مفعول ও اسم فاعل যা الْ এর পূর্বে আসে, তা الذي এর অর্থ দান করে।

১. কায়েদা : صله তে বিদ্যমান যে ضمير টি মাওসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করে যদি তা مفعول হয়, তাহলে তাকে বিলুপ্ত করা জায়েয, কেননা মাফউল فضله অতিরিক্ত, যেমন : ﴿ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ أيْ يَشَاءُه

---

১ أيَّة بمعنى الذِّيْ এর তুলনায় أيَّة بمعنى اللتي হওয়া অধিক উপযোগী। [মু]

অনুবাদ

اسم موصول ঐ ইসম যে জুমলার পরিপূর্ণ অংশ হতে পারে না তবে صله ও প্রত্যাবর্তনকারী যমীরের সাথে। আর তার صله হয় جلمه خبريه এবং তাতে ইসমে মাওসূলের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী যমীর বিদ্যমান থাকে। আর الذي এর অর্থপ্রদানকারী আলিফ-লামের صله হয় ইসমে ফায়েল ও ইসমে মাফউল। আর اسماء موصوله হল এই الذي ـ التي الخ.. [কায়েদা] মাফউলের عائد কে বিলুপ্ত করা জায়েয।

[[أحكامها

[١-] وإذا أخبرتَ بالذيْ : صدَّرتَها، وجعلتَ موضِعَ المُخبر عنه ضميرا لها، وأخَّرتَه خبرًا عنه : فإذا أخبرْتَ عَنْ زيدٍ مِنْ : " ضربتُ زيدا" قلتَ : "الّذي ضربتُه زيدٌ". (١)

[٢-] وكذالك الألفُ واللام في الجملة الفعلية خاصّةً، ليصحَّ بناءُ اسم الفاعل والمفعول. (٢)

فإنْ تعذّر أمرٌ منها : تعذَّرَ الإخبار. (٣)

ومِنْ ثَمَّ : امتنع في ضمير الشَّانِ، والموصوفِ، والصفة، والمصدر العامل، والحال، و في الضّمير المستحق لغيرها، والاسم المشتمل عليه.

[اسم موصول এর আহকাম]

১. কখনো কখনো বক্তার কথার কিছু অংশ বুঝে আসে না, তাই ঐ অংশ জানার জন্য প্রশ্ন করা হয়, তখন তার জবাব দেয়া হয় الذي দ্বারা, যেমন : একজন বলল: ضربتُ زيدًا কথাটা পরিপূর্ণভাবে শ্রোতার বুঝে আসল না। তাই সে প্রশ্ন করল ؟ من ضربتَ [তুমি কাকে প্রহার করলে ?] এবার বক্তা শ্রোতার 'না-বুঝা' অংশটুকু الذي দ্বারা অবগত করে বলবে : اَلَّذِيْ ضَرَبْتُه زَيْدٌ [আমি যাকে প্রহার করেছি, সে হল যায়েদ।]

এইভাবে الذي দ্বারা উত্তর প্রদান করার জন্য তিনটি শর্ত : **এক.** التصدير بالموصول অর্থাৎ ইসমে মাওসূলকে জবাবী জুমলার শুরুতে আনা। **দুই.** ইসমে মাওসূলের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী যমীরকে مخبرعنه এর স্থলে তথা এই বাক্যের ঐ স্থলে রাখা, যার সম্পর্কে খবর দেয়া হচ্ছে, অর্থাৎ যায়েদের স্থলে। **তিন.** এবং তার পরে مخبر عنه তথা যায়েদকে খবর বানানো। এবং এভাবে বলা الَّذِيْ ضَرَبْتُه زَيْدٌ:

দ্বিতীয় উদাহরণ : একজন বলল زيد قائم/ قام কিন্তু কথাটি পরিপূর্ণভাবে শ্রোতার বোধগম্য হলো না, তাই সে প্রশ্ন করল- ؟ من قام [কে দাঁড়িয়েছে] এবার বক্তা তার বক্তব্যের অংশ قائم / قام সম্পর্কে খবর দিয়ে বলল : الذي قام / قائم هو زيد। মোটকথা শর্ত তিনটি বিদ্যমান থাকলে الذي দ্বারা খবর দেয়া শুদ্ধ, অন্যথায় নয়।

২. যদি الذي অর্থের الف لام দ্বারা ঐ বাক্যাংশ সর্ম্পকে খবর দেয়া হয়, তাহলে শর্ত হল, সে অংশটি جمله فعليه এর অংশ হতে হবে। কারণ الذي অর্থের الف لام এর صله হয় ইসমে ফায়েল ও ইসমে মাফউল, যা ফেয়েল থেকেই গঠিত হয়, যেমন : কেউ বলল- زيد قام শ্রোতা জিজ্ঞাসা করল ؟ من قام তখন সে উত্তরে বলল, زيد القائم। উল্লেখিত শর্ত তিনটি এখানেও প্রযোজ্য হবে অর্থাৎ আলিফ-লামকে জবাবী বাক্যের শুরুতে আনা। অতঃপর مخبر عنه এর স্থানে যমীরকে রাখা [القائم এর উহ্য যমীরটি زيد এর দিকে প্রর্ত্যাবর্তনকারী]। অতঃপর مخبر عنه কে খবর বানানো।

৩. যদি এ শর্ত তিনটি বিদ্যমান না থাকে, তাহলে الذي بمعنى الف لام দ্বারা খবর দেয় শুদ্ধ হবে না। তাই الذي বা الذي بمعنى الف لام দ্বারা [নিম্নোক্ত] সাতটি বিষয়ে খবর দেয়া যাবে না, যথা :

এক. যমীরে শান সম্পর্কে। কারণ যমীরে শান বাক্যের শুরুতে থাকে। সুতরাং যদি তাকে খবর বানিয়ে الذي এর পরে আনা হয়, তাহেল যমীরে শানের শান অর্থাৎ বাক্যের শুরুতে আসা অব্যাহত থাকবে না, যেমন : কেউ বলল, انه

زيد قائم : নিশ্চয় যায়েদ দন্ডায়মান। এবাক্যে যমীরে শান হল انّ এর ইসম, আর زيد قائم জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হল তার খবর। এবারে যদি কেউ এই বাক্যাংশ তথা যমীরে শান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে যেটি انّ এর ইসম, তাহলে الذي দ্বারা তার উত্তর দেয়া যাবে না।

দুই. শুধু موصوف সম্পর্কে الذي দ্বারা খবর দেয়া যায় না। **তিন.** তেমনিভাবে শুধু صفت সম্পর্কেও الذي দ্বারা খবর দেয়া যায় না, যেমন কেউ বলল : ضربتُ زيدًا العاقِلَ। [আর কথাটা শ্রোতার পরিপূর্ণভাবে বুঝে আসল না তাই সে زيدًا বা العاقِلَ সম্পর্কে বক্তাকে জিজ্ঞাসা করল তখন] زيداً সম্পর্কে الذي দ্বারা জবাব দেয়া যাবে না, العاقلَ সম্পর্কেও না।([১])

কারণ যমীর মাওসুফও হয় না, সিফাতও হয় না। সুতরাং যদি সিফাত ব্যতীত শুধু মাওসূফ সম্পর্কে الذي দ্বারা খবর দেয়া হয়, তাহলে যমীর মাওসূফ হওয়া লাযেম আসে([২])। আর যদি মাওসূফ ব্যতীত শুধু সিফাত সম্পর্কে الذي দ্বারা খবর দেয়া হয়, তখন যমীর সিফাত হওয়া লাযিম আসবে([৩])। অথচ তা নিষিদ্ধ।

চার. مصدرِ عامل সম্পর্কে তার মা'মূল ব্যতীত الذي দ্বারা জবাব দেয়া যায় না, যেমন : কেউ বলল, عَجِبْتُ مِنْ دقِّ الْقَصَّارِ الثَّوْبَ আমি হতবুদ্ধি হয়েছি ধোপার কাপড় চূর্ণ করায়। এবাক্যে যদি دق الْقَصَّارِ সম্পর্কে তার মা'মূল الثَّوْبَ ব্যতীত প্রশ্ন করা হয়, তাহলে তার জবাব الذي দ্বারা দেয়া যাবে না। কারণ আমলকারী মাসদার তার মা'মূলের পূর্বে থাকে। সুতরাং তাকে পরে নিলে আমল করতে পারবে না।

---

১. কারণ الذي দ্বারা যার সম্পর্কে খবর দেয়া হবে [مخبر عنه] সেলাতে তার স্থলে তার একটি যমীর থাকতে হয় আর সে [مخبر عنه] হয়ে যায় বাক্যের 'খবর'। সুতরাং যদি মওসুফ مخبر عنه হয় তাহলে মওসুফের স্থলে যমীর আনতে হবে ফলে যমীর মওসূফ হয়ে যাবে। আর যদি সিফত مخبر عنه হয় তাহলে যমীর সিফত হয়ে যাবে অথচ যমীর মাওসুফও হয় না, সিফাতও হয় না।

২. কারণ, তখন বাক্যটি হবে এরূপ : الذي ضربتُه العاقلَ زيدٌ [ه মওসুফ আর العاقلَ সিফত।]

৩. কারণ, তখন বাক্যটি হবে এরূপ : الذي ضربتُ زيداً إياه عاقلٌ[زيداً মওসুফ আর إياه সিফত।]

পাঁচ. এমনিভাবে حال সম্পর্কে [প্রশ্ন করলে] الذي দ্বারা জবাব দেয়া নিষেধ। কারণ حال হয় নাকেরা, আর যমীর হয় মারেফা। সুতরাং [নাকেরা] حال এর স্থানে [মারেফা] যমীর আসতে পারে না, যেমন : কেউ বলল, جاء زيد راكبا এবাক্যে راكبا হাল এবং বাক্যের অংশ। কিন্তু তার সম্পর্কে الذي দ্বারা খবর দেয়া যায় না।

ছয়. এমনিভাবে যে যমীর الذي ব্যতীত অন্য শব্দের দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তার সম্পর্কেও الذي দ্বারা খবর দেয়া যায় না, যেমন : কেউ বলল زيدٌ ضربتُه এ যমীরটি زيد এর দিকে ফিরছে। এবার যদি এ যমীর সম্পর্কে الذي দ্বারা খবর দেয়া হয়, তাহলে এটা সম্ভব হবে না। কারণ জবাবী বাক্যে যমীরটি الذي এর দিকে ফিরবে,অথচ এটি زيد এর যমীর।

সাত. এমনিভাবে বাক্যের ঐ অংশ সম্পর্কেও الذي দ্বারা খবর দেয়া যায় না,যা ইসম হয় এবং তাতে এমন যমীর থাকে যা الذي ব্যতীত অন্য শব্দের দিকে প্রত্যাবর্তন করে, যেমন ضَرَبْتُه غلامَه এ বাক্যের একটি অংশ غلامَه, এর যমীরটি যায়েদের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। সুতরাং এ অংশ সম্পর্কে الذي দ্বারা খবর দেয়া যাবে না। (اسماء موصوله 'র অবশিষ্ট আলোচনা সামনে আসবে)।

অনুবাদ

[اسماء موصوله এর আহকাম]

[১-] আর যখন তুমি الذى দ্বারা খবর দিবে, তখন الذى কে প্রথমে আনবে এবং مخبر عنه এর স্থানে ইসমে মাওসূলের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী যমীর রাখবে আর مخبر عنه কে পরে উল্লেখ করবে ইসমে মাওসূরে খবর বানিয়ে, যেমন : যখন ضَرَبْتُ زَيْدًا এর زَيْدًا সম্পর্কে খবর দিবে, তখন বলবে : الَّذِيْ ضَرَبْتُهُ زَيْدٌ

[২-] এমনিভাবে الف لام, বিশেষ করে جمله فعليه তে, যাতে ইসমে ফায়েল বা ইসমে মাফউলের بناء শুদ্ধ হয় [অর্থাৎ তা সেলাহ হতে পারে।]

সুতরাং এগুলোর মধ্যে কোন বিষয় যদি দুঃসাধ্য হয়, তখন খবর দেয়াও দুঃসাধ্য হবে। আর এ কারণেই ضمير شان এর মধ্যে, موصوف ও صفت এর মধ্যে, مصدرِ عامل ও حال এর মধ্যে এবং ঐ যমীরের মধ্যে যার উপযুক্ত الذي ব্যতীত অন্য কিছু অর্থাৎ তা الذي ব্যতীত অন্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং ঐ ইসম সম্পর্কে যেটি الذي ছাড়া অন্য কিছুর যমীরকে শামিল রাখে। [এগুলোতে الذي দ্বারা খবর দেয়া নিষেধ।]

[٣-] وما الإسميّة : موصولةٌ، واستفهاميّةٌ، وشرطيّةٌ، و موصوفةٌ، وتامّةٌ بمعنى شيءٍ، وصفةٌ .(١)

[٤-] ومَنْ : كذلك، إلاّ في التّامة، والصفة.(٢)

[٥-] وأيٌّ وايّةٌ : كَمَنْ.(٣)

[قاعدة] وهي معربةٌ وحدها، إلاّ اذا حُذِفَ صدرُ صلتِها. (٤)

[فائدة] وفي : " ماذا صنعتَ ؟ " وجهانِ : أحدهما : ما الذي ؟ وجوابُه : رفعٌ؛ والآخرُ : أيُّ شيءٍ ؟ وجوابُه : نصبٌ. (٥)

১. [ما اسماء موصوله 'র অবশিষ্ট আলোচনা] ما দুই প্রকার ক. حرفية খ. اسمية। ما حرفية হলো كافة বা نافية বা مصدرية। আর ما اسمية কয়েকটি অর্থের জন্য ব্যবহৃত হয় : (ক) موصوله অর্থাৎ الذي অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন : عرفتُ ما اشتريتَ 'তুমি যা ক্রয় করেছ, আমি তা জেনেছি। (খ) استفهامية : প্রশ্নোবোধক অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন : ما عندك ؟ তোমরা নিকট কি ? (গ) شرطية : শর্তের অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন : ما تَصْنع اصْنع তুমি যা করবে, আমিও তা করব। (ঘ) موصوفة : [যার সিফাত আনা হয়েছে এমন] আর তার সিফাত মুফরাদও হয় এবং জুমলাও হয়, যেমন : مررتُ بما مُعْجِبٍ لك আমি

এমন বস্তুর পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি, যা তোমাকে মুগ্ধ করবে। আর مررتُ بما تكره النفوس كذا আমি এমন বস্তুর পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি, লোকেরা বস্তুটি অপছন্দ করে। (ঙ) تامة তথা شئ এর অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন :﴿ فَنِعِمَّا هِيَ ﴾ অর্থাৎ فنِعَمَّا شيئًا هيَ সুতরাং সে বস্তুটি কতইনা সুন্দর!। (চ) ما সিফাত হয়, যেমন : كان اِضْرِبْه ضَرْبًا مَّا أيْ ضَرْبًا أيَّ ضَرْبٍ প্রহার কর তাকে, চাই যে কোন রকম প্রহার হোক।

২. مَن এ সকল অর্থের জন্য ব্যবহৃত হয়, তবে এটি تامة ও صفت হয় না। যেমন : أكْرَمْتُ مَنْ جَاءَك أي الذيْ جاءك (এটি موصوله এর উদাহরণ)। منْ تَضْرِبْ أضْرِبْ (এটি استفهامية من এর উদাহরণ)। منْ عندك ؟ (এটি شرطية من উদাহরণ)।

كفي بنا فضلًا على منْ غيرِنا ◊ حبُّ النبيِّ محمّدٍ إيَّانا

[আমাদেরকে নবী সা.এর ভালোবাসাই প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট যে, আমরা সর্বোত্তম।] على منْ غيرِنا অর্থাৎ على شخص غيرنا [এটি موصوفة من এর উদাহরণ, যার সিফাত মুফরাদ]। من جاءك قد اكرمته [এটি এমন موصوفة من এর উদাহরণ, যার সিফাত জুমলা]।

৩. أيّ ـ أيّة এ দুটো منْ এর মতো, অর্থাৎ এ দুটি موصوله , استفهامية , شرطية এবং موصوفة হয় এবং تامة ও صفت হয় না।

৪. কায়েদা : সকল اسماء موصوله মাবনী, শুধু أيّ ও أيّة মু'রাব। তবে যখন এ দুটির صله এর শুরুর অংশ বিলুপ্ত করা হয় [এবং এগুলো মুযাফ হয়] তখন এগুলোও مبني হয়, যেমন :

﴿ ثُمَّ لَنَنْزِعَن مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيّاً أيْ أيُّهُمْ هُوَ أَشَدُّ ﴾[১]

ইহা رفا' এর উপর মাবনী।

---

[১]. সূরা মারয়াম ; আয়াত ৬৯

৫. **ফায়েদা :** ؟ماذا صَنعْتَ তে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে। **ক.** ما হল استفهامية আর ذا অর্থ الذي , সুতরাং ما মুবতাদা আর পরবর্তী অংশ খবর বা এর উল্টো। তাই তার জবাব হবে مارفعٌ। এ জন্য ؟ماذا صَنعْتَ এর জবাব হবে خيرٌ ইত্যাদি। অর্থাৎ الذيْ صَنعْتُهُ خَيْرٌ **খ.** ما হল استفهامية অর্থ أيَ شيئٍ আর ذا অতিরিক্ত। সুতরাং তার জবাব خيرا মানসূব হবে।

অনুবাদ

[৩] ما اسمية : موصولة, شرطية, استفهامية, موصولة অর্থাৎ شَئ , تامة অর্থে এবং صفة হয়। [৪] আর من ও তদ্রূপ, তবে تامة ও صفة হওয়ার ক্ষেত্রে [৫] আর أيّ ও أيّة من : এর মত। **[কায়েদা]** আর أيّ ও أيّة একক অবস্থায় মু'রাব, কিন্তু যখন তুমি তার صله এর শুরুর অংশ বিলুপ্ত করে দিবে, [তখন এটিও মাবনী হবে]। **[ফায়েদা]** আর ؟ماذا صَنعْتَ এর দু'টি সুরত। তার একটি হল ؟ ما الذي এবং তার জবাব হবে مارفعٌ। আর দ্বিতীয় হল : أيّ شيئٍ অর্থে এবং তার জবাব হবে মানসূব ।

[٤-] أسماء الأفعال

ما كانَ بمعنى الأمر، أو الماضي، نحو: " رُوَيْدَ زيدًا " أيْ أمْهِلْه، و"هَيْهَاتَ ذاك" أيْ بعُد.

[زِنَةُ فَعَالِ]

[١-] وفَعَالِ : بمعنى الأمر، مِنَ الثُّلاثي : قياسٌ، كَنَزَالِ بمعنى انْزِلْ.(١)

[٢-] وفَعَالِ : مصدرًا : معرفةً كفَجَارِ؛ وصفةً، مثل : يا فَسَاقِ : مبنيٌّ بمشابهتِه له عدلاً وزنةً.(٢)

[٣-] وفَعَالِ : علمًا للأعيانِ : مؤنثا، كقَطَامِ، وغَلَابِ : مبنيٌّ في الحجازِ، مُعربٌ في تميمٍ، إلاّ ما كان آخره راءٌ، نحو : حضار.(٣)

اسماء افعال এর বর্ণনা

চতুর্থ مبني ইসম হল اسماء افعال : اسم فعل ঐ ইসমকে বলে, যে فعل এর অর্থ প্রদান করে। এই ইসম দুই রকম (এক) ঐ সকল ইসম যেগুলো امر حاضر এর অর্থ প্রদান করে, যেমন : رُوَيْدَ زيداً যায়েদকে ছেড়ে দাও অর্থাৎ সুযোগ দাও। (দুই) ঐ সকল ইসম যেগুলো فعل ماضي এর অর্থ প্রদান করে। যেমন : هَيْهَاتَ ذلكَ সে দূর হয়েছে। আর যেহেতু امر حاضر এবং ফেলে মাযী مبني, তাই এ দু'টির অর্থ প্রদানকারী এ সকল ইসমও مبني।

امر এর অর্থ অর্থ প্রদানকারী কিছু اسماء افعال : دُونَك اللَّبَنَ -দুধ নাও, عليك الرِّفْقَ -কোমলতা অবলম্বন করো, هَا زيدًا -যায়েদকে ধর। [এ তিনটি رُوَيْدَ এর ন্যায় ইসমে নসব দেয়]। هَلُمَّ -এসো, مَهْ -বিরত থাক, صَهْ-নিরব থাক। এ তিনটিতে ফায়েলের যমীর انت উহ্য রয়েছে।

فعل ماضي অর্থে কিছু اسماء افعال : شَتَّانَ زيدٌ وعمرٌو -যায়েদ ও আমর পৃথক হয়েছে, سَرْعَانَ زيدٌ -যায়েদ তাড়াহুড়া করেছে। এ দুটি هَيْهَاتَ এর ন্যায় ইসমকে রফা' দেয়।

[فَعَالِ এর হুকুম]

উল্লেখিত اسماء افعال যেগুলো امر حاضر এবং فعل ماضي এর অর্থ প্রদান করে, এগুলো سماعى [শ্রুতনির্ভর]। এগুলো ছাড়া اسم فعل এর একটি ওজন فَعَالِ ও রয়েছে।

১. نَزَلَ : ثلاثي مجرد থেকে এই ওজনে গঠিত প্রতিটি শব্দ اسم فعل হবে, যেমন نَزَالِ থেকে انْزِلْ অর্থ নাযিল হও। تَرَكَ থেকে تَرَاكِ অর্থ اتْرُكْ। منع থেকে مَنَاعِ অর্থ امْنَعْ। আর এটি امر এর সাথে সাদৃশ্যতার কারণে মাবনী হবে। (رباعي থেকে এ ওজনে শব্দ আসে না)।

২. فَعَالِ এর ওজনের যে শব্দ معرفة مصدر বা مونث صفت থেকে معدول

হয়, সেটিও মাবনী, যেমন : فَجَارِ থেকে الفُجُوْر মা'দূল, অর্থ : পাপ কাজ করা। الفاسقة থেকে فَسَاقِ মা'দূল, অর্থ : পাপাচারী মহিলা। আর এগুলো মাবনী হওয়ার কারণ হল, এ দুটি امر فعال بمعنى এর সাথে عدل ও وزن فعل এর ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যশীল।

৩. فعال এর ওজনের যে শব্দ মহিলাদের নাম হয়, যেমন : قَطَامِ (একজন মহিলার নাম), غَلَابِ (একজন মহিলার নাম)। হেজাজীদের নিকট এ সকল শব্দ মাবনী। কারণ এগুলোও আমরের অর্থ প্রদানকারী فَعَالِ এর সাথে عدل ও وزن فعل এর সামঞ্জস্যশীল। আর তামীম গোত্রের লোকজন একে মু'রাব পড়েন। তবে যদি এসব শব্দের শেষে راء থাকে, যেমন : حَضَارِ (এটি একটি নক্ষত্রের নাম), তাহলে তামীম গোত্রের লোকজন বলেন- সেটি মাবনী।

অনুবাদ

اسماء افعال এর আলোচনা : اسماء افعال এমন ইসম যেটি امر حاضر এবং فعل ماضي এর অর্থ প্রদান করে, যেমন : رُوَيْد زَيْدًا اَيْ اَمْهِلْهُ তুমি তাকে ছেড়ে দাও। هَيْهَاتَ ذاك অর্থাৎ بَعُد সে দূর হয়েছে।

(وزن فعال এর আলোচনা :) ১. আর فَعَالِ টি আমরের অর্থে ثلاثي مجرد থেকে কিয়াস অনুসারে হয়, যেমন : نَزَالِ টি اِنْزِلْ এর অর্থে। অর্থাৎ তুমি অবতরণ কর। ২. فَعَالِ এর ওজন মারেফা মাসদার হওয়া অবস্থায় হয়, যেমন : فَجَارِ এবং সিফাত হওয়া অবস্থায়, যেমন : يا فَسَاقِ এটি মাবনী امر এর সাথে সাদৃশ্য থাকার কারণে عدل ও وزن فعل এর ক্ষেত্রে।

৩. আর فَعَالِ মহিলার নাম হওয়া অবস্থায়, যেমন : قَطَامِ ও غَلَابِ এটি হেজাবীগণের নিকট মাবনী এবং বনী তামীম গোত্রের নিকট মু'রাব। তবে যে শব্দের শেষে راء থাকে, যেমন : حَضَارِ (সেটি বনী তামীমের মতেও মাবনী)।

الاصوات [-٥]

كلّ لفظٍ حُكِيَ به صوتٌ، أو صُوِّتَ به للبَهائمُ، فالأوّل : كغَاقِ، والثّانى كنَخّ

المركبات [-٦]

كلّ اسمٍ منْ كلمتين، ليس بينهما نسبةٌ.

[قاعدة] فإنْ تضمّن الثّاني حرفا : بُنِيَا ، كخمسةَ عشرَ، وحادس عشرَ وأخَوَاتِهَا، إلاّ اثنَيْ عَشَرَ؛ وإلاَّ أُعْرِبَ الثّاني، كبَعْلَبَكَّ، وبُنِيَ الأوّلُ فِي الأفْصَحِ.

اسم صوت এর বর্ণনা

পঞ্চম মাবনী اسم صوت : ঐ ইসমকে বলা হয় যার দ্বারা কোনো প্রাণি বা কোন প্রাণহীন বস্তুর আওয়াজ নকল করা হয়, বা তা দ্বারা কোনো প্রাণিকে আহ্বান করা হয়, যেমন : غَاقِ (কাকের আওয়াজ), أُحْ أُحْ (কাসির আওয়াজ), نَخّ نَخّ (উট বসানোর আওয়াজ)।

مركبات بنائي এর বর্ণনা

ষষ্ঠ মাবনী হল : مركبات بنائي আর اسم مركب ঐ ইসমকে বলা হয় যা দু'টি শব্দ দ্বারা গঠিত হয় এবং উভয়টির মাঝে কোন নিসবত থাকে না। অর্থাৎ তাদের মাঝে ইসনাদী, ইয়াফী ও তাওসীফী কোনো সম্পর্ক থাকে না।

[কায়েদা] মুরাক্কাবের দ্বিতীয় অংশ যদি কোন হরফকে অন্তর্ভুক্ত রাখে, তাহলে উভয় অংশ মাবনী হবে। প্রথমাংশ মাবনী, কারণ এটি দ্বিতীয়াংশের মুখাপেক্ষী। সুতরাং মুখাপেক্ষী হওয়ার ক্ষেত্রে এটি হরফের সদৃশ। আর দ্বিতীয়াংশ মাবনী, কারণ এটি হরফকে -যা মাবনী আসল- তাকে অন্তর্ভূক্ত রাখে, যেমন : حاديَ عشر থেকে تسعةَ عشرَ পর্যন্ত সংখ্যাসমূহ। এগুলো واو কে অন্তর্ভুক্ত রাখে। তবে শুধু اثنا عشر ব্যতীত। কেননা اثنا عشر এর শুধু দ্বিতীয়াংশ মাবনী আর প্রথমাংশ মু'রাব। কারণ নূন পড়ে যাওয়ার কারণে সেটি মুযাফের ন্যায়। আর যদি দ্বিতীয় অংশ হরফকে অন্তর্ভুক্ত না রাখে, তাহলে মু'রাব (গায়রে মুনসারিফ) হবে। আর প্রথমাংশ বিশুদ্ধতম মতানুসারে মাবনী হবে। যেমন : بعْلَبَكُّ

অনুবাদ

৫. اسماء اصوات এর বর্ণনা

اسم صوت এমন প্রতিটি শব্দকে বলা হয়, যা দ্বারা কোন আওয়াজ নকল করা হয়, অথবা তা দ্বারা প্রাণিদেরকে আহ্বান করা হয়, প্রথমটির উদাহরণ যেমন : غَاقِ এর দ্বিতীয়টির উদাহরণ যেমন : نَخَّ

৬. اسماء اصوات এর বর্ণনা

مركب بنائي ঐ ইসমকে বলা হয যা দু'শব্দে মিলিত হয়ে গঠিত হয় (এবং) এ শব্দ দুটির মাঝে কোন নিসবত না হয়। [কায়েদা] সুতরাং দ্বিতীয় ইসম যদি কোনো হরফকে অন্তর্ভুক্ত রাখে, তাহলে উভয় ইসম মাবনী হবে, যেমন : خَمْسَةَ عَشَرَ ও حَادِى عَشَرَ এবং এজাতীয় অন্যগুলো। কিন্তু اِثْنى عَشَرَ ব্যতীত। অন্যথায় দ্বিতীয় ইসমকে ই'রাব দেয়া যাবে, যেমন : بعْلَبَكُّ । আর প্রথম ইসম মাবনী বিশুদ্ধতম ব্যবহার অনুযায়ী।

الكنايات [-٧]

كَمْ وكَذا : للعدد، وكَيْتَ وذَيْتَ : للحديث

[قاعِدة] فَكَمِ الاِستفهمِيّةُ : مميِّزُها منصُوبٌ مفردٌ، و الخبرِيّةُ : مجرُور : مفردٌ و مجموعٌ .(١)

[قاعِدة] وتدخلُ : "مِن" فِيهِما؛ ولهُما صدرُ الكلامِ . (٢)

[قاعِدة] وكِلاهُما يقعُ مرفوعًا، ومنصُوبًا، ومجرُورًا: (٣)

فكُلُّ ما بعدهُ فِعلٌ، غيرُ مشتغلٍ عنهُ بضميره : كان منصُوبًا معمولا على حَسَبِه؛ وكُلُّ ما قبلَهُ حرفُ جرٍّ، أو مضاف : فمجرُور؛ وإلاَّ : فمرفُوع : مبتدأٌ إن لم يكُنْ ظرفًا، وخبر إن كان ظرفًا.

[قاعِدة] وكذالِك أسماء الاِستفهام، و الشرطِ. (٤)

[قاعِدة] وفي مِثلِ : ع : "كَمْ عمّةٍ لَكَ يا جرِيرُ وخالةٍ " : ثلاثةُ أوجهٍ. (٥)

[قاعِدة] وقد يُحذَفُ في مِثل :" كم مالُك؟ " و " كَمْ ضربْتَ؟". (٦)

৭. أسماء كناية এর বর্ণনা

সপ্তম মাবনী أسماء كناية : اسم كناية এমন ইসম যার দ্বারা কোনো مبهم [অস্পষ্ট] বস্তুকে ব্যক্ত করা হয়। এমন শব্দ চারটি যথা : [ক] كَمْ [কত], [খ] كذا [এতো], [গ] كَيْتَ [এমন], [ঘ] ذَيْتَ [এমন]। প্রথম দু'টি عدد مبهم [অস্পষ্ট সংখ্যার জন্য] এবং শেষের দু'টি حديث مبهم [অস্পষ্ট কথার জন্য] ব্যবহৃত হয়। যেমন : قال فلانٌ ,قَبَضْتُ كذا وكذا دِرْهمًا , كَمْ دِرهمًا عندك كَيْتَ و كَيْتَ ذَيْتَ وذَيْتَ

১. **কায়েদা** كَمْ দু'প্রকার যথা : [এক] كَمْ استفهامية, [দুই] كَمْ خبرية ।

كم استفهامية দ্বারা সংখ্যা জিজ্ঞাসা করা হয় এবং তা 'কত' অর্থ প্রদান করে। তার تمييز সর্বদা মুফরাদ-মানসূব হয়, যেমন : كَمْ دِرْهَمًا عندك - তোমার নিকট কত দিরহাম আছে?।

كَمْ خبرية সংখ্যার সংবাদ দেয় এবং তা 'অনেক' অর্থ প্রদান করে। তার تمييز সর্বদা মাজরূর হয়, তবে মুফরাদও হতে পারে, জমাও হতে পারে, যেমন : كَمْ رجلٍ / رجالٍ عندي -আমার নিকট অনেক লোক আছে।

২. **কায়েদা :** كَمْ استفهامية এবং كَمْ خبرية উভয়ের তামঈযের শুরুতে مِنْ بيانية প্রবেশ করতে পারে [তখন তার تمييز মাজরূর হয়]। আর উভয় প্রকার كَمْ কে বাক্যের শুরুতে আনা জরুরী।

৩. **কায়েদা :** كَمْ চাই استفهامية হোক বা خبرية, ই'রাব গ্রহণ করার বিবেচনায় প্রত্যেকের তিন অবস্থা। তা মহল [স্থান] হিসেবে কখনো মারফূ হয়, কখনো মানসূব হয় এবং কখনো মাজরূর হয়।

ক. যদি উভয়ের পরে এমন ফেয়েল আসে যেটি كَمْ এর যমীরে আমল কারী না হয়, তাহলে كَمْ মানসূব হবে, কখনো مفعول فيه হওয়ার কারণে, যেমন : كَمْ يومًا سرتَ আবার কখনো مفعول به হওয়ার কারণে,

যেমন : كَمْ رجلا أكرَمْتَ মোটকথা ফেয়েলের চাহিদার প্রেক্ষিতে منصوب হবে।

খ. আর যদি كَمْ এর পূর্বে حرف جر বা مضاف হয়, তাহলে স্থানগতভাবে مجرور হবে, যেমন : بِكَمْ دِرْهَمًا اشْتَرَيْتَ هذا العبْدَ ও غلامَ كَمْ رجلا اشتَرَيتَ [আর كَمْ যদিও বাক্যের শুরুতে আসে, তবে হরফে জর দুর্বল আমেল তাই তার مجرور পূর্বে আসতে পারে না বিধায় حرف جر পূর্বে আসে। অতঃপর জারের হুকুমে مضاف কেও রাখা হয়েছে এবং উভয়কে পূর্বে আনা নাহবীগণ জায়েয বলেছেন।]

গ. আর যদি উল্লেখিত দুই অবস্থা না হয়, তাহলে كَمْ মুবতাদা হওয়ার ভিত্তিতে مرفوع হবে। তবে শর্ত হল তার تمييز যরফ হতে পারবে না, যেমন : كَمْ رَجُلًا أخُوْكَ। আর যদি ظرف হয় তাহলে খবর হওয়ার ভিত্তিতে مرفوع হবে। যেমন : كَمْ يومًا سفرُك

৪. কায়েদা : সকল أسماء استفهام ও أسماء شرط এর অবস্থা كَمْ এর মতই। সবগুলোতে চার প্রকার ইরাব জারি হয় অর্থাৎ نصب, جر, এবং মুবতাদা হওয়ার ভিত্তিতে رفع ও খবর হওয়ার ভিত্তিতে رفع। [أسماء استفهام ও أسماء شرط -এ সাধারণত এই চার প্রকার ইরাব প্রয়োগ হয়, তবে এগুলোর প্রত্যেকটিতে এই ইরাব প্রয়োগ হয় না।] আর كَمْ এর ক্ষেত্রে যে সকল শর্ত বর্ণনা করা হয়েছে أسماء شرط ও أسماء استفهام এর ক্ষেত্রেও সেগুলো প্রযোজ্য।

৫. কায়েদা : যদি [কোনো] كَمْ -এ ইসতেফহাম ও খবর উভয়টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং তার تمييز উল্লেখ হওয়া ও অনুল্লেখ থাকা উভয়ের সম্ভাবনা রাখে, তাহলে সেখানে তিনটি সুরত জায়েয ক. মুবতাদা হওয়ার ভিত্তিতে তামঈয মারফূ' হওয়া, খ. كم استفهامية হওয়ার ভিত্তিতে

মানসূব হওয়া, গ. كم خبرية হওয়ার ভিত্তিতে মাজরূর হওয়া। জারীর কবি ফরযদকের ভৎর্সনা করে বলে –

كَمْ عمةٍ لك يا جريرُ و خالةٍ * فَدْعًا قد حَلَبَتْ عليَّ عِشَارِي

অর্থ : হে জারীর! তোমার অনেক ফুফু ও খালা রয়েছে বাঁকা হাত বিশিষ্ট, যারা আমার দশ মাসের গর্ভবতী অনেক উটনী দোহন করেছে। এ বাক্যে عمة এর মধ্যে তিন ধরনের ইরাব জায়েয আছে।

৬. **কায়েদা :** যদি করীনা বিদ্যমান থাকে তাহলে তামঈযকে বিলুপ্ত করা যায়, যেমন : كم مالُك অর্থাৎ كم درهمًا مالك। আর করীনা হল كم মারেফার পূর্বে আসে না। আর كم ضربْتَ অর্থ كم مرةً ضربتَ করীনা হল, كم ফেয়েলের পূর্বে আসে না।

অনুবাদ

৭. أسماء كناية এর বর্ণনা

كَمْ ও كَذا সংখ্যা বুঝানোর জন্য এবং كَيْتَ ও ذَيْتَ কথা বুঝানোর জন্য। **[কায়েদা]** সুতরাং كَمْ استفهامية এর مميّز মানসূব-মুফরাদ হয়, আর كَمْ خبرية এর مميّز মুফরাদ-জমা' হয়। **[কায়েদা]** উভয়টিতে مِنْ প্রবেশ করে এবং উভয়টি বাক্যের শুরুতে আসে। **[কায়েদা]** এবং উভয়টিতে মারফূ, মানসূব ও মাজরূর অবস্থা হতে পারে। সুতরাং প্রত্যেক ঐ كَمْ যার পরে এমন ফেয়েল আসে যেটি তার যমীরে আমলকারী নয় সেটি منصوب হবে নিজ আমেল অনুযায়ী মা'মূল হওয়ার ভিত্তিতে। আর প্রত্যেক ঐ كَمْ যার পূর্বে حرف جر বা مضاف হয় সেটি مجرور হবে। আর যদি এমন না হয় : সুতরাং মারফূ-মুবতাদা হবে যদি তা যরফ না হয় এবং [মারফূ-]খবর হবে, যদি তা যরফ হয়। **[কায়েদা]** অদ্রূপ ইসতেফহাম ও শর্তের ইসমসমূহ। **[কায়েদা]** كم عمّةٍ لك ياجريرُ وخالةٍ এর মত পংক্তিতে তিনটি সুরত জায়েয। **[কায়েদা]** আর কখনো كم مالُك ও كم ضرَبتَ এর ন্যায় উদাহরণে تمييز কে বিলুপ্ত করা হয়।

الظّرُوف [-٨]

مِنها : ما قُطِع عنِ الإضافةِ، كَقَبْلُ، وبعدُ؛ و أجرِي مجراهُ : "لا غيرُ" و"ليس غيرُ" و "حَسْبُ". (١)

ومِنها : حيثُ؛ ولا يُضافُ إلا إلى الجملةِ في الأكثرِ. (٢)

ومِنها : إذا؛ وهِي لِلمستقبلِ؛ وفِيها معنى الشّرطِ؛ ولذالِك : اخْتِيْرَ بعدها الفِعلُ، وقد تكُونُ لِلمفاجأةِ، فيلزَم المبتدأُ بعدها. (٣)

ومِنها : إذْ : لِلماضِي؛ ويقعُ بعدها الجملتانِ. (٤)

أسماء ظروف এর বর্ণনা

অষ্টম মাবনী হল أسماء ظروف : اسم ظرف ঐ ইসম যে কাজের সময় বা স্থান বুঝায়। ظرف দুই প্রকার, যথা : ظرف زمان , ظرف مكان

কতিপয় ظرف زمان নিম্নরূপ :

إذ [যখন], إذا [যখন], متى [কখন],
أيَّانَ [কখন], أمْسِ [গতকাল], حيثُ [যেখানে],
أيْنَ [কোথায়], عندَ [নিকটে], لدى [নিকটে],
لدُنْ [নিকটে], قدَّام [সামনে], خلْف [পিছনে],
تحتَ [নিচে], فوقَ [উপরে]।

أسماء ظروف এর হুকুমসমূহ

১. যে সকল أسماء ظروف কে إضافت থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় সেগুলো مبني যেমন : قبلُ ও بعدُ। এ দু'টিতে إضافت আবশ্যক। কখনো তার مضاف إليه উল্লেখ থাকে তখন উভয়টি معرب হয়। আবার কখনো উহ্য থাকে। উহ্য হলে আবার দুই অবস্থা, কখনো نسيا منسيا অর্থাৎ একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়, তখনও উভয়টি معرب হয়। আবার কখনো মুযাফ ইলাইহি منوي

[নিয়তে] থাকে, তখন উভয়টি مبني হয়। কেননা তখন মুযাফ ইলাইহির প্রতি তার মুখাপেক্ষীতার কারণে হরফের সদৃশ হয়। [خلف ـ قدام ـ فوق ـ تحت এবং وراء এরও এই হুকুমই]।

শেষের তিনটি শব্দ [حَسْبُ, ليس غيرُ, لا غيرُ] যদিও যরফ নয়, তবে ظروف مضاف إليه বিলুপ্ত হওয়া এবং পেশের উপর مبني হওয়ার ক্ষেত্রে مقطوع الإضافت অর্থাৎ ইযাফত বিচ্ছিন্ন যরফের ন্যায়। আর সে তিনটি হল :

ক. لا غير অর্থ : শুধু, যেমন : افعَلْ هذا لا غيرُ,

খ. ليس غير যেমন : جاءَنِيْ زيدٌ ليسَ غيرُ,

গ. حسب [শুধু], যেমন : فعلتُ هذا حسبُ - আমি শুধু এ কাজটি করেছি।

অধিক অস্পষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে 'ইযাফত বিচ্ছিন্ন যরফের' সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার কারণে এ তিনটিকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।

২. ظروف مبنية এর একটি হল حَيْثُ। অধিকাংশ সময় তা জুমলার দিকে মুযাফ হয়, যেমন : اجلِسْ حيثُ زيدٌ جَالِسٌ। যায়েদ যেখানে বসে আছে তুমি সেখানে বস। এটি মাবনী হওয়ার কারণ হল : জুমলা মুযাফও হয় না, মুযাফ ইলাইহিও হয় না। আর যেখানে এমন হয় সেখানে তাকে মাসদার দ্বারা তা'বীল করা হয়। আর এই ঊহ্য মাসদারই হয় মুযাফ ইলাইহি। অতএব এটিও مقطوع الاضافت বা 'ইযাফত বিচ্ছিন্ন' হল।

৩. ظروف مبنية এর আরেকটি হল إذَا। ইহা ভবিষ্যৎ কালের অর্থ প্রদান করে, যদিও মাযীর পূর্বে প্রবেশ করে, যেমন : إذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ যখন সূর্যোদয় হবে। إذا তে শর্তের অর্থ থাকে। তাই তার পরে ফেয়েল আনা উত্তম, কারণ ফেয়েলের সাথে 'শর্তের' সম্পর্ক রয়েছে। আবার إذا কখনো مفاجاة বুঝায়, তখন তার পরে মুবতাদা আনা আবশ্যক, যেমন : خرجتُ فإذا السبُعُ

৪. ظروف مبنية এর আরেকটি হলো إِذْ। এটি অতীত কালের অর্থ প্রদান করে, যদিও ভবিষ্যত কালসূচক ফেয়েলের পূর্বে প্রবেশ করে। আর তার পরে কখনো জুমলায়ে ইসমিয়াহ আসে, যেমন : كَانَ ذلكَ إِذْ زيدٌ قائمٌ এটা হয়েছে, যখন যায়েদ দাঁড়ানো ছিল। আবার কখনো জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ আসে, যেমন :

(نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا)[১]

সাহায্য করেছেন রাসূলকে আল্লাহ, যখন তাকে বের করে দিয়েছে কাফেররা।

অনুবাদ

৮. أسماء ظروف এর বর্ণনা

এগুলো থেকে ঐ যরফসমূহ যেগুলোকে ইযাফত থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। যেমন : قبل ও بعد এবং এর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে لا غيرُ, ليس ও غيرُ حسْبُ। আর তার আরেকটি حيثُ। আর অধিকাংশ সময় তাকে জুমলার দিকেই ইযাফত করা হয়। আর তার আরেকটি হল إذا, এটি ভবিষ্যতের জন্য আসে; এবং তাতে শর্তের অর্থ থাকে। এ জন্যই তার পরে ফেয়েল আনা উত্তম। আবার কখনো এটি مفاجاة বুঝানোর জন্য আসে। তখন এরপরে মুবতাদা আবশ্যক। তার আরেকটি হলো إِذْ, এটি মাযীর জন্য আসে এবং তার পরে দু'টি বাক্য আসে।

---

১. সূরা তাওবা ; আয়াত নং ৪০

ومِنها :

[١ -] أين، وأنّى : لِلمكانِ : استفهامًا وشرطاً. (١)

[٢-] ومتى : لِلزّمانِ : فِيهِما. (٢)

[٣-] وأيّان : لِلزّمانِ : استفهامًا. (٣)

[٤-] وكيف : لِلحالِ : استفهامًا. (٤)

[٥-] ومذْ، و منْذُ : بمعنى أوَّلِ المدةِ، فيلِيهِما المفردُ المعرِفة؛ و بمعنى جمِيعِ المدةِ، فيلِيهِما المقصُودُ بالعدد؛ وقد يقعُ المصدرُ، أو الفِعلُ، أو أنَّ، أو إنَّ ء فيُقدرُ زمانٌ مضافٌ وهُو مبتدأٌ، وخبرُه ما بعَدهُ، خلافًا لِلزَّجاج. (٥)

ومِنها : لَدَى ولدُنْ؛ وقد جاء لدْنِ، ولدَنْ، ولُدْنِ، ولدْ، ولُدْ، ولدُ. (٦)

ومِنها :

[١-] قطُّ : لِلماضِي المنفي. (٧)

[٢-] وعوضُ : لِلمستقبلِ المنفيّ.

[قاعدة] والظّرُوفُ المضافةُ إلى الجملةِ، و"إذ" يجوزُ بناءُها على الفتح.(٨)

[قاعدة] وكذالِك مِثلُ، وغيرُ : مع ما، وأنْ، وأنَّ. (٩)

১. أين ও أنّى । যেগুলো مكان তথা স্থান বুঝায়, আবার কখনো প্রশ্নবোধক অর্থ প্রদান করে, যেমন : أين زيدٌ যায়েদ কোথায়? أنّي زيد যায়েদ কোথায়? আবার কখনো শর্তের অর্থ প্রদান করে, যেমন : أينَ تَكُنْ أكُنْ তুমি যেখানে থাক আমিও সেখানে থাকব। أنّى تَجْلِسْ أجْلِسْ তুমি যেখানে বসবে, আমিও সেখানে বসব।

২. متى সময় বুঝায় এবং তা ইসতেফহাম ও শর্ত উভয় অর্থ প্রদান করে। যেমন : متى تَخْرُجْ أخْرُجْ তুমি যখন বের হবে, আমিও তখন বের হবো। متَى الساعَةُ ؟ কিয়ামত কখন আসবে?

৩. أَيَّانَ ও সময় বুঝায় এবং তা শুধু ইসতেফহামের অর্থ প্রদান করে, শর্তের জন্য ব্যবহৃত হয় না, যেমন : أَيَّانَ يومُ الدِّين -প্রতিদান দিবস কবে?

নোট : أَيَّانَ ব্যবহৃত হয় সে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যেগুলো ভবিষ্যতে সংগঠিত হবে, আর متى ব্যাপক। সুতরাং أَيَّانَ يوم زيد যায়েদের দিন কবে? বলা শুদ্ধ নয়, বরং متى يومُ زيدٍ বলা শুদ্ধ।

৪. كيف অবস্থা জিজ্ঞাসা করার জন্য ব্যবহৃত হয়, যেমন : كيفَ زيدٌ ؟ যায়েদের কি অবস্থা ?

৫. مُذْ, مُنْذُ [ক] কখনো সময়ের শুরু বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন এগুলোর পরে মুফরাদ মারেফা শব্দ যুক্ত হয়ে আসে, যেমন : ما رأيتُه مُذْ / مُنْذُ يَومِ الْجُمعَةِ - আমি তাকে জুম'আর দিন থেকে দেখিনি।

[খ] আবার কখনো এ দু'টি পূর্ণ সময় বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন এগুলোর পরে সেই সংখ্যা আসে যেটিই মূখ্য উদ্দেশ্য, চাই একবচন হোক কিংবা দ্বিবচন বা বহুবচন, যেমন : ما رأيتُه مُذْ / مُنْذُ يَومٍ / يَوْمَيْنِ / ثلاثةِ أيام

[গ] কখনো এ দুটির পর মাসদার বা ফেয়েল কিংবা أَنَّ [তাশদীদযুক্ত] বা أَنْ [তাশদীদমুক্ত] আসে। তখন مذ ও مُنْذُ শব্দদ্বয়ের পরে زمان শব্দ উহ্য থাকে যা উক্ত চারটির দিকে মুযাফ হয়, যেমন : مَا خَرَجْتُ مُذْ أَنْ ذَهَبْتَ أي مذْ زمانِ ذهَابِكَ

আর مُذْ বা مُنْذُ হয় মুবতাদা এবং তার পরবর্তী শব্দ হয় খবর। তবে জুযায নাবহী বিপরীত কথা বলেন। তার মতে مُذْ ও مُنْذُ অগ্রবর্তী খবর আর তার পরবর্তী শব্দ পশ্চাদবর্তী মুবতাদা ।

৬. আর ظروف مبنية এর থেকে আরো হলো لدى ও لدن যা عند এর অর্থ প্রদান করে। এগুলোকে আরো কয়েকভাবে পড়া যায়, যথা – لَدُنْ, لَدُنِ, لَدُ, لُدْ, لَدْ, لُدْنِ

৭. আর ظروف مبنية এর থেকে আরো হলো [ক] قَطُّ । এটি না-সূচক মাযীর ব্যাপকতাকে বুঝায়, যেমন : ما ضربْتُه قَطُّ -আমি তাকে কখনো প্রহার করিনি। [আবার এটি কখনো তাশদীদমুক্ত হয় তথা قَطْ]। [খ] عَوْضُ এটি مستقبل منفي এর না-সূচকের ব্যপকাত বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়, যেমন : لا اٰكُلُه عَوْضُ -আমি এটা কখনো খাব না।

৮. **কায়েদা :** যে সকল ظروف জুমলা বা اذ এর দিকে মুযাফ হয়, সেগুলোকে ফাতাহ'র উপর মাবনী পড়া জায়েয আছে, যেমন :

(يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِيْنَ صِدْقُهُمْ)[১]

এতে يوم জুমলার দিকে মুযাফ হয়েছে তাই তা ফাতাহ'র উপর মাবনী হয়েছে। দ্বিতীয় উদাহরণ, যেমন : (مِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ)[২] এতে يوم শব্দটি اذ এর দিকে মুযাফ এবং ফাতহ এর উপর মাবনী হয়েছে।

৯. **কায়েদা :** غير ও مثل যখন ما , أنْ , أنَّ এর সাথে মিলিত হয় তখন মু'রাব ও মাবনী হওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখিত ظروف এর মতই। অর্থাৎ জুমলার দিকে মুযাফ হওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখিত যরফ সমূহের সাথে সাদৃশ্য রাখে। তাই উভয়টি ফাতাহ'র উপর মাবনী হওয়াও শুদ্ধ এবং মু'রাব হওয়াও শুদ্ধ, যেমন : قِيَامِيْ مِثْلَ مَا قَامَ زَيْدٌ আমার দান্ডয়মান হওয়া যায়েদের দন্ডায়মান হওয়ার মত।

অনুবাদ

(১) আর ظروف مبنية এর থেকে আরো হলো أيْنَ ও أنَّى এ দু'টি স্থানের অর্থ প্রদান করে, ইসতেফহাম ও শর্ত হিসেবে। (২) আর متى সময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়, এ দুটিতে অর্থাৎ ইসতেফহাম ও শর্তের মধ্যে। (৩) ايّان সময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়, ইসতেফহাম হিসেবে। (৪) كَيْفَ অবস্থার বুঝানোর জন্য

---

১. সূরা মায়েদা ; আয়াত নং ১১৯
২. সূরা হুদ ; আয়াত নং :

ব্যবহৃত হয়, ইসতেফহাম হিসেবে। (৫) مُذْ ও مُنْذُ সময়ের সূচনা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় তখন এ দু'টির সাথে মুফরাদ মারেফা মিলিত হয়। আবার এ দু'টি পূর্ণ সময় বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন এ দু'টির সাথে মিলিত হয়ে আসে সেটি, সংখ্যা দ্বারা উদ্দেশ্য যেটি। আবার কখনো এগুলোর পরে মাসদার বা ফেয়েল কিংবা أَنَّ অথবা أَنْ আসে, তখন زمان শব্দ উহ্য মুযাফ মানা হয় এবং সেটি মুবতাদা হয় ও তার পরবর্তী শব্দ হয় খবর। তবে জুযায নাহবীর বিপরীত।আর ظروف مبنية থেকে আরো হলো لَدَى ও لَدُنْ তা কখনো لَدِنِ, لَدَنْ, لُدُنِ , لَدْ, لُدْ, لَدُ এসে থাকে।

আর ظروف مبنية থেকে আরো হলো (১) قَطُّ এটি না-বাচক মাযীর জন্য আসে। (২) এবং عوض এটি নাবাচক মুসতাকবিল জন্য আসে। **[কায়েদা]** আর জুমলা اذ এর দিকে যে সকল আসমায়ে যুরূফ মুযাফ হয়, সেগুলোকে ফাতাহ'র উপর মাবনী পড়ার সুযোগ রয়েছে। **[কায়েদা]** এমনিভাবে مثل ও غير যখন ما , أَنْ , أَنَّ এর সাথে মিলিত হয়।

প্রশ্নমালা

[সংজ্ঞাগুলো উত্তর আরবীতে দিতে হবে]

১. مبنى কাকে বলে? তার হরকতসমূহের নাম কি ? তার হুকুম কি ? এবং আট প্রকার মাবনী কি কি ?

২. ضمير কাকে বলে ? যমীরে গায়েবের مرجع তিন ভাবে উল্লেখ হয়, উদাহরণসহ তা বর্ণনা কর।

৩. ضمير متصل ও ضمير منفصل কাকে বলে ? ضمير কয়টি ? مرفوع , منصوب , এবং مجرور এর মর্ম কি ?

৪. পাঁচ প্রকার যমীরের গরদান শুনাও।

৫. ضمير مرفوع متصل মাযী, মুযারে এবং সিফাতের কোন কোন সীগায় مستتر থাকে ? সিফাত দ্বারা কি উদ্দেশ্য ?

৬. ضمير منفصل কখন ব্যবহার করা হয় ? যে ছয়টি স্থানে যমীরে মুত্তাসিল ব্যবহার করা যায় না সে স্থানগুলো উদাহরণসহ বর্ণনা কর এবং ষষ্ঠ স্থানটি বিশেষভাবে বিশ্লেষণ কর।

৭. যখন দু'টি যমীর একত্রিত হয়, যার কোনটিই মারফূ' নয় এবং এদের একটি أعرف ও অগ্রগামী হয়, তাহলে দ্বিতীয় যমীরটি কেমন হবে?

৮. افعال ناقصه এর খবর ضمير হলে কোন প্রকার যমীর আনা উচিত ? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৯. عَسَى ও لَوْلَا এর পরে কোন প্রকার যমীর আসে?

১০. মাযী ও মুযারের কোন কোন সীগায় نون وقاية আনা জরুরী ? نون وقاية কাকে বলে ?

১১. মুযারেতে نون اعرابى এর সাথে نون وقاية আনার হুকুম কি? لدن এবং حروف مشبَّة بالفعل এর সাথে কি হুকুম?

১২. ليتَ ইত্যাদি পাঁচ হরফে نون وقاية আনা কেমন এবং لعل তে কেমন ?

১৩. ضمير فصل এর কায়েদা বর্ণনা কর। তা কোথায় ব্যবহার করা হয়? কিরূপ আনা হয় ? কেন আনা হয় ? এবং তার জন্য শর্ত কি ? আর এটি কি তারকীবের অন্তর্ভুক্ত হয় ?

১৪. ضمير قصة ও ضمير شان এর কায়েদা বর্ণনা কর এবং তা বিলোপ করা কখন দুর্বল, কখন আবশ্যক ?

১৫. اسم إشاره কাকে বলে ? ইসমে ইশারা কয়টি ও কি কি ?

১৬. أسماء إشاره এর শুরুতে এবং শেষে কি কি হরফ মিলিত হয় ? كاف خطاب মিলিত হওয়া দ্বারা أسماء اشاره মোট কতটি হয়?

১৭. নিকটবর্তী, দূরবর্তী এবং মধ্যবর্তীর জন্য কি কি ইসমে ইশারা ব্যবহৃত হয়? ثَمَّ এবং هنا কিসের ব্যবহৃত হয় ?

১৮. اسم موصول কাকে বলে? সেলাহ কেমন জুমলা হয় ? তাতে কি থাকা আবশ্যক এবং الذي অর্থ প্রদানকারী ال এর সিলাহ কি হয়?

১৯. সকল أسماء موصولة বর্ণনা কর। ذو الطائية কি ? লিখ।

২০. عائد বিলুপ্ত করা কখন জায়েয ? উদাহরণ পেশ কর।

২১. الذي দ্বারা যদি বাক্যের কোনো অংশ সম্পর্কে খবর দেয়া হয় তার জন্য

শর্ত কি কি ? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

২২. الذي অর্থ প্রদানকারী ال দ্বারা যদি বাক্যের কোনো অংশ সম্পর্কে খবর দেয়া হয় তার জন্য শর্ত কি কি ? এবং কেন ?

২৩. যে সাতটি বিষয় সম্পর্কে الذي দ্বারা খবর দেয়া যায় না তা কি কি ? এবং কেন যায় না ? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

২৪. ما اسمية কয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয়? উদাহরণসহ বল।

২৫. مَنْ কয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয়? উদাহরণসহ বল।

২৬. أيٌّ ও أيَّة এর অর্থ কি কি এবং এ দু'টি কখন মু'রাব হয় এবং কখন মাবনী হয়?

২৭. ماذا صنعْتَ এর মধ্যে দু'টি সম্ভাবনা কি কি এবং উভয় অবস্থায় জবাব কি হবে?

২৮. ماضي ও امر এর অর্থ প্রদানকারী কয়েকটি أسماء افعال উদাহরণসহ বর্ণনা কর এবং فَعَالِ ওজনে আসা ইসমসমূহের হুকুম বর্ণনা কর।

২৯. أسماء أصوات কাকে বলে ? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৩০. مركباتকাকে বলে ? এগুলোর মু'রাব ও মাবনী হওয়ার আহকাম উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৩১. أسماء كناية কি ? كم استفهامية এবং كم خبرية এর تمييز কিরূপ হয় ? উদাহরণসহ বর্ণনা কর। উভয়টির তামঈযে مِنْ আসতে পারে কি-না ? উদাহরণসহ বর্ণনা কর। কোনটি বাক্যের শুরুতে আসা জরুরী ?

৩২. كم استفهامية ও كم خبرية কখন মারফূ', মানসূব এবং মাজরূর হয়? উদাহরণসহ তারকীব বর্ণনা কর।

৩৩. أسماء استفهام ও أسماء شرط এর মধ্যে ইরাবের কি কি সুরত জারি হয়?

৩৪. كَمْ عَمَّة এর ন্যায় উদাহরণ দ্বারা কি উদ্দেশ্য ? তার তিন ইরাব কি কি?

৩৫. كَمْ ضربتَ ও كَمْ مَالُك এর মধ্যে কোন শব্দ উহ্য রয়েছে, তার করীনা কি?

৩৬. ইযাফত-বিচ্ছিন্ন أسماء ظروف কি কি ? এগুলোর হুকুমে কি কি শব্দ রয়েছে?

৩৭. حَيْثُ এর আহকাম উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৩৮. إذَا এর আহকাম উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৩৯. إذْ এর আহকাম উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৪০. أنَّى ও أيْنَ এর হুকুম উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৪১. مَتَى এর হুকুম উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৪২. أيَّان এর হুকুম উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৪৩. كَيْفَ এর হুকুম উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৪৪. مُنْذُ ও مُذْ এর আহকাম উদাহরণসহ বর্ণনা কর

৪৫. لَدَى ও لدن এর মধ্যে কি কি হরকত প্রচলিত রয়েছে?

৪৬. قَطُّ এর হুকুম উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৪৭. عَوْضُ এর হুকুম উদাহরণসহ উল্লেখ কর।

৪৮. جملة ও إذْ এর দিকে মুযাফ ظروف أسماء এর আহকাম উদাহরণসহ বর্ণনা কর

৪৯. مثل ও غير এর مَا, أنْ ও أنَّ এর সাথে কি হুকুম ? বর্ণনা কর।

المعرِفةُ والنكِرةُ

المعرِفةُ : ما وُضِع لِشيءٍ بعينِهِ؛ وهِى : المضمراتُ، والأعلام ، والمبهمَاتُ، وما عُرِّف باللام، أو بالنِّداءِ، والمضافُ إلى أحدها معنًى.

العلم : ما وُضِع لِشيءٍ بعينِهِ ، غير متناولٍ غيرَه بوضْعٍ واحدٍ.

[قاعدة] وأعرفُها : المضمرُ المتكلِّم، ثمّ المخاطب.

والنكِرةُ : ما وُضِع لِشيءٍ لا بعينِهِ.

نكرة ও معرفة এর আলোচনা

معرفة ঐ ইসম যাকে কোনো নির্দিষ্ট বস্তু বুঝানোর জন্য গঠন করা হয়েছে। معرفة সাতটি।

(এক) সমস্ত যমীর। [যমীর সমূহের মধ্যে أعرف المعارف তথা সর্বাধিক মারেফা হল মুতাকাল্লিমের যমীর। কারণ এতে অন্যের সাথে মিলে যাওয়ার আশংকা সবচে' কম। তারপর হাযিরের যমীর, অতঃপর গায়েবের যমীর]।

(দুই) اعلام [নামসমূহ]। علم ঐ ইসম যাকে কোনো নির্দিষ্ট বস্তু বুঝানোর জন্য গঠন করা হয়েছে। আর এটি একই وضع তে অন্য কাউকে অন্তর্ভুক্ত করে না, যেমন এক ব্যক্তির নাম রাখা হলো 'যায়েদ'। এবারে এই وضع তে [নির্দিষ্টকারণে] অন্য কোনো ব্যক্তি 'যায়েদ' হতে পারে না।

(তিন) أسماء اشاره **(চার)** أسماء موصوله [এ দু'টিকে مبهمات বলা হয়, কারণ এগুলোতে صله ও مشار اليه কে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় না]।

(পাঁচ) معرف باللام যেমন : الرجل ।

(ছয়) معرف بحرف نداء যেমন : يا رجلُ ।

(সাত) ঐ ইসম যা মারেফার উল্লেখিত পাঁচ প্রকারের দিকে [معرف بحرف نداء ব্যতীত] মুযাফ হয়, যেমন : غلامُك [যমীরের দিকে মুযাফ হয়েছে] غلامُ زيد [علم এর দিকে মুযাফ হয়েছে] غلامُ هذا [ইসমে ইশারার দিকে মুযাফ হয়েছে], غلامُ الذي عندي [ইসমে মাওসূলার দিকে মুযাফ হয়েছে], غلامُ الرجلِ [معرف باللام এর দিকে মুযাফ হয়েছে]। আর ইযাফত দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ইযাফতে মা'নাবী। কারণ ইযাফতে লাফযী মারেফা হওয়ার ফায়দা দেয় না। আর معرف بحرف نداء কে পৃথক করার কারণ হলো, তার দিকে ইযাফত হয়ই না। আর نكره ঐ ইসম যাকে অনির্দিষ্ট কোন বস্তু বুঝানোর জন্য গঠন করা হয়েছে। সাত প্রকার মারেফা ব্যতীত সমস্ত ইসম নাকেরা।

অনুবাদ

نكرة ও معرفة এর বর্ণনা

معرفة এমন ইসমকে বলা হয়, যা কোন নির্দিষ্ট বস্তুর জন্য গঠন করা হয়েছে। আর তা হলো যমীরসমূহ, নামসমূহ, مبهمات তথা আসমায়ে মাওসূলা ও আসমায়ে ইশারা, সে ইসম যাকে আলিফ-লাম বা হরফে নেদা দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং ঐ ইসম যাকে উল্লেখিত মারেফা সমূহের কোনো একটির দিকে ইযাফতে মা'নাবী করা করা হয়েছে। আর علم ঐ ইসমকে বলা হয়, যাকে এমন কোন নির্দিষ্ট বস্তুর জন্য গঠন করা হয়েছে, যেটি ছাড়া এক وضع তে তা অন্য কাউকে অর্ন্তভূক্ত করে না। **[কায়েদা]** আর যমীর সমূহের মধ্যে সর্বাধিক মারেফা হল মুতাকাল্লিমের যমীর। অত:পর হাযিরের যমীর। আর نكره ঐ ইসমকে বলা হয়, যাকে কোন অনির্দিষ্ট বস্তুর জন্য গঠন করা হয়েছে।

: أسماء العدد

ما وُضِع لِكمِّيّةِ آحد الأشياءِ. وأُصولُها اثنتا عشرةَ كلِمةً : واحد إلى عشرةٍ ، و مِائة وألف، تقُولُ : واحد، وإثنانِ ..... واحدة، وإثنتانِ، وثِنْتانِ---- وثلاثة--- إلى -- عشرةٍ، وثلاث-- الى -- عشرٍ ---أحد عشر، وإثنا عشر--- وإحدى عشرةَ، وإثنتا عشرةَ--- وثلاثة عشرَ--- إلى--- تسعة عشرَ--- ثلاثَ عشرة--- إلى--- تسع عشرةَ--- وتمِيمٌ تكسِّرُ الشِّينَ في المؤنث--- وعِشرُون وأخواتُها : فِيهِما--- وأحد وّعِشرُون، وإحدى وعِشرُون--- ثمّ بالعطفِ بلفظِ ما تقدَّم --- إلى تسعةٍ وّتسعِين--- ومِائةٌ وألف، ومِائتانِ وألْفَانِ : فِيهِما؛

ثمّ بالعطف على ما تقدم.

[فائدة] وِفي ثمانِي عشرة فتح الياءِ وجاء إسكانُها وشذ حذفُها بفتح النُّونِ.(١)

أسماء عدد এর বর্ণনা

أسماء عدد ঐ সকল শব্দ যেগুলোকে বস্তুর পরিমাণ [সংখ্যা] বর্ণনা করার জন্য গঠন করা হয়েছে, যেমন : এক, দুই ইত্যাদি। মৌলিক সংখ্যা বারোটি। واحد , اثنان , ثلاثة , اربعة , خمسة , ستة , سبعة , ثمانية , تسعة , عشرة, এবং الف। অন্যান্য সকল সংখ্যা এগুলো দ্বারাই যৌগিক।

أعداد এর ব্যবহারের পদ্ধতি : واحد [এটি মুফরাদ মুযাক্কারের জন্য], واحدة [মুফরাদ মুয়ান্নাছের জন্য], اثنان [দ্বিবচন মুযাক্কারের জন্য], اثنتان ও ثنتان [দ্বিবচন মুয়ান্নাছের জন্য]। অতঃপর ثلاثة থেকে عشرة পর্যন্ত সংখ্যাগুলো সধারণ নিয়মের বিপরীত ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ মুযাক্কারের জন্য মুআন্নাছের আলামতসহ আর মুয়ান্নাছের জন্য মুআন্নাছের আলামত ছাড়া। সুতরাং বলতে হবে – ثلاثُ نسوةٍ ও ثلاثةُ رجالٍ [আর মা'দূদের একবচন বিবেচ্য হবে। সেটি মুযাক্কার হলে عدد মুয়ান্নাছ হবে, আর সেটি মুয়ান্নাছ হলে عدد মুযাক্কার হবে]। অতঃপর ১১ - ১২ সধারণ নিয়ম অনুযায়ী হবে, যেমন : أَحَدَ عَشَرَ / اثْنَا عَشَرَ احدى عشرة / اثنتا عشرة / ثنتا عشرة امراة , رَجُلاً [মুযাক্কারের জন্য عدد এর উভয় অংশ মুযাক্কার হবে আর মুয়ান্নাছের জন্য عدد এর উভয় অংশ মুয়ান্নাছ আসবে]। অতঃপর ১৩ থেকে ১৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর প্রথমাংশ সাধারণ নিয়মের বিপরীত এবং দ্বিতীয়াংশ সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী হবে। সুতরাং মুযাক্কারের ক্ষেত্রে বলা হবে – ثلاثَةَ عَشَرَ رَجُلاً, تسعَةَ عَشَرَ رَجُلاً। আর মুয়ান্নাছের ক্ষেত্রে বলা হবে – ثلاثَ عَشَرَةَ امرَأَةً থেকে تسع عشرة امراة পর্যন্ত। আর বনূ তামীম গোত্রের লোকেরা ১৩-১৯ পর্যন্ত সংখ্যার ش বর্ণে যের দিয়ে عشِرة পড়ে। যাতে ধারাবাহিক চারটি যবর একত্রিত না হয়। আর অধিকাংশ আলেমগণের বক্তব্য হলো, ঃ স্বতন্ত্র শব্দ, তাই একাধারে চারটি যবর একত্রিত হওয়া আবশ্যক হয় না। অতঃপর عشرُوْنَ থেকে تسعون পর্যন্ত আটটি দশক শব্দে মুযাক্কার ও মুয়ান্নাছ বারাবর। বলা হবে خَمْسُوْنَ رَجُلاً ও خمسون امرأَة।

আর عشرون ও তার পরবর্তী প্রতিটি দশকের প্রথম দু'টিসংখ্যা [যেমন ২১,২২] এর প্রথম عدد [সংখ্যা] معدود অনুযায়ী হবে এবং দ্বিতীয় عدد [সংখ্যা] স্বাভাবিক থাকবে। সুতরাং বলা হবে – اثنان وعشرون ,أَحَدٌ وعِشْرُوْنَ رَجُلاً رجلا এবং اثنتان / ثنتان وعشرون امْرَأة ,إِحْدَى وعِشْرُوْنَ امْرَأَةً। অতঃপর ২৩ থেকে ২৯ পর্যন্ত সাতটি সংখ্যায় প্রথম অংশটি সাধারণ নিয়মের বিপরীত হবে এবং দ্বিতীয় অংশটি স্বাভাবিক থাকবে। আর مائة ও أَلْفٌ এবং এ দুটির দ্বি-বচন একই রকম থাকে। সুতরাং বলা যাবে – مائة / أَلْفٌ /مئتان / أَلْفَانِ رجلٍ / امرأةٍ। অতঃপর যখন مائة এর সাথে কোনো সংখ্যা বৃদ্ধি হবে, তখন আতফের সাথে উপরোল্লেখিত নিয়মানুসারে আনা যাবে, যেমন : مائةٌ و ثلاثةُ مائةٌ و ثلاثُ امراة /رِجَالٍ ।

ফায়েদা : ثماني عشرة এর মধ্যে আসল হল ইয়া'র উপর যবর হওয়া। কারণ মুরাক্কাব সংখ্যাগুলো যবরের উপর মাবনী। কিন্তু ইয়াকে সাকিন পড়াও জায়েয আছে। সুতরাং ثماني عشرة বলা যাবে। তবে ইয়াকে বিলোপ করে নূনকে যবর দেয়া বিরল।

অনুবাদ

أسماء عدد এমন ইসম যা বস্তু সমূহের افراد এর পরিমাণ বর্ণনার জন্য গঠন করা হয়েছে। আর মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে বারটি শব্দ। এক থেকে দশ পর্যন্ত এবং مائة ও أَلف তুমি [মুযাক্কারের জন্য] বলবে واحد ও اثنان । আর বনূ তামীম মুয়ান্নাছে عشرة এর শীনকে কাসরা দেয়। আর عشرون এবং তার সদৃশ দশক শব্দগুলো উভয়টিতে অর্থাৎ মুযাক্কার ও মুয়ান্নাছে একই। আর احد إحدى وعشرون ও وعشرون আর এর পরের সংখ্যাগুলোর ব্যবহার, হুবহু পূর্বে উল্লেখিত আসমায়ে আদদের ন্যায় কোনো পরিবর্তন ছাড়া। আর ثماني عشرة এর ইয়াতে ফাতাহ'র সাথে এবং তাকে সাকিন করাও জায়েয। আর ইয়াকে ফেলে দিয়ে নূনকে যবর দেয়া দুর্লভ।

[قاعدة] ومميِّزُ الثلاثةِ --- إلى --- العشرةِ : مخفُوضٌ مجموعٌ : لفظًا أو معنًى؛ إلَّا في ثلاث مِائةٍ --- إلى --- تسع مِائةٍ، وكان قِياسُها : مِئات أو مِئِين. (١)

[قاعدة] ومميِّزُ أحدَ عشرَ --- إلى --- تسعةٍ وتسعِين : منصُوب مفردٌ. (٢)

[قاعدة] ومميِّزُ مِائةٍ وألفٍ وتثنِيتِهما وجمعِهِ : مخفُوضٌ مفردٌ. (٣)

[قاعدة] وإذا كان المعدودُ مونثًا، واللّفظُ مذكرًا، أو العكسِ : فَوجهانِ . (٤)

[قاعدة] ولا يُميِّزُ واحدٌ، ولا اِثنانِ : اِستغناءً بلفظِ التمييزِ عنهُما، مثل : رجل، و رجلان، لإفادةِ النصِّ المقصُودَ بالعدد. (٥)

১. কায়েদা : ثلاث থেকে عشرة পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর তামঈয মাজরূর এবং বহুবচন হয়। চাই বহুবচন শব্দগতভাবে হোক, যেমন : رجال কিংবা অর্থগতভাবে যেমন : رهط। কিন্তু এসব সংখ্যার তামঈয যখন مائة হবে, তখন মুফরাদ মাজরূর হবে, যেমন : مائة ثلاث থেকে مائة تسع পর্যন্ত। আর مائة মুফরাদ হওয়ার কারণ হলো [নিয়মানুযায়ী বহুবচন আসা উচিত ছিল] مائة এর বহুবচন দু'টি : একটি হল جمع مذكر سالم যেমন : مئون / مئين। আর দ্বিতীয়টি হল جمع مؤنث سالم যেমন : مآت। আর উভয়টিই ثلاث ও তার সদৃশগুলোর তামঈয হতে পারে না। প্রথমটি না হওয়ার কারণ হলো عدد এর ইযাফত جمع مذكر سالم এর দিকে জায়েয নয়। আর দ্বিতীয়টিতে কয়েক تا একত্রিত হওয়া আবশ্যক হয়। এই অপারগতার কারণে মুফরাদ مائة কে তামঈয আনা হয়।

২. কায়েদা : احد عشر থেকে تسع وتسعون [১১-৯৯] পর্যন্ত সংখ্যগুলোর তামঈয مفرد এবং منصوب হয়, যেমন : احد عشر كوكبًا

৩. কায়েদা : مائة ও الف এর তামঈয مفرد মাজরূর হয়। তেমনিভাবে উভয়টির দ্বি-বচনের تمييز এবং শুধু ألف এর বহুবচনের তামঈয় مفرد ও

مجرور হয়, যেমন : مائة / ألف / مئتان / ألفان / آلاف رجلٍ / امراةٍ [আর مائة যখন তামঈয হয় তখন তার বহুবচন হয় না, তাই ثلاث مئات رجلٍ বলা হয় না, অথচ ثلاثة آلاف رجلٍ বলা হয়।]

৪. **কায়েদা :** যখন معدود অর্থের বিবেচনায় কোন مؤنث আর শব্দের বিবেচনায় مذكر হয়, যেমন : شخْصٌ শব্দ দ্বারা مؤنث কে উদ্দেশ্য নেয়া হল, তখন এটি অর্থগত مؤنث আর শব্দগত مذكر , অথবা এর বিপরীত হয়, যেমন : نفس [এটি سماعي মুয়ান্নাছ] দ্বারা যদি কোন পুরুষকে উদ্দেশ্য নেয়া হল, তাহলে তা অর্থগত مذكر আর শব্দগত مؤنث। এমতাবস্থায় শব্দের বিবেচনা করা এবং অর্থের বিবেচনা করা উভয়ই বৈধ । সুতরাং شخْصٌ শব্দে ثلاث اشخاص বলা বৈধ [অর্থের বিবেচনায়] আর ثلاثة اشخاص ও বলা বৈধ [শব্দের বিবেচনায়] । আর نفس শব্দে ثلاثة انفس ও বলা যাবে এবং ثلاث انفس ও বলা যাবে।

৫. **কায়েদা :** اثنان ও واحد رجل এবং اثنان এর তামঈয হয় না। رجلان ,رجل رجلان ই -যেহেতু ماده -এর বিবেচনায় جنس বুঝায় আর সীগাহ'র বিবেচনায় একবচন ও দ্বি-বচন বুঝায়, তাহলে আবার تمييز প্রয়োজন কেন ?

অনুবাদ

আর ثلاثة থেকে عشرة পর্যন্ত সংখ্যার তামঈয মাজরূর ও বহুবচন হয়। চাই শব্দগত বহুবচন হোক কিংবা অর্থগত। তবে ثلاث مائة থেকে تسع مائة পর্যন্ত ব্যতিক্রম। নিয়ম অনুযায়ী مئات বা مئين হওয়া দরকার ছিল । **[কায়েদা]** ১১ থেকে ৯৯ পর্যন্ত সংখ্যার تمييز মানসূব ও মুফরাদ হয়। **[কায়েদা]** مائة , الف এবং এ দুটির দ্বি-বচন এবং الف এর বহুবচনের تمييز মাজরূর মুফরাদ হয়। **[কায়েদা]** আর যখন معدود মুয়ান্নাছ হয় তবে তার শব্দ হয় মুযাক্কার বা এর বিপরীত, তাহলে তাতে দুই ভাবেই পড়ার সুযোগ আছে।

[কায়েদা] واحد ও اثنان এর তামঈয আনা হয় না। এ সংখ্যা দু'টি তামঈযের শব্দ থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়ার কারণে, যেমন : رجل ,رجلان শব্দই সংখ্যার উদ্দেশ্য বর্ণনা করার কারণে, অর্থাৎ স্বয়ং رجل ,رجلان সংখ্যা বুঝায়।

[قاعدة] وتقُولُ في المفردِ مِن المتعدَّد، باعتبارِ تصيِيرِهِ : الثانِيَ والثانِيةَ -- إلى --- العاشِرِ والعاشِرةِ، لا غيرُ.

وباعتبارِ حالِهِ : الأوّلَ والثانِي، والأُولِى والثانِيةُ --- إلى --- العاشِر و العاشرة، و الحادي عشر و الحادية عشرةَ، و الثاني عشرَ و الثانيةَ عشرَ— إلى -- التاسع عشرَ و التاسعةَ عشرةَ.

مِن ثَمَّ قِيل : (١)

في الاوّلِ : ثالِثُ اِثنَينِ، أيْ مصيّرُهُما ثلاثةً : مِن ثلَثْتُهُما.

وفي الثانِي ثالِثُ ثلاثةٍ، أيْ احدها.

وتقُولُ حادِيَ عَشَرَ أحَدَ عَشَرَ : على الثانِي خاصّةً. (٢)

و إنْ شئتَ قُلت : حادِيْ أحَدَ عَشَرَ -- إلى تاسِعِ تسعةَ عشرَ : فتُعرِبُ الاوّل.

عدد [সংখ্যা] দুই প্রকার যথা : عدد ذاتي এবং عدد وصفي, শুধু সংখ্যার নাম, এতে সংখ্যার স্তর লক্ষণীয় হয় না। আর عدد وصفي তে সংখ্যার স্তরের প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয় না, যেমন : 'দুই' عدد ذاتى আর 'দ্বিতীয়' হল عدد وصفي। অতঃপর عدد وصفي এর দুই অবস্থা এক. সংখ্যার স্তরের বিবেচনা করা। এটাকে মুসান্নিফ রহ. নামকরণ করেছেন حال অর্থাৎ সংখ্যার সত্তাগত অবস্থার বিবেচনা করা করা। দুই. সংখ্যায় নিম্নের সংখ্যার বিবেচনা করা। এটাকে মুসান্নিফ রহ. تصيير নামকরণ করেছেন । تصيير অর্থ বানানো। যে কোন সংখ্যার সাথে এক যুক্ত করলে উপরের সংখ্যাটি অস্তিত্ব লাভ করে, এটাই হল تصيير।

অত:পর জেনে রাখা উচিত যে, عدد حال [স্তর প্রকাশক গণনা] এক থেকে শুরু হয়ে অগণিত পরিমাণ হয়, আর এই গণনার জন্য فاعل ওজন ব্যবহার করা হয়, যেমন : ثالث [তৃতীয়], رابع [চতুর্থ] ইত্যাদি। আর এ সংখ্যায় মুযাক্কারের জন্য মুযাক্কার এবং মুয়ান্নাছের জন্য মুয়ান্নাছ সীগাগুলো ব্যবহৃত হয়। তাই মুযাক্কারের জন্য বলা হবে – الاول السطر থেকে الثانى, الثالث , العاشر পর্যন্ত। অতঃপর الثانى عشر , الحادي عشر الثالث শেষ পর্যন্ত [উভয় অংশ মুযাক্কার]। অত:পর العشرون , الواحد والعشرون, الثانى والعشرون , শেষ পর্যন্ত [এতে প্রথমাংশ মুযাক্কার এবং দশকগুলো স্বভাবিক] المائة, الألف।আর মুয়ান্নাছের ক্ষেত্রে বলা হবে : الصفة الاولى, الثانية , الثالثة শেষ পর্যন্ত ও الحادية عشر ـ الثانية عشر [এতে উভয় অংশ মুয়ান্নাছ]।

العشرون , الاحدى وعشرون, الثانية والعشرون [এতে প্রথমাংশ মুয়ান্নাছ এবং দশকগুলো স্বভাবিক] المائة , الألف ।

নীচের সংখ্যাকে উপরের সংখ্যা বানানোর জন্য অর্থাৎ تصيير এর জন্যও فاعل ওজন ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সংখ্যা শুধু দুই থেকে দশ পর্যন্তই আসে। যেহেতু একের নীচে কোন সংখ্যা নেই তাই একের সংখ্যা تصيير হয় না। সে সংখ্যার জন্যও বলবে : الثانى ـ الثالث ـ العاشر পর্যন্ত [মুযাক্কারের জন্য]। আর الثانية, الثالثة-- العاشرة পর্যন্ত [মুয়ান্নাছের জন্য]।

১. **কায়েদা :** تصيير এর সুরতে সংখ্যাকে তার নিচের সংখ্যার দিকে ইযাফত করা হবে, সুতরাং বলা হবে : ثالث اثنين – দুইকে তিনকারী সংখ্যা। আর حال এর ক্ষেত্রে সমান সংখ্যার দিকে বা উপরের সংখ্যার দিকে ইযাফত করা হবে, সুতরাং বলা হবে : ثالث ثلاثة - তিনটির মধ্যে তৃতীয়টি। অথবা বলবে : ثالث خمسة -পাঁচটি মধ্যে তৃতীয়টি।

২. **কায়েদা :** একটি মুরাক্কাব সংখ্যা অপর মুরাক্কাব সংখ্যার দিকে تصيير হওয়া

অবস্থায় ইযাফত হয় না, কেননা এ দৃষ্টিকোণ থেকে সংখ্যা দশ থেকে বেশী না। অবশ্য হাল হিসেবে ইযাফত হতে পারে, সুতরাং বলা হবে – حادى عشر احد عشر এগারতম। এক্ষেত্রে প্রথম সংখ্যার দ্বিতীয়াংশ বিলুপ্ত করে দেয়ার সুযোগ রয়েছে : حادى احد عشر। তবে এক্ষেত্রে প্রথম সংখ্যার প্রথমাংশ মু'রাব হবে। কারণ এটি [প্রথমাংশের শেষ অক্ষরটি] শব্দের মাঝে অবস্থিত হওয়ার কারণে মাবনী হয়েছিল। সুতরাং যেহেতু প্রথম মুরাক্কাবের দ্বিতীয় অংশ বিলুপ্ত করা হলো তখন প্রথমাংশ শব্দের মধ্যখানে থাকল না। তাই এটি মু'রাব।

অনুবাদ

আর তুমি বলবে, কোন মুফরাদের ক্ষেত্রে যা متعدد থেকে হয় এই মুফরাদ বানানোর হিসেবে الثانية العاشرة ও الثانى العاشر পর্যন্ত শুধু। আর মুফরাদের حال এর হিসেবে বলবে – الاول ـ الثانى ـ العاشر, الاولى ـ الثانية ـ العاشرة পর্যন্ত। আর এ কারণেই বলা হয়েছে প্রথমটিতে الحادي عشر ـ الحادية عشرة তথা এর ক্ষেত্রে الثانى عشر ـ الثانية عشرة ـ التاسع عشر ـ التاسعة عشرة تمييز অর্থাৎ দুইকে তিন বানানে ওয়ালা। আর এটি ثلثتهما [আমি একে তিন করে দিয়েছি] থেকে নির্গত। আমি দ্বিতীয় সুরতে অর্থাৎ حال হিসেবে বলবে ثالث ثلاثة অর্থাৎ তিনের মধ্য থেকে এক। আর বিশেষ করে তুমি বলবে - حادي عشر احد عشر [এগার এর এগার] দ্বিতীয় সুরতে। আর যদি চাও, তবে বলতে পার – حادي احد عشر থেকে تاسع تسعة عشر পর্যন্ত। সুতরাং প্রথমাংশকে ইরাব দিয়ে।

المذكّرُ والمؤنث

المؤنث : ما فِيهِ علامةُ التانِيث : لفظًا أو تقديرًا؛ والمذكّرُ: بخلافِهِ.

وعلامتُه : التاءُ، والالِفُ : مقصُورةً وممدودةً.

وهُو حقِيقِيّ ولفظِيّ :

فالحقِيقِيُّ : ما بإزائِهِ ذَكَر منَ الحيوانِ، كامْرأةٍ، وناقةٍ.

واللفظِيُّ : بخلافِهِ كظُلمةٍ وعينٍ.

[قاعدة] وإذا أُسنِد الفِعلُ إليهِ : فبالتاءِ؛ وانت في ظاهِرِ غيرِ الحقِيقِيّ بالخيارِ. (١)

[قاعدة] وحكم ظاهِرِ الجمعِ -- غير المذكر السالم – مطلقًا : حكمُ ظاهِرِ غيرِ الحقِيقِيّ. (٢)

[قاعدة] وضمِيرُ العاقِلِينِ -- غيرَ المذكَّرِ السّالِمِ -- فعلتْ وفعلُوا؛ والنِّساءِ والايّامِ : فعلتْ وفعلْنَ. (٣)

مونث ও مذكر এর বর্ণনা

লিঙ্গের বিবেচনায় ইসম দুই প্রকার, যথা : مونث ও مذكر । مونث ঐ ইসমকে বলা হয় যাতে তা'নীছের কোন আলামত থাকে, চাই শব্দের মধ্যে থাকুক বা ধরে নেয়া হোক, যেমন : فاطمة [تانيث لفظي এর উদাহরণ], ارض [تانيث معنوي এর উদাহরণ] أرض এর মূল أرضة , কারণ তার تصغير আসে أُرَيْضَةٌ । আর مذكر ঐ ইসমকে বলা হয় যার মধ্যে تانيث এর কোন আলামত পাওয়া যায় না, যেমন كتاب, رجل , فرس । তা'নীছের আলামত তিনটি যথা : ক. গোল তা (ة), যেমন : فاطمة , খ. ألف مقصوره যেমন : صُغْرَى , গ. ألف ممدوده যেমন : حَمْرَاءُ । অতঃপর مونث দুই প্রকার, যথা : حقيقي ও لفظي । حقيقي হল যার বিপরীতে পুরুষ প্রাণী থাকে, যেমন امراة ও ناقة । আর لفظي হল যার বিপরীতে পুরুষ প্রাণী থাকে না, যেমন : ظلمة [অন্ধকার], عين [চক্ষু, ঝর্ণা]।

১. কায়েদা : যখন فعل মুয়ান্নাছে হাকীকীর দিকে ইসনাদ হবে, তখন ফেয়েলের মধ্যে تانيث تائے যুক্ত করা আবশ্যক, যেমন : ضَرَبَتْ هِنْدٌ عَمْرًا । আর যদি فعل ইসমে যাহের মুয়ান্নাছে গায়রে হাকীকীর দিকে ইসনাদ হয়, তখন فعل টি মুযাক্কার-মুয়ান্নাছ উভয় রকম ব্যবহার করা যায়,যেমন : طلَعَتْ/ طَلَعَ الشمسُ

২. কায়েদা : جمع مذكر سالم ব্যতীত যে কোনো প্রকার 'বহুবচন ইসমে যাহের' যদি ফায়েল হয় তাহলে এই اسم ظاهر টি مؤنث غير حقيقي এর হুকুমে হবে। অর্থাৎ فعل কে তা'নীছের আলামত যুক্ত করেও ব্যবহার করা যাবে, তা'নীছের আলামত ছাড়াও ব্যবহার করা যাবে। আর ইহা مطلقا অর্থাৎ এই জমার واحد মুয়ান্নাছ হোক, যেমন : مومنات, বা তার واحد মুয়ান্নাছ না হোক, যেমন : رجال, এভাবেও বলা শুদ্ধ হবে اذا جاءك المومنات এবং اذا جاءت الرجال [আর جمع مذكر سالم কে এই হুকুমের অর্ন্তভূক্ত না করার কারণ হলো, তার ফেয়েলে তা'নীছের আলামত যুক্ত করা মোটেই জায়েয নয়, তাই جاء الزيدون ই বলতে হবে, جاءت الزيدون বলা বৈধ নয়।]

৩. কায়েদা : ফায়েল যখন جمع مذكر سالم ব্যতীত جمع مذكر عاقل [جمع ঐ مكسر যা মানুষের জন্য হয়] এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী যমীর হয়, তখন ফেয়েলকে واحد مؤنث ও جمع مذكر উভয় রকম আনার সুযোগ রয়েছে, যেমন : الرجال جاءتْ / جاءوا । আর যদি ফায়েল جمع مؤنث হয়, চাই غير ذوي العقول হোক, যেমন : نساء , বা ذوى العقول হোক, যেমন : عيون , বা غير عاقل জমা মুযাক্কার হোক, যেমন : أيَّام, তাহলে ফেয়েলকে واحد مؤنث এবং جمع مؤنث উভয় রকম আনার সুযোগ রয়েছে, যেমন : الأيَّامُ مرَّتْ / مَرَرْنَ ,النساءُ قالَتْ / قُلْنَ

অনুবাদ

مذكر ও مونث এর বর্ণনা : مونث ঐ ইসমকে বলা হয় যার মধ্যে তা'নীছের আলামত থাকে। চাই তা প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে। আর مذكر এর বিপরীত। আর তা'নীছের আলামত হল : تاء এবং الف , চাই ألف مقصوره হোক বা ألف ممدوده। আর মুআন্নাস حقيقي ও لفظي। সুতরাং حقيقي এমন মুয়ান্নাছকে বলা হয় যার বিপরীতে মুযাক্কার প্রাণী রয়েছে, যেমন : امراة [মহিলা], ناقة [উটনী]। আর لفظي এর বিপরীত। যেমন : ظلمة [অন্ধকার], عين [বস্তু, চোখ ইত্যাদি]। **[কায়েদা]** আর যখন ফেয়েলের ইসনাদ করা হবে মুয়ান্নাছে হাকীকীর দিকে তখন تاء এর সাথে হবে। আর তোমার স্বাধীনতা রয়েছে ইসমে যাহের মুয়ান্নাছে গায়রে হাকীকীর ক্ষেত্রে تاء আনা ও না আনার ব্যাপারে । **[কায়েদা]** আর ইসমে যাহেরের ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার জমা ইসমে যাহের মুয়ান্নাছে গায়রে হাকীকীর হুকুমে, جمع مذكر سالم ব্যতীত। অর্থাৎ তা'নীছের আলামত আনা না আনার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা রয়েছে। **[কায়েদা]** আর جمع مذكر عاقل এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী যমীর -- جمع مذكر سالم ব্যতীত -- ও فعلتْ فعلوا অর্থাৎ চাই واحد مؤنث এর যমীর আনা হোক বা جمع مذكر এর । আর أيّام , نساء এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী যমীর فعلْن ও فعلتْ অর্থাৎ চাই واحد مؤنث غائب এর যমীর আনা যাক অথবা جمع مؤنث غائب এর । [والنساء এর আতফ العاقلين এর উপর]।

المثنى

ما لَحِقَ آخرَهُ أَلِفٌ أو ياءٌ مفتوحٌ ما قبلها، ونُونٌ مكسُورةٌ ، لِيدُلَّ على أن معهُ مِثلهُ مِن جنسِهِ.

[قاعدة] فالمقصُورُ : إنْ كان أَلِفُهُ عن واوٍ، وهُو ثلاثيّ : قُلبَتْ واوًا، وإلاَّ فبالياءِ. (١)

[قاعدة] والممدودُ : إنْ كانتْ همزتُهُ أصلِيّةً : تثبُتُ، و إنْ كانتْ لِلتّأنِيث : قُلبتْ واوًا؛ وإلا : فالوجهانِ. (٢)

[قاعدة] وتُحذَفُ نُونُهُ لِلإضافةِ . (٣)

[قاعدة] وحُذِفَتْ تاءُ التانِيث في : خُصْيَانِ وأَلْيَانِ. (٤)

تثنية এর বর্ণনা

تثنية ঐ ইসমকে বলা হয়, যা দুই বুঝায়। আরবী একবচন শব্দের শেষে রফা' অবস্থায় আলিফপূর্ব ফাতাহ এবং নসব ও জর অবস্থায় ইয়াপূর্ব ফাতাহ এবং উভয়টির পরে কাসরা যুক্ত নূন বৃদ্ধি করার দ্বারা تثنية গঠিত হয়, যেমন :

مَرَرْتُ بِالرَّجُلَيْنِ , رَأَيْتُ الرَجُلَيْنِ ,جَاءَ الرَجُلاَنِ

১. **কায়েদা :** প্রত্যেক ঐ ইসমে মাকসূর যার আলিফ واو থেকে পরিবর্তন হয়ে আসে এবং তা তিন অক্ষর বিশিষ্ট, এমন শব্দের تثنية ক্ষেত্রে আলিফকে واو দ্বারা পরিবর্তন করা হবে, যেমন : عَصَى থেকে عَصَوَانِ। অন্যথায় অর্থাৎ এছাড়া অন্য সকল অবস্থায় আলিফকে ইয়া দ্বারা পরিবর্তন করা হবে, যেমন : رَحَى থেকে رَحَيَانِ [জাঁতাকলের দুই চাকা], فَتَى থেকে فَتَيَانِ [দুইজন যুবক] ইত্যাদি।

২. **কায়েদা :** আর প্রত্যেক ঐ ইসম যার শেষে ألف ممدوده হয় (ক) যদি এটি أصلى হামযা হয়, তাহলে تثنية বানানোর সময় তা বহাল থাকবে, যেমন : قُرَّاءٌ থেকে قُرَّاءَانِ। (খ) আর যদি হামযাটি তা'নীছের হয় তাহলে واو দ্বারা

পরিবর্তন হয়ে হবে, যেমন : حَمْرَاءُ থেকে حَمْرَوَانِ [দুজন লাল মহিলা]। (গ) অন্যথায় অর্থাৎ হামযা যদি أصلى ও না হয় এবং তা'নীছেরও না হয়, তাহলে তাকে বহাল রাখাও জায়েয এবং واو দ্বারা পরিবর্তন করাও জায়েয, যেমন : كِسَاء থেকে كِسَاوَانِ, كِسَاءَانِ [দুইটি চাদর], دَاءٌ থেকে دَاءَانِ, دَاوَانِ [দু'টি ব্যাধি]।

৩. **কায়েদা :** تثنية এর নূন ইযাফতের সময় বিলুপ্ত হয়ে যায়, যেমন : مُسْلِمَا مِصْرٍ থেকে مُسْلِمَانِ।

৪. **ফায়েদা :** خُصْيَةٌ [অন্ডকোষ] এবং أَلْيَةٌ [নিতম্ব] এ দু'টি শব্দের দ্বিবচনে تاء تانيث কে ফেয়েল দিয়ে خُصْيَانِ, أَلْيَانِ বলা হয়। কারণ এ শব্দ দু'টি দ্বিবচন হয়েই ব্যবহৃত হয় [لازم التثنية], অন্ডকোষও দু'টি, নিতম্বও দুটি। তাই তাছনিয়া দু'টি একক শব্দের স্থলাভিষিক্ত, আর তা'নীছের আলামত শব্দের মাঝে আসে না। অন্যথায় নিয়মানুসারে تاء অবশিষ্ট থাকা উচিত, যেমন : شَجَرَةٌ থেকে شَجَرَتَانِ।

অনুবাদ

تثنية [দ্বি-বচন] ঐ ইসমকে বলে, যার শেষে এমন আলিফ বা ইয়া মিলিত হয় যার পূর্বাক্ষর যবরযুক্ত হয় এবং কাসরাযুক্ত নূন মিলিত হয়, যাতে এ কথা বুঝায় যে, তার সাথে তার অনুরূপ আরো কিছু রয়েছে একই জাতীয়। **[কায়েদা]** সুতরাং ইসমে মাকসূরের আলিফ যদি واو থেকে পরিবর্তিত হয়ে এসে থাকে এবং তা হয় তিন হরফ বিশিষ্ট, তাহলে আলিফকে واو দ্বারা পরিবর্তন করা হবে। অন্যথায় ইয়া দ্বারা পরিবর্তন করা হবে। **[কায়েদা]** আর ইসমে মামদুদের হামযা যদি اصلى হয়, তাহলে বহাল রাখা হবে, আর যদি হামযাটি মুআন্নাসের হয়, তাহলে তাকে واو দ্বারা পরিবর্তন করা হবে। অন্যথায় দুই অবস্থা বৈধ। **[কায়েদা]** আর দ্বি-বচনের নূন ইযাফতের কারণে বিলুপ্ত করা হয়। **[কায়েদা]** আর خُصْيَانِ ও أَلْيَانِ এর تاء تانيث বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

: المجموعُ

ما دلَّ على آحادٍ مقصُودةٍ، بحرُوفٍ مفردةٍ، بتغيُّرٍ مّا.

فنحوُ تمْرٍ وركْبٍ : ليس بجمعٍ ؛ ونحوُ "فُلكٍ" جمعٌ.

وهُو صحيحٌ ومكسّر : (١)

فالصّحيح : لمذكرٍ ولمونث.

المذكرُ: ما لحِقَ آخرَه واوٌ مضمومٌ ما قبلها، أو ياءٌ مكسُورٌ ما قبلها، ونُون مفتوحةٌ، لِيدُلَّ على أنَّ معهُ أكثرَ مِنهُ.

[قاعدة] فإنْ كان آخرُهُ ياءً قبلَها كسرةٌ : حُذِفَتْ، مِثلُ : قاضُونَ. (٢)

[قاعدة] وإنْ كان آخرُهُ مقصُورًا : حُذِفتْ الألِفُ، وبقِيَ ما قبلَها مفتوحًا ، مِثلُ : مُصْطَفَوْنَ.(٣)

جمع এর বর্ণনা

جمع এমন ইসমকে বলা হয় যা حروف مفرده -এর মধ্যে কোনো প্রকার পরিবর্তনের মাধ্যমে افراد مقصوده কে বুঝায়, যেমন : مُسْلِمٌ থেকে مُسْلِمُوْنَ এবং رَجُلٌ থেকে رِجَالٌ। সুতরাং تَمْر এর ন্যায় শব্দাবলী অর্থাৎ প্রত্যেক ঐ اسم جنس যার মধ্যে " ة " বৃদ্ধি করার দ্বারা তার মুফরাদ [একবচন] তৈরী হয়। এ ধরণের শব্দাবলী جمع নয় বরং اسم جنس , কারণ এগুলো দ্বারা افراد উদ্দেশ্য না হয়। এমনিভাবে رَكْبٌ শব্দটি راكِب এর جمع নয়, বরং اسم جنس কারণ فاعل এর বহুবচন فَعْلٌ এর ওজনে শোনা যায় না। আর فُلْكٌ শব্দটি বহুবচন, আবার তার একবচনও ইহাই। কারণ তার أفراد উদ্দেশ্য হয়। আর এ জমা'য় পরিবর্তনের শর্তটি হুকমীভাবে কার্যকরী রয়েছে, অর্থাৎ একবচন فُلْكٌ হল فُعْلٌ ওজনে আর বহুবচন فُلْكٌ হল أُسْدٌ ওজনে।

১. একবচন শব্দের মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন করার দ্বারা جمع গঠিত হয়। আর পরিবর্তনের ভিত্তিতে جمع দুই প্রকার যথা : ক. جمع صحيح [سالم] খ.

جمع مكسر । অতঃপর [سالم] جمع صحيح আবার দুই প্রকার যথা : ক. جمع مؤنث سالم .খ ও جمع مذكر سالم ।

جمع مذكر سالم ঐ جمع কে বলা হয় যা পুরুষ বুঝায় এবং তাতে ওয়াহেদের ওজন অক্ষুন্ন থাকে। আর এ جمع তার ওয়াহিদের সীগার শেষে ياء ماقبل مكسور , واو ماقبل مضموم , নসব ও জর অবস্থায় রফা অবস্থায় এবং উভয়টির পরে نون مفتوح মিলানোর দ্বারা গঠিত হয়, যেমন : جَاءَ مُسْلِمُوْنَ, رَأَيْتُ مُسْلِمِيْنَ , مَرَرْتُ بِمُسْلِمِيْنَ ।

আর جمع مؤنث سالم ঐ জমাকে বলা বলা হয়, যা স্ত্রী-লিঙ্গ বুঝায় এবং তাতে ওয়াহেদের ওজন অক্ষুন্ন থাকে। আর এ جمع তার ওয়াহেদের সীগার শেষে আলিফ ও লম্বা ت বৃদ্ধি করার দ্বারা গঠিত হয়। যেমন : مسلمة থেকে مسلمات [আর ওয়াহিদের শেষে গোল ঃ হলে جمع বানানোর সময় তা ফেয়েল দেয়া হয়]।

আর جمع مكسر ঐ جمع কে বলা হয় যার মধ্যে তার واحد এর ওজন অক্ষুন্ন থাকে না, যেমন : كِتَابٌ এর বহুবচন كُتُبٌ এবং رَجُلٌ এর বহুবচন رِجَالٌ । [جمع مكسر কে جمع تكسير ও বলা হয়]।

২. **কায়েদা :** যদি جمع مذكر سالم এর মুফরাদের শেষে ياء ما قبل مكسور হয়, তাহলে জমা বানানোর সময় সেই ইয়া বিলুপ্ত হয়ে যায়, যেমন : قاضي এর বহুবচন قَاضُوْنَ / قاضِيْنَ এবং مفتي এর বহুবচন مفتين / مُفْتون

৩. **কায়েদা :** যদি جمع مذكر سالم এর মুফরাদের শেষে ألف مقصوره থাকে তাহলে جمع বানানোর সময় আলিফটি বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং তার পূর্বাক্ষর যবরযুক্ত হয়, যেমন : مُصْطَفَوْنَ / مُصْطَفَيْنَ থেকে مُصْطَفِي

অনুবাদ

جمع এমন ইসম যা أفراد مقصوده বুঝায় مفرده এর حروف মাধ্যমে কোন প্রকার পরিবর্তনের দ্বারা। [এই সংজ্ঞা جمع বানানোর উভয় পদ্ধতিকে অন্তর্ভূক্ত

করেছে]। অতএব تَمْرٌ এবং رَكْبٌ জাতীয় শব্দাবলী جمع নয়, আর فُلْكٌ জাতীয় শব্দাবলী جمع । আর جمع : صحيح ও مكسر । সুতরাং صحيح : মুযাক্কার ও মুয়ান্নাছ উভয়ের জন্য । مذكَّرُ ঐ جمع যার শেষে এমন واو মিলিত হয় যার পূর্বাক্ষর পেশ বিশিষ্ট হয়, বা এমন ইয়া মিলিত হয় যার পূর্বাক্ষর যের বিশিষ্ট হয় এবং [শেষে] যবরযুক্ত নূন মিলিত হয়, যাতে এ কথা বুঝায় যে, তার সাথে তার চেয়ে অধিক আছে। **[কায়েদা]** সুতরাং যদি তার [মুফরাদের] শেষে এমন ইয়া হয় যার পূর্বে কাসরা হয় তাহলে সেই ইয়াকে ফেলে দেয়া হবে, যেমন : قَاضُوْنَ **[কায়েদা]** আর যদি তার [মুফরাদের] শেষে الف مقصورة হয় তাহলে আলিফকে ফেলে দেয়া হবে, এবং তার পূর্বাক্ষর যবর বিশিষ্ট বহাল থাকবে, যেমন : مُصْطَفَوْن

وشرطُهُ :

[الف] إنْ كان اِسمًا : فمذكرٌ علَمٌ يعقِلُ.

[ب] وإنْ كان صِفةً :

[١-] فمذكرٌ يعقِلُ.

[٢-] وأن لاّ يكُون : أفعلَ فعلَاءَ، مِثلُ : أحمَرَ حمرَاءَ.

[٣-] ولا فَعْلَانَ فَعْلى، مِثلُ : سَكْرَانَ وسَكْرَى.

[٤-] ولا مُستَوِيًا فِيهِ مع المونّث، مِثلُ : جرِيحٍ وصبورٍ.

[٥-] ولا بتاءِ التأنِيث، مِثلُ : علاّمةٍ .

[قاعدة] وتُحذفُ نُونُهُ بالإضافةِ. (١)

[قاعدة] وقد شذَّ نحوُ : سِنِينَ وأَرْضِينَ. (٢)

জমা মুযাক্কার সালেম বানানোর শর্তাবলী : যে ইসমের জমা মুযাক্কার সালেম বানানোর প্রয়োজন হবে, সেটাকে দেখতে হবে তা কি اسم ذات না-কি اسم صفت ? اسم ذات ঐ ইসম যার মধ্যে وصفيت [গুণবাচক] অর্থ থাকে না। আর اسم صفت ঐ ইসম যা মুশতাক হয় [যেমন : ইসমে ফায়েল, ইসমে মাফউল ইত্যাদি] এবং তাতে وصفيت [গুণবাচক] অর্থ থাকে।

ক. যদি তা اسم ذات হয় তাহলে শর্ত হল তা مذكر عاقل এর নাম হওয়া [এবং তার শেষে অতিরিক্ত تاء تانيث না হওয়া]। এমন হলে তার جمع مذكر سالم হতে পারবে। আর যদি علم তথা নামই না হয়, তাহলে তার এই জমা হয় না। যেমন : رَجُلٌ ও غُلَامٌ এর জমা رَجُلُوْنَ ও غُلَامُوْنَ হয় না। আর যদি নাম হয় কিন্তু মুয়ান্নাছের, তবুও এই জমা হয় না, যেমন : زَيْنَب এর জমা زَيْنَبُوْنَ হয় না। আর যদি غير ذوي العقول এর নাম হয় তবুও এই জমা হয় না, যেমন: هلال একটি ঘোড়ার নাম ছিল, তার جمع مذكر سالم ও هِلَالُوْنَ আসেবে না।

খ. আর যদি اسم صفت হয় তাহলে তার জন্য পাঁচটি শর্ত যথা :

এক. مذكر عاقل এর সিফাত হওয়া। যদি مؤنث এর সিফাত হয়, যেমন : مُرْضِعٌ 'স্তন্যদানকারিনী' অথবা বোধহীন مذكر এর সিফাত হয়, যেমন : صَاهِل [হ্রেষাধ্বনি করে এমন] তাহলে তারও এই জমা হয় না, সুতরাং مُرْضِعُوْنَ ও صَاهِلُوْنَ বলা যাবে না।

দুই. اسم صفت টি এমন أفعل ওজনে না হওয়া যার মুয়ান্নাছ فَعْلَاءُ ওজনে হয়, যেমন : أَحْمَرُ এর মুয়ান্নাছ حَمْرَاءُ, সুতরাং أَخْضَرُ ও أَبْيَضُ এর এই জমা হবে না। কারণ এর মুয়ান্নাছ خَضْرَاءُ ও بَيْضَاءُ আসে।

তিন. সেই اسم صفت টি ঐ فَعْلَانُ ওজনে না হওয়া যার মুয়ান্নাছ فَعْلَى ওজনে আসে, যেমন : سَكْرَانُ এর মুয়ান্নাছ سَكْرَى, তারও এই জমা আসে না।

চার. সেই اسم صفت টি মুযাক্কার ও মুয়ান্নাছ উভয়ের জন্য সমানভাবে ব্যবহৃত না হওয়া, যেমন : صَبُوْرٌ ধৈর্যশীল পুরুষ বা মহিলা ও شَكُوْرٌ অত্যন্ত কৃতজ্ঞ পুরুষ বা মহিলা, এসব শব্দেরও এই জমা হয় না।

পাঁচ. সেই ইসমের শেষে تاء تانيث না হওয়া, যেমন : عَلَّامَةٌ এর جمع مذكر سالم - عَلَّامَتُوْنَ হয় না।

১. কায়েদা : جمع مذكر سالم কে যখন ইযাফত করা হবে, তখন جمع নূন বিলুপ্ত করে দেয়া হয়, যেমন : مُسْلِمُوْنَ থেকে مسلِمُوْ مِصْرٍ[1]।

২. ফায়েদা : سَنَةٌ [বছর] এর জমা' سِنُوْنَ / سِنِيْنَ এবং أَرْضٌ এর জমা أَرْضُوْنَ / أَرْضِيْنَ হওয়া شاذ [নিয়ম-পরিপন্থি]। কারণ এ গুণবচক ইসম নয় এবং তাতে تذكير, عقل, ও علميت এর শর্ত পাওয়া যায় না। তারপরও নিয়ম পরিপন্থি এগুলোর جمع مذكر سالم বানানো হয়।

অনুবাদ

আর তার তথা جمع مذكر سالم এর শর্ত হল : [ক] যদি এটি ইসম হয়, তাহলে مذكر ذوى العقول এর নাম হওয়া। [খ] আর যদি এ ইসম সিফাত হয়, [যেমন ইসমে ফায়েল, ইসমে মাফউল ইত্যাদি] তাহলে [এক] مذكر عاقل হওয়া, [দুই] فَعْلَاء - أَفْعَلُ না হওয়া, যেমন : أَحْمَرُ ـ حَمْرَاءُ [তিন] فَعْلَانُ - فَعْلَى না হওয়া, যেমন : سَكْرَانُ ـ سَكْرَى [চার] আর না এক রকম হবে মুযাক্কার ঐ ইসমে মুয়ান্নাছের সাথে অর্থাৎ এ শব্দ مذكر ও مؤنث উভয়ে ব্যবহৃত না হওয়া, যেমন : صَبُوْرٌ, جَرِيْحٌ [৫] এবং تاء تانيث এর সাথে না হওয়া, যেমন : عَلَّامَة **[কায়েদা]** আর جمع এর নূনকে বিলুপ্ত করা হয় ইযাফতের কারণে। **[কায়েদা]** أَرْضِيْنَ ও سِنِيْنَ জাতীয় শব্দাবলী ব্যতিক্রম।

المؤنث : ما لَحِقَ آخرَهُ أَلِف وتاءٌ.

وشرطُهُ :

١-] إنْ كان صِفةً :

[الف] وله مذكّر : فأنْ يّكُونَ مذكَّرُهُ : بالواو والنُّونِ.

[ب-] وإن لّم يكُنْ له مذكّر : فأنْ لا يَّكُون مجرّدًا كحائِضٍ .

[٢-] وإلاّ جُمِعَ مُطلقًا.

: جمعُ التكسِيرِ

ما تغيَّر بناءُ واحدِهِ ، كرِجالٍ وأفراسٍ. **(١)**

جمعُ القِلّةِ : (٢)

أَفْعَلٌ، وأَفْعَالٌ، وأَفْعِلَةٌ، وفِعْلَةٌ، والصّحيح؛ وما عدا ذالك : جمعُ كثرةٍ

جمع مونث سالم গঠন করার পদ্ধতি হল, তার মুফরাদের শেষে আলিফ ও লম্বা ت বৃদ্ধি করে দেয়া, আর এই জমা বানানোর জন্য শর্ত হল, যদি তার মুফরাদ اسم صفت হয় এবং সেই ইসমে মুফরাদের مذكر ও থাকে, তাহলে জরুরী হল ঐ মুফরাদের জমা' واو نون দ্বারা আসা, যেমন : مسلمُوْنَ এর جمع مسلِمٌ আসে مسلمَاتٌ। কেননা তার মুফরাদ مسلمَةٌ এর মুযাক্কার مونث سالم এবং তার জমা আসে مسلمُوْنَ।

আর যদি তার মুযাক্কার না থাকে তাহলে তার جمع مونث سالم বানানোর শর্ত হল শব্দটি تاء تانيث মুক্ত না হওয়া, সুতরাং حائِضٌ এর জমা حائِضَاتٌ হয় না; বরং حائِضَةٌ এর জমা' حائِضَاتٌ আসে। حائِضٌ অর্থ বালেগা মহিলা, আর حائضة অর্থ এমন মহিলা যার ঋতুস্রাব চলছে।

আর যদি সে ইসমটি সিফাতী না হয়, বরং শুধু নাম তথা ইসমে জাত হয়, তখন مطلقا [তথা কোন শর্তের প্রতি লক্ষ্য না করে] তার جمع مونث سالم হয়ে থাকে।

১. جمع مكسر [جمع تكسير] ঐ جمع কে বলে, যার মধ্যে ওয়াহিদের ওজন অবশিষ্ট থাকে না, যেমন : رَجُلٌ থেকে رِجَالٌ ও فَرَسٌ থেকে أَفْرَاسٌ।

২. جمع قلت ঐ جمع কে বলে, যা তিন থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা বুঝায়। তার ওজন চারটি যথা : ক. أَفْعَالٌ যেমন : أَقْوَالٌ- কিছু বাণী, খ. أَفْعُل যেমন : أَنْهُرٌ-কিছু নদী, গ. أَفْعِلَةٌ যেমন : أَرْغِفَة কিছু রুটি, ঘ. فِعْلَةٌ যেমন : فِتْيَة কিছু যুবক। তাছাড়া جمع صحيح এর ওজন তথা جمع مذكر سالم ও جمع مونث سالم যখন আলিফ-লাম মুক্ত থাকে, তখন সেটিও جمع قلت এর অর্থ প্রদান করে। আর যখন معرف باللام হয় তখন جمع كثرت এর হুকুমে থাকে। [جمع مونث سالم ও جمع مذكر سالم দ্বারা উদ্দেশ্য হল الصحيح]। আর جمع كثرت ঐ جمع কে বলে, যা তিন থেকে উপরের দিকে অনির্দিষ্ট সংখ্যাকে বুঝায়। جمع قلت এর ওজন ব্যতীত অবশিষ্ট সকল ওজন جمع كثرت এর।

অনুবাদ

مونث ঐ ইসমকে বলা হয় যার শেষে الف ও تاء যুক্ত হয়। আর তার জন্য শর্ত হল [এক] যদি এটি ইসমে সিফাত হয় [ক] এবং তার মুযাক্কার থাকে, তবে শর্ত হল তার মুযাক্কারটি واو نون এর সাথে আসা, [খ] আর যদি তার জন্য مذكر না থাকে তবে তার জন্য শর্ত হল সেটি تاء থেকে মুক্ত না হওয়া। যেমন : حائض। [২] অন্যথায় সর্বাবস্থায় جمع বানানো যাবে।

جمع مكسر ঐ جمع কে বলে যার মুফরাদের ওজন পরিবর্তন হয়ে গেছে। যেমন : رِجَالٌ , أَفْرَاسٌ এবং জমা মুযাক্কার ও মুয়ান্নাছে সালেম। আর جمع قلت হল أَفْعُل ـ أَفْعَالٌ ـ أَفْعِلَة ـ فِعْلَة। উল্লেখিত ওজনগুলো ব্যতীত সকল ওজনই جمع كثرت এর ওজন।

المصدرُ

اِسمُ الحدثِ الجارِي على الفِعلِ.

وهُو : مِن الثلاثيِّ المجرّد : سماع؛ ومِن غيرِهِ قِياس.

[قاعدة] و يعملُ عملَ فِعلِهِ ماضِيًا و غيرَهُ، إذا لم يكُن مفعُولًا مطلقًا. (١)

[قاعدة] ولا يتقدَّمُ معمولُهُ عليهِ، ولا يُضمَرُ فِيهِ، ولا يلزَمُ ذكرُ الفاعلِ. (٢)

[قاعدة] و يجوز إضافته إلى الفاعل، و قد يضاف إلى المفعول. (٣)

[قاعدة] وإعمالُهُ باللامِ قلِيل. (٤)

[قاعدة] فإنْ كان مطلقًا : فالعملُ لِلفِعلِ، وإنْ كان بدلًا مِنهُ : فوجهانِ. (٥)

مصدر এর বর্ণনা

مصدر কে معنى حدثي বলে, অর্থাৎ ঐ অর্থ যা নতুন সৃষ্টি হয় এবং অন্যের সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়, তার থেকে প্রকাশ হোক বা না হোক, যেমন : ضَرْبٌ [প্রহার করা], مَشْيٌ [চলা] এগুলো অন্যের সাথে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার থেকে প্রকাশও হয়। আর طُوْلٌ ও قِصَرٌ অন্যের সাথে কায়েম হয়, তবে অন্য থেকে প্রকাশ হয় না। আর مصدر ফেয়েলের উপর জারি হয় অর্থাৎ مصدر থেকে فعل নির্গত হয় অতঃপর সেটি مفعول مطلق হয়ে ফেয়েলের তাকীদ, প্রকার বা সংখ্যা বুঝায়। ثلاثى مجرد এর মাসদারের ওজনসমূহ سماعي [অনুসন্ধানের ভিত্তিতে علم الصيغة কিতাবে ৪৪ টি ওজন বর্ণনা করা হয়েছে]। আর ثلاثى مجرد ব্যতীত অন্যান্য সকল বাবের মাসদার قياسي অর্থাৎ তা গঠন করার নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে।

১. কায়েদা : مصدر নিজের ফেয়েলের ন্যায় আমল করে। অর্থাৎ যদি فعل لازم এর মাসদার হয়, তাহলে শুধু ফায়েলকে رفع দেয় আর فعل متعدي র মাসদার হলে ফায়েলকে رفع এবং مفعول কে نصب দেয়। আর মাসদারের আমল করার জন্য কোন শর্ত নেই, চাই অতীত কালের অর্থ প্রদান করুক বা বর্তমানের বা ভবিষ্যতের, সর্বাবস্থায় আমল করে। পক্ষান্তরে اسم فاعل

ও اسم مفعول যখন অতীত কালের অর্থ প্রদান করে, তখন আমল করে না। কারণ এগুলো আমল করে مضارع এর সাদৃশ্যের কারণে। সুতরাং যখন ماضي অর্থ প্রদান করে, তখন এ সাদৃশ্য বাকি থাকে না। আর مصدرস্বতন্ত্রভাবে আমল করে। তাই তার আমলের জন্য বিশেষ কোন অর্থ প্রদানের শর্ত নেই। তবে মাসদারের আমলের জন্য অবশ্যই এ শর্তটি লক্ষণীয় যে, এটি مفعول مطلق না হওয়া।

২. **কায়েদা :** মাসদারের معمول মাসদারের পূর্বে আসতে পারে না। কারণ মাসদার দুর্বল عامل। আর মাসদারের মধ্যে ফায়েলের ضمير উহ্য থাকে না। আর মাসদারের মধ্যে ফায়েলের উল্লেখ জরুরী নয়। কারণ মাসদার ফায়েলের উপর নির্ভরশীল নয়।

৩. **কায়েদা :** মাসদার অধিকাংশ তার ফায়েলের দিকে মুযাফ হয় আবার কখনো মাফউলের দিকেও মুযাফ হয়। তখন এই মা'মূলটি لفظا মাজরূর হয়, যেমন : أَعْجَبَنِي قِيَامُ زَيْدٍ যায়েদের দাঁড়ানো আমাকে মুগ্ধ করেছে। [এবাক্যে مصدر তার ফায়েলের দিকে مضاف হয়েছে।]। نظرتُ إلى ضربِ اللصِّ الجلَّادُ আমি জল্লাদের চোর প্রহার দেখেছি। [এ বাক্যে مصدر মাফউলের দিকে مضافহয়েছে]।

৪. **কায়েদা:** মাসদার তিন অবস্থায় আমল করে যথা : ক. মুযাফ হওয়া অবস্থায়, যেমন : عَجِبْتُ مِنْ ضَرْبِكَ زَيْدًا খ. মাসাদরে তানবীন হওয়া অবস্থায় যেমন : عَجِبْتُ مِنْ ضَرْبٍ زَيْدًا , গ. তাতে আলিফ-লাম যুক্ত হওয়া অবস্থায়, যেমন : عَجِبْتُ مِنَ الضَّرْبِ زَيْدًا তবে তৃতীয় অবস্থায় মাসদার খুবই কম আমল করে।

৫. **কায়েদা :** যখন মাসদার مفعول مطلق হয়, তখন শুধু তার ফেয়েল-ই আমল করে, মাসদার আমল করে না, যেমন : ضَرَبْتُ ضَرْبًا زَيْدًا এতে زيدا টি ضَرَبْتُ ফেয়েলের মা'মূল, ضربًا মাসদার এর মা'মূল নয়।

আর যদি ফেয়েল উহ্য থাকে এবং মাফউলে মুতলাক তার বদল

[স্থলাভিষিক্ত হয়] তাহলে উভয় সুরত বৈধ : ফেয়েলকে আমেল বানানো এবং মাসদারকে আমেল বানানো। যেমন : شُكْرًا لَه এখানে شَكَرْتُ ফেয়েল উহ্য আছে। আর মাফউলে মুতলাক شُكْرًا তার থেকে বদল হয়েছে। সুতরাং لَه উহ্য ফেয়েলরও মা'মূল হতে পারে এবং মাসদারেরও মা'মূল হতে পারে।

অনুবাদ

مصدر এমন নতুন বস্তুর নাম যা ফেয়েলের উপর জারি হয়। আর তা ثلاثي مجرد থেকে سماعي এবং তা ব্যতীত অন্য থেকে قياسي হয়। [কায়েদা] আর মাসদার তার ফেয়েলের আমল করে, চাই সেটি মাযীর অর্থে হোক বা অন্য কিছুর অর্থে, যখন তা مفعول مطلق না হয়। [কায়েদা] আর مصدر এর মা'মূল মাসদারের পূর্বে আসতে পারে না এবং তাতে ضمير লুকায়িত থাকে না এবং মাসদারের فاعل এর উল্লেখও জরুরী নয়। [কায়েদা] আর مصدر কে তার ফায়েলের দিকে ইযাফত করা জায়েয এবং কখনো তার مفعول এর দিকে ইযাফত করা হয়। [কায়দা] আর মাসদারের আমল ال [আলিফ-লাম] এর সাথে কম। [কায়েদা] সুতরাং যদি মাসদার مفعول مطلق হয়, তাহলে আমল হবে ফেয়েলর, আর যদি মাসদার مفعول مطلق এর বদল হয়, তবে তাতে দুই সুরত বৈধ।

: اِسم الفاعلِ

ما اشتُقَّ مِن فِعلٍ لِمَن قام بِهِ، بمعنى الحدوث.

وصِيغتهُ :

[الف] مِن الثلاثي المجرَّد على فاعِلٍ.

[ب] ومِن غيرِهِ على صِيغةِ المضارِع : بمِيمٍ مضمومةٍ، وكسرِ ما قبلَ الآخرِ، نحوُ : مدخلٍ، ومستغفِرٍ.

[قاعدة] و يعملُ عملَ فِعلِهِ بشرطِ : (١)

[١-] معنى الحالِ او الاِستقبالِ

[٢-] والاِعتماد على صاحبِهِ : أو الهمزةِ، أو : ما.

اسم فاعل এর বর্ণনা

اسم فاعل এমন ইসম যাকে فعل থেকে গঠন করা হয় এবং তা ঐ সত্ত্বাকে বুঝায় যার সাথে কোনো ফেয়েল নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ সে فعل টি ঐ সত্ত্বার মাঝে সতন্ত্রভাবে পাওয়া যায় না, যেমন : ضارب ইসমে ফায়েল ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় যার সাথে 'প্রহার করা' বিশেষণটি নতুনভাবে মিলিত হয়েছে, তার মাঝে এই গুণটি সর্বদা বিদ্যমান নয়।

اسم فاعل ছুলাছী মুজাররাদ থেকে فاعل ওজনে হয় এবং গায়রে ছুলাছী মুজাররাদ থেকে প্রতিটি বাবের فعل مضارع থেকে গঠন করা হয়। তার পদ্ধতি হলো, আলামতে মুযারের স্থানে পেশযুক্ত ميم এবং শেষের পূর্বাক্ষরে যের দেয়া হয়, যেমন : يُدخِل [باب افعال] থেকে مُدخِل এবং يَستغفِر [باب استفعال] থেকে مُستغْفِر।

১. কায়েদা : اسم فاعل ফেয়েলে মা'রূফের মত আমল করে। যদি তার ফেয়েল لازم হয়, তাহলে শুধু ফায়েলকে رفع দিবে। আর যদি متعدي হয় তাহলে ফায়েলকে رفع এবং মাফউলকে نصب দিবে, যেমন : جاءني القائمُ أبُوْه ও أضَارِبٌ زيْدٌ عَمْروًا। আর اسم فاعل ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার প্রথম মা'মূলের দিকে মুযাফ হয়, যেমন : زَيْدٌ ضارِبُ الغُلَامِ।

আর اسم فاعل এর আমলের জন্য দু'টিশর্ত রয়েছে যথা : ক. حال বা اسقبال এর অর্থ প্রদান করা। যদি ماضي এর অর্থ প্রদান করে তাহলে আমল করবে না। খ. اسم فاعل এর পূর্বে সাতটি জিনিসের কোন একটি বিদ্যমান থাকা। আর সেই সাতটি হল : مبتداء , موصوف , موصول , ذو , الحال , حرف ندا , حرف استفهام এবং حرف نفي। [صاحب দ্বারা মুবতাদা, মাওসূফ, মাওসূল ও ذو الحال উদ্দেশ্য]।

অনুবাদ

اسم فاعل এমন ইসম যা ফেয়েল থেকে নির্গত হয়, ঐ ব্যক্তির জন্য যার সাথে ফেয়েলটি কায়েম হয় নতুন সৃষ্ট অর্থের ভিত্তিতে অর্থাৎ সে অর্থটি সাময়ীক হয়, সত্তাগতভাবে তাতে পাওয়া যায় না। আর তার সীগাহ [ওজন] [ক] ثلاثى مجرد থেকে فاعل ওজনে আসে [খ] আর غير ثلاثى مجرد থেকে مضارع এর ওজনে আসে পেশ যুক্ত মীমের সাথে এবং শেষের পূর্বাক্ষরে কাসরার সাথে যেমন : مُستغْفِر ,مُدخِل **[কায়েদা]** আর اسم فاعل তার ফেয়েলের আমল করে [১] حال বা اسقبال এর অর্থ প্রদানের শর্তে [২]এবং তার صاحب এর উপর اعتماد এর শর্তে বা হামযা বা ما এর উপর اعتماد এর শর্তে।

[قاعدة] فإن كان لِلماضِى وجبت الإضافةُ معنًى خلافًا لِلكسائى وإن كان لهُ معمول آخرُ فبفِعلٍ مقدرٍ نحوُ زيد معطِى عمروٍ درهمًا امسِ فإن دخلت اللام إستوى الجمِيعُ. (١)

[قاعدة] وما وُضِع مِنهُ لِلمبالغةِ كضرّاب وضُرُوب ومِضراب وعلِيمٍ وحذرٍ مِثلِهُ. (٢)

[قاعدة] والمثنى والمجموعُ مِثلِهُ. (٣)

[قاعدة] ويجوزُ حذفُ النُّونِ مع العملِ ومع التّعرِيفِ تخفِيفًا. (٤)

১. **কায়েদা :** اسم فاعل এর আমলের জন্য প্রথম শর্ত হলো তা حال বা اسقبال এর অর্থ প্রদান করা। সুতরাং যদি ইসমে ফায়েল ماضي এর অর্থ প্রদান করে তাহলে তার নিজের মা'মূলের দিকে অবশ্যই ইযাফতে মা'নাবী [হাকীকী] হবে। সুতরাং هذا ضاربُ زيدٌ أمسِ বলা যাবে না, বরং ইযাফতের সাথে هذا ضاربُ زيدٍ أمسِ বলতে হবে। অবশ্য ইমাম কেসাঈর মতে ইসমে ফায়েল সর্বাবস্থায় আমল করে, যদিও মাযীর অর্থে হয়। আর যদি তাকে ইযাফত করা হয়, তবে ইযাফতে লাফযী হবে। মোটকথা মাযীর অর্থ প্রদানকারী ইসমে ফায়েল তার প্রথম মা'মূলের দিকে

ইযাফত হবে, তবে যদি তার দ্বিতীয় মা'মূলও থাকে তাহলে কি করবে ? সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে : তার নসব হবে উহ্য ফেয়েলের কারণে, ইসমে ফায়েলের কারণে নয়, যেমন : زيدٌ مُعْطِى عمروٍ درهمًا أمسِ । এতে درهمًا উহ্য ফেয়েল أعْطى এর কারণে মানসূব হয়েছে। অর্থাৎ أعْطى عمروا درهَمًا

আর ইসমে ফায়েলের আমল করার জন্য حال বা استقبال যে শর্তারোপ করা হয়েছে তা ঐ সময় যখন তাতে আলিফ-লাম থাকবে না। যদি ইসমে ফায়েল আলিফ-লাম যুক্ত হয় তাহলে তা সর্বাবস্থায় আমল করবে, যেমন : مرَرْتُ بِالضَّارِبِ أبُوْه زيدًا أمْسِ । এতে زيْدًا কে নসব দিয়েছে الضَّارِبُ যদিও এটি মাযীর অর্থ প্রদান করেছে।।

২. কায়েদা : কখনো ইসমে ফায়েলের ওজন فاعل থেকে পাঁচটি ওজনে مبالغة এর সীগা গঠন করা হয়, ক. فَعَّالٌ এর ওজনে,যেমন : ضَرَّابٌ [অনেক প্রহারকারী], খ. فَعُوْلٌ এর ওজনে, যেমন : ضَرُوْبٌ [খুব প্রহারকারী], গ. مِفْعَالٌ এর ওজনে, যেমন : مِضْرَابٌ [অনেক প্রহারকারী], ঘ. فَعِيْلٌ এর ওজনে, যেমন : عَلِيْمٌ , ঙ. فَعِلٌ যেমন : حَاذِرٌ থেকে حَذِرٌ [খুব সতর্ক] ও مَازِقٌ থেকে مَزِقٌ [অনেক বিদীর্ণকারী] ।[مبالغة এর ওজনএই পাঁচটিই]। এই মুবালাগার সীগার আমলের শর্ত সেগুলোই যেগুলো ইসমে ফায়েলে বর্ণিত হয়েছে, যেমন : زَرَّاعٌ فَاكِهَةً [অনেক ফলের বীজ বপনকারী], ضَرُوْبٌ غُلَامَه [স্বীয় গোলামকে অনেক প্রহারকারী], مِخْوَافٌ أعْدَائَه [শত্রু থেকে খুবই ভীতু], سَمِيْعٌ خَيْرًا [কল্যাণের কথা খুব শ্রবণকারী], مَزِقٌ أوْرَاقَهُ [স্বীয় কাগজগুলো অনেক ছিন্ন বিচ্ছিন্নকারী]।

৩. কায়েদা : اسم فاعل ও مبالغة এর দ্বিবচন ও বহুবচনের আমল ও শর্তের ক্ষেত্রে ইসমে ফায়েল মুফরাদের মতই, যেমন : الزيدَانِ ضَارِبَانِ - ضَرَّابَانِ

الزيدون ضَارِبُوْنَ - ضَرَّابُوْنَ عَمْرًوا,عَمْرًوا

৪. **কায়েদা :** ইসমে ফায়েলের দ্বিবচন ও বহুবচনের نون দুই শর্তের ভিত্তিতে বিলুপ্ত করা জায়েয, এক. তা আমেল হবে, দুই. তা মারেফা হবে, যেমন : المُقِيْمِي الصَّلَاة / المُقِيْمَا [নামায প্রতিষ্ঠাকারীগণ]। আর নূনের এই বিলুপ্তি শুধু সহজ করণার্থে। আর যদি ইমসে ফায়েল নাকেরা হয়, তাহলে নূনকে বিলুপ্ত করা শুদ্ধ নয়।

অনুবাদ

[কায়েদা] সুতরাং اسم فاعل যদি ماضى এর অর্থ প্রদানকারী হয় তাহলে তাতে ইযাফতে মা'নাবী আবশ্যক। ইমাম কেসাঈ এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন [তার মতে ইযাফতে মা'নাবী জরুরী নয়]। অতএব যদি ইসমে ফায়েলের জন্য [مضاف إليه ব্যতীত] কোনো معمول থাকে, তবে তার নসব হবে উহ্য ফেয়েল দ্বারা, যেমন : زيد معطِى عمروٍ درهمًا أمسِ। সুতরাং اسم فاعل এর পূর্বে যদি আলিফ-লাম প্রবেশ করে, তাহলে সকল যমানা বরাবর। **[কায়েদা]** আর ঐ ইসম যাকে ইসমে ফায়েল থেকে মুবালাগার জন্য গঠন করা হয়েছে যেমন : ضَرَّابٌ وضُرُوْبٌ ومِضْرَابٌ وعَلِيمٍ وحَذِرٍ। এগুলো ইসমে ফায়েলের মতোই। **[কায়েদা]** আর اسم فاعل এর দ্বিবচন, বহুবচন ইসমে ফায়েল [মূফরাদ] এর মতোই। **[কায়েদা]** আর ইসমে ফায়েল [বহুবচন] এর নূনকে বিলুপ্ত করা জায়েয আছে আমল ও মারেফা হওয়ার সাথে শব্দকে সহজ করণার্থে।

: اِسم المفعُولِ

ما اشتُقَّ مِن فِعلٍ لِمَنْ وقع عليهِ.

وصِيغتهُ :

[الف] مِن الثلاثي على مفعُولٍ.

[ب] ومِن غيرِهِ على صِيغةِ الفاعِلِ، بفتح ما قبلَ الآخرِ، كمستَخْرَج.

[قاعدة] وأمرُهُ في العملِ والاِشتراطِ : كأمرِ الفاعِلِ، مِثلُ : زيدٌ معطًى غُلامُهُ درهمًا. (١)

اسم مفعول এর বর্ণনা

اسم مفعول ঐ ইসমে মুশতাককে বলে যে ঐ সত্তাকে বুঝায় যার উপর ফেয়েল পতিত হয়েছে, যেমন : مَضْرُوْبٌ [ঐ ব্যক্তি যার উপর প্রহার পতিত হয়েছে]। اسم مفعول ফেয়েলে মাজহূলের ন্যায় আমল করে, অর্থাৎ নায়েবে ফায়েলকে رفع দেয়। আর অধিকাংশ সময় তার প্রথম মা'মূলের দিকে مضاف হয়, যেমন : هو محمُوْدُ الخِصَالِ [সে প্রশংসিত চরিত্রে বৈশিষ্টমণ্ডিত]। ثلاثي مجرد এর ইসমে মাফউলের ওজন হলো مفعول, আর غير ثلاثي مجرد থেকে তার ইসমে ফায়েলের ওজনে আসে, তবে তার শেষের পূর্বাক্ষর কাসরার স্থলে فتح হয়, যেমন : مُسْتَخْرَجٌ [বেরকৃত]।

১. কায়েদা : اسم مفعول আমল ও শর্তের ক্ষেত্রে اسم فاعل এর মতো। অর্থাৎ তার আমলের জন্যেও শর্ত হলো حال বা استقبال এর অর্থ প্রদান করা এবং উল্লেখিত সাতটি জিনিসের কোন একটির উপর নির্ভর করা। আর যখন ইসমে মাফউল معرف باللام হবে, তখন مطلقا [সর্বাবস্থায়] আমল করবে। যেমন : زَيْدٌ مُعْطى / المُعْطَى غُلَامُه دِرْهَمًا [যায়েদের গোলামকে এক দেরহাম দেয়া হয়েছে]।

অনুবাদ

اسم مفعول ঐ ইসম যাকে ফেয়েল থেকে নির্গত করা হয়েছে সে ব্যক্তিকে বুঝানোর জন্য যার উপর ফেয়েলটি পতিত হয়েছে। আর তার সীগা হল [ক] ثلاثي مجرد থেকে مفعول [খ] আর غير ثلاثي مجرد থেকে ইসমে ফায়েলের ওজনে শেষের পূর্বাক্ষরে যবরের সাথে, যেমন : مُسْتَخْرَجٌ **[কায়েদা]** আর আমল ও শর্তের ক্ষেত্রে ইসমে মাফউলের ব্যাপারটি ইসমে ফায়েলের ব্যাপারের মতই, যেমন : زيد معطًى غُلامهُ درهمًا

: الصِّفةُ المشبهةُ

ما اشتُقَّ مِن فِعلٍ لازِمٍ لِمَن قام بهِ على معنى الثبوت.

وصِيغتها : مخالِفةٌ لِصِيغةِ الفاعِلِ، على حَسْبِ السِّماعِ، كحَسَنٍ وصعْبٍ وشديدٍ. (١)

وتعملُ عملَ فِعلِها مطلقاً. (٢)

وتقسِيم مسائِلِها : أنْ تكُون الصِّفةُ باللامِ ، ومجرّدةً؛

ومعمولُها مضافًا أو باللامِ أو مجرّدًا؛ عنهما : فهذِهِ سِتة. (٣)

والمعمولُ : في كُلِّ واحدٍ مِنها : مرفُوع، ومنصُوب، ومجرُور : فصارتْ ثمانِيةَ عشرَ.

فالرّفعُ : على الفاعِلِيّةِ؛ والنصب : على التشبيهِ بالمفعُولِ : في المعرِفةِ، و على التمييزِ : في النّكِرةِ؛ والجرُّ : على الإضافةِ. (٤)

صفت مشبه এর বর্ণনা

صفت مشبه এমন ইসমে মুশতাক যা এমন সত্তাকে বুঝায় যার সাথে কোনো ফেয়েল সত্তাগতভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে, যেমন : حَسَنٌ [সুন্দর] ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যার মধ্যে حُسْن সর্বদা বিদ্যমান। صفت مشبه ফেয়েলে লাযেম থেকে গঠিত হয়, তাই ফেয়েলে লাযেমের ন্যায় শুধু ফায়েলকে رفع দান করে, যেমন : جاءَ رجلٌ حسنٌ ثِيابُه । সিফাতে মুশাব্বাহও অধিকাংশ সময় স্বীয় ফায়েলের দিকে مضاف হয়, যেমন : رجلٌ حسنُ الثِّيَابِ [সুন্দর পোশাক বিশিষ্ট ব্যক্তি]। আর صفت مشبه এর আমল করার জন্য শর্ত হল তার পূর্বে পাঁচটি জিনিসের কোনো একটি হওয়া, অর্থাৎ مبتدأ, موصوف , ذو الحال , همزه استفهام او حرف نفي যেমন : زيدٌ حسنٌ ثيابُه - যায়েদের কাপড় সুন্দর [মুবতাদার উদাহরণ]। لقيتُ رجُلًا مُنْطَلِقٌ لسانُه আমি এমন এক ব্যক্তির সাথে

সাক্ষাত করেছি যার জিহ্বা চলমান [ذو الحال এর উদাহরণ]। هذا رجُلٌ جَمِيْلٌ ظاهِرُه - ইনি এমন এক ব্যক্তি যার বাহ্যিক সুন্দর। [موصوف উদাহরণ]। أهُوَ طاهِرٌ قلبُه -তার অন্তর কি পবিত্র ? [হামযায়ে ইসতেফহামের উদাহরণ]। ما أنْتَ كَرِيْمٌ أبُوْه - তুমি তো সেই ব্যক্তি নও যার পিতা ভদ্র [حرف نفي এর উদাহরণ]।

১. صفت مشبه এর সীগা [ওজন] اسم فاعل এর সীগা [ওজন] থেকে ভিন্ন রকম হয় আর তার সকল ওজন سماعي [শ্রুতিনির্ভর], যেমন : حَسَنٌ [সুন্দর], صَعْبٌ [আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন ব্যক্তি], شَدِيْدٌ [কঠিন স্বভাবের ব্যক্তি]।

ফায়েদা : صفت مشبه ও اسم فاعل এর মধ্যে তিনটি পার্থক্য রয়েছে। (এক) اسم فاعل এর মধ্যে সিফাতটি حدوثي তথা সাময়ীক হয়, আর صفت مشبه এর মধ্যে ثبوتي তথা স্থায়ী হয়, (দুই) উভয়টির ওজনসমূহ ভিন্ন ভিন্ন, (তিন) اسم فاعل এর ওজনগুলো কিয়াসী, আর صفت مشبه এর ওজনগুলো سماعي [শ্রুতিনির্ভর]।

২. صفت مشبه স্বীয় فعل لازم এর মত আমল করে مطلقا অর্থাৎ বর্তমান বা ভবিষ্যত কোনো কালের শর্ত ছাড়া। কারণ তাতে ثبوت এর অর্থ বিদ্যমান। حدوث এর অর্থ নেই যে কোনো কালের উপর নির্ভর করবে।

৩. صفت مشبه এর অবস্থাসমূহ : صفت مشبه হয়ত আলিফ-লাম যুক্ত হবে বা আলিফ-লাম মুক্ত হবে। আর এ উভয় অবস্থায় তার মা'মূল হয়তো মুযাফ হবে বা معرف باللام হবে বা কোনোটিই হবে না, অর্থাৎ মুযাফও হবে না, معرف باللام ও হবে না। সুতরাং ২ কে ৩ এর মধ্যে গুণ করলে ৬ হবে। অতঃপর صفت مشبه এর মা'মূল হয়তো مرفوع হবে বা منصوب হবে বা مجرور হবে। সুতরাং ৬ কে ৩ এর মাঝে গুণ করলে সর্বমোট ১৮টি অবস্থা তৈরী হবে।

৪. صفت مشبه এর মা'মূলের ইরাব : صفت مشبه এর মা'মূল مرفوغ হয় فاعل হওয়ার ভিত্তিতে, যেমন : حسنٌ وجهُه -তার চেহারা খুব সুন্দর। وجهُه : حسنٌ এর ফায়েল। صفت مشبه এর মা'মূল যদি معرفة হয়, তাহলে মাফউলের সাদৃশ্য হওয়ার কারণে منصوب হয় [مفعول হওয়ার কারণে منصوب হয় না, কারণ فعل لازم এর মাফউল হয় না] যেমন : حسنٌ الوجهَ আর যদি মা'মূল نكره হয়, তাহলে تمييز হওয়ার ভিত্তিতে মানসূব হয়, যেমন : الحسنُ وجهاً আর صفت مشبه ইযাফতের কারণে مجرور হয়, যেমন : حسنُ الوجهِ

অনুবাদ

صفت مشبه এমন ইসম যা فعل لازم থেকে নির্গত হয় এমন ব্যক্তির জন্য যার সাথে ফেয়েলটি সম্পৃক্ত হয়েছে ثبوت এর অর্থের ভিত্তিতে অর্থাৎ সে অর্থটি তার সাথে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত। আর তার সীগাহ [ওজন] হল اسم فاعل এর সীগাহ থেকে ভিন্ন, শ্রুতিনির্ভর, যেমন - حَسَنٌ, صَعْبٌ, شَدِيْدٌ। আর صفت مشبه সর্বাবস্থায় আপন ফেয়েলের আমল করে। আর তার মাসাইলের বন্টন হল : صفت مشبه হয়তো আলিফ-লাম যুক্ত হবে বা মুক্ত হবে। আর তার মা'মূল হয়তো মুযাফ হবে বা معرف باللام হবে বা দু'টির কোনোটিই হবে না। অতএব এই হলো ছয় অবস্থা। আর এই ছয় প্রকারের প্রতিটির মামূল مرفوع হবে, منصوب হবে, مجرور হবে। সুতরাং আঠার প্রকার হয়ে গেল। অতএব رفع হবে ফায়েল হওয়ার ভিত্তিতে, আর نصب হবে মাফউলের সাদৃশ্য হওয়ার কারণে মারেফার ক্ষেত্রে এবং তামঈয হওয়ার কারণে নাকেরার ক্ষেত্রে আর جر হবে ইযাফতের কারণে।

وتفصِيلُها : حَسَنٌ وجهُه : ثلاثة وكذالِك : حسنُ الوجهِ ، حسنُ وجهٍ ، الحسنُ وجهُهُ ، الحسنُ الوجهُ، الحسنُ وجهٍ. (١)

اِثنانِ مِنها ممتنِعانِ : الحسنُ وجهُهُ، و الحسنُ وجهٍ. (٢)

واُختلِف في حسنُ وجهِه.

والبواقِي :

[ألف] ما كان فِيهِ ضمير واحد مِنها : أحسنُ.

[ب] وما فِيهِ ضميرانِ : حسن.

[ج] وما لا ضمير فِيهِ : قبيح.

ومتى رفعتَ بها فلا ضميرَ فِيها، فهِي كالفِعلِ، وإلَّا ففِيها ضميرُ الموصُوفِ فتؤنِّث، وتثنى، وتجمعُ. (٣)

[قاعدة] واِسما الفاعِلِ والمفعُولِ، غير المتعديَيْن : مِثلُ الصِّفةِ فِي ذالِك. (٤)

১. আঠারো অবস্থার বিশ্লেষণ :

[ক] যদি صفت مشبه আলিফ-লাম মুক্ত হয় এবং তার মা'মূল মুযাফ হয় তাহলে তিনটি অবস্থা যথা : (এক) حسنٌ وجهُه [صفت টি তানবীন যুক্ত আর তার মা'মূল ফায়েল হওয়ার ভিত্তিতে মারফূ]। (দুই) حَسَنٌ وجْهَه [صفت টি তানবীন যুক্ত এবং মা'মূলটি মাফউলের সদৃশ হওয়ার ভিত্তিতে মানসূব]। (তিন) حسنُ وجْهِه [صفت টি তানবীন মুক্ত এবং মা'মূলটি ইযাফতের কারণে মাজরূর]।

[খ] যদি صفت مشبه আলিফ-লাম মুক্ত হয় এবং তার মা'মূল معرف باللام হয় তারও তিন অবস্থা যথা : (এক) حسنُ الوجهُ , (দুই) حسنُ الوجهَ , (তিন) حسنُ الوجهِ

[গ] صفت مشبه এবং তার মা'মূল উভয়টি আলিফ-লাম মুক্ত হয়। তারও তিন অবস্থা যথা : (এক) حسنٌ وجهٌ , (দুই) حسنٌ وجهًا , (তিন) حسنُ وجهٍ

[ঘ] صفت مشبه আলিফ-লাম যুক্ত এবং তার মা'মূল মুযাফ। এরও তিন অবস্থা যথা : (এক) الحسنُ وجهُه , (দুই) الحسنُ وجهَه , তিন) الحسنُ وجهِه

[ঙ] صفت مشبه ও তার মা'মূল উভয়টি আলিফ-লাম যুক্ত। এরও তিন অবস্থা যথা : (এক) الحَسَنُ الوَجْهُ, (দুই) الحَسَنُ الوَجْهَ , (তিন) الحسنُ الوجهِ

[চ] صفت مشبه আলিফ-লাম যুক্ত এবং তার মা'মূল আলিফ-লাম মুক্ত। এরও তিন অবস্থা যথা : (এক) الحسنُ وجهٌ , (দুই) الحسنُ وجهاً, (তিন)الحسنُ وجهٍ। এই হল মোট ১৮ সুরত।

২. **আঠারো সুরতের বিধান :** উল্লেখিত ১৮ অবস্থার মধ্যে ২টি অবস্থা নিষিদ্ধ (এক) যখন صفت مشبه আলিফ-লাম যুক্ত হবে এবং স্বীয় মা'মূলের দিকে মুযাফ হবে, (দুই) যখন صفت مشبه আলিফ-লাম যুক্ত হবে এবং তার মা'মূল আলিফ-লাম মুক্ত হবে এবং সীগায়ে সিফাত তার দিকে মুযাফ হবে। আর একটি অবস্থা বিরোধপূর্ণ, অর্থাৎ যখন صفت مشبه টি معرف باللام না হবে এবং তা স্বীয় মা'মূলের দিকে মুযাফ হবে।
অবশিষ্ট পনের অবস্থা জায়েয। অতঃপর যে সুরতে একটি যমীর থাকে সেটি احسن, কারণ তাতে যমীরের সংখ্যা প্রয়োজন পরিমাণ। আর যে সুরতে দু'টি যমীর সেটি حسن, কেননা একটি যমীর প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়েছে। আর যাতে কোন যমীর নেই সেটি قبيح , কারণ رابط [তথা সিফাতকে মাওসূফের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী] অবশ্যক [আর তা এখানে অনুপস্থিত]।

৩. যমীর চেনার পদ্ধতি : যখন صفت مشبه এর মা'মূলকে مرفوع পড়া হবে তখন তাতে কোনো যমীর থাকবে না। কারণ তখন মা'মূল হবে ফায়েল। আর صفت হবে ফেয়েলের স্থলে। [সুতরাং যেভাবে فاعل দ্বি-বচন ও

বহুবচন হলে فعل কে দ্বিবচন ও বহুবচন আনা হয় না, তেমনিভাবে صفت مشبه এর فاعل দ্বি-বচন ও বহুবচন হলে তাকেও দ্বি-বচন ও বহুবচন আনা হবে না।

আর যখন صفت مشبه এর মা'মূলকে মারফূ পড়া না হবে, তখন তাতে মাওসূফের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী যমীর থাকবে। সুতরাং মাওসূফ অনুযায়ী صفت مشبه কে মুয়ান্নাছ, মুযাক্কার, দ্বি-বচন ও বহুবচন আনা হবে।

৪. **কায়েদা :** যে اسم فاعل গায়রে মুতাআদ্দী হয় অর্থাৎ لازم فعل থেকে গঠিত হয় যেমন : قائم , এমনিভাবে যে اسم مفعول গায়রে মুতাআদ্দী হয় অর্থাৎ যেটি অন্য কোনো مفعول কে না চায়, এ দু'টি صفت مشبه এর মতো। এদেরও ১৮ সুরত হবে। অতঃপর তার কিছু সুরত নিষিদ্ধ, কোনোটি বিরোধপূর্ণ, কিছু احسن, কিছু حسن এবং কোনোটি قبيح হবে।

অনুবাদ

আর মাসাইলের বিশ্লেষণ : حسنٌ وجهه এর তিন সুরত।এমনিভাবে حسن الوجه,[এবং] الحسن وجهه [এবং] حسن وجه [এবং] الحسن الوجه এবং الحسن وجه [তিন তিনটি করে উদাহরণ, অতএব সর্বমোট উদাহরণ ১৮টি]। এগুলোর দু'টি নাজায়েয অর্থাৎ الحسنُ وجهِه এবং الحسنُ وجهٍ। আর حسنٌ وجهه এর ব্যাপারে মতবিরোধ করা হয়েছে। আর অবশিষ্টগুলো হলো [ক] এই উদাহরণগুলোর যেটির মাঝে এক যমীর হয়, সেটি أحسن [খ] আর যার মাঝে দুই যমীর হয়, সেটি حَسَن [গ] আর যার মধ্যে কোনো যমীর হয় না, সেটি قبيح। আর যখন رفع দিবে صفت مشبه এর দ্বারা, তখন صفت مشبه এর মধ্যে কোনো যমীর হবে না। সুতরাং এটি ফেয়েলের মত হবে। অন্যথায় তার মাঝে মাওসূফের যমীর হবে। অতএব তুমি صفت কে মুয়ান্নাছ আনবে, দ্বিবচন আনবে এবং বহুবচন আনবে। **[কায়েদা]** আর যে اسم فاعل ও اسم مفعول গায়রে মুতাআদ্দী হয়, সে দু'টি صفت مشبه এর মত এক্ষেত্রে ।

: اسم التفضِيلِ

ما اشتُقَّ مِن فِعلٍ لِموصُوفٍ بزِيادةٍ على غيرِهِ، وهُو : افعلُ.

وشرطُهُ : أنْ يُّبنى مِن ثلاثي مجرّدٍ لِّيُمكِنَ؛ ليس بلونٍ ولا عيب، لان مِنهُما أفْعَلُ لِغيرِهِ، مثل : زيدٌ أفضلُ الناسِ. (١)

[قاعدة] فإنْ قُصِد غيرُهُ : تُوُصِّل إليهِ بأشَدَّ، مِثلُ : هُو أشدُّ منه اِستخراجًا وبياضًا وعمى. (٢)

[قاعدة] وقياسُهُ لِلفاعِلِ، وقدْ جاء لِلمفعُولِ، نحوُ : أعْذرُ و ألْوَمُ و أشغَلُ و أشْهرُ. (٣)

اسم تفضيل এর বর্ণনা

اسم تفضيل ঐ ইসম যা فعل থেকে মুশতাক হয় এবং এমন সত্তাকে বুঝায় যার মাঝে অন্য কারো তুলনায় মাসদারী অর্থের আধিক্য পাওয়া যায়। তার ওজন হচ্ছে أَفْعَل [আর اسم تفضيل ওয়াহেদে মুযাক্কার وصف ও وزن فعل এর কারণে غيرِ منصرف। তাই তাতে কাসরা ও তানবীন হয় না। আর اسم تفضيل ওয়াহেদে মুয়ান্নাছের ওজন হল فُعْلَى । তার শেষে ألف مقصورة রয়েছে। তাই তার ইরাব হয় তাকদীরী। আর اسم تفضيل -এর ফায়েল হয় যমীরে গায়েব, যা তার মধ্যে লুকায়িত থাকে]।

১. ইসমে তাফযীল ثلاثي مجرد থেকে গঠন করা হয়। অন্যান্য বাব থেকে বানানো সম্ভব নয়। আর ثلاثي مجرد ও এমন হতে হবে যার মাঝে রং ও দূষের অর্থ না থাকে। কারণ ثلاثي مجرد এর যে মাছদার لَوْن ও عَيْب এর অর্থ প্রদান করে তা থেকে أَفْعَل এর ওজন اسم تفضيل ছাড়া অন্য কিছুর জন্য আসে অর্থাৎ তা থেকে এ ওজনে اسم صفت গঠিত হয়। সুতরাং তা থেকে اسم تفضيل গঠন করে অন্যের সাথে মিলে যাবে। اسم تفضيل এর উদাহরণ যেমন : زَيْدٌ أَفْضَلُ النَّاسِ -যায়েদ লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম।

২. কায়েদা : যদি ثلاثى مجرد এর لون বা عيب অর্থবোধক মাসদার থেকে বা غير ثلاثي مجرد থেকে اسم تفضيل বানানোর প্রয়োজন হয়, তাহলে أَشَدُّ বা অনুরূপ অর্থবোধক -যা উদ্দেশ্যের অনুকূল হয়- কোনো শব্দের পরে সে মাসদারকে তামঈয হিসেবে উল্লেখ করা হবে, যা থেকে ইসমে তাফযীল বানানো উদ্দেশ্য, যেমন : زَيْدٌ أَشَدُّ مِنْه اسْتِخْرَاجًا [এটি ثلاثي مزيد فيه এর উদাহরণ], زَيْدٌ أَشَدُّ منه بَيَاضًا [এটি রংয়ের উদাহরণ], زيد أَشَدُّ منه عَمًى [এটি দোষের উদারহণ]।

৩. কায়েদা : নিয়মমাফিক ইসমে তাফযীল فاعلي [কর্তার] অর্থ প্রদান করে। তবে কখনো مفعولي [কৃত] অর্থের জন্যও আসে, যেমন : أَعْذَرُ [অধিক অক্ষম], أَلْوَمُ [অধিক তিরস্কৃত], أَشْغَلُ [অধিক ব্যস্ত], أَشْهَرُ [অধিক প্রসিদ্ধ]।

অনুবাদ

اسم تفضيل ঐ ইসম যা ফেয়েল থেকে নির্গত হয় কোন মাসূফের জন্য অন্যের উপর আধিক্য বুঝানোর সাথে আর তা হচ্ছে أفعل এর ওজনে। আর তার শর্ত হলো ثلاثي مجرد থেকে গঠন করা, যাতে তা বানানো সম্ভব হয়, রং ও দোষের অর্থ না হওয়া। কারণ রং ও দোষ থেকে أفعل এর ওজন اسم تفضيل ছাড়া অন্য কিছুর জন্য হয়ে থাকে, যেমন : زَيْدٌ أَفْضَلُ النَّاسِ **[কায়েদা]** সুতরাং غير ثلاثي مجرد যদি থেকে বানানোর ইচ্ছা করা হয় তাহলে اسم تفضيل এর জন্য মাধ্যম বানানো যাবে أَشَدُّ কে, যেমন : هُوَ أَشَدُّ مِنْه اسْتِخْرَاجًا / بيَاضًا / عَمًى **[কায়েদা]** আর اسم تفضيل এর নিয়ম হচ্ছে তা ইসমে ফায়েলের জন্য হবে, তবে কখনো ইসমে মাফউলের জন্যও ইসমে তাফযীল আসে, যেমন : أَعْذَرُ, أَلْوَمُ , أَشْهَرُ, أَشْغَلُ

[قاعدة] ويُستعملُ على أحد ثلاثةِ أوجهٍ : مضافًا، أو، بمِنْ، أو معرّفًا باللامِ فلا يجوزُ : زيدٌ الأفضلُ مِن عمروٍ، ولا زيد أفضلُ؛ إلّا أنْ يُعلَمَ. (١)

[قاعدة] فإذا أُضِيفَ فلهُ معنيانِ : (٢)

أحدهُما : -- وهُو الاكثرُ --ان تُقصَد بهِ الزّيادةُ على من أُضِيف إليهِ، ويُشترطُ ان يّكُون مِنهُم، مثل : زيدٌ أفضلُ الناسِ؛ ولا يجوزُ : يُوسُفُ أحسنُ إخوَتِهِ. لِخرُوجهِ عنهُم بإضافتهِم اِليهِ.

والثانِي : أن تُقصدَ زِيادةٌ مطلقةٌ، ويُضافُ لِلتوضِيح ،فيجوزُ : يُوسُفُ أحسنُ إخْوَتِهِ"

ويجوزُ في الأوّلِ : الإفراد، والمطابقةُ لِمن هُو لهُ.

وأمّا الثانِي : والمعرَّفُ باللامِ : فلا بدَّ فِيها مِن المطابقةِ.

[قاعدة] والذي بِمِنْ : مفردٌ مذكرٌ لا غيرُ. (٣)

১. **কায়েদা :** اسم تفضيل এর ব্যবহার পদ্ধতি তিনটি যথা : (এক). ইযাফতের সাথে [এমতাবস্থায় اسم تفضيل কে মুফরাদ মুযাক্কার আনা এবং পূর্বের চাহিদা অনুযায়ী আনা উভয়ই শুদ্ধ], যেমন :

زيدٌ أفْضَلُ النَّاسِ.

الزيدان أفضلُ النَّاسِ - أفْضَلَا الناسِ.

الزيدون افضلُ الناسِ - أفضلُو الناسِ.

هندٌ أفضلُ - فُضْلى النساءِ.

الهندان افضلُ - فُضْلَيَا النساءِ.

الهندات أفضلُ -فضليَاتِ النساء.

(দুই) مِنْ এর সাথে [এমতাবস্থায় اسم تفضيل আলিফ-লাম যুক্ত হয় না এবং মুযাফও হয় না, বরং সর্বদা মুফরাদ মুযাক্কার হয়], যেমন :

زيد-الزيدَان- الزيدون- هند- الهندان- الهندات أفضلُ من عمرٍو- من فاطمةَ.

(তিন) আলিফ-লামের সাথে [এমতাবস্থায় اسم تفضيل লিঙ্গ ও বচনের ক্ষেত্রে তার পূর্বে শব্দের চাহিদা অনুযায়ী হওয়ার আবশ্যক], যেমন :

هندٌ الفُضْلى , الزيدون الأفضلونَ , الزيدان الأفضلانِ ,زيدٌ الأفضلُ

الهنداتُ الفضلياتُ.,الهندان الفُضْليانِ

সুতরাং زيد الأفضلُ منْ عمرو বলা শুদ্ধ নয়। কারণ এখানে الف ـ لام ও من উভয়টি একত্রিত হয়েছে। এমনিভাবে زَيْدٌ أَفْضَلُ বলাও শুদ্ধ নয়, কারণ এতে তিন পদ্ধতির কোনোটিই নেই। বলাবাহুল্য যদি مُفَضَّل عليه [যার উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে] করীনা দ্বারা জানা থাকে, তাহলে উল্লেখিত তিন পদ্ধতি ছাড়াও ব্যবহার করা শুদ্ধ, যেমন : اللهُ أَكْبَرُ أي أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيئ

২. **ফায়েদা :** যখন اسم تفضيل ইযাফত হয়ে ব্যবহৃত হয়, তখন তা দু'টি অর্থ প্রদান করে : (এক) اسم تفضيل -এ مضاف اليه এর তুলনায় আধিক্যের অর্থ হয়, যেমন : زيدٌ أَفْضَلُ النَّاسِ । এমতাবস্থায় জরুরী হল مُفضَّل عليه [الناس] তে مُفضَّل [زيد] অন্তর্ভূক্ত থাকা। [যায়েদ লোকদের অন্তর্ভূক্ত অর্থাৎ তাদের একজন সদস্য]। اسم تفضيل ব্যপকভাবে এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এ অর্থ অনুযায়ী يُوْسُفُ أَحْسَنُ إِخْوَتِه বলা শুদ্ধ হবে না, কেননা ইউসুফ ভাইদের অন্তর্ভূক্ত নয়। কারণ ভাইদেরকে ইউসুফের দিকে ইযাফত করা হয়েছে আর মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহির মাঝে বৈপরিত্য থাকে।

(দুই) اسم تفضيل -এ সাধারণ আধিক্যের অর্থ হবে, মুযাফ ইলাইহির তুলনায় আধিক্য উদ্দেশ্য হবে না। আর ইসমে তাফযীলের ইযাফতটি শুধু মাত্র স্পষ্ট করার জন্য হয়। এমতাবস্থায় يُوْسُفُ أَحْسَنُ إِخْوَتِه বলা শুদ্ধ হবে।

আর প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য নেয়ার সময় اسم تفضيل কে মুফরাদ আনাও শুদ্ধ এবং মাওসূফের চাহিদা মোতাবেক আনাও শুদ্ধ [উদাহরণ অতিবাহিত হয়েছে]। আর দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য নেয়ার সময় এবং এমনিভাবে যখন

ইসমে তাফযীল معرف باللام হবে, তখন মাওসূফের চাহিদা মোতাবেক আনা জরুরী [উদাহরণ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে]।

৩. কায়েদা : مِنْ এর সাথে اسم تفضيل ব্যবহৃত হলে সর্বাবস্থায় اسم تفضيل মুফরাদ-মুযাক্কার হবে [উদাহরণ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে]।

অনুবাদ

[কায়েদা] আর اسم تفضيل তিন পদ্ধতির কোনো এক পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়। মুযাফ হয়ে, বা مِنْ দ্বারা, বা আলিফ-লাম যুক্ত মারেফা হয়ে। তাই زيد أفضلُ منْ عمرٍو শুদ্ধ নয় এবং زيدٌ أفضلُ ও না, তবে যদি مفضَّل منه জানা যায়। **[ফায়েদা]** আর যখন اسم تفضيل কে মুযাফ বানানো হবে তখন তার দু'টি অর্থ হয়। তার একটি হলো -এবং এটিই অধিক ব্যবহৃত- ইসমে তাফযীল দ্বারা আধিক্য উদ্দেশ্য হবে ঐ ব্যক্তির উপরে যার দিকে ইসমে তাফযীলকে ইযাফত করা হয়েছে। সুতরাং শর্ত হলো مفضَّل তার অন্তর্ভুক্ত হওয়া, যেমন : زيدٌ أفْضَلُ النَّاسِ । সুতরাং يُوْسُفُ أحْسَنُ إخْوَتِه বলা শুদ্ধ নয়। কারণ ইউসুফ إخْوَتِه থেকে বহির্ভূত, ইউসূফের দিকে إخْوَت ইযাফত করার কারণে। আর দ্বিতীয় অর্থ হল مطلقا আধিক্যের ইচ্ছা পোষণ করা, আর ইযাফত করা হবে توضيح এর জন্য। সুতরাং يُوْسُفُ أحْسَنُ إخْوَتِه বলা শুদ্ধ হবে। প্রথম অবস্থায় اسم تفضيل কে মুফরাদ আনা এবং যার জন্য ইসমে তাফযীল, তার মোতাবেক আনা [উভয়ই] জায়েয। আর দ্বিতীয়টি এবং معرف باللام এর ক্ষেত্রে مطابقت জরুরী। **[কায়েদা]** আর ঐ ইসমে তাফযীল যা مِنْ দ্বারা ব্যবহৃত হয় তা শুধু মুফরাদ মুযাক্কারই হয়।

[مسئلةُ الكحلِ] ولا يعملُ في مظهرٍ إلاَّ إذا كان صِفةً لِشيءٍ، وهُو في المعنى لِسببٍ : مفضَّلٍ بِاعتبارِ الاوّلِ، على نفسِهِ بِاعتبارِغيرِهِ، منفِيًّا ، مثل : "ما رأيتُ رجلا أحسنَ في عينِهِ الكحلُ مِنهُ في عينِ زيدٍ" لانهُ بمعنى حسُنَ. مع أنَّهُم لو رفعُوا : لفصلُوا بين أحسن ومعمولِهِ بأجنبيّ، وهُو الكحلُ.

[فائدة] ولك أنْ تقُولَ "أحسنَ في عينِهِ الكحلُ مِن عينِ زيدٍ". (١) فإنْ قدَّمتَ ذكرَ العينِ، قُلتَ : ما رأيت كعينِ زيدٍ أحسَنَ فِيها الْكحلُ" مِثلُ :

....ولا أرى * كوادى السِّباعِ حين يَظْلِمِ واديًا

أقلَّ به ركْبٌ أتوْهُ تئِيّةً * وأخوَفُ إلاَّ ما وقى اللهُ ساريًا.

সর্ব প্রথম জেনে রাখা উচিত, ইসমে তাফযীল ইসমে যাহেরে আমল করে না। কারণ, ইসমে তাফযীল দুর্বল আমেল, আর ইসমে যাহের শক্তিশালী মা'মূল। তা শুধু যমীরে আমল করে, কারণ যমীর দুর্বল মা'মূল। তবে তিনটি শর্ত সাপেক্ষে ইসমে তাফযীল ইসমে যাহেরে আমল করে।

প্রথম শর্ত : ইসমে তাফযীল لفظا তথা বাহ্যিকভাবে কোনো বস্তুর সিফাত হবে [চাই نعت হোক বা خبر বা حال]। তবে বাস্তবে اسم تفضيل টি এই মাওসুফের সিফাত নয়, বরং তার সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারী কোনো বস্তুর সিফাত হয়, যেমন : ما رأيتُ رجُلاً أحسنَ فِيْ عينِهِ الكحلُ مِنهُ في عينِ زَيْدٍ দেখিনি আমি কোনো ব্যক্তিকে অধিক সুন্দর তার চোখে সুরমা, সুরমা থেকে যায়েদের চোখে। অর্থাৎ আমি যায়েদের চোখের মত সুন্দর কেনো সুরমাযুক্ত চোখ দেখিনি। এতে أحسنَ [اسم تفضيل] বাহ্যিকভাবে رجُلًا এর সিফাত কিন্তু বাস্তবে তা الكُحْلُ এর সিফাত যা رَجُلًا এর সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারী বস্তু।

দ্বিতীয় শর্ত : মাওসূফের সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারী ঐ বস্তু যার সাথে মূলত ইসমে তাফযীল সম্পর্কিত : সেটি এক দৃষ্টিকোণ থেকে مفضَّل আর অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে مفضول [তথা مفضَّل عليه] হবে। যেমন উল্লেখিত উদাহরণে الكحلُ [সুরমা] عين رجل এর দৃষ্টিকোণ থেকে مفضَّل এবং عين زيد এর

দৃষ্টিকোণ থেকে مفضُول হয়েছে। অর্থাৎ عين رجل এর তুলনায় যায়েদের চোখে সুরমা অধিক ভাল লাগে। আর عين زيد এর তুলনায় عين رجل -এ কম ভাল লাগে। **তৃতীয় শর্ত :** ইসমে তাফযীল نفي এর অধীনে হওয়া, কারণ যখন كلام مقيد এর উপর নফী আসে তখন قيد এর নফী হয়, যেমন : مَا رأيْتُ رجلاً فاضِلًا এ বাক্যে 'ফাযেল ব্যক্তি' না দেখার আলোচনা হয়েছে, সাধারণ ব্যক্তি না দেখার আলোচনা হয় নি। এমনিভাবে উল্লেখিত উদাহরণে যখন أحسنُ [ইসমে তাফযীলটি] নফীর অধীনে এসেছে, তখন قيد [তথা حسن -সৌন্দর্যে-র আধিক্যের] নফী হবে। আর أحْسَنُ টি حسن অর্থে থেকে যাবে। এভাবে ইসমে তাফযীল ফেয়েলের অর্থে পরিনত হয়ে ইসমে যাহেরে আমল করবে।

উল্লেখিত উদাহরণে শর্ত তিনটি পাওয়া যায়, কেননা أحسن [ইসমে তাফযীল] الكحلُ [ইসমে যাহির] কে ফায়েল হওয়ার ভিত্তিতে رفع দিয়েছে। আর الكحلُ টি في عينِهِ থেকে حال হয়েছে। আর في عين زيد হাল হয়েছে منه এর যমীর থেকে যা الكحل এর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। আর منه হল مفضل منه। সুতরাং বাক্যের অর্থ হবে ما رايتُ رجلاً أحسنَ الكحلُ كائنًا فيْ عينِ زيدٍ منْ الكحلِ الكائنِ في عينِ رجلٍ آخر

আর যদি এরূপ করা না হয়, অর্থাৎ الكحل কে ইসমে তাফযীলের ফায়েল বানানো না হয়, বরং أحسن কে খবরে মুকাদ্দাম ও الكحل কে মুবতাদায়ে মুয়াখ্খার বানিয়ে পুরো জুমলাকে رجلا এর সিফাত সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে احسن [ইসমে তাফযীল] এবং তার মা'মূল منه [مفضل منه] এর মাঝে অন্য কিছুর [أجنبي] পৃথকতা চলে আসবে। আর সে أجنبي টি হল الكحل, যা বাক্যে মুবতাদা হয়েছে। আর আজনবী দ্বারা পৃথকতা [فصل] বৈধ নয়, তাই আবশ্যক হল الكحل কে ফায়েল বানিয়ে رفع দেয়া, যাতে আজনবীর فصل আবশ্যক না হয়।

এখানে আরো কিছু উদাহরণ দেয়া হচ্ছে যাতে মাসআলাটি আরোও পরিষ্কার হয়ে যায়

প্রথম উদাহরণ : হাদীসে বর্ণিত হয়েছে – مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبَّ الى اللهِ فيها الصَومُ منه في عشْرِ ذي الحجَّةِ. আল্লাহ তা'আলার নিকট যিলহজ্বের শুরুর দশদিনের নেক আমল [রোযা] যতটা প্রিয়, অন্য কোন দিনে এতটা প্রিয় না। এ বাক্যে أَحَبّ [ইসমে তাফযীল] বাহ্যিকভাবে أيامٍ এর সিফাত কিন্তু বাস্তবে الصوم এর সিফাত। الصوم 'অন্যান্য দিনের' বিবেচনায় مفضل এবং যিলহজ্বের দশদিনের হিসেবে مفضول অর্থাৎ অন্যান্য দিনের বিবেচনায় রোযা অধিক প্রিয় আর যিলহজ্বের দশ দিনের তুলনায় কম প্রিয়। আর ইসমে তাফযীল নফীর অধীনে এসেছে। তাই اسم تفضيل ইসমে যাহের الصوم কে ফায়েল হওয়ার ভিত্তিতে رفع দিয়েছে।

দ্বিতীয় উদাহরণ : ما رأيتُ رجلاً أكملَ فيْ وجهِه الإشراقُ منه[أي من الإشراقِ] في وجهِ العابِدِ الصادِقِ. মুখলিস আবেদের চেহারায় যেমন ঔজ্জলতা হয় এরূপ উঁচু স্তরের ঔজ্জলতা আমি কারো চেহারায় দেখিনি। এতে أكمل الإشراقُ শব্দটি এর ফায়েল এবং এটি مفضل এবং مفضول । আবেদের চেহারার বিবেচনায় مفضل এবং গায়রে আবেদের চেহারার বিবেচনায় مفضول।

তৃতীয় উদাহরণ : مَا شَاهَدْتُ عيونًا أجملَ فيها الحَوَرُ مِنْه فيْ عيونِ الظبَاءِ হরিণগুলোর চোখের শুভ্রতা ও কৃষ্ণতার তীব্রতা যতটা সুন্দর লাগে, এরূপ সৌন্দর্য আমি কোন চোখে দেখিনি। এতে أجمل [ইসমে তাফযীলটি] الحَوَرُ কে ফায়েল হওয়ার ভিত্তিতে রফা দিয়েছে। আর এটি হরিণদের চোখের বিবেচনায় مفضل এবং অন্যদের চোখে বিবেচনায় مفضول। الحَوَرُ অর্থ চোখের শুভ্রতা ও কৃষ্ণতার তীব্রতা]।

১. ফায়েদা : উল্লেখিত বিষয়টি বুঝানোর আরো সংক্ষিপ্ত প্রকাশ হলো ما رأيتُ رجلاً أحْسنَ في عينِهِ الكحلُ مِن عينِ زيدٍ অর্থাৎ منه কে বিলুপ্ত করা হবে এবং مِن عينِ زيد কে তার স্থলাভিষিক্ত করা হবে। আরোও বেশি সংক্ষিপ্ত করতে চাইলে عين কে পূর্বে আনা হবে ما رأيتُ كعينِ زيدٍ أحسنَ الكحلُ

فيها এ বাক্যের অর্থও সেটাই যা প্রথমটির অর্থ ছিল। অর্থাৎ আমি যায়েদের চোখের মত সুন্দর কোন সুরমাযুক্ত চোখ দেখিনি।

আর عين কে পূর্বে আনার সুযোগ বয়েছে তার প্রমাণ হলো নিম্নোক্ত কবিতা

مَرَرْتُ عَلَى وَادِي السِّبَاعِ، ولاَ أدري * كوادي السِّباعِ - حين يُظلِمُ- وادِيًا

أقلَّ به ركْبٌ أتوْه تَئِيَّةً * وأخْوَفَ إلَّا ما وقَى اللهُ سارِيَا

আমি হিংস্র প্রাণির উপত্যাকা দিয়ে অতিক্রম করলাম, আর আমি দেখিনি * হিংস্র প্রাণির উপত্যাকার ন্যায় কোন উপত্যাকা -যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়-, অনেক কম কাফেলা আসে তাতে * এবং অনেক ভয়ংকর, তবে যে কাফেলাকে আল্লাহ হেফাযত করেন।

কবি كوادي السِّباعِ কে পূর্বে এনে বাক্যটা খুবই সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছেন। নতুবা মূল বাক্য ছিল لاَ أرى وادِيًا أقلَّ به ركبٌ أتوْه مِنه مِن وادي السِّباعِ। এটাকে সংক্ষিপ্ত করতে চাইলে منه কে বিলুপ্ত করে বলবে, لا أرى وادِيًا اقلَّ به ركبٌ أتوْه مِنْ وادِي السِّباعِ। আর সবচে' সংক্ষিপ্ত প্রকাশ সেটিই যা কবি وادِي السِّباعِ কে মুকাদ্দাম করার দ্বারা হয়েছে।

নোট : মুসান্নিফ রহ. প্রথম পংক্তির অর্ধেক উল্লেখ করেন নি, যাতে উদাহরণ দ্বারাই শুরু হয়। এ বাক্যে أقَلّ ইসমে তাফযীল আর ركب হলো তার ফায়েল ও مرفوع। আর وادي السِّباعِ এক বিবেচনায় مفضل এবং অন্য বিবেচনায় مفضول।

অনুবাদ

আর ইসমে তাফযীল ইসমে যাহেরে আমল করে না, কিন্তু যখন ইসমে যাহের কোন জিনিসের সিফাত হয়। আর সেটি মূলত কোনো مسبب তথা সববের জন্য হবে [যেমন : চোখের সৌন্দর্যের সবব হল সুরমা। أحسن মূলত তার সিফাত]। আর সেই সবব مفضّل হবে প্রথমটির বিবেচনায় [অর্থাৎ عين رجل এর বিবেচনায়] নিজের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে অন্যের বিবেচনায় [অর্থাৎ عين زيد এর বিবেচনায় مفضول] সেই ইসমে তাফযীল منفي হবে। [এটি كان এর দ্বিতীয় খবর]। কারণ أحسن এর অর্থ حسن। এছাড়া যদি

নাহবীগণ- رفع দিতেন অর্থাৎ অগ্রবর্তী মুবতাদা হওয়ার ভিত্তিতে, তবে তারা পার্থক্য করতেন احسن ও তার মা'মূল [منه] এর মাঝে কোন 'অপরিচিত' দ্বারা। আর সেই অপরিচিত হল الكحل [ফায়েদা] আর তোমার জন্য বলার সুযোগ আছে احسن في عينِهِ الكحلُ مِن عينِ زيدٍ। সুতরাং যদি عين এর আলোচনা মুকাদ্দাম করে দাও, তবে বলবে – ما رأيتُ كعينِ زيدٍ أحسنَ فِيها الكحلُ নোট : مفضَّل عليه ও مفضول সমার্থক। আর سبب ও مسبِّب [بكسر الباء] সমার্থক । আর سبب এর বিপরীত। مُسبَّب [بفتح الباء] الأولى

প্রশ্নমালা

[সংজ্ঞাগুলো উত্তর আরবীতে দিতে হবে]

১. আরবীতে معرفة এর সংজ্ঞা দাও । সাত প্রকার মারেফা কি কি ? مبهمات দ্বারা কি উদ্দেশ্য?

২. উদাহরণসহ আরবীতে علمএর সংজ্ঞা দাও, نكرة এর সংজ্ঞা দাও উদাহরণসহ [আরবীতে] ?।

৩. ضمائر এর কোনটি اعرف , তারপর কোনটি ?

৪. আরবীতে أسماء اعداد এর সংজ্ঞা দাও। মৌলিক عدد কয়টি? বর্ণনা কর।

৫. أعداد اثنان ,واحد থেকে تسع و تسعين পর্যন্ত মুযাক্কারের কেমন হয় ?

৬. أعداد واحد ـ اثنان থেকে تسع و تسعين পর্যন্ত মুয়ান্নাছের কেমন হয় ?

৭. ثمانى عشرة এর সুরত তিনটি কি কি ? এগুলোর কোনটি شاذ ?

৮. ثلاثة থেকে عشرة পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর تمييز কেমন হয়? উদাহরণসহ বর্ণনা কর এবং ثلاث مائة থেকে تسع مائة এর হুকুম বর্ণনা কর।

৯. أحد عشر থেকে تسعة و تسعين পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর تمييز কেমন হয়? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

১০. مائة ও ألف এবং উভয়টির তাছনিয়া ও ألف এর জমা'র تمييز কেমন হয়? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

১১. معدود মুয়ান্নাছ তবে লফয মুযাক্কার বা এর বিপরীত হলে কি কি সুরত হয়?

১২. واحد এবং اثنان এর تمييز আসে না কেন?

১৩. عدد تصيير কি? এবং তা কত থেকে কত পর্যন্ত? গণনা কর।

১৪. عدد حالي [رتبى] কি ? এবং তা কত থেকে কত পর্যন্ত ? গণনা কর।

১৫. مذكر এবং مونث এর সংজ্ঞা দাও ? تانيث এর আলামত কি কি?

১৬. تانيث এর উভয় প্রকারের সংজ্ঞা দাও । উদাহরণসহ।

১৭. যখন ফায়েল مونث حقيقي হয় তখন ফেয়েল কেমন হয়? আর যখন ফায়েল ইসমে যাহের مونث غير حقيقي হয় তখন ফেয়েল কেমন হয় ?

১৮. ফায়েল ইসমে যাহের جمع হলে ফেয়েল কেসম হয় এবং তার কোনটি ব্যতিক্রম ?

১৯. যখন ফায়েল جمع مذكر عاقل এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী যমীর হয় তখন ফেয়েল কেমন হয় ? এবং তার কোনটি مستثنى ? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

২০. تثنيه কাকে বলে ? تثنيه বানানোর পদ্ধতি কি ? اسم مقصور ও ইসমে মামদুদের تثنيه বানানোর পদ্ধতি কি?

২১. তাছনিয়ার নূন কখন বিলুপ্ত করা হয়? উদাহরণ দাও। خصيان ও اليان এর تاء বিলুপ্ত করার কারণ কি ?

২২. جمع কাকে বলে ? تمر ও ركب জমা নয় কেন? আর فلك এর ন্যায় শব্দাবলী জমা কেন?

২৩. جمع কত প্রকার ? جمع سالم কত প্রকার ? তা গঠন করার পদ্ধতি কি?

২৪. مفرد এর শেষের جمع এর মধ্যে ياء কখন বিলুপ্ত করা হয়? উদাহরণ দাও।

২৫. اسم مقصور এর জমা বানানো পদ্ধতি কি?

২৬. جمع مذكر سالم গঠন করার শর্ত কি কি ? جمع এর নূন কখন বিলুপ্ত করা হয়? سِنِيْنَ ও أرضين কোন প্রকার جمع?

২৭. جمع مونث سالم গঠন করার পদ্ধতি কি? তার জন্য শর্ত কি কি ?

২৮. উদাহরণসহ جمع مكسر এর সংজ্ঞা দাও ।

২৯. جمع قلت কাকে বলে? তার اوزان কি কি ? جمع كَثْرت কাকে বলে ? তার اوزان কি কি ?

৩০. আরবীতে مصدر এর সংজ্ঞা দাও ? الجاري على الفعل মর্ম কি ?

৩১. ثلاثى مجرد এবং غير ثلاثى مجرد থেকে মাসদারের ওজন কি?

৩২. مصدر কি আমল করে এবং কখন ?

৩৩. مصدر এর মা'মূল কি তার পূর্বে আসতে পারে? মাসদারের কি যমীর থাকে ? مصدر এর ফায়েল উল্লেখ করা কি আবশ্যক ?

৩৪. مصدر এর ইযাফত কোন মা'মূলের দিকে হয় ? উদাহরণ দাও।

৩৫. مصدر কি কি অবস্থায় আমল করে ? যখন তাতে আলিফ-লাম হয়, তখন আমল করে কিনা?

৩৬. যখন মাসদার مفعول مطلق হয়, তখন আমল করে কে ?

৩৭. اسم فاعل কাকে বলে ? ثلاثي مجرد ও غير ثلاثي مجرد থেকে তা গঠন করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৩৮. اسم فاعل এর আমল কি ? তার আমলের জন্য শর্ত কি কি ? صاحب এর উপর اعتماد দ্বারা উদ্দেশ্য কি ?

৩৯. اسم فاعل যদি মাযীর অর্থ প্রদান করে তাহলে তাতে কি করা জরুরী ? এতে কে মতানৈক্য করেন ?

৪০. যদি اسم فاعل এর মুযাফ ইলাইহি ছাড়া আরো কোনো মা'মূল থাকে, তাহলে তাতে কে আমল করে? উদাহরণ দাও। যদি اسم فاعل আলিফ-লাম যুক্ত হয় তাহলে তার হুকুম কি?

৪১. مبالغة এর اوزان কি কি এবং সেগুলোর হুকুম কি?

৪২. اسم فاعل এর তাছনিয়া ও জমা'র হুকুম কি? উদাহরণ দাও।

৪৩. ইসমে ফায়েলের جمع এর নূন কখন বিলোপ করা যায়?

৪৪. اسم مفعول কাকে বলে ? ثلاثى مجرد ও غير ثلاثى مجرد থেকে তার গঠনপ্রণালী পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৪৫. اسم مفعول এর আমল ও শর্তের হুকুম বর্ণনা কর।

৪৬. صفت مشبة এর আরবী দাও এবং ব্যাখ্যা করো। صفت مشبة এর ওজন কি কি এবং তার আমল কি ?

৪৭. صفت مشبة এর কয়টি অবস্থা হয় ? তার মা'মূলে কতটি ইরাব হতে পারে? মোট প্রকার কয়টি ?

৪৮. صفت مشبة এর মামূলে কোন কোন বিবেচানায় رفع, نصب ও جر আসে?

৪৯. صفت مشبة এর ১৮ সুরতের কোনটি احسن কোনটি حسن আর কোনটি قبيح?

৫০. صفت مشبة তে কখন যমীর হয় না ? তখন তার হুকুম কি ? এবং কখন যমীর হয় ? তখন তার হুকুম কি?

৫১. غير متعدى ইসমে ফায়েল এবং ইসমে মাফউলের হুকুম কি? ইসমে মাফউল গায়রে মুতাআদ্দী কিভাবে হয়?

৫২. اسم تفضيل এর আরবী দাও ? ব্যাখ্যা কর । اسم تفضيل মুযাক্কার ও মুয়ান্নাছের ওজন কি কি?

৫৩. কোন কোন বাব থেকে اسم تفضيل আসে এবং যে সকল বাব থেকে اسم تفضيل আসে না, সেগুলো থেকে বানানোর পদ্ধতি কি ?

৫৪. اسم تفضيل কখনো কখনো مفعولى অর্থের জন্যও আসে ? তার উদাহরণ দাও।

৫৫. اسم تفضيل ব্যবহারের পদ্ধতি তিনটি কি কি ? এগুলোর আহকাম কি ?

৫৬. اسم تفضيل কে ইযাফত করা হলে দু'টিঅর্থ প্রদান করে, সে দু'টি অর্থ কি কি এবং সেগুলোর আহকাম কি?

৫৭. اسم تفضيل যখন من এর সাথে ব্যবহৃত হয়, তখন তা সর্বদা কিরূপ হয় ?

৫৮. اسم تفضيل ইসমে যাহেরে কখন আমল করে এবং কি আমল করে ? তার শর্ত তিনটি কি কি ? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৫৯. مسئلة الكحل কি ? এতে اسم تفضيل কে আমেল বানানো জরুরী কেন?

৬০. مسئلة الكحل এর সংক্ষিপ্ত প্রকাশ কি ? কবি وادى السباع কে পূর্বে এনে অতি সংক্ষিপ্ত যে বাক্য বলেছেন, সেটা কি ?

৬১. হাদীস দ্বারা مسئلة الكحل এর উদাহরণ দাও এবং আরো দু'টিউদাহরণ পেশ কর।

: الفعل

ما دلَّ على معنًى في نفسِهِ، مُقترِنٍ بأحد الأزمِنةِ الثلاثةِ.

ومِن خاصّهِ : دخولُ قَدْ، والسِّينِ، وسوف، والجوازِمِ، ولُحوقُ تاءِ التانِيث ساكِنةً، ونحوِ تاءِ فعلتُ.

فعل এর আলোচনা

فعل এমন শব্দ যার অর্থ স্বয়ং সম্পূর্ণ [অর্থাৎ অন্য শব্দ মিলানো ব্যতীত তার অর্থ বুঝা যায়] এবং তিন কালের কোনো এক কাল মিলিত থাকে। অর্থাৎ তার সীগাহ ও অবস্থা থেকেই তিন কালের কোনো এক কাল বুঝা যয়, যেমন : نَصَرَ [সে একজন পুরুষ সাহায্য করছে]। অতিত কাল বুঝাচ্ছে। يَنْصُرُ [সাহায্য করছে বা কারবে] এটি বর্তমান বা ভবিষ্যতকাল বুঝাচ্ছে।

فعل এর কিছু আলামত হলো :

১. শুরুতে قَدْ হওয়া, যেমন : قدْ قامَت الصَّلاةُ

২. শুরুতে سين হওয়া, যেমন : سَيَقُولُ السفهاءُ ।

৩. শুরুতে سوف হওয়া, যেমন : سَوْفَ تعْلمونَ ।

৪. শুরুতে জযম প্রদানকারী হরফ সমূহ হওয়া, যেমন : لم تسْمَعْ ।

৫. শেষে ساكنة تاء تانيث যুক্ত হওয়া, যেমন : قَرَأَتْ حبيبةُ ।

৬. শেষে যমীরে মুত্তাসিল আসা, যেমন : فعلْتُ , فعلْتَ ,فعلْتِ

অনুবাদ

فعل এমন শব্দ যা এমন কোনো অর্থ বুঝায় যা তার সত্তায় রয়েছে, যা তিন কালের কোনো এক কালের সাথে মিলিত থাকে। [مقترِنٍ শব্দটি معنى এর সিফাত]। আর ফেয়েলের বৈশিষ্ট্যাবলীর কিছু : قد, سين , سوف এবং জযম দানকারী হরফ শুরুতে আসা, তার শেষে ساكنة تاء تانيث সংযুক্ত হওয়া এবং فعلتُ এর মত تاء যুক্ত হওয়া।

الماضِي [-١]

ما دلَّ على زمانٍ قبل زمانِكَ

[قاعدة] مبنِيٌّ على الفتح، مع غيرِ الضّمِيرِ المرفُوعِ المتحرِّكِ، والوأو.

ماضي এর বর্ণনা

ماضي ঐ ফেয়েলকে বলে, যা এমন কাল বুঝায় যা তোমার কালের [বর্তমান কালের] পূর্বে হয়।

[কায়েদা] ماضي ফাতাহ'র উপর মাবনী হয়, যখন তা ضمير مرفوع متحرك এবং واو جمع মুক্ত হয়। প্রথম অবস্থায় সুকূনের উপর মাবনী হবে, যাতে ধারাবাহিক চারটি হরকত একত্রিত না হয়। আর দ্বিতীয় অবস্থায় واو এর কল্যাণে পেশের উপর মাবনী হবে। গরদানের শুধু চারটি সীগাই ফাতাহ'র উপর মাবনী হবে, যথা : فَعَلَ [ওয়াহেদ মুযাক্কার গায়েব], فَعَلَا [তাছনিয়া মুযাক্কার গায়েব], فَعَلَتْ [ওয়াহেদে মুয়ান্নাছ গায়েব], فَعَلَتَا [তাছনিয়া মুয়ান্নাছ গায়েব]। আর তাছনিয়ার সীগা দু'টিও ফাতাহ'র উপর মাবনী হবে, কারণ আলিফের পূর্বে ফাতাহ হয়। নোট : ماضِي শব্দটি مَضى يَمْضِي مُضِيًا [অতিবাহিত হওয়া] থেকে ইসমে ফায়েল অর্থাৎ অতীত।

অনুবাদ

ماضي এমন ফেয়েলকে বলে যা তোমার সময়ের পূর্ব সময়কে বুঝায়।

[কায়েদা] ماضي ফাতাহ'র উপর মাবনী হয়, যখন তা ضمير مرفوع متحرك এবং واو جمع এর সাথে না হয়।

المضارِعُ [-٢]

ما أشبَهَ الاِسمَ، بأحد حرُوفِ : نأيت، لِوقُوعِهِ مشترِكًا، وتخصِيصِهِ بالسِّينِ، أو سوف.

فالهمزةُ : لِلمتكلِّمِ : مفردًا--- والنُّونُ : لهُ : مع غيرِهِ --- والتاءُ : لِلمخاطَب مطلقًا، ولِلمؤنث، والمؤنثَيْنِ : غيبةً --- والياءُ : لِلغائِب غيرِهِما.

[قاعدة] وحرُوفُ المضارِعةِ مضمومةٌ في الرُّباعِيِّ، ومفتوحة فِيما سواه.(١)

[قاعدة] ولا يُعرَب مِن الفِعلِ غيرُه : إذا لم يتصِلِ بهِ نُونُ تاكِيدٍ، ولا نُونُ جمعِ المؤنث. (٢)

مضارع এর বর্ণনা

مُضَارِعٌ : ضَارَعَه مضارعةً [باب مفاعله] থেকে ইসমে ফায়েলের সীগা। باب مفاعله এর অর্থ হল, পরস্পরে সামঞ্জস্যশীল হওয়া, সাদৃশ্য হওয়া। আর مضارع অর্থ : সামঞ্জস্যশীল ।

مضارع এমন ফেয়েল যা ইসমের সদৃশ হয় এবং তার শুরুতে ن ,الف ,ى এবং ت থেকে কোনো একটি হরফ হয়, যেগুলোর সামষ্টিক রূপ أَتَيْنَ বা نأيت। ফেয়েলে مُضَارِعٌ বর্তমান ও ভবিষ্যত কালের অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে ইসমে ফায়েলের সাথে শরীক থাকে। এই শরীকের ভিত্তিতেই তাকে مضارع বলা হয়। আর মুযারে سوف ও سين এর সাথে খাস হয়।

همزه শুধু واحد متكلم এর জন্য, نون শুধু جمع متكلم এর জন্য, تاء হাযিরের সকল সীগা এবং غائب এর দুই সীগার জন্য, আর ياء গায়েবের সকল সীগার জন্য, সেই দুই সীগা ছাড়া যাতে تاء আসে।

১.কায়েদা : আলামতে মুযারে رباعي তে পেশ যুক্ত হয়, رباعى দ্বারা ঐ ফেয়েলে مضارع উদ্দেশ্য যার মাযীর প্রথম সীগায় চারটি অক্ষর হয়, চাই সবগুলো মূল হরফ হোক বা সাথে অতিরিক্তও হে যেমন : يُدَحْرِجُ ـ يُصَرِّفُ ـ

يُكْرِم আর যদি মুযারে رباعى না হয়, অর্থাৎ তার মাযীর প্রথম সীগায় চার অক্ষর না হয়, তাহলে আলামতে মুযারে যবর যুক্ত হবে।

২. **কায়েদা :** ফেয়েল তিন প্রকার ماضي , مضارع এবং امر। এগুলোর মধ্য শুধু فعل مضارع মু'রাব এবং এটাও শুধু ঐ সময় যখন তার শেষে نون تاكيد ثقيله বা خفيفة যুক্ত না হবে এবং نون فاعلي [তথা جمع مؤنث حاضر ও غائب এর نون] যুক্ত না হবে। আর فعل مضارع মু'রাব হওয়ার কারণ হল, ইসমের সাথে তার পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যতা রয়েছে। আর ইসমের মূল হল মু'রাব হওয়া। এই সামঞ্জস্যের কারণে فعل مضارع ও মু'রাব। আর যখন فعل مضارع এর সাথে نون فاعلى বা نون تاكيد যুক্ত হয়, তখন মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশ নাহবীদের মতে মাবনী আর কতিপয় নাহবীর মতে মু'রাব।

অনুবাদ

مضارع এমন ফেয়েল যা ইসমের সদৃশ হয় نأيت এর কোনো এক হরফের সাথে, তার [ইসমে ফায়েলের সাথে] শরীক হওয়ার কারণে [বর্তমান ও ভবিষ্যত কালে] এবং মুযারে খাস হওয়ার কারণে سين ও سوف এর সাথে । সুতরাং همزه মুতাকাল্লিমের জন্য মুফরাদ হওয়া অবস্থায়, আর نون মুতাকাল্লিমের মুফরাদ ব্যতীত অন্যের জন্য তথা تثنية ও جمع মুতাকাল্লিমের জন্য, আর تاء মুযাক্কারে হাযির ও মুয়ান্নাছে হাযিরের জন্য এবং গায়েবের দুই মুয়ান্নাছ সীগার জন্য আর ياء গায়েবের উল্লেখিত দুই সীগাহ ব্যতীত অন্য সকল সীগার জন্য। **[কায়েদা]** আর আলামতে মুযারে رباعي তে পেশ যুক্ত হয়, এছাড়া অন্য সকল স্থানে যবর যুক্ত হয়। **[কায়েদা]** مضارع ব্যতীত অন্য কোনো ফেয়েল মু'রাব নয় যখন মুযারের সাথে নূনে তাকীদ এবং جمع مونث এর যুক্ত না হয়। [যদি এই নূন যুক্ত হয়, তাহলে مضارع মু'রাব ও মাবনী হওয়ার ক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে]।

وإعرابه : رفع، ونصب، وجزم :

[١-] فالصّحيحُ المجرَّد عن ضمِيرٍ بارِزٍ مرفُوعٍ ، لِلتثنِيةِ، والجمعِ، والمخاطب المونث : بالضّمّةِ، والفتحةِ : والسكُونِ، مِثلُ : يضرِبُ ولنْ يضرِبَ ، ولمْ يضرِبْ.(١)

[٢-] والمتصِلُ بهِ ذلِك : بالنّونِ وحذفِها، مِثلُ : يضرِبانِ، ويضرِبونَ، وتضرِبينَ.(٢)

[٣-] والمعتلُّ بالوأو والياءِ، بالضُّمّةِ تقديرًا، والفتحةِ لفظًا ، والحذفِ.(٣)

[٤-] والمعتلُّ بالألِفِ : بالضّمّةِ والفتحةِ تقديرًا، والحذفِ.(٤)

[فائدة] ويرتفِعُ إذا تجرّد عنِ النّاصِب والجازِمِ ، نحوُ : يقُوم زيد. (٥)

مضارع এর ইরাব : مضارع এর ইরাব তিনটি যথা : رفع , نصب ও جر [প্রথম দু'টি ইরাব ইসমেও হয়, ফেয়েলেও হয়। আর جزم শুধু فعل مضارع তে হয়, যেরূপ جر শুধু ইসমে হয়]।

১. مضارع যদি صحيح হয় অর্থাৎ তার শেষে হরফে ইল্লাত না হয় এবং ضمير بارز مرفوع থেকে মুক্ত হয়, তাহলে রফা অবস্থায় প্রকাশ্য ضمة [فاعلي] হয়, যেমন : يَنْصُرُ । আর নসব অবস্থায় শব্দের মধ্যে ফাতাহ হয়, যেমন لنْ يَنْصُرَ এবং জযম অবস্থায় সুকূন হয়, যেমন : لَمْ يَنْصُرْ। আর যেসব সীগাহ ضمير بارز مرفوع মুক্ত, সেগুলো পাঁচটি যথা : ওয়াহেদে মুযাক্কারে গায়েব [يَفْعَلُ], ওয়াহেদে মুয়ান্নাছে গায়েব [تَفْعَلُ], ওয়াহেদে মুযাক্কারে হাযির [تَفْعَلُ], ওয়াহেদে মুতাকাল্লিম [أَفْعَلُ], জমা মুতাকাল্লিম [نَفْعَلُ]। অবশিষ্ট নয় সীগাতে ضمير بارز مرفوع متصل থাকে। তাছনিয়ার চার সীগাহ, জমার চার সীগা তথা غائب, جمع مذكر غائب, جمع مؤنث غائب, جمع مؤنث حاضر ও مذكر حاضر । মুযাক্কারের সীগাগুলোতে واو فاعلي এবং মুয়ান্নাছের সীগাগুলোতে نون فاعلي যুক্ত হয়। আরেকটি সীগা হল واحد مؤنث حاضر এর। এতে ياء فاعلي যুক্ত হয়।

২. مضارع এর যেসব সীগার সাথে ضمير بارز مرفوع যুক্ত থাকে, সেগুলোতে রফা অবস্থায় نون اعرابي আসে, যেমন : يَضْرِبُوْنَ ,يَضْرِبَانِ এবং নসব ও জযম অবস্থায় نون اعرابى ঝরে যায়, যেমন : لَمْ يَضْرِبُوا ,لَنْ يَضْرِبَا

৩. ঐ মুযারে' যা معتل হয় অর্থাৎ শেষে হরফে ইল্লত হয়। আর হরফে ইল্লত واو হোক বা ياء হোক অর্থাৎ معتل واوي বা يائي রফা' অবস্থায় উহ্য ضمة হয়, যেমন : يَدْعُوْ ও يَرْمِيْ এবং নসব অবস্থায় প্রকাশ্য ফাতাহ হয়, যেমন : لَنْ يدْعُوَ ও لَنْ يرمِيَ। আর জযম অবস্থায় واو বা ياء বিলুপ্ত হয়ে যায়, যেমন : لَمْ يدْعُ ও لَمْ يرْمِ

৪. যদি ফেয়েলে মুযারে معتل ألفي হয়, তাহলে তার ইরাব রফা' অবস্থায় উহ্য পেশ দ্বারা হবে, যেমন : يَرْضَى এবং নসব অবস্থায় উহ্য যবর দ্বারা হবে, যেমন : لَنْ يَرْضَى। আর জযম অবস্থায় আলিফ বিলুপ্ত হয়ে যাবে, যেমন : لَمْ يَرْضَ।

৫. ফায়েদা : মুসান্নিফ রহ. এর মতে রফা' অবস্থায় ফেয়েলে মুযারের আমেল হয় মা'নাবী অর্থাৎ ناصب ও جازم মুক্ত হওয়াই ফেয়েলে মুযারেকে রফা দেয়, যেমন يَقُومُ زَيْدٌ । এটাই কূফার নাহবীদের মত। আর বসরার নাহবীগণ বলেন, ফেয়েলে মুযারে ইসমে ফায়েলের স্থানে আসে, তাই তাতে রফা হয়। তাদের মতে زَيْدٌ يَضْرِبُ বাক্যটি زيدٌ ضَارِبٌ এর স্থলে।

অনুবাদ

আর مضارع এর ইরাব : رفع ,نصب ও جر। (এক) সুতরাং صحيح [যার শেষে হরফে ইল্লাত না হয়] যা ঐ [ضمير فاعلي] ضمير مرفوع بارز হতে মুক্ত হয়, যা تثنيه ,جمع ও مؤنث حاضر واحد এর জন্য হয়, তখন [ইরাব দেয়া হয়] ضمة ,فتحة দ্বারা এমতাবস্থায় যে তা প্রকাশ্য হয় এবং سكون এর সাথে, যেমন : لَمْ يَضْرِبْ ,لَنْ يَضْرِبَ ,يَضْرِبُ (দুই) আর যে মুযারে ضمير بارز مرفوع যুক্ত হয়, [তার ইরাব দেয়া হয়] نون اعرابى ও নূন বিলুপ্তির সাথে, যেমন

يَضْرِبَانِ , يَضْرِبُوْنَ ,تَضْرِبِيْنَ : (তিন) আর واوي معتل বা يائى [ইরাব দেয়া হয়] ضمه দ্বারা এমতাবস্থায় তা উহ্য হয় এবং فتحة এর সাথে এমতাবস্থায় যে তা প্রকাশ্য হয় এবং [واو ও ياء] বিলুপ্তির সাথে [জযম দেয়া হয়]। (চার) আর معتل الف এর [ইরাব দেয়া হয়] উহ্য ضمه ও فتحة এর সাথে এবং [জযম দেয়া হয় আলিফ] বিলুপ্তির সাথে। [ফায়দা] মুযারে মারফূ' হয়, যখন নসব ও জযম প্রদানকারী হরফ থেকে মুক্ত হয়, যেমন : يقوم زيد

[نواصبُ المضارع]

وينتصِبُ بأنْ، ولنْ، وإذْنْ، وكي، وبأنْ مقدرةً بعد حتّى، و لام كيْ، ولامِ الجحود، والفاءِ، والوأو، وأو.

[١-] فأنْ : مِثلُ : أُرِيدُ أنْ تُحْسِن إليَّ، وأنْ تصُومُوا خيرٌ لّكُم.

[فائدة] والّتي تقعُ بعدَ العِلمِ : هِي المخفَّفةُ مِن المثقّلةِ، وليستْ هذه، نحوُ : علِمتُ أنْ سيقُومُ وأنْ لا يقُومُ. (١)

[قاعدة] والّتي تقعُ بعد الظّنِّ : ففِيها الوجهانِ. (٢)

[٢-] ولَنْ : مِثلُ : " لَنْ أبْرَحَ " ومعناها : نفي المستقبلِ.(٣)

[٣-] وإذَنْ (٤)

[الف] إذا لم يعتمِدْ ما بعدَها على ما قبلها، وكان الفِعلُ مستقبَلا، مِثلُ : "إذنْ تدخلَ الجنةَ ".

[ب] وإذا وقعتْ بعد الوأو والفاءِ : فالوجهانِ.

[٤-] وكي : مِثلُ : "أسلمتُ كي أدخلَ الجنةَ " معناها السّببيّةُ.(٥)

نواصب مضارع এর বর্ণনা

كَي , إذَنْ , لَنْ , أنْ : ।مضارع কে চারটি হরফ নসব প্রদান করে যথা আর أنْ কখনো উল্লেখ থাকে আবার কখনো উহ্য থাকে। ছয় স্থানে أنْ উহ্য থেকে فعل مضارع কে নসব দেয় যথা : (এক) حتى এরপরে, যেমন : سِرْتُ

لام (তিন) سِرْتُ لأَدْخُلَ الْبَلَدَ : যেমন لام كي (দুই) حَتَّى أَدْخُلَ الْبَلَدَ এরপরে, جحود এরপরে। আর جحود لام ঐ لام কে বলে যা كان منفى এর খবরের শুরুতে এসে নফীর তাকীদ করে, যেমন :

[مَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ][১]

واو جمعيت (পাঁচ) زُرْنِيْ فَأُكْرِمَكَ : যেমন فاء سببيه (চার) এরপরে, যেমন : لا تَأْكُلِ السَّمَكَ وَتَشْرَبَ اللَّبَنَ 'দুধ ও মাছ একত্রে ভক্ষণ করো না'। (ছয়) أَنْ বা إلى أَنْ এর অর্থপ্রদানকারী أَوْ এরপর, যেমন : لأَلْزِمَنَّكَ أَوْ تُعْطِيَنِي حَقِّيْ -যতক্ষণ আমার অধিকার না দিবে, ততক্ষণ তোমাকে ছাড়ব না।

نواصب مضارع এর বিস্তারিত বিবরণ

১. উল্লেখিত أَنْ এর উদাহরণ: যেমন : أُرِيْدُ أَنْ تُحْسِنَ إِلَيَّ -আমি চাই তুমি আমার সাথে উত্তম ব্যবহার করবে। [এতে নসব হয়েছে ফাতাহ'র সাথে]।

[أَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَكُمْ][২]

আর রোযা রাখা তোমাদের জন্য উত্তম। [এতে নূনকে বিলুপ্ত করার দ্বারা নসব হয়েছে]। واو এরপর الف হয়েছে কুরআনের ঐ লিখনরীতির আলোকে অর্থাৎ যে واو জমা'র واو এর সদৃশ হয়, কুরআনের লিখনরীতিতে তারপরে الف লেখা হয়।

ফায়েদা : এটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি হলো, عَلِمْتُ أَنْ سَيَقُوْمُ এবং عَلِمْتُ أَنْ لاَ يَقُوْمُ এর মধ্যে أَنْ মুযারেকে নসব দেয়নি কেন? উত্তর হলো : ফেয়েলে মুযারেকে যে أَنْ নসব প্রদান করে সেটা হলো أَنْ مصدرية আর উল্লেখিত উদাহরণ দু'টিতে أَنْ টি مثقلة থেকে مخففة। এটি নসব প্রদান করে না। আর علم এবং তার থেকে নির্গত শব্দসমূহের পরে যে أَنْ আসে, সেটিই مخففة হয়ে থাকে।

---

১. সূরা আনফাল , আয়াত নং : ৩৩
২. সূরা বাকারা ; আয়াত নং : ১৮৪

২. কায়েদা : ظن এবং তার থেকে নির্গত শব্দসমূহের পরে যে أنْ আসে, তা مصدريه ও হতে পারে, مخففة ও হতে পারে। সুতরাং এখানে উভয় প্রকার ইরাব জায়েয, যেমন : ظننتُ أنْ سَيَقُوْمَ / أنْ سيقُوْمُ ـ أنْ لا يَقُوْمَ ـ أنْ لا يَقُوْمُ

৩. لَنْ এর উদাহরণ [৩](فَلَنْ أبْرَحَ الأرْضَ حَتى يَأذَنَ لِيْ أبِيْ) সুতরাং আমি কখনো এই স্থান ত্যাগ করব না, যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে (উপস্থিত হওয়ার) অনুমতি দেন। আর لَنْ ভবিষ্যতকালে দৃঢ়তার সাথে নফী করে।

৪. ক. إذَنْ দু'টি শর্ত সাপেক্ষে مضارع কে নসব দেয় এক. إذَنْ এর পরবর্তী অংশ إذَنْ এর পূর্ববর্তী অংশের উপর নির্ভরশীল না হওয়া অর্থাৎ তার পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী অংশের মা'মূল না হওয়া । দুই. ফেয়েলে ভবিষ্যতের অর্থ হওয়া, বর্তমানের অর্থ না হওয়া, যেমন : কেউ বলল, أسْلَمْتُ আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আপনি বললেন – إذَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ তাহলে তো তুমি জান্নাতে প্রবেশ করবে। এখানে উভয় শর্ত পাওয়া যায় তাই إذَنْ ফেয়েলে মুযারেকে নসব দিয়েছে। আর যদি কেউ বলল, أنَا آتيك আমি আপনার নিকট আসব। আপনি বললেন – أنا إذنْ أكْرِمُكَ তাহলে আমি আপনাকে সম্মান করব। [এখানে প্রথম শর্তটি অনুপস্থিত। তাই إذَنْ নসব প্রদান করেনি]। আর এক ব্যক্তি আপনাকে কোন কথা বলল। আপনি বললেন – إذَنْ أظُنُّكَ كَاذِباً এখন আমি তোমাকে মিথ্যুক মনে করছি। [এখানে দ্বিতীয় শর্তটি অনুপস্থিত। তাই إذَنْ নসব প্রদান করেনি]।

[খ] আর যখন إذَنْ টি فاء বা واو এর পরে আসে, তখন رفع ও نصب উভয়ই জায়েয, যেমন : কেউ বলল, أنا آتيك আপনি বললেন – / وإذنْ فإذنْ أكرمُكَ / أكرمَكَ.

---

[৩]. সূরা ইউসূফ, আয়াত নং : ৮০

৫. كَيْ এর উদাহরণ, أَسْلَمْتُ كَيْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, যাতে জান্নাতে যেতে পারি। আর كَيْ শব্দটি سببيت বুঝানোর জন্য আসে অর্থাৎ তার পূর্ববর্তী অংশ পরবর্তী অংশের কারণ হয়, যেমন : ইসলাম গ্রহণ করা জান্নাতে যাওয়ার কারণ ।

অনুবাদ

مضارع কে নসব প্রদানকারী : আর مضارع মানসূব হয় إِذَنْ , لَنْ , أَنْ এবং كَيْ দ্বারা। আর أَنْ দ্বারা এমতাবস্থায় যে, তা উহ্য থাকে حتى , لام كى , لام جحود , فاء , واو এবং أو এর পরে। [এক] সুতরাং أَنْ এর উদাহরণ হল এই – أَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرًا لَكُمْ ,أُرِيْدُ أَنْ تُحْسِنَ إِلَيَّ **[ফায়েদা]** আর أَنْ যেটি علم এর পরে আসে, সেটি مثقلة থেকে مخففة ই হয়ে থাকে, ফলে أَنْ لاَ يَقُوْمُ এ জাতীয় উদাহরণে أَنْ টি ناصبة নয়। **[কায়েদা]** আর عَلِمْتُ أَنْ سَيَقُوْمُ و ظَن যে أَنْ টি এরপরে আসে, তাতে দু'টি সুরত হতে পারে। [দুই] لَنْ আর এর উদাহরণ হল - لَنْ أَبْرَحَ । আর لَنْ ভবিষ্যতকালীন নেতিবাচক অর্থ প্রদান করে। [তিন] আর إذن [ক] যখন পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী অংশের উপর ভরসা না করে এবং ফেয়েলটি ভবিষ্যতের অর্থে হয়, তখন এটি ফেয়েল মুযারেকে নসব প্রদান করে। যেমন : إِذَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ [খ] আর যখন إِذَنْ শব্দটি واو এবং فاء এরপরে আসে, তখন তার মধ্যে দু'টি সুরত হতে পারে অর্থাৎ رفع ও نصب উভয়টি জায়েয। [চার] আর كَيْ এর উদাহরণ হল – যেমন أَسْلَمْتُ كَيْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ। আর তখন এটি সবব হওয়ার অর্থ প্রদান করে।

[نصب المضارع بأنْ مقدرةً]

[١] وحتى : إذا كان مستقبلا بالنظرِ إلى ما قبلَها : بمعنى كي، أوْ إلى، مِثلُ : "أسلمتُ حتى أدخُلَ الجنةَ " و : كُنتُ سِرتُ حتى أدخلَ البلدَ" و " أسِيرُ حتى تغِيبَ الشّمسُ". (١)

[قاعدة] فإنْ أردتَ الحالَ : تحقِيقًا أو حكايةً : كانتْ حرف ابتداءٍ، فيُرْفعُ، وتجب السّببيةُ، مِثلُ : "مرِض حتى لا يرجونهُ".(٢)

ومِنْ ثَمَّ : امتنع الرّفعُ في : كان سيرِى حتى أدخلَها" في الناقِصة، و "أسِرتَ حتى تدخُلَها" وجاز في التامّةِ : "كان سيرِى حتى أدخلُها " و "ايُّهُمْ سار حتى يدخُلُها؟". (٣)

حتى দ্বারা مضارع নসব যুক্ত হয় أنْ مقدرة

১. حتى এরপর أن উহ্য থাকে এবং তা ফেয়েলে মুযারেকে নসব দেয়। আর এটা তখনই হয় যখন حتى এর পরবর্তী অংশ তার পূর্ববতী অংশের তুলনায় ভবিষ্যতজ্ঞাপক হয়। আর তখন حتى টি كي অথবা إلى এর অর্থ প্রদান করে। যেমন : أسلمتُ حتى أدخلَ الجَنَّةَ আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, যাতে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। এটি كي অর্থ প্রদানকারী حتى এর উদাহরণ। এতে حتى এর পরবর্তী অংশ তথা জান্নাতে প্রবেশ করা, তার পূর্ববতী অংশ তথা ইসলাম গ্রহণ করার তুলনায় ভবিষ্যতজ্ঞাপক।

দ্বিতীয় উদাহরণ : كُنت سِرت حتى أدْخُلَ البلدَ । এটি كي এর অর্থ প্রদানকারী حتى এর উদাহরণও হতে পারে আবার إلى এর অর্থ প্রদানকারী حتى এর উদারহণও হতে পারে। বক্তা যদি سببيت উদ্দেশ্য নেয়, তাহলে كي অর্থে হবে। অর্থাৎ আমি যাচ্ছিলাম যাতে শহরে প্রবেশ করতে পারি। আর যদি বক্তার উদ্দেশ্য হয় সীমানা বর্ণনা করা, তাহলে حتى টি إلى এর অর্থে হবে। অর্থাৎ আমি চলতে ছিলাম, এমনকি আমি শহরে প্রবেশ

করেছি। আর উভয় সুরতে حتى এর পরবর্তী অংশ তার পূর্ববতী অংশের তুলনায় ভবিষ্যতজ্ঞাপক।

তৃতীয় উদাহরণ : أَسِيرُ حتى تغِيبَ الشّمسُ সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত আমি চলছি। এটি الى এর অর্থ প্রদানকারী حتى এর উদাহরণ।

১. **কায়েদা :** যদি حتى এর পরবর্তী অংশ দ্বারা বর্তমান কাল উদ্দেশ্য নেয়া হয়, চাই حقيقة হোক বা حكاية, তখন حتى টি ابتدائيه [استنافيه] হবে এবং তার ما بعد মারফূ হবে। কেনানা এমতাবস্থায় حتى এর ما قبل থেকে ما بعد এর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। তাই سببيت জরুরী, যাতে মা'নাবী সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকে, যেমন مَرِضَ حَتى لا يَرْجُوْنَهُ সে এমন অসুস্থ হয়েছে যে লোকজন তার ব্যপারে নিরাশ হয়ে গেছে। এ বাক্যে حتى এর ما بعد -এ বর্তমান কালে নিরাশ হওয়া উদ্দেশ্য। তাই ফেয়েলে মুযারে মারফূ হয়েছে [نون اعرابى বিলুপ্ত হয় নি] আর سببيت অবশিষ্ট আছে, কারণ নিরাশ হওয়া অসুস্থতার তীব্রতার কারণে হয়েছে।

২. **বিশ্লেষণ :** যখন حتى এর ما بعد দ্বারা বর্তমান কাল উদ্দেশ্য নেয়া হয়, চাই حقيقة হোক অথবা حكاية, তখন حتى টি ابتدائيه হয়, এবং তার ما بعد মারফূ হয়। সুতরাং سَيْرِي حتى أَدْخُلَها বাক্যে كان যদি ناقصة হয়, তাহলে حتى এর ما بعد মারফূ হতে পারবে না। কেননা মারফূ হওয়া অবস্থায় حتى টি ابتدائيه হবে এবং তার ما بعد এর ما قبل থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। ফলে كان ناقصة এর খবর থাকবে না। বরং মানসূব পড়া হবে, যাতে ان উহ্য থেকে ফেয়েলে মুযারে মাসদারের তা'বীলে حتى এর মাজরূর হতে পারে। অতঃপর জর মাজরূর মিলে كان এর খবর হতে পারে।

رفع নিষিদ্ধ হওয়ার দ্বিতীয় উদাহরণ : أَسِرتَ حتى تدخُلَها। এখানে فعل مضارع যদি মারফূ হয় এবং حتى টি ابتدائيه হয়, তবে سببيت আবশ্যক হবে। অথচ এখানে সবব হওয়া কঠিন, কারণ حتى এর ما قبل ইসতেফহামের কারণে সন্দেহযুক্ত, তবে ما بعد টি সুনিশ্চিত। তাই

সন্দেহযুক্ত বিষয় সুনিশ্চিত বিষয়ের সবব হবে কিভাবে?

হ্যাঁ! প্রথম উদাহরণে كان যদি تامه হয়, তাহলে رفع জায়েয হবে। কারণ তখন খবরের প্রয়োজন হবে না। তেমনিভাবে أيُّهم سَارَ حتى يَدْخُلُها বাক্যেও রফা' জায়েয, কারণ এখানে حتى এর ما قبل সন্দেহযুক্ত নয়। সুতরাং এটি সবব হতে পারবে।

অনুবাদ

উহ্য أن দ্বারা مضارع নসবযুক্ত হওয়া

১. আর যখন حتى এর পরবর্তী অংশ তার পূর্ববর্তী অংশের তুলনায় ভবিষ্যতজ্ঞাপক হয়, তখন তা كي বা الى এর অর্থ প্রদান করবে,যেমন : أسلمتُ حتى أدخلَ الجنَّةَ, وسِرتُ حتى أدخلَ البَلَدَ এবং كُنتُ أسِيرُ حتى تغِيبَ الشّمسُ

[কায়েদা] আর যদি আপনি ফেয়েলে মুযারে দ্বারা বর্তমান কাল উদ্দেশ্য নেন, চাই حقيقة হোক বা حكاية, তাহলে حتى হরফে ইবতেদা হয়ে যাবে। সুতরাং তা رفع দিবে এবং سببيت আবশ্যক হবে, যেমন : مرِض حتى لا يرجونهُ সে এমন অসুস্থ হয়েছে যে লোকজন তার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে। এ জন্যই রফা' নিষিদ্ধ أسِرت ناقصه হওয়া অবস্থায় এবং كان টি বাক্যে,كان سيرِى حتى أدخلها এর মধ্যে। আর رفع দেয়া জায়েয হবে كان টি تامة হওয়া অবস্থায়, যেমন : ايُّهُم سارَ حتى يدخُلُها ও كانَ سَيْرِي حتى أدْخُلُها !

[٢-] ولام كي : مِثلُ : أسلمتُ حتى أدخلَ الجنة.

[٣-] ولام الجحودِ : لام تاكِيدٍ بعد النفي لِكان، مِثلُ : ومَا كَانَ اللهُ لِيُعذِّبهُمْ

[٤-] والفاءُ : بشَرطينِ : أحدهُما السّببيّةُ، والثانِي : أنْ يّكُونَ قبلَها أمر، أو نهي، أو نفي، أو استفهام، أو تمنى، أو عرض.

[٥-] والواو : بشرطينِ : الجمعِيّةُ وأنْ يّكُون قبلها مِثلُ ذلك.

[٦-] واو : بشرطِ معنى إلى أنْ، أو إلاَّ أنْ.

[٧-] والعاطِفةُ : إذا كان المعطُوفُ عليهِ اِسمًا.

[قاعدة] ويجوزُ إظهارُ أنْ : مع لامِ كي ، والعاطِفةِ؛ ويجب مع لا : في اللامِ. (١)

[২] كي অর্থবোধক لام এরপরেও أن উহ্য থাকে, যেমন : أَسْلَمْتُ لِأَدْخُلَ الْجَنَّةَ
[৩] جحود لام এরপরেও أن উহ্য থাকে। جحود لام ঐ لام কে বলে যা كان منفي এর খবরের পূর্বে এসে তাকীদের সাথে নফী করে, যেমন :

[مَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ)[১]

[৪] فاء এরপরে দু'টি শর্ত সাপেক্ষে أن উহ্য থাকে (এক) যদি فاء এর ما قبل তার ما بعد এর জন্য সবব হয় (দুই) فاء এর পূর্বে যদি ছয় বস্তুর কোনো একটি হয় অর্থাৎ امر, نهى, نفي, استفهام, تمنى ও عرض এর মধ্য থেকে কোনো একটি হয়, যেমন :

امر যেমন : زُرْنِي فَأُكْرِمَكَ, نهى যেমন : لا تَشْتِمْنِي فَأَضْرِبَكَ,
استفهام যেমন : هَلْ عِنْدَكَ مَاءٌ فَأَشْرِبَه , نفي যেমন : مَا تَأْتِينَا فَتُحَدِّثَنَا,
تمني যেمن : لَيْتَ لِيْ مالًا فَأُنْفِقَهُ, عرض যেمن : أَلا تَنْزِلُ بِنَا فَتُصِيْبَ خَيْراً

এ সকল সুরতে أن উহ্য থাকবে এবং فاء এর بعد ما মাসদারের তা'বীলে হয়ে মা'তূফ হবে।

[৫] واو এরপরে দু'টি শর্ত সাপেক্ষে أن উহ্য থাকে (এক) جمعيت অর্থাৎ واو এর ما قبل তার ما بعد এর সঙ্গী হওয়া তথা উভয়টির অস্তিত্ব এক সময়ে হওয়া,(দুই) واو এর পূর্বে উল্লেখিত ছয় বস্তুর কোনো একটি হওয়া। فاء এর উদাহরণগুলোই واو এর উদাহরণ। উল্লেখিত সকল উদাহরণে فاء এর স্থলে واو রেখে দিলেইواو এর উদাহরণ হয়ে যাবে।

[৬] أَوْ এরপর أَنْ ঐ সময় উহ্য থাকে, যখন أَوْ টি إِلَى বা إِلَّا এর অর্থ প্রদান করে, যেমন : لَأَلْزِمَنَّكَ أَوْ تُعْطِيَنِي حَقِّي ইমাম সিবওয়াইহি'র মতে أَوْ টি إِلَّا এর অর্থ প্রদান করে। আর অন্যান্য নাহবীদের মতে إِلَى এর অর্থ প্রদান করে। অর্থাৎ আমি অবশ্যই তোমার সাথে থাকব তবে/এমনকি তুমি আমার হক দিয়ে দিবে।

[৭] حروف عاطفة এর পরেও, চাই উল্লেখিত حروف عاطفة হোক বা

---

[১]. সূরা আনফাল , আয়াত নং : ৩৩

অন্যগুলো, এগুলোর পর أَنْ উহ্য থাকে। তবে শর্ত হল মা'তূফ আলাইহি اسم صريح হতে হবে, যেমন : أَعْجَبَنِيْ ضَرْبُك زَيْداً وتَشْتُمَ / فَتَشْتُمَ / ثُمَّ تَشْتُمَ

নোট : যখন মা'তূফ আলাইহি اسم صريح হয়, তখন واو এবং فاء এরপরে أَنْ উহ্য থাকার জন্য কোন শর্ত নেই।

১.কায়েদা : لام كي এর পরে এবং حروف عاطفة দ্বারা যখন مضارع কে اسم صريح এর উপর আতফ করা হয়, তখন أن مصدرية কে প্রকাশ করা জায়েয, যেমন : أَعْجَبَنِي قِيَامُكَ وأَنْ تَذْهَبَ ,جِئْتُكَ لأَنْ تُكْرِمَنِيْ। আর যখন لام كي এর সাথে لائے نفي ও হয়, তখন أن ناصبه কে প্রকাশ করা ওয়াজিব, যেমন : [২](لِئَلَّا يَعْلَمَ) যাতে দু'টি لام একত্রিত হওয়া আবশ্যক না হয়। কেননা এর মূল রূপ হল (لِأَنْ لاَ يَعْلَمَ)। অতঃপর নূনকে লামের মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে।

অনুবাদ

[২] এবং لام كي (এর পরে) যেমন : أَسْلَمْتُ لِأَدْخُلَ الْجَنَّةَ আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি যেন জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। [৩] لام جحود (এর পরে)। ইহা তাকীদের লাম كان এর জন্য নফীর পরে,যেমন : [৩](مَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ) আল্লাহ তাদেরকে কখনো শাস্তি প্রদান করার নন। [৪] এবং فاء (এর পরে) দু'টি শর্ত সাপেক্ষে, তার একটি হলো سببيت আর দ্বিতীয়টি হলো তার পূর্বে أمر, نهى, نفي, استفهام, تمنى ও عرض হওয়া। [৫] এবং واو (এর পরে) দু'টি শর্তের সাথে, جمعيت আর পূর্বে তার অনুরূপ হওয়া। [৬] او (এর পরে) إلا বা إلى أَنْ أَنْ এর অর্থ প্রদানের শর্তে। [৭] এবং حرف عطف (এর পরে) যখন معطوف عليه কোনো ইসম হয়। [কায়েদা] আর أن কে প্রকাশ করা জায়েয لام كي এবং حرف عطف এর সাথে আর أن কে প্রকাশ করা ওয়াজিব لا এর সাথে যুক্ত لام كي এর মধ্যে।

---

[২]. সূরা হাদীদ , আয়াত নং : ২৯

[৩]. সূরা আনফাল , আয়াত নং : ৩৩

[جوازم المضارع]

وينْجَزِمُ بِلَمْ، ولَمَّا، ولامِ الأمرِ، ولا : في النهيِ، وكلِمِ المجازاةِ.

وهِي : إنْ، ومهما، وإذْمَا، وحيثُما، وأين، ومتى، ومَا، ومَنْ، وأيٌّ، وأنَّى—وأمَّا مع كيفَما، و إذا فشاذّ -- وبأنْ مقدرةً.

فلَمْ : لِقلْبِ المضارعِ ماضِيًا، ونفيِهِ. (١)

ولمّا : مِثلُها، وتختصُّ بالاِستغراقِ، وجوازِ حذفِ الفِعلِ.

ولامِ الامرِ : المطلُوب بها الفِعلُ وهِي مكسورة ابدًا .

ولا النهيِ : المطلُوب بها التّركُ.

جوازم مضارع এর বর্ণনা

পাঁচটি হরফ فعل مضارع কে জযম প্রদান করে : (এক) إنْ (شرطية) যেমন : إن تُكْرِمْنِي أكْرِمْكَ যদি তুমি আমার সম্মান কর, তাহলে আমি তোমার সম্মান করব। (দুই) لَمْ যেমন : لَمْ يَخْرُجْ বের হয়নি। (তিন) لَمَّا যেমন : لَمَّا يَضْرِبْ এখনো প্রহার করে নি। (চার) لام امر যেমন : لِيَضْرِبْ যেন সে প্রহার করে। (পাঁচ) لاء نهى যেমন : لَا تَضْرِبْ প্রহার করো না।

إنْ شرطية ব্যতীত কিছু [كلمات مجازات] كلمات شرط রয়েছে, যেগুলোও مضارع কে جزم প্রদান করে। সেগুলো হল

এক. مَهْمَا যেমন: مَهْمَا تَضْرِبْ أضْرِبْ যখন তুমি প্রহার করবে, আমি প্রহার করব।

(দুই) إذَا যেমন: إذَا تَضْرِبْ أضْرِبْ যখনই তুমি প্রহার করবে, আমি প্রহার করবো।

(তিন) حيثُما যেমন : حيثُما تَجْلِسْ أجْلِسْ তুমি সেখানে বসবে, আমি বসব।

(চার) أين যেমন : أيْنَ تَجْلِسْ أجْلِسْ।

(পাঁচ) مَتَى যেমন : متى تَنَمْ أنَمْ তুমি যখন ঘুমাবে, আমি ঘুমাব।

(ছায়) ما যেমন : ما تَصْنَعْ أصْنَعْ।

(সাত) مَنْ যেমন : مَنْ يَفعَلِ الْخَيْرَ يَنَلْ جزاءَهُ ।

(আট) أيٌّ যেমন : أيًّا يَضربْ أضْربْ ।

(নয়) أنّى যেমন : أنّى تَقُمْ أقُمْ এবং كيفما ও إذَا ও জযম প্রদান করে তবে তা বিরল।

(দশ) إنْ উহ্য থেকেও জযম প্রদান করে।

جوازم مضارع এর বিস্তারিত আলোচনা

(এক) لَمْ : মুযারেকে ماضي منفي এর অর্থে পরিণত করে দেয়, যেমন : لَمْ يَضْرِبْ সে প্রহার করে নি। **(দুই)** لَمَّا ও لَمْ এর মতো আমল করে, তবে لَمَّا তে বিশেষ দু'টি বিষয় রয়েছে। (ক) لَمَّا এর নফীতে استغراق থাকে, অর্থাৎ অতীত কালের পূর্ণ সময়ে নফী করে। আর لَمْ শুধু সাধারণ অতীতে নফী করে। (খ) لَمَّا এর পরে ফেয়েলকে বিলুপ্ত করা যায়, তবে لَمْ এর পরে যায় না, যেমন : شَارَفْتُ الْمَدِيْنَةَ وَلَمَّا আমি শহরের নিকটবর্তী হয়ে গেছি, তবে এখনো পর্যন্ত প্রবেশ করি নি। **(তিন)** আর لام امر দ্বারা ফেয়েল তলব করা হয় অর্থাৎ لام امر মুযারেকে امر বানিয়ে দেয় এবং এ لام সর্বদা যের যুক্ত হয় [আবার কখনো واو وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ , ثم ও فاء এরপরে তাকে সাকিন করে দেয়া হয়, যেমন : ثُمَّ لْيَقْضُوْا ,فَلْيَصُومُوْا]। (চার) لا نهي দ্বারা কাজ 'না করা' তলব করা হয়। [لا نهى মুযারের সমস্ত সীগায় প্রবেশ করে, আর لام امر শুধু امر حاضر معروف এর সীগায় প্রবেশ করে না।]

অনুবাদ

মুযারেকে জযম প্রদানকারী : মুযারে জযম যুক্ত হয় لَمْ, لَمَّا , لام امر , نهي তে لا দ্বারা, এবং كلمات مجازات [كلمات شرط] দ্বারা। আর তা হল إنْ, أنَّى ও , أيٌّ , مَنْ , مَا , مَتَى , أيْنَ , حَيْثُمَا , إذْمَا ,مَهْمَا । তবে كَيْفُمَا ও إذَا দ্বারা মুযারে জযম হওয়া شاذ [দুর্লভ]। আর إن দ্বারা যখন তা উহ্য হয়। সুতরাং لَمْ

মুযারেকে ماضي منفي তে পরিণত করে দেয়। আর لَمَّا : لم এর মত, এবং তা استغراق ও ফেয়েল বিলুপ্তির সাথে খাস। আর لام امر : তা দ্বারা কাজ তলব উদ্দেশ্য হয় এবং সর্বদা যের যুক্ত হয়। আর لا نهى এর : তা দ্বারা ترك فعل [না করা] তলব করা হয়।

[قاعدة] وكلِم المجازاةِ : تدجلُ على الفِعلينِ : لِسببيّةِ الاولِ، ومسببيّةِ الثانِي، ويُسمّانِ شرطًا وجزاءً؛ فإن كانا مضارِعينِ، أو الاوّلُ : فالجزم : وإنْ كان الثانِي : فالوجهانِ. (١)

[قاعدة] و إذا كان الجزاءُ ماضِيًا بغيرِ قدْ : لفظًا أو معنًى : لم تجزِ الفاءُ؛ وإنْ كان مضارِعًا : مثبتًا أو منفِيًا بلا : فالوجهانِ؛ و إلّا : فالفاءُ (٢)

[قاعدة] وتجيءُ إذا مع الجملةِ الاسمِيّةِ موضِع الفاءِ. (٣)

[قاعدة] إنْ مقدرةٌ بعد الأمرِ، والنهِي ، والاستفهامِ ، والتمنّي، والعرضِ إذا قُصِد السببيّةُ، نحوُ : أسْلِم تدخلِ الجنّةَ، ولا تكفُر تدخلِ الجنّة. (٤)

[فائدة] وامتنعَ : لا تكفُر تدخلِ النار، خلافًا لِلكِسائِي، لان التقدير : إنْ لا تكفُرْ. (٥)

১. কায়েদা : كلمات شرط দু'টি ফেয়েলের শুরুতে আসে এবং প্রথম ফেয়েলটি سبب হওয়া ও দ্বিতীয় ফেয়েলটি مسبَّب হওয়া বুঝায়। প্রথম ফেয়েলকে شرط এবং দ্বিতীয় ফেয়েলকে جزاء বলা হয়, যেমন : إنْ تُكْرِمْنِيْ أُكْرِمْكَ যদি তুমি আমার সম্মান কর তবে আমি তোমার সম্মান করব। এ বাক্যে প্রথম ফেয়েলটি شرط এবং তা سبب হওয়া বুঝাচ্ছে আর দ্বিতীয় ফেয়েলটি جزاء এবং مسبَّب হওয়ার উপর। অতঃপর যদি উভয় ফেয়েল مضارع হয় অথবা শুধু প্রথম ফেয়েলটি مضارع হয় এবং দ্বিতীয় ফেয়েলটি ماضي হয়, তাহলে مضارع ফেয়েল কে جزم দেয়া ওয়াজিব, যেমন : إنْ تَزُرْنِي أَزُرْكَ ও إنْ تَزُرْنِي فقد زُرْتُكَ । আর যদি جزاء টি ফেয়েল হয় এবং

শর্তটি ماضي হয়, তাহলে مضارع কে رفع এবং جزم উভয়টি জায়েয আছে, যেমন : إِنْ أَتَانِي زَيْدٌ آتِه / آتِيْه যদি যায়েদ আমার কাছে আসে, তবে আমি তার কাছে আসব। এই সুরতে جزم তো حرف جازم এর কারণে, আর رفع হওয়ার কারণ হলো مضارع এর সাথে جازم এর সম্পর্ক হয়েছে فعل ماضي এর মধ্যস্থতায়, তাই তার আমল দুর্বল হয়ে গেছে এজন্য رفع ও জায়েয। আর পূর্বের উভয় অবস্থায় مضارع এর সাথে جازم এর সম্পর্ক শক্তিশালী, তাই جزم ওয়াজিব।

২. কায়েদা : যখন جزاء টি قد মুক্ত فعل ماضي হবে, চাই সে ماضي টি لفظا হোক বা معنى , যেমন : إِنْ ضَرَبْتَ ضَرَبْتُ [এটি لفظا মাযীর উদাহরণ], إِنْ ضَرَبْتَ لَمْ أَضْرِبْ [এটি معنى মাযীর উদাহরণ]। এই অবস্থায় (جزاء এর শুরুতে) فاء আনা জায়েয নয়। আর যখন جزاء টি فعل مضارع مثبت বা لا দ্বারা منفي হয়, তখন (جزاء এর শুরুতে) فاء আনা এবং না আনা উভয়টি জায়েয আছে, যেমন : [১] (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوْا أَلْفَيْنِ) [২] (ومَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ) [فاء ছাড়া مضارع مثبت এর উদাহরণ]। [فاء যুক্ত مضارع مثبت এর উদাহরণ]। إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ لاَيَغْلِبُوْا أَلْفَيْنِ مَنْ لَمْ يَعُدْ فَلاَ يَنْتَقِمُ اللهُ مَنْه [فاء ছাড়া مضارع منفي بلا এর উদাহরণ] [فاء যুক্ত مضارع منفي بلا এর উদাহরণ]।

অন্যথায় অর্থাৎ যদি جزاء টি قد এর সাথে ফেয়েল মাযী হয়, চাই قَدْ শব্দে উল্লেখ থাকুক বা উহ্য থাকুক অথবা مضارع যদি উল্লেখিত দুই সুরতে না হয়, তাহলে فاء আনা আবশ্যক যেমন : إِنْ أَكْرَمْتَنِي اليَوْمَ فَقَدْ أَكْرَمْتُكَ أَمْس। [অন্যথায় এর অনেক সুরত হতে পারে]।

---

১. সূরা আনফাল ; আয়াত নং : ৬৬

২. সূরা মায়েদা ; আয়াত নং ৯৫

৩. **কায়েদা :** কখনো فاء এর পরিবর্তে جزاء এর শুরুতে اذا مفاجاتية আসে। তবে শর্ত হল جزاء টি جملة اسمية হতে হবে,

যেমন : [১] (وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذا هُمْ يَقْنَطُونَ) অর্থাৎ فهم يقنطون

৪. ان شرطية এর পর ان উহ্য ধরে নেয়া হয়। যখন এগুলো দ্বারা سببيت উদ্দেশ্য হয় যেমন :

امر যেমন : أَسْلِمْ تَدْخُلِ الْجَنَّةَ أي إِنْ تُسلِمْ ,

نهى যেমন : لا تَكْفُرْ تَدْخُلِ الْجَنَّةَ أي إِنْ لَمْ تَكْفُرْ ,

استفهام যেমন: هل عندك ماءٌ أشْرِبْه أي إِنْ يَكُنْ عنْدَك ماءٌ

تمنى যেমন: ليتَ لِي مالا أنْفِقُه أي إِنْ يكنْ لي مال

عرض যেমন : ألا تَنْزِلُ بِنَا تُصِبْ خَيْرا أي إِنْ تَنْزِلْ بِنَا ,

৫. لا تكفُر تدخلِ النارَ বাক্যটি শুদ্ধ নয়, কারণ এ বাক্যের উহ্য রূপ হল إِنْ لَمْ تَكْفُرْ تَدْخُلِ النارَ। আর কুফরী না করা জাহান্নামে প্রবেশ করার কারণ নয়। সুতরাং এখানে সবব হওয়ার শর্ত অনুপস্থিত। আর ইমাম কেসাঈ এই বাক্যটিকে শুদ্ধ বলেন। তার মতে বাক্যের উহ্য রূপ হল لا تَكْفُرْ إِنْ تكفُرْ تدخُلِ النَّارَ। আর এ কথাটি শুদ্ধ।

অনুবাদ

[কায়েদা] আর كلمات شرط দু'টি ফেয়েলের পূর্বে প্রবেশ করে। প্রথমটি سبب হওয়া ও দ্বিতীয়টি مسبب হওয়া বুঝানোর জন্য। আর এ দু'টিকে شرط ও جزاء নাম করণ করা হয়। সুতরাং যদি উভয়টি ফেয়েলে মুযারে হয় বা প্রথমটি ফেয়েলে মুযারে হয়, তাহলে মুযারেতে জযম দেয়া ওয়াজিব। আর যদি দ্বিতীয়টি মুযারে হয়, তাহলে তাতে দু'টি সুরত জায়েয। **[কায়েদা]** আর যখন جزاء টি শব্দগত বা অর্থগত قد বিহীন মাযী হয়, তখন فاء আনা বৈধ নয়। আর যদি مضارع مثبت

---

[১] সূরা রূম; আয়াত নং ৩৬

বা لا দ্বারা منفي হয়, তবে তাতে দু'টি সুরত জায়েয। অন্যথায় فاء নেয়া আবশ্যক। [কায়েদা] আর جملة اسمية এর সাথে فاء এর স্থলে اذا ব্যবহৃত হয়। [কায়েদা] আর امر, نهى, استفهام, تمنى ও عرض এর পরে ان উহ্য থাকে। যখন سبب এর ইচ্ছা করা হয়, যেমন : اسلِم تدخلِ الجنّة ইসলাম গ্রহণ কর, জান্নাতে প্রবেশ করবে। [ফায়েদা] لا تكفُر تدخلِ النار বলা শুদ্ধ নয়। তবে ইমাম কেসাঈ'র বিপরীত। কারণ উহ্য রূপ إن لا تكفُر |

الأمرُ [-٣]

صِيغةٌ يُطلَب بها الفعلُ مِن الفاعِلِ المخاطب؛ بحذفِ حرفِ المضارعةِ وحكمُ آخرِهِ حكمُ المجزُوم.

[قاعدة] فإنْ كان بعدهُ ساكِن، وليس برُباعِيٍّ : زِدت همزة وصلٍ : مضمومةً إنْ كان بعدهُ ضُمّة، ومكسُورةً فِيما سواه، مِثلُ : أُقتُل، واِضْرِب، واِعْلَمْ؛ وإنْ كان رُباعِيًا فمفتوحةٌ مقطُوعةٌ.

فعل امر এর বর্ণনা

فعل امر দ্বারা যদিও امر حاضر মা'রূফ-মাজহূল এবং أمر غائب متكلم, মা'রূফ ও মাজহূল সবগুলোকেই বুঝায়, তবে মূল امر শুধু امر حاضر معروف ই। তাই মুসান্নিফ রহ. এর সংজ্ঞাই দিয়েছেন।

فعل امر : ঐ সীগাকে বলে, যার দ্বারা উপস্থিত কর্তা থেকে কোনো কাজ তলব করা হয়, আলামতে মুযারেকে বিলুপ্ত করে। এই শেষ কথাটি امر حاضر গঠন করার পদ্ধতির দিকে ইঙ্গিত। امر حاضر معروف এর শেষাক্ষর হুকুম জযম যুক্ত মুযারের ন্যায়। অর্থাৎ কখনো জযম হয় হরকত মুক্ত হওয়া দ্বারা, কখনো نون اعرابى ঝরে যাওয়ার দ্বারা, আবার কখনো حرف علت ঝরে যাওয়ার দ্বারা, যেমন : اُقْتُلَا, اُقْتُلْ, اُغْزُ, ارْمِ, اخْشَ,

امر حاضر معروف বানানোর পদ্ধতি

امر حاضر معروف ফেয়েলে মুযারে হাযের মা'রূফ থেকে গঠিত হয়। তার পদ্ধতি হলো : আলামতে মুযারেকে বিলোপ কর, অতঃপর লক্ষ্য কর, প্রথম হরফ কি সাকিন না হরকতযুক্ত ? যদি হরকতযুক্ত হয়, তাহলে কিছু করতে হবে না শুধু শেষ অক্ষরকে সাকিন করে দাও, তাহলে فعل امر হয়ে যাবে, যেমন : تَعِدُ থেকে عِدْ এবং تُضَارِبُ থেকে ضَارِبْ। আর যদি প্রথম হরফ সাকিন হয় এবং মুযারেটি رباعي না হয়, তাহলে همزه وصل বৃদ্ধি কর। প্রথম হরফের পরবর্তী হরফটি যদি পেশ যুক্ত হয়, তাহলে এই হামযা পেশ যুক্ত হবে, অন্যথায় যের যুক্ত হবে, যেমন : أُقْتُلْ [সাকিনের পরে পেশ হওয়ার উদাহরণ] اِضْرِبْ [সাকিনের পর যের হওয়ার উদাহরণ], اِعْلَمْ [সাকিনের পর যবর হওয়ার উদাহরণ] আর যদি فعل مضارع টি رباعي হয়, অর্থাৎ তার মাযীর প্রথম সীগাতে চারটি হরফ হয়, তবে যবর যুক্ত হামযায়ে কাত্ঈ বৃদ্ধি কর। [এরকম رباعي ফেয়েল শুধু باب إفعال এরই হয়ে থাকে]।

অনুবাদ

امر এমন একটি صيغة যার দ্বারা مخاطب فاعل থেকে কোনো কাজ তলব করা হয়, মুযারের হরফ বিলুপ্ত করার দ্বারা আর তার শেষাক্ষরের হুকুম হল مضارع مجزوم এর হুকুমের মতো। [কায়েদা] সুতরাং যদি আলামতে মুযারের পর সাকিন হরফ হয় এবং ফেয়েল رباعي না হয়, তাহলে তুমি همزه وصل বৃদ্ধি করবে পেশযুক্ত অবস্থায়, যদি সে সাকিন হরফের পর পেশ হয়। আর যেরযুক্ত অবস্থায় বৃদ্ধি করবে অন্যগুলোতে, যেমন : أُقْتُلْ, اِعْلَمْ , اِضْرِبْ । আর যদি ফেয়েল رباعي হয়, তাহলে যবর বিশিষ্ট همزه قطعي বৃদ্ধি করবে।

[٤-] فعلُ ما لم يُسمّ فاعِلُهُ

هُو ما حُذِف فاعِلُهُ :

[قاعدة] فإنْ كان ماضِيًا :

[١-] ضُمّ أوّلُهُ، وكُسِر ما قبلَ آخرِهِ.

[٢-] و يضُمّ الثّالِث مع همزةِ الوصلِ؛ والثانِي مع التاءِ : خوف اللّبسِ.

[٣-] ومعتلُّ العينِ : الأفصح : قِيْل وبِيْع؛ وجاء الإشمام، والواوُ؛ ومِثلُهُ : باب اختِيْرَ وانقِيدَ دون استُخِيْر واُقِيمَ.

وإنْ كان مضارِعًا :

ضُمّ اوّلُهُ ، وفُتِح ما قبل آخرِه .

ومعتلّ العين : ينقلِب فِيهِ العينُ ألِفًا.

فعل ما لم يسم فاعله এর বর্ণনা

فعل ما لم يُسَمَّ فاعلُه কে فعل مجهول বলা হয়। অর্থাৎ ঐ فعل যার ফায়েলের নাম উল্লেখ করা হয় নি। আর এটাই তার সংজ্ঞা, অর্থাৎ যে فعل এর فاعل বিলুপ্ত করা হয়েছে তাকে فعل مجهول বলে, যেমন : ضُرِب তাকে প্রহার করা হয়েছে। এতে প্রহারকারীর উল্লেখ নেই।

فعل مجهول গঠন করার পদ্ধিতি

فعل দু' অবস্থা মুক্ত নয়, হয়ত ماضي হবে বা مضارع হবে। [امر حاضر معروف এর মাজহূল হয় না, তার মাজহূল مضارع مجهول ই হয়]। যদি ماضي হয় [ক] তাহলে তার প্রথমাক্ষরে পেশ এবং শেষের পূর্বাক্ষরে যের দাও। যেমন : ضَرَبَ থেকে ضُرِب। [খ] আর যদি ماضي এর শুরুতে همزه وصل হয়, তবে তাতে এবং তৃতীয় অক্ষরে পেশ দাও, যাতে এ বাবের امر এর সাথে মিলে না যায়, যেমন : اِسْتَنْصَرَ থেকে اُسْتُنْصِرَ। আর যদি ماضي এর শুরুতে تاء হয়,

তাহলে তাতে এবং দ্বিতীয় অক্ষরে পেশ দাও, যাতে باب تفعّل এর মুযারের সীগার সাথে সংমিশ্রণ না ঘটে, যেমন : تَقَبَّلَ থেকে تُقُبِّلَ। [গ] আর যদি ماضي টি معتل হয়, চাই واوي হোক বা يائي, তাহলে ثلاثي مجرد থেকে বিশুদ্ধতম লোগাত অনুযায়ী قِيْلَ ও بِيْعَ হবে। আর তাতে اشمام ও জায়েয রয়েছে। [اشمام হল فاء كلمة এর যেরকে পেশের দিকে ধাবিত করবে এবং عين كلمة -যা ياء - তাকে কিছুটা واو এর দিকে ধাবিত করে পড়বে] যাতে একথা বুঝা যায় যে, فاء كلمة তে মূলত যুম্মাহ। আর তাতে قُوْلَ ও بُوْعَ ও এসেছে, অর্থাৎ ياء এর স্থলে واو ও পড়া যায়। আর যেভাবে ثلاثي مجرد এর ماضي তে উল্লেখিত তিনটি সুরত জারি হয়, তেমনিভাবে باب افتعال ও باب انفعال এর মাযী মাজহূলও জারি হয়, যখন তা معتل العين হয়, যেমন : اُخْتِيْرَ ও اُنْقِيْدَ এগুলোকেও তিনভাবে পড়া যাবে, কারণ এগুলোর خِيْرَ ও قِيْدَ কোন রকম পার্থক্য ছাড়াই بِيْعَ ও قِيْلَ এর মত। আর باب افعال ও باب استفعال এর মাযী যখন معتل العين হয়, তখন তাতে এই তিনটি পদ্ধতি জায়েয নয়। কারণ এগুলোর হরফে ইল্লাতের পূর্বাক্ষর মূলের বিবেচনায়তেই সাকিন। সুতরাং এগুলো بِيْعَ ও قِيْلَ এর অনুরূপ নয়।

আর যদি সে ফেয়েলটি مضارع হয়, তাহলে [ক] প্রথম অক্ষর -যেটি আলামতে مضارع - তাতে পেশ দাও এবং শেষের পূর্বাক্ষরে যবর দাও, যেমন : يَقْتُلُ থেকে يُقْتَلُ। [খ] আর যদি ফেয়েলটি معتل العين হয়, তাহলে عين كلمة টি সরফের কায়েদা অনুসারে الف দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যাবে, যেমন : يقول থেকে يُقال ও يَبِيْعُ থেকে يُباعُ।

অনুবাদ

এমন ফেয়েলের আলোচনা যার ফায়েলের আলোচনা করা হয় নি : এমন ফেয়েলকে বলা হয় যার ফায়েল বিলুপ্ত করা হয়েছে। **[কায়েদা]** সুতরাং যদি তা فعل ماضي হয়, [১] তাহলে তার প্রথম অক্ষরে পেশ দেয়া হবে এবং শেষের

পূর্বাক্ষরে যের দেয়া হবে, [২] আর তৃতীয় অক্ষরকে পেশ দেয়া হবে همزه وصل এর সাথে। আর দ্বিতীয় অক্ষরে পেশ দেয়া হবে تاء এর সাথে মিলে যাওয়ার আশংকায়। [৩] আর معتل العين -বিশুদ্ধতম হল- قِيْلَ ও بِيْعَ এবং اشمام ও واو এসেছে এবং এর অনুরূপ أُنْقِيْدَ ও أُخْتِيْرَ এর ন্যায় শব্দাবলী। তবে أُسْتُخِيْرَ ও أُقِيْمَ নয়। আর যদি ফেয়েলটি مضارع হয় [১] তাহলে তার প্রথম অক্ষরে পেশ দেয়া হবে এবং তার শেষাক্ষরের পূর্বে যবর দেয়া হবে। [২] আর معتل عين এর মধ্যে كلمه টি الف দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যায়।

[٥-] المتعدي وغيرُ المتعدي

فالمتعدي : ما يتوقّفُ فهمهُ على متعلّقٍ، كضَرَبَ؛ وغيرُ المتعدي بخلافِهِ كقَعَدَ.

[قاعدة] والمتعدي : يكُونُ الى واحدٍ ، كضَرَبَ؛ وإلى اِثنينِ ، كأعْطى وعَلِمَ؛ وإلى ثلاثةٍ، كأعْلَمَ، وأرَى، وأنْبَأ، ونَبَّأ، وأخْبَرَ، وخَبّرَ، وحَدَّثَ. (١)

[قاعدة] و هذِهِ مفعُولُها الاوّلُ كمفعُولِ أعْطيتُ؛ والثانِي والثالِث كمفعُولي علِمتُ. (٢)

غير متعدى ও فعل متعدى এর বর্ণনা

فعل متعدي : ঐ فعل যা বুঝা নির্ভর করে متعلّق এর উপর তথা غير فاعل এর বুঝার উপর। আর متعلّق দ্বারা উদ্দেশ্য হল مفعول به। যেমন : ضَرَبَ সে প্রহার করেছে। এটা বুঝা যেমনিভাবে প্রহারকারীর উপর নির্ভরশীল, তেমনিভাবে প্রহৃত ব্যক্তির উপরও নির্ভরশীল।

غير متعدى (ফেয়েলে লাযেম) ঐ فعل কে বলে, যা فعل متعدي এর বিপরীত হয়, অর্থাৎ তা বুঝা غير فاعل বুঝার উপর নির্ভরশীল নয়, যেমন : قَعَدَ সে বসেছে । আর فعل غير متعدي [فعل لازم] তিনভাবে متعدى হয়, যথা : (এক) লাযেম ফেয়েলকে باب افعال -এ রূপান্তরিত করার দ্বারা যেমন : ذَهَبَ

থেকে أَذْهَبَ। (দুই) باب تفعيل এ রূপান্তরিত করার দ্বারা, যেমন : فَرِحَ [খুশী হল] থেকে فَرَّحَ [খুশী করল]। এবং (তিন) حرف جر এর মাধ্যমে যেমন : ذَهَبَ [গেল] থেকে ذَهَبَ بِهِ [নিয়ে গেল]।

১. কায়েদা : فعل متعدي কখনো এক মাফউলের দিকে متعدي হয়, যেমন : ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًوا। কখনো দুই মাফউলের দিকে متعدي হয়, যেমন : علمتُ زيْدًا فَاضِلًا ও أَعْطَيْتُ زَيْدًا دِرْهَمًا। প্রথম উদাহরণে প্রথম মাফউল ও দ্বিতীয় মাফউলের সত্তা ভিন্ন ভিন্ন আর দ্বিতীয় উদাহরণে উভয় মাফউলের সত্তা অভিন্ন। আবার কখনো তিন মাফউলের দিকে متعدي হয়, যেমন : أَعْلَمَ اللهُ زَيْدًا عَمْرًوا فاضلًا আল্লাহ যায়েদকে জানিয়ে দিয়েছেন আমর আলেম। তেমনিভাবে أَرَى, وأَنْبَأَ, نَبَّأَ, أَخْبَرَ, خَبَّرَ ও حَدَّثَ এর অবস্থা। যখন এগুলো اعلام (অবগত করা) অর্থে হয়, তখন তিন মাফউলের দিকে متعدي হয়।

২. কায়েদা : বলাবাহুল্য যে أعطيت এর দুই মাফউল থেকে একটির উপর ক্ষান্ত করার সুযোগ রয়েছে। তাই তুমি বলতে পারবে- أَعْطَيْتُ زيدًا আমি যায়েদকে দিয়েছি। কি দিয়েছি? তা উল্লেখ করা জরুরী নয়। পক্ষান্তরে عَلِمْتُ এর দুই মাফউলের একটির উপর ক্ষান্ত করার সুযোগ নেই। তাই عَلِمْتُ زيدًا বলা জায়েয নয়, এতে কথা অসম্পন্ন থেকে যাবে, বরং عَلِمْتُ زيدًا فاضِلا বলা জরুরী। এ পর্যায়ে একটি কায়েদা বুঝে নেয়া উচিত যে, তিন মাফউলের দিকে মুতাআদ্দী فعل গুলোর প্রথম মাফউল أَعْطَيْتُ এর দ্বিতীয় মাফউলের ন্যায়। সুতরাং তা উল্লেখ করাও জায়েয, আবার উল্লেখ না করাও জায়েয। তবে এগুলোর দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাফউল عَلِمْتُ এর মাফউলদ্বয়ের ন্যায়, সুতরাং হয়ত উভয়টিকে বিলুপ্ত করতে হবে অথবা উভয়টিকে উল্লেখ করতে হবে, একটিকে উল্লেখ করে অপরটিকে বিলুপ্ত করা জায়েয নয়।

অনুবাদ

غير متعدي ও متعدي এর আলোচনা : সুতরাং متعدى এমন ফেয়েলকে বলে, যাকে বুঝা কোনো متعلق এর উপর নির্ভরশীল, যেমন : ضَرَبَ আর غير متعدي এর বিপরীত, যেমন : قَعَدَ [কায়েদা] আর ফেয়েল متعدي হয় এক مفعول এর দিকে যেমন : ضَرَبَ, দুই مفعول এর দিকে যেমন : أَعْطَى ও عَلِمَ এবং তিন مفعول এর দিকে যেমন : أَرَى, وأَنْبَأَ , نَبَّأَ ,أَخْبَرَ ,خَبَّرَ ও حَدَّثَ [কায়েদা] আর এসব فعل তথা তিন মাফউলের দিকে متعدي ফেয়েলসমূহের প্রথম মাফউল أَعْطَيْتُ এর مفعول এর ন্যায় আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাফউল عَلِمْتُ এর মাফউলদ্বয়ের মত।

أفعالُ القُلُوب [-٦]

ظننتُ وحسِبتُ وخِلتُ وزعمتُ وعلِمتُ ورأيتُ ووجدتُ : تدخلُ على الجملةِ الاسمِيّةِ : لبيانِ ما هِي عنه، فتنصِبُ الجزئينِ.

ومِن خصائِصِها : أنَّهُ إذا ذُكِر أحدهُما ذُكِر الآخرُ؛ بخلافِ باب أعطيتُ. (١)

ومِنها : جوازُ الإلغاءِ : إذا توسَّطتْ أو تأخرتْ، لاستقبالِ الجزاينِ كلامًا.(٢)

ومِنها : أنها تُعلّقُ قبلَ الاستفهامِ والنفي واللامِ، مِثلُ : علِمتُ أزيدٌ عِندَك أمْ عمرو؟ (٣)

ومِنها : أنَّهُ يجوزُ أنْ يّكُون فاعِلُها ومفعُولُها ضمِيرَينِ لِشيءٍ واحدٍ، مِثلُ : علِمتُني منطلِقًا. (٤)

[فائدة] ولِبعضِها معنًى آخرُ، يتعدى بهِ الى واحدٍ : فظننتُ بمعنى اتّهمتُ؛ وعلِمتُ : بمعنى عرفتُ؛ ورأيتُ : بمعنى أبصرت؛ ووجدتُ : بمعنى أصَبْتُ.(٥)

افعال قلوب এর বর্ণনা

فعل قلب ঐ ফেয়েলকে বলে যার সম্পর্ক অন্তরের সাথে, তা সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে হাত-পায়ের কোনো ভুমিকা থাকে না, যেমন : علمتُ زيدًا عالِمًا আমি জেনেছি যায়েদ আলিম । افعال قلوب সাতটি যথা : عَلِمَ [জেনেছে], رَأَى [দেখেছে], وَجَدَ [পেয়েছে], حَسِبَ [ধারণা করেছে], ظَنَّ [ধারণা করেছে], خَالَ [ধারণা করেছে], زَعِمَ [ধারণা করেছে]। প্রথম তিনটি নিশ্চয়তা বুঝায়, পরের তিনটি সন্দেহ বুঝায় এবং শেষ ফেয়েলটি সন্দেহ ও ইয়াকীন উভয়ই বুঝায়, যেমন :

علمْتُ زيدًا كاتِبًا : আমি যায়েদকে লেখক জেনেছি।

رأيْتُ سعيداً فاضِلاً : আমি নিশ্চিতভাবে সাঈদকে জ্ঞানী ভেবেছি ।

وجدتُ قاسِماً أمِيْناً : আমি কাসিমকে আমানতদার পেয়েছি।

حَسِبْتُ محمداً نائماً : আমি মুহাম্মদকে ঘুমন্ত ধারণা করেছি।

ظننْتُ حَسَنًا قَارِئًا : আমি হাছানকে ভাল ক্বারী ধারণা করেছি।

خِلتُ الدارَ خاليًا : আমি ঘরকে শূন্য ধারণা করেছি।

زعمتُ الصديقَ وفيًا : আমি বন্ধুকে বিশ্বস্ত ধারণা করেছি।

زعمتُ اللهَ غفوراً : আমি আল্লাহকে নিশ্চিতরূপে ক্ষমাশীল জেনেছি।

এ সকল افعالُ القُلُوب জুমলায়ে ইসমিয়ার শুরুতে আসে। প্রথম উদাহরণে عَلِمْتُফেয়েল زَيْدٌ كَاتِبٌ বাক্যের শুরুতে এসেছে। আর এগুলো ঐ বিষয়টি বর্ণনা করে যার থেকে এগুলো গৃহিত হয়। অর্থাৎ ظَنَنْتُ টি ظَنّ [ধারণা] কে বর্ণনা করে এবং عَلِمْتُ টি علم কে বর্ণনা করে। এসব ফেয়েল জুমলায়ে ইসমিয়ার উভয় অংশকে مفعول হওয়ার ভিত্তিতে নসব দেয়।

افعال قلوب এর বৈশিষ্ট্যাবলী

১. افعال قلوب এর দুই মাফউলের একটিকে উল্লেখ করা আর অপরটি উল্লেখ না করা জায়েয নয়। হয়ত উভয়টি উল্লেখ করতে হবে বা উভয়টি বিলুপ্ত

করতে হবে। কারণ এগুলোর উভয় মাফউল এক মাফউলের স্তরে, أَعْطَيْتُ এর বিপরীত, তার শুধু প্রথম মাফউলকে উল্লেখ করা যায়।

২. যখন افعال قلوب উভয় মাফউলের মাঝখানে আসে বা পরে আসে, তখন এগুলোর الغاء জায়েয। الغاء এর অর্থ হল এগুলোর শব্দগত ও অর্থগত আমলকে রহিত করে দেয়া। কারণ এগুলোর উভয় মাফউলের মাঝে মুবতাদা ও খবর হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে বিধায় এগুলো সতন্ত্র বাক্য। আর افعال قلوب এর আমল দুর্বল। সুতরাং এগুলোর আমল রহিত করে দেয়া জায়েয, যেমন : زَيْدٌ كَاتِبٌ عَلِمْتُ বা زَيْدٌ عَلِمْتُ كَاتِبٌ বলা জায়েয আছে।

৩. যখন افعال قلوب ইসতেফহাম, نفي বা لام ابتداء এর পূর্বে আসে, তখন সেটি معلق [একদিক স্থগিত] করে দেয়া হয়, অর্থাৎ তার শব্দগত আমল রহিত হয়ে যায়, তবে অর্থগত আমল অব্যাহত থাকে, যেমন : عَلِمْتُ أَزَيْدٌ علمتُ ما زيدٌ قائمٌ , عَلمتُ لَزيدٌ قائِمٌ ,عندك أمْ عمرٌو

৪. افعال قلوب এর ফায়েল ও মাফউল এমন দু'টি যমীর (متصل) হতে পারে যেগুলোর مرجع অভিন্ন,যেমন : علمتُني مُنْطلِقاً আমি নিজেকে চলন্ত জেনেছি। এতে تُ এবং ي এর مرجع বক্তা নিজে।

৫. ফায়েদা : افعال قلوب এর কোনো কোনোটির অর্থ উল্লেখিত অর্থ ছাড়াও ভিন্ন অর্থ রয়েছে। সে অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার সময় তা এক মাফউলের দিকে متعدي হয়, যেমন : ظَنَنْتُ টি ظِنَّةٌ থেকে নির্গত হয়ে অপবাদ দেয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তখন এটি এক মাফউলের দিকে متعدي হয়। তেমনিভাবে عَلِمْتُ টি عرفتُ অর্থে, رأيْتُ টি أبْصرْتُ অর্থে [চক্ষু দ্বারা দেখা] আর وجدْتُ টি أصبْتُ [পাওয়া] অর্থে এসে থাকে। যখন এ ফেয়েলগুলোর এ জাতীয় অর্থ হবে, তখন এগুলো এক মাফউলের দিকে متعدي হবে।

অনুবাদ

ظَنَنْتُ হল افعال قلوب এগুলো جملة اسمية الخ..... এর শুরুতে আসে, একথা বর্ণনা করার জন্য যে, বাক্যটি কি থেকে ?। সুতরাং এগুলো জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ'র উভয় অংশকে নসব দান করে। আর এগুলোর বৈশিষ্ট্যাবলীর একটি হল : যখন এ দু'টি অংশের একটি অংশ উল্লেখ করা হবে, তখন অপর অংশও উল্লেখ করতে হবে। তবে أَعْطَيْتُ গ্রুপের বিষয়টি এর বিপরীত। তার আরেকটি হল, এগুলোর আমল বাতিল বলে গণ্য করা বৈধ, যখন এসব ফেয়েল উভয় অংশের মাঝে কিংবা শেষে আসে, উভয় অংশ স্বয়ং সম্পূর্ণ বাক্য হওয়ার যোগ্যতা রাখার কারণে। এগুলোর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল : এগুলোকে একদিকে স্থগিত করে দেয়া হয় استفهام , نفى ও لام এর পূর্বে। যেমন : عَلِمْتُ أَزَيْدٌ عندك أَمْ عمرٌو। এগুলোর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল এদের ফায়েল ও মাফউল এক বস্তুর দুই ضمير হতে পারবে, যেমন : علمتُني مُنْطلقاً। **ফায়েদা :** এগুলোর কিছু ফেয়েলের অন্য অর্থ রয়েছে, যার ফলে এরা এক মাফউলের দিকে মুতাআদ্দী হয়। সুতরাং ظننْتُ অর্থ أَصَبْتُ وجدتُ আর أبصرْتُ অর্থ رأيتُ ,عرفتُ অর্থ علِمتُ ,اتَّهَمْتُ।

أفعالُ الناقصةِ [-٦]

ما وُضِع لِتقريرِ الفاعِلِ على صِفةٍ.

وهِي كانَ وصارَ وأصبَحَ وأمْسى وأضْحى وظلّ وباتَ وآضَ وعَادَ وغَدَا ورَاحَ ومَا زَالَ ومَا انْفَكَّ وما فَتِئَ وما بَرِحَ وما دام وليس.

[قاعدة] وقد جاء : " ما جاءتْ حاجتَكَ" و "قَعَدَتْ كأنَّها حرْبَةٌ. (١)

[قاعدة] و تدخل على الجملةِ الاِسمِيّةِ : لإعطاءِ الخبرِ حكمَ معناها : فترفعُ الاوّل، وتنصِب الثاني، مِثْلُ : كان زيدٌ قائِمًا. (٢)

فكان : (٣)

[١-] تكُونُ ناقِصةً لِثبوت خبرِها ماضِيًا : دائِمًا أو مُنقطِعًا؛ وبمعنى صار، ويكونُ فِيها ضمِيرُ الشّانِ.

[٢-] وتكُونُ تامّةً بمعنى ثبتَ.

[٣-] وزائِدةً.

افعال ناقصة এর বর্ণনা

افعال ناقصة ১৭টি যা কিতাবে উল্লেখ আছে। এগুলোকে ناقصة বলার কারণ হলো, এরা শুধু ফায়েল [ইসম] দ্বারা পরিপূর্ণ হয় না, বরং এগুলোর ইসমের সাথে খবরকেও মিলানোর প্রয়োজন হয়। এই ফেয়েলগুলোকে গঠন করা হয়েছে ফায়েল [ইসম] কে কোনো গুণের উপর সাব্যস্ত করার জন্য, যেমন : كان زيدٌ نائماً। এ বাক্যে যায়েদের জন্য نوم গুণকে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

১. **ফায়েদা :** افعال ناقصة শুধু এই সতেরটির মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়, এছাড়া আরো افعال ناقصة রয়েছে। (ক) হযরত ইবনে আব্বাস রা. খাওয়ারেজ সম্প্রদায়কে বুঝানোর জন্য গেলেন। তখন অনেকে বুঝল এবং আনুগত্যের প্রতি ফিরে আসল। কিন্তু তাদের মধ্যকার চার হাজার বুঝল না। তারা বলল : مَا جَاءَتْ حَاجَتَكَ আমাদের উদাসীনতা আপনার প্রয়োজন পূর্ণ করল না। এতে جاءتْ এর অর্থ كانت। আর غفلة এর দিকে প্রত্যাবর্তনশীল উহ্য যমীর হলো তার ইসম এবং حاجتَك খবর।

(খ) এক বেদুঈনের কথা : أَرْهَفَ شَفْرَتَهُ حتى قَعَدَتْ كَأَنَّهَا حَرْبَةٌ সে তার নিজের ছুরি ধার করেছে, এমনকি তা ছোট বর্শার ন্যায় হয়ে গেছে। এ বাক্যে قَعَدَتْ অর্থ صَارَتْ। আর شَفْرَةٌ এর দিকে প্রত্যাবর্তনশীল যমীর قَعَدَتْ এর ইসম আর كَأَنَّهَا حَرْبَةٌ জুমলাটি খবর। [তবে এ ফেয়েলগুলো سماع (শ্রুত) নির্ভর]

২. **কায়েদা :** افعال ناقصة জুমলায়ে ইসমিয়ায় প্রবিষ্ট হয় এবং খবরকে স্বীয় অর্থ প্রদান করে। আর জুমলায়ে ইসমিয়ার প্রথম অংশকে رفع ও দ্বিতীয় অংশকে نصب দেয়, যেমন : كان زيدٌ قائما যায়েদ দন্ডায়মান ছিল। كان তার নিজের অর্থের হুকুম অর্থাৎ ثبوت কে قائما -এ প্রদান করেছে। অর্থাৎ قيام কে যায়েদের জন্য সাব্যস্ত করেছে। এটাই এসব ফেয়েলের ধর্ম।

৩. افعال ناقصة এর বিস্তারিত বিবরণ

افعال ناقصة এর كان তিন প্রকার : ناقصة , تامة ও زائدة। অতঃপর ناقصة আবার দুই প্রকার; (এক) ঐ كان যে তার খবরকে তার ইসমের জন্য অতীতকালে প্রমাণিত করে, চাই অতীতকালে স্থায়ীভাবে ثبوت হোক, যেমন : كان زيد قائما। (দুই) صار অথবা অস্থায়ী ثبوت হোক, যেমন : كان اللهُ عَلِيْماً এর অর্থ প্রদান করে, যেমন : كان زيد غنياً যায়েদ সম্পদশালী হয়ে গেছে।

كان এর দ্বিতীয় প্রকার হলো كان تامة যা ثبت অর্থ প্রদান করে। এই অবস্থায় كان ইসম নিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তার খবরের প্রয়োজন হয় না, যেমন :

(كُنْ فَيَكُوْنُ)[১]

অর্থাৎ হয়ে যাও, সুতরাং তা হয়ে যায়, أي فَيَكُوْنُ هُوَ।

আর তৃতীয় প্রকার হল : كان زائدة আর তা হলো ঐ كان যাকে ইবারত থেকে বিলুপ্ত করে দিলে উদ্দেশ্য বুঝতে কোনো সমস্যা হয় না, যেমন :

(كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِيْ الْمَهْدِ صَبِيًّا)[২]

অর্থাৎ كيف نكلم من هو في المهد حالَ كونها صبيا আমরা তার সাথে কিভাবে কথা বলব, যে এখনো দুলনায় শিশু ? এতে كان শুধু বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য।

ফায়েদা : মুসান্নিফ রহ.আলোচনার ফাঁকে ইঙ্গিতে একটি ফায়েদা বর্ণনা করেছেন যে, কখনো كان ناقصة তে ضمير شان থাকে, যেটি তার ইসম হয়, আর তার পরে যে জুমলা আসে সেটি তার খবর হয় এবং তা ضمير شان এর তাফসীর করে। যেমন :

إِذَا مِتُّ كَانَ النَّاسُ صِنْفَانِ شامتٌ * وآخَرُ مُثْنٍ بالذي كُنْتُ أَصْنَعُ

---

১. সূরা ইয়াসিন; আয়াত নং : ৮২

২. সূরা মারয়াম: আয়াত নং : ২৯

আমি মরে যাব যখন, দু'ভাগ হবে লোকেরা তখন।

আনন্দ ও প্রশংসাকারী তার, আমি আঞ্জাম দিতাম যার।

এ বাক্যের كان তে ضمير شان বিদ্যমান, যা তার ইসম। আর صنفان الناس মুবতাদা খবর মিলে كان এর খবর এবং ضمير شان এর তাফসীর। [এই ফায়েদা كان ناقصة এর সাথে সম্পৃক্ত, تامة ও زائدة এর সাথে নয়। অর্থাৎ كان ناقصة তেই ضمير شان থাকে। তাই মুসান্নিফ রহ. كان ناقصة এর আলোচনার শেষে এ ফায়েদা বর্ণনা করেছেন]।

অনুবাদ

افعال ناقصة ঐ ফেয়েল যা গঠন করা হয়েছে ফায়েল [ইসম] কে কোন গুণ [খবর] এর উপর সাব্যস্ত করার জন্য। আর এগুলো হল كان.....الخ **[ফায়েদা]** আর قَعَدَتْ كَأَنَّهَا حَرْبَةٌ এবং ما جاءتْ حاجَتَكَ ما جاءتْ বাক্যে এ বাক্যে قَعَدَتْ [এ শব্দ দু'টি] افعال ناقصة এর অন্তর্ভূক্ত। **[কায়েদা]** افعال ناقصة জুমলায়ে ইসমিয়ার শুরুতে প্রবেশ করে স্বীয় অর্থের হুকুম খবরকে দেয়ার জন্য। সুতরাং প্রথমটিকে رفع দেয় এবং দ্বিতীয়টিকে نصب দেয়, যেমন : كان زيدٌ قَائِمًا। সুতরাং كان [১] ناقصة হয় : তার খবরের ثبوت এর জন্য অতীতকালে, চাই স্থায়ী ثبوت হোক বা অস্থায়ী, আর صار এর অর্থে আসে এবং তাতে ضمير شان থাকে। [২] تامة হয় ثَبَتَ অর্থে, [৩] এবং অতিরিক্ত হয়।

وصار : للاِنتقالِ . (١)

وأصبحَ وأمْسى وأضْحى : (٢)

[١-] لاِقرانِ مضمونِ الجملةِ بأوقاتها.

[٢-] وبمعنى صار.

[٣-] وتكُونُ تامّةً.

وظلّ و بات : (٣)

[١-] لاِقرانِ مضمونِ الجملةِ بأوقاتِهما.

[٢-] وبمعنى صار.

وما زالَ وما فَتِئَ وما بَرِح وما انْفكَّ : لاِستمرارِ خبرِها لِفاعِلِها مُذْ قَبِلَه ويلزِمُها النفيُ. (٤)

وما دام : لِتوقِيت أمرٍ بمدةِ ثبوت خبرِها لِفاعِلِها ؛ومِن ثَمَّ احتاج اِلى كلامٍ، لأنّهُ ظرف. (٥)

وليس : لِنفي مضمونِ الجملةِ حالا، وقِيل مطلقًا. (٦)

[قاعدة] ويجوزُ تقديمُ اخبارِها كُلِّها على أسمائِها. (٧)

[قاعدة] وهِي فِي تقديمِها عليها : ثلاثة اقسامٍ : (٨)

[١-] قِسم : يجوزُ، وهِو مِن كانَ – اِلى -- راحَ .

[٢-] وقِسم : لا يجوزُ، وهِو ما فِي اوّلِهِ "ما" خلافًا لاِبن كيسان فِي غيرِ : ما دام.

[٣-] وقِسم : مختلِف فِيهِ، وهو ليس.

১. افعال ناقصة এর صار অবস্থা পরিবর্তন হওয়া বুঝানোর জন্য আসে, যেমন: صَارَ الدقيقُ خُبزًا আটা রুটি হয়ে গেছে।

২. افعال ناقصة এর أَصْبَحَ , أَمْسَى ও أَضْحى : তিনটি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় (ক) বাক্যের বিষয় বস্তুকে নিজ নিজ সময়ের সাথে মিলানোর জন্য আসে,যেমন : أَصْبَحَ / أَمْسى / أَضْحى زيدٌ قائماً যায়েদ সকালে - সন্ধ্যায় - চাশতের সময় দাঁড়িয়েছে। (খ) صَار এর অর্থে আসে, যেমন : أَصْبَحَ /

أَضْحَى زيد غَنِيًّا / أَمْسَى যায়েদ সম্পদশালী হয়েছে। (গ) কখনো تامة হয়, যখন এগুলোর সময়ে প্রবেশকারী অর্থে হয়। তখন এদের খবরের প্রয়োজন হয় না, যেমন : أَصْبَحَ زَيْدٌ যায়েদ সকাল করেছে। অর্থাৎ সকাল বেলায় প্রবেশ করেছে।

৩. افعال ناقصة এর ظل ও بات দু'টি উদ্দেশ্যে বাক্যে ব্যবহৃত হয়; (ক) বাক্যের বিষয় বস্তুকে আপন সময়ের সাথে মিলানোর জন্য, যেমন : ظَلَّ زَيْدٌ كَاتِبًا যায়েদ সারা দিন লেখক ছিল। بَاتَ زَيْدٌ مُضْطَرِبًا যায়েদ সারা রাত অস্থির ছিল। (খ) صار অর্থের জন্য, যেমন : ظَلَّ زَيْدٌ غَنِيًّا যায়েদ সম্পদশালী হয়ে গেছে। بَاتَ زَيْدٌ فَقِيْرًا যায়েদ দরিদ্র হয়ে গেছে।

৪. افعال ناقصة এর مَا انْفَكَّ ـ مَا فَتِئَ ـ مَا بَرِحَ ـ مَا زَالَ নিজেদের খবরকে নিজেদের ফায়েল [ইসম] এর সাথে অব্যাহতভাবে সাব্যস্ত করার জন্য আসে। তবে ব্যপকার্থে নয়, বরং যখন থেকে ফায়েল খবরকে গ্রহণ করেছে (তখন থেকে), যেমন : ما زَالَ زَيْدٌ غَنِيًّا যায়েদ যখন থেকে সম্পদশালী হয়েছে তখন থেকে সর্বদা সম্পদশালী আছে। আর এই ফেয়েলগুলোর অর্থে نفي এর যে অর্থ পাওয়া যায়, তা শুরুতে ما نافية প্রবেশ করার কারণে রহিত হয়ে যায়। আর এগুলোর জন্য নফী আবশ্যক, চাই لفظا হোক বা معنى। لفظا মানে ما نافية তাতে বিদ্যমান থাকবে। আর معنى নফীর উদাহরণ যেমন : تَا اللهِ تَفْتَؤُ تَذْكُرُ يُوْسُفَ এর মূলরূপ হল لَا تَفْتَؤُ

৫. افعال ناقصة এর مَا دَامَ কোনো বস্তুকে ঐ সময় পর্যন্ত সময়-নির্ধারণ করে দেয়ার জন্য আসে যতক্ষণ তার খবর তার ফায়েল [ইসম] এর জন্য প্রমাণিত থাকে, যেমন : اجْلِسْ مَا دَامَ زَيْدٌ جَالِساً যতক্ষণ পর্যন্ত যায়েদ বসে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি বসে থাক। এ বাক্যে সম্বোধিত ব্যক্তির বসার সময়কে যায়েদের বসার সময়ের সাথে নির্ধারিত করা হয়েছে। তাই مَا دَامَ এর পূর্বে স্বতন্ত্র অর্থবোধক একটি বাক্য থাকা জরুরী, যেমন : উল্লেখিত উদাহরণে اجْلِسْ, কারণ مَا دَامَ হল যরফ, আর যরফ অর্থ প্রকাশে স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়।

৬. افعال ناقصة এর ليس বর্তমান কালে বাক্যের বিষয়বস্তুকে নফী করার জন্য আসে, যেমন : لَيْسَ زَيْدٌ ضَارِبًا অর্থাৎ যায়েদ বর্তমানে প্রহারকারী

নয়। আবার কেউ কেউ বলেন, এটি مطلقاً তথা তিন কালেরই নফীর জন্য আসে।

৭. **কায়েদা :** افعال ناقصة এর খবর তার ইসমের পূর্বে আসতে পারে, কারণ ইহা مرفوع এর পূর্বে منصوب এর মুকাদ্দাম হওয়া। আর ফেয়েলসমূহে এরূপ মুকাদ্দাম হওয়া জায়েয।

৮. **কায়েদা :** افعال ناقصة এর খবর স্বয়ং افعال ناقصة এর পূর্বে আসতে পারে কি-না ? এই ব্যাপারে افعال ناقصة তিন প্রকার (ক) কতিপয় افعال এমন আছে যেগুলোতে পূর্বে আনা বৈধ। আর সেগুলো হচ্ছে كان থেকে راح পর্যন্ত ১১টি ফেয়েল। (খ) আর কতিপয় افعال এমন আছে যেগুলোতে অধিকাংশ নাহবীদের মতানুসারে মুকাদ্দাম করা জায়েয নয়। আর তা হলো শুরুতে ما যুক্ত ফেয়েলগুলো। তবে ইবনে কাইসান ما دام ছাড়া অন্যগুলোতে মতানৈক্য করেন, তার মতে মুকাদ্দাম করা জায়েয। (গ) আর ليس তে জুমহূর নাহবীদের পরস্পর মতানৈক্য রয়েছে। তাদের কেউ কেউ মুকাদ্দাম করা জায়েয বলেন। কেননা ليس এর আমল নফীর কারণে নয়, বরং ফেয়েল হওয়ার কারণে। ফেয়েলের ক্ষেত্রে যেমনিভাবে منصوب কে ফেয়েলের উপর মুকাদ্দাম করা জায়েয , তেমনিভাবে ليس তে-ও জায়েয। আবার তাদের কেউ কেউ বলেন- এটা বৈধ নয় । কারণ ليس নফীর অর্থ প্রদান করে। আর নফীর চাহিদা বাক্যের শুরুতে আসা।

অনুবাদ

আর صَارَ পরিবর্তন [অবস্থা পরিবর্তন] হওয়া জন্য। আর أَمْسَى , أَصْبَحَ ও أَضْحَى : [১] বাক্যের বিষয়বস্তুকে এগুলোর সময়ের সাথে মিলানোর জন্য, [২] আর صَارَ অর্থেও আসে, [৩] এবং تامة হয়। আর ظَلَّ ও بَاتَ [১] নিজ নিজ সময়ের সাথে বাক্যের বিষয় বস্তুকে মিলানোর জন্য, [২] صَارَ অর্থেও আসে। আর ما زال..... ইত্যাদিগুলো তার খরবগুলোকে তার ফায়েলের জন্য অব্যাহতভাবে বুঝানোর জন্য আসে, যখন থেকে ফায়েল খবরকে গ্রহণ করেছে। আর এদের জন্য নফী আবশ্যক। আর ما دام : তার ফায়েলের জন্য তার খবর সাব্যস্ত হওয়ার সময়ের সাথে কোনো বিষয়ের সময় নির্ধারণ করার জন্য ব্যবহৃত

হয়। এ জন্যই এটি বাক্যের প্রতি মুখাপেক্ষী। কারণ এটি যরফ। আর ليس বর্তমান কালে বাক্যের বিষয়বস্তুকে নফী করার জন্য আসে। কেউ কেউ বলেছেন, এটি مطلقا তথা প্রত্যেক যমানায় নফীর জন্য। [কায়েদা] এবং সকল افعال ناقصة এর খবরকে তার ইসমের উপর অগ্রগামী করা জায়েয। [কায়েদা] এগুলোর খবরকে এদের (افعال ناقصة এর) উপর মুকাদ্দাম করার দিক থেকে এগুলো তিন প্রকার : (এক) এক প্রকার মুকাদ্দাম করা জায়েয। আর তা হলো كَانَ থেকে رَاحَ পর্যন্ত। (দুই) আরেক প্রকার : মুকাদ্দাম করা জায়েয নয়। আর তা হচ্ছে ঐ সকল ফেয়েল যেগুলোর শুরুতে ما রয়েছে। তবে ইবনে কায়সান ما دَامَ ব্যতীত বাকি ফেয়েলগুলোতে বিপরীত মত পোষন করেন। (তিন) আরেক প্রকার : বিরোধপূর্ণ। আর তা হলো لَيْسَ।

[٨-] أفعالُ المقاربةِ

ما وُضِع لِدنُوِّ الخبرِ : رجاءً أوْ حصُولاً أوْ أخْذاً فِيهِ :

فالأوّلُ : عسى، وهُو غيرُ متصرِّفٍ؛ تقُولُ عسى زيد ان يّخرُج وعسى أنْ يّخرُج زيد؛ وقد تُحذفُ أنْ.

والثاني : كاد، تقُولُ : كاد زيدٌ يجيئُ؛ وقد تدخلُ أنْ. (١)

[فائدة] (٢) و إذا دخل النفي على كاد : فهُو كالأفعالِ : على الأصحّ.

وقِيل : نفيُهُ يكُونُ للإثبات مطلقًا؛ وقِيل يكُونُ في الماضِي للإثبات، وفِي المستقبلِ كالأفعالِ : تمسّكًا بقولِهِ تعالى :

[١وَمَا كَادُوا يَفْعَلُوْنَ]

وبقولِ ذي الرّمّةِ :

. إذا غيَّر الهَجْرُ المُحِبّيْنَ لَمْ يَكَدْ * رسِيسُ الهَوى مِنْ حُبِّ مَيَّةَ يَبْرَحُ

والثالِث : طَفِقَ وكَرَبَ وجَعَلَ وأخَذَ : وهِي مِثلُ كادَ؛ وأوشَكَ وهِي مِثلُ عَسَى وكَادَ فِي الإستعمالِ. (٣)

---

١. সূরা বাকারা ; আয়াত নং : ৭১

افعال مقاربة এর বর্ণনা

افعال مقاربة ঐ সকল ফেয়েলকে বলে যেগুলোকে গঠন করা হয়েছে খবরকে তাদের ফায়েলের নিকটবর্তী করার জন্য। চাই এ নিকটবর্তীতা আশাবাদের ভিত্তিতে হোক বা অর্জনের ভিত্তিতে হোক বা এ কাজ আরম্ভ করার ভিত্তিতে হোক, যেমন : عَسى زَيْدٌ أَنْ يَخْرُجَ হতে পারে যায়েদ বের হবে অর্থাৎ আশা আছে। كَادَ زَيْدٌ يَخْرُجُ যায়েদ বের হওয়ার নিকটবর্তী অর্থাৎ যায়েদের জন্য বের হওয়া অর্জন হবে। طَفِقَ زَيْدٌ يَخْرُجُ যায়েদ বের হতে লাগল অর্থাৎ সে বের হওয়া শুরু করেছে।

প্রথম مقارب فعل হল عَسى। ইহা আশাবাদের ভিত্তিতে খবরকে ফায়েলের নিকটবর্তী করে দেয়ার জন্য। ইহা غير متصرف কালিমা, ماضي ব্যতীত ইহার অন্য কোন সীগা ব্যবহৃত হয় না। আর তার ব্যবহার পদ্ধতি দু'টি (এক) ইসম ও খবরের সাথে, যেমন : عَسى زيدٌ أَنْ يَخْرُجَ এ বাক্যে زيد ইসম আর أَنْ يَخْرُجَ খবর হওয়ার ভিত্তিতে নসবের স্থানে রয়েছে। (দুই) শুধু ফায়েল উল্লেখ করা হবে, যেমন : عسى أَنْ يَخْرُجَ زَيْدٌ এ বাক্যে জুমলায়ে ফে'লিয়াহ মাসদারের তা'বীলে হয়ে عسى এর ফায়েল, খবরের নিঃপ্রয়োজন। কারণ ফায়েলের মধ্যেই منسوب এবং منسوب إليه উভয়টি এসে গেছে। এমতাবস্থায় عسى টি تامة হয়ে থাকে।

প্রথম ব্যবহার পদ্ধতিতে কখনো أن مصدرية কে বিলুপ্ত করে عسى زيدٌ يَخْرُجُ বলা হয়। কেননা عسى নিকটবর্তী করণের ক্ষেত্রে كَادَ এর ন্যায়। আর كاد এর খবর أَنْ মুক্ত হয় তাই عسى এর খবর থেকেও أَنْ কে বিলুপ্ত করা যায়।

১. দ্বিতীয় مقارب فعل হল كاد। এটির কাজ হলো এ কথা বুঝানো যে, ফায়েলের জন্য খবরের অর্জন হওয়া অবশ্যই অত্যাসন্ন। আর كَادَ এর খবরে সাধারণত أَنْ আসে না। তুমি বলবে : كاد زيدٌ يَجِيْئُ যায়েদ আসবেই। তবে عسى এর সাদৃশ্যের কারণে কখনো أن যুক্তও করা হয়, সুতরাং বলবে : كاد زيدٌ أَنْ يَجِيْئَ

২. ফায়েদা : আর এটি একটি মতবিরোধপূর্ণ মাসআলা যে, لَمْ এর পূর্বে যখন হরফে নফী প্রবেশ হয়, তখন তা কি অর্থ প্রদান করে ? মুসান্নিফ রহ. এর নিকট বিশুদ্ধতম মাযহাব হল, এটি অন্যান্য فعل এর মত বাক্যের বিষয় বস্তুকে নফী করে, চাই لَمْ টি ماضي হোক বা مضارع, যেমন :

(وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ)[১]

তারা নিকটবর্তী ছিল না, যে গাভী যবেহ করবে। এ বাক্যে 'জবেহ কর্মে'র নফী করা হয়েছে। আর لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا নিকটবর্তী নয় যে সে দেখবে হাতকে। এতেও দেখার নফী করা হয়েছে।

আর দ্বিতীয় মত হলো, لَمْ এর নফী সাধারণ اثبات এর জন্য, অর্থাৎ চাই হরফে নফী ماضي তে প্রবিষ্ট হোক কিংবা مضارع তে, ফেয়েলকে اثبات এর অর্থে পরিণত করে দিবে। সুতরাং প্রথম উদাহরণের মর্ম হবে : তারা গাভী জবাই করার নিকটবর্তী ছিল না, তবে তা করেছে। যেমনিভাবে এসেছে فَذَبَحُوْهَا। আর দ্বিতীয় উদাহরণের মর্ম হবে : অন্ধকার এতই তীব্র ছিল যে, সে নিকটবর্তী ছিল না হাত দেখার, কিন্তু দেখেছে।

আর তৃতীয় মত হলো : ماضي তে তো হরফে নফী اثبات এর জন্য হয়, যেমন প্রথম উদাহরণে জবাই এর اثبات হয়েছে। তবে مضارع তে নফী সাধারণ ফেয়েলের মত হয়, অর্থাৎ তা বাক্যের বিষয় বস্তুকে নেতিবাচক করে দেয়। সুতরাং দ্বিতীয় উদাহরণের মর্ম হল এই যে, অন্ধকারের কারণে সে হাত দেখে নি। তার প্রমাণ হল যুর-রিম্মাহ'র এই কবিতা –

إذا غيَّرَ الهَجْرُ المُحِبِّيْنَ لَمْ يَكَدْ * رَسِيْسُ الهَوى مِن حبِّ ميَّةَ يَبْرَحُ

যখন বিচ্ছেদ প্রেমিকদের পরিবর্তন করে দেয়, তখন নিকটবর্তী নয় যে, মায়্যাহ'র ভালোবাসার সুদৃঢ় অনুরাগ শেষ হয়ে যাবে।

যদি মুযারেতেও নফী-ফেয়েলকে হ্যাঁ-বাচক করে, তাহলে কবিতার উদ্দেশ্য হবে মায়্যাহ'র ভালোবাসা নিঃশেষ হয়ে গেছে। অথচ এটা কবির উদ্দেশ্যের বিপরীত। সে তো একথা বলতে চাচ্ছে যে, এমন সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তেও মায়্যাহ'র সুদৃঢ় ভালোবাসা বিদুরীত হয় নি। সুতরাং বুঝা গেল, مضارع তে অন্যান্য নফী- ফেয়েলের মত বাক্যের বিষয় বস্তুকে না-বাচক করে দেয়, হ্যাঁ-বাচক করে না।

---

[১]. সূরা বাকারা ; আয়াত নং : ৭১

ফায়েদা : আর শারেহ [মুফতী সাইদ আহমদ পালনপুরী দা.বা.] এর মত হল : كاد হ্যাঁ-বাচক বাক্যে ফেয়েলকে না-বাচক করে আর না-বাচক বাক্যে ফেয়েলকে হ্যাঁ-বাচক করে, যেমন : এক ব্যক্তি পরিস্কার রাস্তায় চলছে, তাতে পা পিছলে যাওয়ার কোনো আশংকা নেই, তথাপি পা পিছলে গেল। তাহলে সে বলবে, كُنْتُ أَمْشِي فِيْ الطَّرِيْقِ الواضِحِ ولَمْ أَكَدْ أَنْ أَزِلَّ আমি পরিস্কার রাস্তায় চলছিলাম এবং নিকটবর্তী ছিলাম না যে, পিছলে পড়ে যাবো অর্থাৎ তারপরও পিছলে পড়ে গেলাম।

আরেক ব্যক্তি সংকীর্ণ পিচ্ছিল রাস্তায় চলছিল এবং প্রতি মুহূর্তে পিছলে পড়ার আশংকা ছিল, কিন্তু সে বেঁচে গেছে। তখন বলবে, كُنْتُ أَمْشِي فِيْ الْمَكَانِ الزَّلِقِ وَكِدْتُ أَنْ أَزِلَّ আমি পিচ্ছিল রাস্তায় চলছিলাম এবং নিকটবর্তী ছিলাম পিছলে পড়ার অর্থাৎ আল্লাহ বাঁচিয়েছেন, পিছলে পড়ি নি। এমনিভাবে প্রথম উদাহরণে جحد-কর্মের اثبات হয়েছে। আর كَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِي তে হত্যার নফী হয়েছে।

৩. তৃতীয় প্রকার افعال مقاربة পাঁচটি। এগুলোর মধ্য أَخَذَ, جَعَلَ, كَرَبَ, طَفِقَ খবরকে فاعل এর নিকটবর্তী হওয়া বুঝায় [শুরু করার ভিত্তিতে]। আর এগুলোর ব্যবহার পদ্ধতি كَادَ এর মত হয়, অর্থাৎ خبر এর পূর্বে মাসদারী أَنْ আসে না, যেমন : طَفِقَ زَيْدٌ يَخْرُجُ যায়েদ বের হচ্ছে অর্থাৎ বের হওয়া শুরু করেছে। আর كَرَبَ অর্থও নিকটবর্তী হওয়া। আর পঞ্চম ফেয়েল হল أَوْشَكَ। এটি عَسَى ও كَادَ এর মত ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ তার খবর عَسَى এর মত أَنْ যুক্তও আসে আবার তার শুধু ফায়েলও উল্লেখ করা হয়, যেমন : أَوْشَكَ أَنْ يَجِيئَ زَيْدٌ ও أَوْشَكَ زَيْدٌ أَنْ يَجِيئَ আবার كَادَ এর মত أَنْ মুক্তও তার খবর আসতে পারে, যেমন : أَوْشَكَ زَيْدٌ يَجِيئُ যায়েদ আসার নিকটবর্তী হয়েছে।

অনুবাদ

افعال مقاربة এমন ফেয়েল যাদেরকে গঠন করা হয়েছে খবরকে নিকটবর্তী করার জন্য চাই আকাঙ্খার ভিত্তিতে অথবা অর্জনের ভিত্তিতে বা তা শুরু করার ভিত্তিতে। সুতরাং প্রথমটি عَسَى আর এটি غير متصرف, যেমন : তুমি বলবে, عَسَى أَنْ يَخْرُجَ زَيْدٌ ও عَسَى زَيْدٌ أَنْ يَخْرُجَ। কখনো أَنْ কে বিলুপ্ত করা হয়। আর

দ্বিতীয় : كَادَ, যেমন তুমি বলবে, كَادَ زَيْدٌ يَجِيئُ -কখনো ان প্রবেশ করে। [ফায়েদা] আর যখন كاد এর পূর্বে নফী প্রবেশ করে, তখন তা (অন্যান্য) ফেয়েলের মত, বিশুদ্ধতম মতানুসারে। আর কথিত আছে, তার নফী اثبات এর জন্য হয় সর্বাবস্থায়। কথিত আছে, মাযীতে اثبات এর জন্য হয় এবং مستقبل -এ (অন্যান্য) افعال এর মত হয়, (তারা) প্রমাণ পেশ করে আল্লাহর বাণী দ্বারা [১] (وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ) এবং প্রসিদ্ধ কবি যির-রুম্মাহ'র উক্তি দ্বারা–

إذا غيَّرَ الهَجْرُ المُحِبِّيْنَ لَمْ يَكَدْ * رَسِيْسُ الهَوى مِن حبِّ ميَّةَ يَبْرَحُ

(কবিতার অনুবাদ উপরে বর্ণিত হয়েছে।)

আর তৃতীয় : أَوْشَكَ : طَفِقَ, كَرَبَ , جَعَلَ, أَخَذَ। এগুলো كَادَ এর মত আর عَسَى ও كَادَ এর মত, ব্যবহারের ক্ষেত্রে।

[فِعلُ التعجب]

ما وُضِع لإنشاءِ التعجب.

ولهُ صِيغتانِ : ما أفعلَه وأفْعِلْ بهِ، وهُما : غيرِ متصرِّفَينِ، مثل : " ما أحسَنَ زيدًا وأحْسِنْ بزيدٍ."

[قاعدة] ولا يُبنَيانِ إلَّا مِمّا يُبنى مِنهُ أفعلُ التفضِيلِ. (١)

[قاعدة] ويُتوصَّلُ في الممتنِعِ بمِثلِ : "ما أشدَ اِستخراجَهُ، وأشدِدْ باِستخراجِهِ". (٢)

[قاعدة] ولا يُتصرَّفُ فِيهِما بتقدمٍ ولا تأخيرٍ، ولا فصلٍ؛ وأجاز المازنِيُّ الفصلَ بالظُّرُوفِ. (٣)

[إعرابه] وما اِبتداء نكِرة -- عِند سِيبويهِ -- وما بعدها الخبرُ؛

وموصُولة -- عِند الأخفشِ -- والخبرُ محذوف. (٤)

وبهِ : فاعِل -- عِند سِيبويهِ -- فلا ضمِير فِي أفْعِلْ؛ ومفعُول --عِند الأخفشِ- - والباءُ للتعدِيةِ، أو زائِدة، ففِيهِ ضمِير. (٥)

---

[১]. সূরা বাকারা ; আয়াত নং : ৭১

فعل التعجب এর বর্ণনা

فعل تعجب ঐ ফেয়েল যাকে বিস্ময় সৃষ্টি করার জন্য গঠন করা হয়েছে, অর্থাৎ তার মাধ্যমে কোনো বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়। فعل تعجب এর ওজন দু'টি যথা: مَا أَفْعَلَهُ ও أَفْعِلْ بِهِ। আর এ সীগা দু'টি রূপান্তর হয় না অর্থাৎ এগুলো মুযারে ও মজহূল হয় না। আর যমীরের স্থানে সেই বস্তুকে আনা হয়, যার উপর বিস্ময় প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হয়, যেমন : مَا أَحْسَنَ زَيْدًا ও أَحْسِنْ بِزَيْدٍ যায়েদ কতো উত্তম !

১. **কায়েদা :** فعل تعجب এর ওজন দু'টি সেই বাব থেকেই গঠন করা হয়, যেই বাব থেকে اسم تفضيل গঠিত হয় অর্থাৎ শুধুমাত্র ঐ ثلاثي مجرد থেকে গঠন করা হয়, যা রং বা দোষের অর্থ মুক্ত হয়।

২. **কায়েদা :** আর ثلاثي مجرد ব্যতীত অন্যান্য বাব থেকে فعل تعجب গঠনপদ্ধতি হল, مَا أَشَدَّ বা أَشْدِدْ به এরপর সেই ফেয়েলের মাসদার আনা হবে যার থেকে فعل تعجب বানানো উদ্দেশ্য। অতঃপর সে বস্তুটি আনা হবে যার উপর বিস্ময় প্রকাশ করা হবে, বলা হবে : مَا أَشَدَّ استخراجَه ও أَشْدِدْ باستِخْراجِه তার বের করাটা বিস্ময়কর। [যমীরের স্থানে مرجع রাখবে যেমন : ما أَشَدَّ استِخْراجَ زيدٍ]।

৩. **কায়েদা :** فعل تعجب এর উভয় সীগাতে কোনো ধরণের অগ্রগামী ও পশ্চাদবর্তী করা যায় না, অর্থাৎ মাফউলে বিহি এবং জার-মাজরূরকে ফেয়েলের পূর্বে আনা যায় না। সুতরাং مَا زَيْدًا أَحْسَنَ বা بِزَيْدٍ أَحْسَنَ বলা শুদ্ধ নয়। তেমনিভাবে فعل تعجب এবং তার মা'মূলের মাঝে فصل [বিচ্ছেদ ঘটানো]ও জায়েয নয়। তবে ইমাম মাযানী রহ. বলেন যে, فعل تعجب এবং তার মা'মূলের মাঝে ظرف আনার সুযোগ রয়েছে। কারণ ظرف এর মধ্যে অবকাশ রয়েছে। তাই তার মতে مَا أَحْسَنَ فِيْ الدَّارِ زَيْدًا অথবা أَحْسِنِ اليَوْمَ بِزَيْدٍ বলা শুদ্ধ হবে। তবে জুমহূরের মতে এরূপ বলা সঠিক নয়।

৪. مَا افْعَلَه এর তারকীব : ইমাম সীবহওয়াইহির মতে مَا মুবতাদা নাকেরা شيئ অর্থ প্রদানকারী। আর তার পরবর্তী অংশ খবর। আর ইমাম আখফাশের মতে مَا ইসমে মওসূল এবং তার পরবর্তী অংশ তার صلة। অতঃপর موصولة ও صلة মিলে মুবতাদা, আর উহ্য شيئٌ عَظِيْمٌ হল খবর।

৫. أَفْعِلْ بِه এর তারকীব : সীবহয়াইহির মতে به ফায়েল। সুতরাং তার মতে أَفْعِلْ এর মধ্যে ফায়েলের যমীর নেই। আর আখফাশের মতে أَحْسِنْ [ফেয়েলে আমর] এর মধ্যে যমীর রয়েছে, যেটি তার ফায়েল। আর به মাফউলে বিহি। আর باء হয়ত متعدي বানানোর জন্য বা অতিরিক্ত। প্রথম অবস্থায় ইবারতের মূলরূপ হবে أَحْسِنْ أَنْتَ بِزَيْدٍ। আর باء টি অতিরিক্ত হওয়া অবস্থায় হবে أَحْسِنْ أَنْتَ زَيْدًا। সর্বাবস্থায় অনুবাদ হবে : যায়েদ কতই না সুন্দর !

অনুবাদ

فعل تعجب ঐ ফেয়েল যাকে বিস্ময় সৃষ্টির জন্য গঠন করা হয়েছে। তার দু'টি সীগাহ مَا أَفْعَلَهُ, أَفْعِلْ بِهِ আর এ সীগাহ দু'টি غير متصرف , যেমন : مَا أَحْسَنَ زَيْدًا ও أَحْسِنْ بِزَيْدٍ। [কায়েদা] আর এ দু'টি গঠন করা হয় না তবে ঐ ফেয়েল থেকে যার থেকে افعل التفضيل গঠন করা হয়। [কায়েদা] এবং মাধ্যম বানানো হয় নিষিদ্ধ ফেয়েলসমূহে مَا أَشَدَّএর মত শব্দাবলীকে। [কায়েদা] আর এ সীগাহ দু'টিতে অগ্রগামীকরণ, পশ্চাদপদকরণ ও বিচ্ছিন্নকরণ বৈধ নয়। তবে মাযানী রহ. ظروف এর মধ্যে فصل [বিচ্ছিন্নকরণে]'র অনুমতি দিয়েছেন।

প্রথম فعل تعجب এর তারকীব : مَا মুবতাদা নাকেরা - ইমাম সীবহওয়াইহি'র মতে- এবং তার পরবর্তী অংশ খবর। আর ইমাম আখফাশ রহ. এর মতে مَا শব্দটি موصولة আর তার খবর উহ্য। [দ্বিতীয় সীগার তারকীব] এবং به ফায়েল - ইমাম সীবহওয়াইহির মতে- সুতরাং أفْعِلْ -এ কোন যমীর নেই। আর ইমাম আফফাশের মতে به মাফউল এবং باء টি মুতাআদ্দী বানানোর জন্য অথবা অতিরিক্ত। সুতরাং তার মধ্যে যমীর উহ্য রয়েছে।

أفعالُ الدح والذمّ [-١٠]

ما وُضِع لإنشاءِ مدحٍ أو ذمٍ.

فمِنها : نِعم و بئس.

وشرطُهُما : (١)

[١-] أن يّكون الفاعِلُ معرّفًا باللامِ.

[٢-] أو مضافًا إلى المعرَّفِ بها.

[٣-] أو مضمرًا مميّزًا بنكِرةٍ منصُوبةٍ.

[٤-] أو بما مِثل : فَنِعمَّا هِيْ.

وبعد ذلِك المخصُوصُ : وهُو مبتدأ، ما قبلهُ خبرُه، أو خبرُ مبتدأ محذوفٍ ، مِثلُ : "نِعم الرّجلُ زيد". (٢)

وشرطُه : مطابقةُ الفاعِلِ.

[فائدة] و (بِئْسَ مَثَلُ القَوْمِ الذِّيْنَ) وشِبهُهُ : متاوّل. (٣)

[قاعدة] وقد يُحذفُ المخصُوصُ إذا عُلِم، مِثلُ : ﴿نِعْمَ العَبْدُ﴾ و ﴿فنِعْمَ الْمَاهِدُوْنَ﴾. (٤)

[قاعدة] وسآء : مثلُ : بئس. (٥)

ومِنها : حَبَّذا : وفاعِلُهُ : " ذا " ولا يتغيّرُ؛ وبعدهُ المخصُوصُ، وإعرابُهُ كإعراب مخصُوصِ نِعْمَ. (٦)

[قاعدة] ويجوزُ أنْ يَّقع قبل المخصُوصِ وبعدهُ ، تمييز أو حال : على وفقِ مخصُوصِه. (٧)

أفعال مدح و ذم এর বর্ণনা

أفعال مدح و ذم ঐ সকল ফেয়েল যা প্রশংসা বা নিন্দা প্রকাশ করার জন্য গঠন করা হয়েছে। এধরনের ফেয়েল চারটি। দু'টি প্রশংসার জন্য অর্থাৎ نِعْمَ ও حَبَّذَا এবং দু'টি নিন্দার জন্য অর্থাৎ بِئْسَ ও سَاءَ। এ ফেয়েল চারটি নিজেদের

ফায়েলকে رفع প্রদান করে, যেমন : حَبَّذَا زَيْدٌ ,نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ যায়েদ ভাল মানুষ। سَاءَ الرَّجلُ عَمْرٌو / بِئْسَ আমর মন্দ লোক।

১. بَئْسَ ও نِعْمَ থেকে افعال مدح و ذم। এ দু'টি ফেয়েল চারটি বিষয়ের কোনো একটির শর্ত সাপেক্ষে আমল করে। (এক) উভয়টির ফায়েল معرف باللام হবে, যেমন : بئسَ الرَّجُلَ عمْرٌو ও نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ। (দুই) অথবা ফায়েলটি معرف باللام এর দিকে মুযাফ হবে, যেমন : نِعْمَ صَاحِبُ الرَجُلِ ও بِئْسَ صَاحِبُ الرَّجُلِ عَمْرٌو। (তিন) অথবা ফায়েলটি এরূপ উহ্য হবে যার তামঈয نكرة منصوبة হয়, যেমন : نِعْمَ رَجُلًا ضمير مستتر زَيْدٌ ও بِئْسَ رَجُلًا عَمْرٌو। (চার) অথবা تمييز হবে مَا কালিমা, যেমন : [১](بِئْسَمَا هِيَ (فَنِعِمَّا هِيَ অর্থাৎ نِعْمَ شَيْئًا هِيَ অর্থাৎ বস্তু হিসেবে সদকা উত্তম। এ জিনিসটি খুবই মন্দ।

২. আর مخصوص بالمدح এবং فعل مدح و ذم এর ফায়েলের পর مخصوص بالذم আসে।উল্লেখিত উদাহরণগুলোতে زيد ও عمرو হল যথাক্রমে مخصوص بالمدح এবং مخصوص بالذم। আর তারকীব দু'রকম হতে পারে (ক) مخصوص بالمدح ও مخصوص بالذم হলো মুবতাদা আর তার পূর্বাংশ জুমলা হয়ে খবর। (খ) مخصوص بالمدح ও مخصوص بالذم উহ্য মুবতাদার খবর হবে এবং بِئْسَ الرَّجُلُ ও نِعْمَ الرَّجُلُ পৃথক জুমলায়ে ফে'লিয়া। আর مخصوص بالمدح ও مخصوص بالذم এর জন্য শর্ত হল, এটি লিঙ্গ ও বচনের ক্ষেত্রে ফায়েলের অনুগামী হয়, যেমন : نِعْمَ الرَّجلَانِ ,نِعْمَ الرَّجلُ زَيْدٌ نِعْمَتِ المَرْأَةُ هِنْدٌ , نِعْمَ الرِّجَالُ الزَّيْدُوْنَ ,الزَّيْدَانِ

৩. এটি একটি প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্ন হল – [২](بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا) এর মধ্যে مَثَلُ الْقَوْمِ হল الَّذِينَ كَذَّبُوا মধ্যে بالذم مخصوص এবং তা বহুবচন। আর

---

১. সূরা বাকারা; আয়াত নং : ২৭১

২. সূরা জুমুআ : আয়াত নং ৫

হল ফায়েল, এবং একবচন। সুতরাং مخصوص ও فاعل এর মাঝে مطابقت হলো কিভাবে ?

উত্তর : এটির দু'টি তা'বীল করা হয়েছে (এক) الذين كذبوا এর পূর্বে مثل মুযাফ উহ্য রয়েছে অর্থাৎ (بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ مَثَلَ الَّذِينَ كَذَّبُوا)। সুতরাং উভয়টি একবচন হয়ে গেল এবং সামঞ্জস্য হয়ে গেল। (দুই) الذين كذبوا টি مخصوص بالذم নয়, বরং القوم এর সিফাত। আর مخصوص بالذم উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ مَثَلُهُمْ।

৪. কায়েদা : যখন مخصوص এর সন্ধান পাওয়া যাবে, তখন তাকে বিলুপ্ত করা জায়েয, যেমন : [১](نِعْمَ الْعَبْدُ) অর্থাৎ أَيُّوْبُ ও [২](فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ) অর্থাৎ نحن। প্রথমটিতে করীনা হল, পূর্বে আইয়ুব আ. এর ঘটনা এবং দ্বিতীয়টিতে [৩](وَالأَرْضَ فَرَشْنَاهَا)।

৫. سَاءَ এর হুকুম সকল বিষয়ে بِئْسَ এর মত, যেমন : سَاءَ الرَّجُلُ زَيْدٌ

৬. حَبَّذَا افعال مدح এর একটি হল। এ শব্দটি حَبَّ এবং ذَا দ্বারা মুরাক্কাব। তারকীবে حَبَّ ফেয়েল এবং ذَا তার ফায়েল। আর এই ফেয়েলটি সর্বদা একই অবস্থায় থাকে অর্থাৎ দ্বিবচন, বহুবচন, মুযাক্কার ও মুয়ান্নাছে তার مخصوص এর অনুগামী হয় না, যেমন حَبَّذَا زَيْدٌ / الزَّيْدَانِ / الزَّيْدُوْنَ/ هِنْدٌ / الهِنْدَانِ/ الهِنْدَاتُ / অতঃপর ذا এর পরে যে ইসম উল্লেখ হবে, সেটি مخصوص بالمدح হবে। আর এই مخصوص بالمدح এর ইরাব نِعْمَ এর مخصوص بالمدح এর ইরাবের মত এবং نِعْمَ এর مخصوص এর মধ্যে যেদু'টি তারকীব করা হয়েছে حَبَّذَا এর مخصوص এর মধ্যেও সেগুলো করা হবে।

---

১. সূরা সোয়াদ : আয়াত নং ৪৪
২. সূরা যারিয়াত : আয়াত নং ৪৮
৩. সূরা যারিয়াত : আয়াত নং ৪৮

৭. **কায়েদা :** حَبَّذَا এর مخصوص এর পরে বা পূর্বে تمييز বা حال আসতে পারে, যেটি মুযাক্কার, মুয়ান্নাছ, একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন হওয়ার ক্ষেত্রে مخصوص بالمدح এর মোতাবেক হবে, যেমন : حبذا رجلاً زيدٌ، حبذا رجُلينِ / حَبَّذَا راكِبًا زيدٌ، حبَّذَا زَيْدٌ راكبًا এবং زيدٌ رجلاً حَبَّذَا امْرأةً هندٌ، এবং راكبَيْنِ الزيدان ، حَبَّذَا الزَّيْدَانِ رَجُلَيْنِ / رَاكِبَيْنِ حَبَّذَا هِنْدٌ امرأةً

অনুবাদ

افعال مدح و ذم হলো ঐ সকল ফেয়েল যা প্রশংসা ও নিন্দা সৃষ্টির জন্য গঠিত হয়েছে। সুতরাং সেগুলোর মধ্য থেকে হল نِعْمَ ও بِئْسَ। আর এ দু'টির শর্ত হল [১] فاعل টি معرف باللام হওয়া [২] অথবা معرف باللام এর দিকে মুযাফ হওয়া। [৩] অথবা এমন যমীর হওয়া, যার تمييز আনা হয়েছে نكرة منصوبة দ্বারা। [৪] অথবা ما দ্বারা যেমন : فَنِعِمَّا هِيَ । আর তারপর [فاعل এরপর] مخصوص এবং তা মুবতাদা হয় এবং তার পূর্বের শব্দটি হয় খবর। অথবা তা উহ্য মুবতাদার খবর হয়, যেমন : نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ। আর তার জন্য শর্ত হল এটি فاعل এর অনুগামী হবে। **[ফায়েদা]** আর بِئْسَ مَثَل الخ এবং তার অনুরূপ উদাহরণগুলো তা'বীলকৃত। কায়েদা : আর কখনো مخصوص কে বিলোপ করা হয়, যখন জানা যায়, যেমন : (نِعْمَ الْعَبْدُ)[৪] ও (فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ)[৫] । **[কায়েদা]** আর سَاءَ টি بِئْسَ এর মত। আর তার একটি হল حَبَّذَا। এর فاعل হল ذَا। আর এটির পরিবর্তন হয় না এবং তারপর مخصوص হয়। আর এর তারকীব نِعْمَ এর مخصوص এর তারকীবের মত। **[কায়েদা]** আর জায়েয আছে مخصوص এর পূর্বে এবং তারপরে تمييز বা حال হওয়া তার مخصوص এর মোতাবেক।

---

৪. সূরা সোয়াদ : আয়াত নং ৪৪

৫. সূরা যারিয়াত : আয়াত নং ৪৮

প্রশ্নমালা

[সংজ্ঞাগুলো আরবীতে মুখস্থ করতে হবে]

১. فعل কাকে বলে [আরবীতে] ? তার বৈশিষ্টগুলো উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

২. ماضي কাকে বলে ? مبني على الفتح কখন فعل ماضي হয়?

৩. مضارع فعل কাকে বলে ? حروف مضارع কি কি ? ইসমে ফায়েলের সাথে مضارع এর সামাঞ্জস্য কোথায় ? এবং مضارع এর বিশেষত্ব কি ?

৪. مضارع এর কোন সীগার কি আলামত ? আলামতে মুযারে কোথায় مضموم এবং কোথায় مفتوح হয় ?

৫. যখন نون تاكيد এবং نون جمع مؤنث মুযারেতে যুক্ত না হয়, তখন মুযারে মু'রাব হয় না কি মাবনী ? আর যখন এই নূন যুক্ত হয়, তখন তার হুকুম কি?

৬. مضارع এর ইরাব কি ? যখন মুযারে صحيح হয় এবং ضمير بارز مرفوع মুক্ত হয়, তখন মুযারেতে ইরাব কি হয় ? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৭. যখন বহুবচনের واو , দ্বিবচনের الف এবং مؤنث واحد এর ياء মুযারের সাথে যুক্ত থাকে, তখন মুযারের ইরাব কি হয়?

৮. যখন মুযারে معتل واوي বা يائي হয়, তখন তার ইরাব কিরূপ হয় ?

৯. যখন মুযারে معتل ألفي হয়, তখন তার ইরাব কিভাবে হয় ?

১০. যখন মুযারে نواصب ও جوازم মুক্ত হয়, তখন তার ইরাব কি হয়?

১১. مضارع এর نواصب কি কি ? أَنْ কোথায় উহ্য থাকে ? উদাহরণ দাও।

১২. عَلِمَ এবং তার مشتقات এর পর যে أَنْ আসে, সেটি কি ?

১৩. ظَنَّ এবং مشتقات তার এরপর যে أَنْ আসে, সেটি কি?

১৪. لَنْ এর অর্থ বর্ণনা করে উদাহরণ দাও।

১৫. إِذَنْ এর নসব দেয়ার জন্য কি কি শর্ত ? আর إِذَنْ যখন واو এবং فاء এরপরে আসে, তখন হুকুম কি ?

১৬. كَيْ এর অর্থ বর্ণনা কর এবং উদাহরণ দাও।

১৭. حتى কখন كَيْ বা إِلى এর অর্থ প্রদান করে ? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

১৮. যখন حتى দ্বারা বর্তমানকাল উদ্দেশ্য নেয়া হয়, তখন حتى এর অর্থ কি হয়? তখন سببيت এর অর্থ হয় কি না ? এর تفريعات গুলোর বিশ্লেষণ কর।

১৯. لام كي এর উদাহরণ দাও এবং لام جحود এর সংজ্ঞা দাও উদাহরণসহ?

২০. فاء এরপর أنْ উহ্য থাকার জন্য শর্ত কি কি ? এবং واو এরপর أنْ উহ্য থাকার জন্য শর্ত কি কি?

২১. أوْ এবং حروف عاطفة এরপর أنْ কখন উহ্য থাকে?

২২. أنْ কে কখন প্রকাশ করা জায়েয এবং কখন ওয়াজিব?

২৩. إذا ও كيفما কি কি এবং كلمات شرط কি কি এবং مضارع এর جوازم কি কি এর হুকুম কি?

২৪. لَمْ এবং لَمَّا কি কাজ করে ? উভয়টির মধ্যে পার্থক্য কি?

২৫. لام امر কি কাজ করে এবং তার ইরাব কি ? এবং لاء نهى কি কাজ করে? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

২৬. كلمات شرط কার পূর্বে প্রবেশ করে এবং কি কাজ করে এবং এগুলোকে কি বলা হয়?

২৭. যদি كلمات شرط এরপর উভয়টি مضارع হয় বা প্রথম ফেয়েলটি مضارع হয়, তাহলে তার ইরাব কি হবে? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

২৮. আর যদি শুধু দ্বিতীয় ফেয়েলটি مضارع হয়, তাহলে তার ইরাব কি হবে? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

২৯. كلمات شرط এর جزاء এর পূর্বে কখন فاء আসে এবং কখন আসে না?

৩০. فاء جزائية এর স্থলে কি আসে ? উদাহরণ দাও।

৩১. إنْ شرطية কোথায় উহ্য ধরে নেয়া হয়? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৩২. لا تَكْفُر تَدْخُلِ النَّارَ শুদ্ধ নয় কেন? এক্ষেত্রে কেসাঈ'র মতামত কি এবং কেন ?

৩৩. فعل امر কাকে বলে ? তা গঠনপ্রণালী বর্ণনা কর। فعل امر এর ইরাব কি এবং কিভাবে আসে ? امر এর শুরুতে همزه قطعي কখন আসে?

৩৪. فعل مجهول এর নাম কি ? فعل ماضي مجهول কিভাবে গঠিত হয় এবং فعل مضارع مجهول কিভাবে গঠিত হয়?

৩৫. ماضي معتل العين এবং مضارع معتل العين এর হুকুম উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৩৬. فعل متعدي এবং غير متعدي এর সংজ্ঞা দাও উদাহরণসহ ?

৩৭. এক مفعول, দুই مفعول ও তিন مفعول এর দিকে মুতাআদ্দী افعال কি কি?

৩৮. তিন মাফউলের দিকে মুতাআদ্দী ফেয়েলের প্রথম মাফউলের হুকুম কি এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাফউলের হুকুম কি?

৩৯. أفعال قلوب কাকে বলে ? أفعال قلوب কি? এগুলো কোথায় আসে ? কি কাজ করে এবং কি আমল করে?

৪০. أفعال قلوب এর বৈশিষ্ট্য চারটি উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৪১. যখন أفعال قلوب এক মাফউলের দিকে মুতাআদ্দী হয়, তখন তার অর্থ কি হয়?

৪২. أفعال ناقصة কাকে বলে ? أفعال ناقصة কি কি?

৪৩. قَعَدَتْ كَأَنَّهَا حَرْبَةٌ এবং ما جَاءَتْ حَاجَتَكَ এ দু'টি কিসের উদাহরণ ?

৪৪. أفعال ناقصة কিসের পূর্বে আসে ? কি কাজ করে এবং এগুলো ইরাব কি ?

৪৫. كان ناقصة এবং كان تامة এর অর্থ কি ? এবং كان زائدة কোনটি ?

৪৬. صار অর্থ কি ? اصبح, امسى, اضحى এর অর্থ তিনটি কি ? بات ও ظل এর দু'টি অর্থ কি?

৪৭. ما فتى ও ما برح , ما زال এর অর্থ কি?

৪৮. ما دام এবং ليس এর অর্থ কি?

৪৯. افعال ناقصة এর خبر কি তার ইসমের পূর্বে আসতে পারে? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৫০. কোন কোন افعال ناقصة এর خبر স্বয়ং افعال ناقصة এর পূর্বে আসতে পারে? কোনগুলোর পূর্বে আসতে পারে না ? কোনগুলোতে মতানৈক্য রয়েছে? ইবনে কাইসানের মতবিরোধ কোন সুরতে?

৫১. افعال مقاربة কাকে বলে ? افعال مقاربة কি ?

৫২. عسى এর হুকুম উদাহরণসহ বর্ণনা কর এবং كاد এর উদাহরণ দাও।

৫৩. كاد নফীর অধীনে আসলে তার অর্থ কি হয়? তিনটি মত সবিস্তারে আলোচনা কর। তৃতীয় মত অবলম্বণকারী যে শের দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন, সে শেরটি শুনাও এবং এক্ষেত্রে ব্যাখ্যাকারের মতামত কি ?

৫৪. অবশিষ্ট افعال مقاربة কি কি এবং সেগুলোর হুকুম কি ?

৫৫. فعل تعجب কাকে বলে ? তার ওজনগুলো কি কি এবং কোন কোন বাব থেকে গঠিত হয়?

৫৬. যে সকল বাব থেকে فعل تعجب গঠিত হয় না, সেগুলোতে কি পন্থা অবলম্বন করা হয়?

৫৭. فعل تعجب এর ওজনগুলোতে কোনো প্রকার রূপান্তর করা জায়েয আছে কি ? এ ব্যাপারে মাযানী রহ. এর মত কি ?

৫৮. ইমাম সীবওয়াইহি مَا أَفْعَلَهُ এর তারকীব কি করেন এবং ইমাম আখফাশ কি করেন ?

৫৯. ইমাম সীবওয়াইহি أَفْعِلْ بِهِ এর কি তারকীব করেন এবং আখফাশ কি করেন?

৬০. افعال مدح وذم কোন উদ্দেশ্য গঠন করা হয়েছে এবং তা কি?

৬১. بِئْسَ ও نِعْمَ এর জন্য চারটি শর্ত কি কি এবং এসব فعل গুলোর ফায়েলের পরে কি আসে ? এবং এর তারকীব কি হয় ?

৬২. مخصوص এর শর্ত কি এবং بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا এর তা'বীল কেন করতে হয় এবং তা'বীলটি কি?

৬৩. مخصوص কখন বিলোপ করা য়ায়? এর উদাহরণ দাও এবং তার করীনা কি?

৬৪. سَاءَ এর হুকুম বর্ণনা কর এবং حَبَّذَا এর আহকাম উল্লোখ কর।

৬৫. مخصوص এর পূর্বে বা পরে تمييز বা حال আসতে পারে কি? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

الحرف

ما دلَّ على معنًى فِي غيرِهِ، ومِن ثَمَّ احتاج فِي جزئِيّتِهِ إلى اِسمٍ، وفعلٍ.

[١-] حرُوفِ الجرِّ: (١)

ما وُضِع لِلإفضاءِ بفِعلٍ، أو معناه :إلى ما يلِيهِ.

وهِي : مِنْ، وإِلى، وحَتَّى، وفِيْ، والباءُ ، واللام، ورُبَّ، وواوُها، وواوُ القسمِ، وباءُهُ، وتاءُهُ، وعنْ، وعلى، والكافُ، ومذْ، ومنْذُ، وخلا ، وعدا، وحاشا.

[١-] فمِنْ للِابتِداء، والتبيِين، والتبعِيضِ، وزائِدة فِي غيرِ الموجب، خلافًا لِلكُوفِيّين والأخفشِ؛ وقد كان مِن مطرٍ، وشِبهُهُ : متأول.(٢)

[٢-] وإلى : للانتهاءِ وبمعنى" مع" قلِيلا.(٣)

[٣-] وحَتَّى كذلِك، وبمعنى "مع" كثيرًا؛ وتختصُّ بالظّاهِرِ خلافًا لِلمبرّد (٤)

[٤-] وفِي لِلظّرفِيّةِ وبمعنى على قلِيلا.(٥)

حرف এর আলোচনা

حرف ঐ কালিমা যা এমন অর্থ বুঝায় যা অন্যের মাঝে পাওয়া যায়। অর্থাৎ তার অর্থ স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়, অন্য শব্দের সাথে মিলানো ব্যতীত তার অর্থ বুঝা যায় না, যেমন – مِنْ [থেকে], فِيْ [মাঝে], إِلَى [দিকে,পর্যন্ত]। আর অর্থেরএই অসম্পূর্ণতার কারণে حرف বাক্যের অংশ হয় ঐ সময় যখন তা কোনো ইসম বা ফেয়েলের সাথে মিলিত হয়।

حروف جر এর বর্ণনা

১. جر এর আভিধানিক অর্থ হল : টানা, আকর্ষণ করা। আর حروف جر ঐ সকল হরফ যেগুলো فعل বা معنى فعل কে তার পরবর্তী শব্দ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার জন্য গঠিত হয়েছে। অথবা এভাবে বলা যায়, এগুলো فعل বা معنى فعل কে তার পরবর্তী শব্দের সাথে সম্পর্ক জোড়ে দেয়। আর معنى فعل দ্বারা উদ্দেশ্য হল, প্রত্যেক ঐ বস্তু যার থেকে فعل উদ্ভাবিত হয়, যেমন :

ظروف , حروف نداء , أسماء عاملة ,أسماء اشارة ইত্যাদি। যেমন : كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ। এবাক্যে লিখার সম্পর্ক কলমের সাথে জোড়ে দিয়েছে باء অব্যয়। অতএব তা حرف جر । এগুলো তাদের مدخول কে যের প্রদান করে এবং তাকে مجرور বলা হয়। حروف جر ১৭টি যথা :

باؤ تاء كاف ولام وواؤ مُنْذُ ومُذْ خَلا

رُبَّ، حَاشَا، مِنْ، عَدا، فِيْ، عَنْ، على، حتى، إلى

২. من চারটি অর্থ প্রদান করে (এক) ابتداء غايت এর জন্য অর্থাৎ সীমানার সূচনা বুঝানোর জন্য, যেমন : سِرْتُ مِنَ ديوْبَنْد إلى دِهْلِي আমি দেওবন্দ থেকে দিল্লী পর্যন্ত ভ্রমণ করেছি। (দুই) تبيين এর জন্য অর্থাৎ কোন অস্পষ্ট বিষয়কে সুস্পষ্ট করার জন্য, যেমন : سَأُعْطِيْكَ مَالًا مِنَ الدَّرَاهِم অচিরেই আমি তোমাকে দেরহাম থেকে কিছু মাল দিব। এ বাক্যে من الدراهم অস্পষ্ট মালকে স্পষ্ট করেছে যে, তা দেরহাম জাতীয়। (তিন) تبعيض এর জন্য অর্থাৎ কোনো বস্তুর কিছু অংশ বুঝানোর জন্য, যেমন : أَخَذْتُ مِنَ الدَّرَاهِم আমি কিছু দেরহাম নিয়েছি। (চার) زائدة [অতিরিক্ত হয়]। তার নিদর্শন হল, এটাকে যদি বাক্য থেকে বিলুপ্ত করে দেয়া হয়, তবে বাক্যের উদ্দেশ্যে বুঝতে কোনো বিঘ্নতা সৃষ্টি হবে না, যেমন : مَا جَاءَنِي مِنْ أَحَدٍ আমার নিকট কেউ আসে নি।

আর বসরার নাহবীদের মতে زائدة من শুধু غير موجب -এর হয়। অর্থাৎ ঐ বাক্যে যার মধ্যে نفي , نهى বা استفهام থাকে। আর কূফার নাহবী ও ইমাম আখফাশের মতে كلام موجب -এও زائدة من আসে, যেমন : আরবদের কথা قَدْ كَانَ مِنْ مَطَرٍ বৃষ্টি হয়েছে। এ বাক্যের مِنْ অতিরিক্ত। মুসান্নিফ রহ. বলেন, এ বাক্য দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যথার্থ নয়, কারণ এ বাগধারার مِنْ অব্যয় تبعيضية বা تبيينية অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ قَدْ كَانَ شَيئٌ مِنْ مَطَرٍ বা كَانَ بَعْضَ مَطَرٍ।

৩. إلى অব্যয়টি غايت انتهائے তথা সীমানার শেষ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। অতঃপর সেটা সময়ের দুরুত্বও হতে পারে, আবার স্থানের দুরুত্বও হতে পারে। আবার এ দু'টি ভিন্ন অন্য কিছুর দুরুত্বও হতে পারে, যেমন :

(ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)[১]

[এটি সময়ের উদাহরণ], ذَهَبْتُ إِلَى دِهْلِيَ [এটি স্থানের উদাহরণ], قَلْبِيْ إِلَيْكُمْ [এটি সময় বা স্থান ভিন্ন অন্য কিছুর উদাহরণ]। আর إلى অব্যয়টি কখনো مَعَ [সহ] অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যেমন : (لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَهُمْ إِلَى)[২] أَيْ مَعَ أَمْوَالِكُمْ (أَمْوَالِكُمْ

৪. حتى অব্যয়টিও إلى এর ন্যায় غايت انتهائے এর জন্য ব্যবহৃত হয়, যেমন : سِرْتُ حتى السُّوْقِ আমি বাজার পর্যন্ত ভ্রমণ করেছি। আর حَتَّى অব্যয়টি مع অর্থে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, যেমন : أَكَلْتُ السَّمَكَ حَتَّى رَأْسَهَا আমি মাথাসহ মাছটি খেয়েছি। আর حتى এবং إلى এর মধ্যকার পার্থক্য হল, حتى শুধু اسم ظاهر এর সাথে ব্যবহৃত হয়, কখনো যমীরের পূর্বে প্রবেশ করে না। আর إلى ইসমে যাহের ও যমীর উভয়ের শুরুতে প্রবেশ করে, যেমন : إلى البيت ও إليه এবং حتى الصُّبْحِ । তবে ইমাম মুবাররাদ রহ. বলেন- حتى ইসমে যাহেরের সাথে নির্দিষ্ট নয়, বরং যমীরের পূর্বেও প্রবেশ করে, যেমন : حتاه।

৫. في অব্যয়টি ظرفيت বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ তার ما بعد তার قبل এর জন্য স্থান বা কাল হওয়া বুঝায়, যেমন : صُمْتُ فِيْ رَمَضَانَ ও زَيْدٌ فِيْ الدَّارِ । আবার কখনো عَلى [উপর] অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন :

(لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ) (১)اى على جذوع النخل

আমি অবশ্যই তোমাদেরকে খেজুরের ডালের উপর শূলিতে চড়াবো।

---

১. সূরা বাকারা ; আয়াত নং : ১৮৭

২. সূরা নিসা ; আয়াত নং : ৬

অনুবাদ

حرف ঐ কালিমাকে বলে যা এমন অর্থ বুঝায় যেটি অন্যের মাঝে রয়েছে। তাই হরফ তার বাক্যের অংশ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ইসম বা ফেয়েলের মুখাপেক্ষী হয়। [১] حرف جر ঐ হরফ যা গঠিত হয়েছে কোনো ফেয়েল বা তার অর্থকে পৌঁছে দেয়ার জন্য তার দিকে যা তার সাথে মিলিত হয়, আর হল واو رب অর্থাৎ واو তার অর্থেরও , من , الى , حتى , في , باء , لام , رب , تبيين , ابتدا টি অব্যয়টি من [১] .الخ , تاء কমমের , باء কসমের , واو কসমের এবং تبعيض অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর كلام غير موجب -এ অতিরিক্ত হিসেবে। তবে কুফার নাহবী ও ইমাম আখফাশের এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। আর قَدْ كَانَ مِنْ مَطَرٍ ও তার অনুরূপ বাক্যগুলোতে তা'বীল বা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। [২] আর إلى উদ্দেশ্যের শেষ সীমা বুঝায়, আবার কখনো مَعَ [সহ] অর্থ প্রদান করে। [৩] আর حتى ও অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং مع অর্থে বহুল ব্যবহৃত হয়। আর তা ইসমে যাহেরের সাথে নির্দিষ্ট, ইমাম মুবাররদের বিপরীত। [৪] আর في অব্যয়টি ظرف [স্থান-কাল] বুঝায় এবং কখনো على অর্থে ব্যবহৃত হয়।

[٥-]والباءُ : لِلإلصاقِ، والاِستعانةِ، والمصاحبةِ، والمقابلةِ، والتعديةِ، والظّرفِيّةِ، وزائِدة فِي الخبرِ : وفِي الاِستفهامِ والنفي قِياسًا؛ وفِي غيرِهِ سَماعًا، نحوُ: بِحَسْبِكَ زيدٌ، وأَلْقى بيَدِهِ. (١)

[٦-] واللام : لِلاِختصاصِ، والتعلِيلِ، وبمعنى "عنْ" مع القولِ، وزائِدة، وبمعنى "الواو" فِي القسمِ لِلتعجب. (٢)

[٧-] ورُب : لِلتقليلِ. (٣)

[قاعدة] ولها صدرُ الكلامِ، مختصّة بنكِرةٍ موصُوفةٍ، على الأصح، وفِعلُها ماضٍ محذوفٍ غالباً. (٤)

[قاعدة] وقد تدخلُ على ضمِيرٍ مبهمٍ مميَّزٍ بنكِرةٍ منصُوبةٍ ، والضّمِيرُ مفرد مذكر، خلافًا لِلكُوفِيّين فِي مطابقةِ التمييزِ. (٥)

[قاعدة] وتلحقُها " ما " فتدخلُ على الجملِ. (٦)

১. باء ৭টি অর্থে ব্যবহৃত হয় (এক) إلصاق এর জন্য অর্থাৎ এক বস্তুকে অন্য বস্তুর সাথে মিলানোর জন্য, চাই حقيقةً মিলিত হোক বা حكمًا , যেমন : بِهِ دَاءٌ তার সাথে অসুস্থতা আছে। [এখানে حقيقةً মিলিত হয়েছে]। আর مَرَرْتُ بِزَيْدٍ আমি যায়েদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি। [এখানে حكمًا মিলিত হওয়া]। (দুই) استعانة এর জন্য অর্থাৎ সাহায্য বুঝানোর জন্য, যেমন : كتبتُ بِالْقَلَمِ আমি কলম দ্বারা লিখেছি। (তিন) مصاحبة তথা সঙ্গ বুঝানোর জন্য, যেমন : خَرَجَ زَيْدٌ بِأُسْرَتِه যায়েদ নিজ পরিবারের সঙ্গে বের হয়েছে। (চার) مقابلة তথা বিনিময় হওয়া বুঝানোর জন্য আসে, যেমন : بِعْتُ الثَّوْبَ بِدِرْهَمٍ আমি এক রোপ্য মুদ্রার বিনিময়ে কাপড়টি বিক্রয় করেছি। (পাঁচ) تعدية তথা لازم কে متعدي বানানোর জন্য, যেমন : ذهبْتُ بِزَيْدٍ আমি যায়েদকে নিয়ে গেছি। (ছয়) ظرفيت তথা স্থান হওয়া বুঝানোর জন্য, যেমন : جلسْتُ بالمَسْجِدِ আমি মসজিদে বসেছি। (সাত) অতিরিক্ত অর্থাৎ তার কোনো অর্থ থাকে না, যেমন : كَفَى بِاللهِ شَهِيْدًا أي كفي الله شهيدا আল্লাহ সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট ।

কায়েদা : باء অব্যয়টি মুবতাদার খবরে অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়। চাই তা বর্তমানে অবস্থানে খবর হোক বা মূল অবস্থায় খবর হোক। আর যখন هَلْ দ্বারা প্রশ্ন করা হয়, বা ما ও ليس দ্বারা বাক্য نفي করা হয়, তখন নিয়ম অনুযায়ী باء অতিরিক্ত হয়। আর অন্যত্র অতিরিক্ত হওয়া سماعي তথা শ্রুতিনির্ভর, যেমন : هَلْ زيدٌ بِقائِمٍ , لَيْسَ زيدٌ بِقَائِمٍ ,ما زيدٌ بِرَاكِبٍ سماعي এর উদাহরণসমূহ : بِحَسْبِكَ زَيْدٌ অর্থাৎ حسْبُكَ زَيْدٌ যায়েদ আপনার জন্য যথেষ্ট। এ বাক্যে মুবতাদার শুরুতে باء অতিরিক্ত হয়েছে। أَلْقَى بِيَدِه সে নিজের হাত নিক্ষেপ করেছে। অর্থাৎ এ বাক্যে মাফউলের শুরুতে باء অতিরিক্ত হয়েছে।

ফায়েদা : باء এর আরো দু'টি প্রসিদ্ধ অর্থ রয়েছে (এক) কসম অর্থে, যেমন : بِاللهِ لأَفْعَلَنَّ كَذَا আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই এটা করব। (দুই) تعليل তথা কারণ বর্ণনা করার অর্থে, যেমন :

(إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ العِجْلَ)[১]

নিশ্চয়ই তোমার নিজেদের উপর জুলুম করেছ -তোমরা বাছুর বানানোর কারণে।

২. لام তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। (এক) اختصاص তথা এক বস্তু অপর বস্তুর সাথে নির্দিষ্ট হওয়া বুঝানোর জন্য, যেমন : الجُلُّ للفَرَسِ জিন ঘোড়ার জন্য।

(দুই) تعليل তথা কারণ বর্ণনা করার জন্য, যেমন : ضَرَبْتُه للتأديْب আমি তাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রহার করেছি। এ বাক্যে প্রহার করার কারণ হল, শিষ্টাচার শিখানো। (তিন) زائدة অর্থাৎ তার কোনো অর্থ নেই, যেমন : رَدِفَ لَكُمْ তোমাদের রদীফ অর্থাৎ বাহনের উপর তোমাদের পিছনে উপবিষ্ট ব্যক্তি। এবাক্যে لام অতিরিক্ত হয়েছে। এছাড়া لام আরো দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয় (এক) عَنْ অর্থে । আর এটি তখন হয়, যখন لام টি قول এর সাথে ব্যবহৃত হয়, যেমন : قلتُ لِزَيْدٍ لَمْ يَفْعَلِ الشَّرَّ أي عَنْ زَيْدٍ আমি যায়েদ সম্পর্কে বলেছি যে, সে মন্দ কাজ করে নি। (দুই) واو অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর এ অর্থ ঐ কসমে হয় যেটি বিস্ময় প্রকাশ করার জন্য হয়। আর এখানে কসম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مقسم به অর্থাৎ যার কসম খাওয়া হয়, যেমন : لله لا يؤَخِّرُ الأَجَلُ أيْ واللهِ আল্লাহর কসম ! মৃত্যু বিলম্বিত হয় না।

৩. رُبَّ ব্যবহৃত হয় تقليل [স্বল্পতা]'র জন্য। অর্থাৎ কোনো বস্তুর স্বল্পতা বুঝানোর জন্য, যেমন : رُبَّ رَجُلٍ كَرِيْمٍ لَقِيْتُه অল্প সংখ্যক দানশীল ব্যক্তির সাথেই আমি সাক্ষাত করেছি।

---

[১]. সূরা বাকারা ; আয়াত নং : ৫৪

৪. **ফায়েদা :** رُبَّ বাক্যের শুরুতে আসে। আর বিশুদ্ধতম মতানুসারে তারপরে نكرة موصوفة আসে। অর্থাৎ এমন نكرة শব্দ আসে যেটি মাওসূফ হয় এবং তারপরে সিফাত আসে। উল্লেখিত উদাহরণে رُبَّ -এর পরে رجُل كَرِيْم এসেছে। আর করো করো মতে نكرة غير موصوفة ও আসতে পারে।

আর رُبَّ যে ফেয়েলের সাথে মুতাআল্লিক হয়, তা ফেয়েলে মাযী হয়, যেমন : উল্লেখিত উদাহরণে لَقِيْتُه ফেয়েল মাযী। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে করীনার উপস্থিতিতে এ ফেয়েলটি উহ্য থাকে, যেমন : সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের আলোচনা হচ্ছে, এমতাবস্থায় শুধু رُبَّ رَجُلٍ كَرِيْمٍ ও বলা যয়।

৫. **কায়েদা :** رُبَّ কখনো ضمير مبهم -এর শুরুতে প্রবেশ করে, যার কোন مرجع থাকে না এবং তার তামঈয হয় نكرة শব্দ, যা তামঈয হওয়ার ভিত্তিতে মানসূব হয়। আর এ যমীর সর্বদা মুফরাদ মুযাক্কার হয়, যদিও তার তামঈয দ্বি-বচন, বহুবচন ও মুয়ান্নাছ হয়, যেমন : رُبَّه رَجُلًا / رَجُلَيْنِ / رِجَالًا / امرأةً / نساءً। তবে কূফার নাহবীগণের বক্তব্য হলো- তামঈয অনুযায়ী যমীর হবে, যেমন : رُبَّه رَجُلًا ,رُبَّهُمَا رَجُلَيْنِ ,رُبَّهُمْ رِجَالًا শেষ পর্যন্ত।

৬. **কায়েদা :** رُبَّ এর সাথে যখন كافَّة ما মিলিত হয়, তখন তা رُبَّ কে আমল থেকে বিরত করে রাখে, আর তখন رُبَّمَا বাক্যের শুরুতে প্রবেশ করতে পারে, যেমন :

(رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا)[১]

কখনো কাফেররা আকাঙ্খা করবে। رُبَّ ও رُبَ [এর باء তাশদীদযুক্ত ও তাশদীদমুক্ত] একই শব্দ।

অনুবাদ

[৫] আর باء অব্যয়টি الصاق, استعانة , مصاحبة , مقابلة, تعدية এবং ظرفيت অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর মুবতাদার খবরে অতিরিক্ত হয়, استفهام ও

---

[১]. সূরা হিজ্‌র ; আয়াত নং : ২

نفي তে নিয়ম অনুসারে, অন্যস্থানে سماع বা শুনার উপর নির্ভর করে, যেমন : بِحَسْبِكَ زَيْدٌ [তোমার জন্য যায়েদ যথেষ্ট] ও أَلْقَى بِيَدِهِ তার হাত নিক্ষেপ করেছে। [৬] আর لام অব্যয়টি اختصاص এবং تعليل এর জন্য ব্যবহৃত হয়। আর قول এর সাথে عَنْ অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং অতিরিক্ত হয়। আর ঐ কসম যা বিস্ময়ের জন্য হয় তাতে واو অর্থে ব্যবহৃত হয়। [৭] আর رُبَّ আসে تقليل বুঝানোর জন্য [কায়েদা] তার স্থান বাক্যের শুরুতে হওয়া আবশ্যক। বিশুদ্ধতম মতানুসারে এটি نكرة موصوفة এর সাথে নির্দিষ্ট এবং তার ফেয়েল হয় মাযী, যা সাধারণত উহ্য থাকে। [কায়েদা] আর رُبَّ কখনো এমন ضمير مبهم এর শুরুতে আসে, যার তামঈয হয় نكرة منصوبة। আর যমীর মুফরাদ-মুযাক্কার হয়। তবে কূফার নাহবীদের বিপরীত তামঈয অনুযায়ী হওয়াতে। [কায়েদা] আর رُبَّ এর শেষে مَا যুক্ত হয়, তখন এটি جملة এর শুরুতে প্রবেশ করে।

[٨-] وواوُها : تدخلُ على نكِرةٍ موصُوفةٍ.

وواوُ القسمِ : إنما تكُونُ عِند حذفِ الفِعلِ لِغيرِ السُّوالِ، مختصة بالظّاهِرِ.

[٩-] والتاءُ : مِثلُها، مختصة بِاسمِ اللهِ تعالى.

والباءُ : أعمُّ مِنهُما فِي الجمِيعُ.

ويُتلقّى القسم باللامِ، وإنَّ، وحرفِ النفي.

وقد يُحذَفُ جوابهُ إذا اعترَضَ، أو تقدمَهُ ما يدلُّ عليهِ.

[١٠و١١] وعنْ : لِلمجاوزةِ، وعلى : لِلاِستعلاءِ.

[قاعدة] وقد تكُونانِ اِسمينِ بدخولِ: " مِنْ ".

[١٢-] والكافُ : لِلتشبيهِ، وزائِدة، وقد تكُونُ اِسمًا، وتختصُّ بالظّاهِرِ.

[١٣و١٤] ومذْ ومنذ : لِلزّمانِ : لِلاِبتداءِ في الماضِي، والظّرفِيّةِ في الحاضِرِ، نحوُ : ما رأيتُهُ مذْ شهرِنا، ومنذ يومِنا.

[١٥-١٧] وحاشَا وعدَا وخَلاَ : لِلاِستثناءِ.

৮. واو কখনো رُبَّ অর্থে ব্যবহৃত হয় আবার কখনো কসমের অর্থে। যখন এটি رُبَّ অর্থ প্রদান করে তখন তা نكرة موصوفة এর শুরুতে প্রবেশ করে। কারণ, সেটি رُبَّ অর্থ প্রদান করার কারণে তাতে رُبَّ এর হুকুম জারী হয়। আর তার সম্পর্ক হয় فعل ماضي এর সাথে যেটি সাধারণত উহ্য থাকে। [তবে رُبَّ অর্থ প্রদানকারী واو টি ضمير مبهم এর শুরুতে আসে না।]। যেমন : وبَلْدَةٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيْسُ কিছু শহর আছে এমন যেখানে কোন বন্ধু নেই।

আর واو قسم ফেয়েল বিলুপ্ত হওয়ার সময় ব্যবহৃত হয় এবং প্রশ্নের সাথে ব্যবহৃত হয় না, যেমন : واللهِ لأَفْعَلَنَّ كَذَا أَيْ أُقْسِمُ بِاللهِ ।

৯. تاء ও কসমের জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে শুধু আল্লাহ নামের সাথে। অবশিষ্ট أسماء حسنى তে تاء প্রবেশ করে না, যেমন : تاللهِ لأَكِيْدَنَّ أَصْنَامَكُمْ আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের প্রতিমাদেরকে প্রহার করব।

আর باء قسمية টি واو قسمية এবং تاء قسمية অপেক্ষা ব্যাপক। অর্থাৎ তাতে কসমের فعل উল্লেখও করা যায় আবার উহ্যও রাখা যায়। প্রশ্নের সাথেও আসে এবং প্রশ্ন ছাড়াও আসে। ইসমে যাহেরেও প্রবেশ করে, আবার যমীরেও প্রবেশ করে, যেমন : أُقْسِمُ باللهِ / بِكَ لأَفْعَلَنَّ كَذَا এবং জাবাবে কসমে লামে তাকীদ, إِنَّ (مكسورة), হরফে নফী ما ও لا প্রবেশ করানো হয়। এই হরফগুলো কসমকে ভবিষ্যৎ করে দেয়, যেমন :

والله لزيدٌ قائمٌ , والله لا يقُوْمُ زيدٌ , والله ما زيدٌ بقائم , والله إنَّ زيدًا قائمٌ

আর جواب قسم কে ঐ সময় বিলুপ্ত করা হয়, যখন বাক্যের মাঝে বা শেষে এমন কোন করীনা বিদ্যমান থাকে যেটি জবাবে কসমকে বুঝায়, যেমন : زَيْدٌ واللهِ زَيْدٌ قَائِمٌ ও واللهِ قائمٌ [এ দু'টি বাক্য যদিও বাস্তবে জবাবে কসম, কিন্তু শাব্দিকভাবে কসমের জবাব নয়, জবাবে কসম উহ্য রয়েছে]।

১০. عَنْ অর্থ প্রদান করে مجازات এর, তথা সামনে অগ্রসর হয়ে যাওয়া বুঝায়, যেমন : رَمَيْتُ السَّهْمَ عَنِ الْقَوْسِ আমি কামান থেকে তীর নিক্ষেপ

করেছি, অর্থাৎ তীর কামান থেকে দূর হয়েছে এবং সামনে অগ্রসর হয়েছে।

১১. على ব্যবহৃত হয় استعلاء তথা উপর বুঝানোর জন্য। চাই সে 'উপর' প্রকৃতভাবে হোক অথবা রূপকার্থে, যেমন: زيدٌ على السَّطْحِ যায়েদ ছাদের উপরে, ও عليه دَيْنٌ তার উপর ঋণ রয়েছে।

ফায়েদা : على কখনো باء অর্থ প্রদান করে, যেমন : مَرَرْتُ عَلَيْه أيْ بِهِ। আবার কখনো فِي অর্থ প্রদান করে, যেমন :

(وإنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ)أيْ فِيْ سَفَرٍ[1]

কায়েদা : কখনো عَلَى ও عَنْ ইসম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তখন এদের পূর্বে مِنْ আসে, যেমন : مِنْ عَنْ يَمِيْنِيْ আমার ডান দিক থেকে। من عليه তার উপর থেকে।

১২. ك তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়, যথা : (এক) تشبيه তথা উপমার অর্থে, যেমন : زيدٌ كَالأسَدِ (দুই) زائدة তথা অতিরিক্ত হিসেবে, যেমন :

(لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ)[2]

অর্থাৎ ليس مثله شئ। (তিন) مثل তথা অনুরূপ এর অর্থে, যেমন : يضحكن عن كالبرد তারা শিলার ন্যায় দাঁত দ্বারা হাঁসে। كاف اسمية শুধুই ইসমে যহেরে প্রবেশ করে, ইসমে যমীরের শুরুতে আসে না।

১৩-১৪. مُذْ ও مُنْذُ দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয় যথা : (এক) অতীতকালে সীমানার সূচনা বুঝানোর জন্য আসে, যেমন : ما رأيتُه مُذْ/مُنْذُ يَوْمِ الْجُمْعَةِ আমি তাকে জুম'আর দিন থেকে দেখিনি। (দুই) বর্তমানকালে ظرفيت বুঝানোর জন্য অর্থাৎ কোন কাজের পুরো সময় বুঝানোর জন্য, যেমন : ما رأيْتُه مُذْ / مُنْذُ يَوْمَيْنِ আমি তাকে দু'দিন যাবত দেখি না। অর্থাৎ আমার না দেখার পুর্ণ সময় হল দু'দিন।

১৫-১৭. عَدَا , خَلَا , حَاشَا । এ তিনটি استثناء এর জন্য ব্যবহৃত হয়, যেমন : جَاءَ الْقَوْمُ حَاشَا / خَلَا / عَدَا زَيْدٍ যায়েদ ব্যতীত সম্প্রদায়ের লোকেরা এসেছে।

---

[1]. সূরা বাকারা ; আয়াত নং : ২৮৩

[2]. সূরা শূরা : আয়াত নং : ১১

[আর যখন এ তিনটি শব্দ فعل হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তখন ما بعد কে নসব প্রদান করে এবং তখনও استثناء অর্থ প্রদান করে, যেমন : قَامَ الْقَوْمُ حَاشَا / خَلَا / عدَا زَيْدًا। এ বাক্যের অনুবাদও এটাই যে, যায়েদ ব্যতীত সম্প্রদায়ের লোকেরা এসেছে। আর যখন خَلَا ও عَدَا এর পূর্বে ما আসে, তখন এগুলো শুধু فعل হয়, حرف جر নয়।]

অনুবাদ

[৮] আর رُبَّ واو টি نكرة موصوفة এর উপর প্রবেশ করে। আর واو قسم উহ্য ফেয়েলের সাথেই ব্যবহৃত হয়, প্রশ্ন ব্যতীত। এটি ইসমে যাহেরের সাথে নির্দিষ্ট। [৯] আর تاء অব্যয়টি واو قسم এর মতো, শুধু আল্লাহর নামের সাথে ব্যবহৃত হয়। আর باء উভয়টি থেকে সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক। আর জবাবে কসমে لَا ,إِنْ ও حرف نفي মিলিত হয়। এবং কখনো কসমের জবাব বিলোপ করা হয়, যখন বাক্যের মাধ্যখানে আসে অথবা তার পূর্বে এমন বস্তু আসে যে, جواب কে বুঝায়। [১০,১১] আর عَنْ অতিক্রম অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর على উপর বুঝানোর জন্য আসে। **[কায়েদা]** আর কখনো عَنْ ও على উভয়টি ইসম হিসেবে ব্যবহৃত হয় مِنْ প্রবিষ্ট হওয়ার কারণে। [১২] আর كاف উপমার বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় এবং অতিরিক্ত হয়। আবার কখনো كاف ইসম হয় এবং ইসমে যাহেরের সাথে খাস হয়। [১৩-১৪] আর مُذْ ও مُنْذُ কাল বুঝানোর জন্য আসে। সূচনার জন্য অতীতকালে এবং ظرف বুঝানোর জন্য বর্তমানকালে, যেমন : ما رأيْتُه مُنْذُ يَوْمِنَا ও ما رأيْتُه مُذْ شَهْرِنَا। [১৫-১৭] আর خَلَا ,حَاشَا ও عَدَا ব্যবহৃত হয় استثناء এর জন্য ।

[٢-] الحرُوفُ المشبهةُ بالفِعلِ:

وهِي : إنَّ، وأنَّ، وكأنّ، ولكِنَّ، وليتَ، ولعلَّ.

[قاعِدة] ولها صدرُ الكلامِ، سِوى " أنَّ " فهِي بعكسِها. (١)

[قاعِدة] وتلحَقُها " ما " فتُلغى على الأفصح؛ وتدخلُ حينئِذٍ على الأفعالِ.(٢)

[١و٢] فإنَّ : لا تغيّرُ معنى الجملةِ و"أنَّ" مع جملتها في حكمِ المفرد.

ومِن ثَمَّ : وجب الكسرُ في موضِعِ الجملِ، والفتح في موضِعِ المفرد : فكُسِرتْ : اِبتداءً، وبعد القولِ، والموصُولِ.

وفُتحتْ :؛ فاعِلةً، ومفعُولةً، ومبتدأ، ومضافًا إليها.

[فائدة] وقالوا : " لولا أنك " لأنهُ مبتدأٌ، و :"لو أنك " لأنهُ فاعِل. (٣)

حروف مشبة بالفعل এর বর্ণনা

হরূফে আমেলার আরেকটি শ্রেণী হলো حروف مشبة بالفعل আর তা হল ছয়টি যথা : إِنَّ, أَنَّ , كَأَنَّ , لٰكِنَّ , لَيْتَ , لَعَلَّ । এগুলোর নাম রাখা হয়েছে حروف مشبة بالفعل , কারণ এগুলো শব্দগত ও অর্থগত উভয়ভাবে فعل এর সদৃশ হয়। শব্দগত فعل এর সাথে সদৃশ হয় দুই ভাবে যথা : (এক) যেভাবে فعل ماضي ফাতাহ'র উপর মাবনী হয়, এগুলোও ফাতাহ'র উপর মাবনী হয়। (দুই) فعل যেমনিভাবে ثلاثي, رباعي ও خماسي হয়, এগুলোও অনুরূপ হয়। আর অর্থগত সাদৃশ্য হল, এ সবগুলোই ফেয়েলের অর্থ প্রদান করে। প্রথম দু'টি حَقَّقْتُ অর্থ প্রদান করে। كأنَّ অব্যয়টি شَبَّهْتُ অর্থ প্রদান করে। لٰكِنَّ অব্যয়টি اسْتَدْرَكْتُ অর্থ প্রদান করে। لَيْتَ অব্যয়টি تَمَنَّيْتُ অর্থ প্রদান করে এবং لَعَلَّ অব্যয়টি تَرَجَّيْتُ এর অর্থ প্রদান করে। এই হরফগুলো جملة اسمية خبرية এর পূর্বে এসে মুবতাদাকে নিজের ইসম এবং খবরকে নিজের খবর বানিয়ে নেয়। এবং ইসমকে নসব দেয় আর খবরকে দেয় রফা'।

১. **কায়েদা :** এ সকল হরফ বাক্যের শুরুতে আসে তবে أَنَّ ব্যতিক্রম, কারণ তা বাক্যের মাঝে আসে। কেননা সেটি তার ইসম ও খবরকে নিয়ে মুফরাদের হুকুমে হয়ে বাক্যের অংশ হয়, যেমন : علمتُ أَنَّكَ قَائِمٌ । এ বাক্যে أَنَّكَ قَائِمٌ মাফউলে বিহি হয়েছে عَلِمْتُ ফেয়েল এর।

২. **কায়েদা :** যখন حروف مشبهةُ بالفعل এর পরে كافَّة ما যুক্ত হয় তখন অধিকতর বিশুদ্ধ মতানুযায়ী এগুলোর আমল রহিত হয়ে যায়। আর তখন এগুলো ফেয়েলের পূর্বেও প্রবেশ করতে পারে, যেমন : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ [জুমলায়ে ইসমিয়্যার উদাহরণ], [১](إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) [এটি জুমলায়ে ফে'লিয়্যার উদাহরণ]।

حروف مشبة بالفعل এর বিস্তারিত বর্ণনা

[১-২] إِنَّ [যেরযুক্ত] বাক্যের অর্থে কোনো ধরনের পরিবর্তন সাধন করে না, বরং বাক্যের অর্থে তাকীদ ও নিশ্চয়তা প্রদান করে। আর أَنَّ [যবরযুক্ত] বাক্যের অর্থ পরিবর্তন করে মুফরাদের হুকুমে নিয়ে যায়। [তবে তাকীদ ও নিশ্চয়তার অর্থে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না বরং তা অবশিষ্ট থাকে।]। তাই বাক্যের শুরুতে হলে কাসরা যুক্ত إِنَّ আনা আবশ্যক। আর যখন কোনো বাক্যকে মুফরাদের হুকুমে পরিণত করা উদ্দেশ্য হয়, তখন যবরযুক্ত أَنَّ আনা আবশ্যক। সুতরাং তিন স্থানে إِنَّ হবে। (এক) বাক্যের শুরুতে, যেমন : إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ। (দুই) قول এবং তা থেকে উৎপন্ন শব্দসমূহের পরে, যেমন : قلتُ إِنَّه قَائِمٌ। কেননা مقولة সর্বদা বাক্য হয়ে থাকে। (তিন) ইসমে মাওসূলের পর, কারণ ইসমে মাওসূলের صلة আসে, আর صلة সর্বদা স্বয়ং সম্পূর্ণ জুমলা হয়, যেমন : جَاءَنِي الَّذِي إِنَّ أَبَاهُ قَائِمٌ। আর চার স্থানে أَنَّ [যবরযুক্ত] আসে যথা : (এক) যখন জুমলা মুফরাদের হুকুমে পরিণত হয়ে ফায়েল হয়, যেমন : بلغَنِي أَنَّكَ مُنْطَلِقٌ। (দুই) অথবা মাফউল হয়, যেমন : سمعتُ أَنَّكَ ذَاهِبٌ। (তিন) অথবা

১

মুবতাদা হয়, যেমন : عِنْدِي أَنَّكَ قَادِرٌ। (চার) অথবা মুযাফ ইলাইহি হয়, যেমন : أَعْجَبَنِي أَنَّكَ قَاتِلٌ। উল্লেখিত চারটি স্থান হলো মুফরাদ হওয়ার স্থান। তাই এসব সুরতে أَنَّ [যবরযুক্ত] আনা হবে।

৩. **ফায়েদা :** لولا এর পরে মুবতাদা আসে এবং لو شرطية এর পরে ফেয়েল আসে। তাই এ দু'টির পর যদি أَنَّ হলে তাকে যবরযুক্ত পড়তে হবে, যাতে জুমলাটি মুফরাদের হুকুমে হয়ে মুবতাদা এবং উহ্য ফেয়েলের ফায়েল হতে পারে, যেমন : لو أَنَّكَ قَائِمٌ أَيْ لَوْ ও لو أَنَّكَ مُنْطَلِقٌ انْطَلَقْتُ/ ما انطلقتُ وقَعَ قِيَامُكَ।

অনুবাদ

ঐ সকল হরফ যেগুলোকে ফেয়েলের সাদৃশ্য সাব্যস্ত করা হয়েছে আর সেগুলো হল إِنَّ, أَنَّ , كَأَنَّ , لكنَّ , لَيْتَ, لَعَلَّ । **[কায়েদা]** আর এগুলো বাক্যের শুরুতে আসে, أَنَّ ব্যতীত, সুতরাং এটি সেগুলোর বিপরীত। **[কায়েদা]** আর এগুলোর শেষে ما মিলিত হয়, তখন এগুলোর আমল রহিত হয়ে যায়, বিশুদ্ধতম মতানুযায়ী। আর তখন এগুলো فعل এর পূর্বে আসতে পারে। [১-২] সুতরাং إِنَّ বাক্যের অর্থে কোন পরিবর্তন সাধন করে না। আর أَنَّ তার জুমলাসহ মুফরাদের হুকুমে পরিণত হয়। তাই বাক্য হলে যের দেয়া ওয়াজিব আর মুফরাদ হলে যবর দেয়া ওয়াজিব। সুতরাং কাসরা দেয়া হবে বাক্যের শুরুতে, قول এরপরে এবং موصول এরপরে। আর যবর দেয়া হবে فاعل হওয়া অবস্থায়, مفعول হওয়া অবস্থা, مبتدأ হওয়া অবস্থায় এবং مضاف اليه হওয়া অবস্থায়। **[ফায়েদা]** আর আরবরা বলে لولا أَنَّكَ , কারণ এটি মুবতাদা। আর বলে- لو أَنَّكَ , কারণ এটি فاعل হয়েছে।

[قاعدة] و إنْ جاز التقديْرانِ : جاز الأمرانِ، نحوُ :" مَنْ يُّكرِمني فإنِّي أُكْرِمهُ " وع :

إذا انَّهُ عبدُ القفا واللّهازِمِ.

وشِبهُهُ. (١)

[تفريع- ١]

ولِذالِك : جاز العطفُ على اِسمِ المكسُورةِ : لفظًا او حكمًا بالرّفعِ، دون المفتوحةِ، ويُشترطُ مضِيُّ الخبرِ لفظًا او تقديرًا، خلافًا لِلكُوفِيّين، ولا أثرَ لِكونِهِ مبنيًّا، خلافًا لِلمبرّد والكسائِي، فِي مِثلِ : " أنَّك وزيد ذاهِبانِ " و "لكِنَّ" كذالِك.

১. কায়েদা : যদি কোনো স্থানে মুফরাদ এবং জুমলা উভয়টি হওয়ার সম্ভবনা থাকে, তাহলে সেখানে যেরযুক্ত إنَّ ও যবরযুক্ত أنَّ উভয়ই হতে পারে, যেমন : مَنْ يُكْرِمُنِيْ فَانِّيْ أكْرِمُه। এবাক্যের দু'টি সুরত হতে পারে। (এক) فجزاءُه مَنْ يُكْرِمُنِيْ فإني أكرمُه তখন أنَّ কে যবরযুক্ত পড়তে হবে। (দুই) أكْرِمُه তখন إنّ টি যেরযুক্ত পড়তে হবে। প্রথম সুরতে أنَّ মুফরাদের স্থানে এসেছে। [কারণ সেখানে মুবতাদার খবর হয়েছে], আর দ্বিতীয় সুরতে জুমলার স্থানে এসেছে।

তেমনিভাবে যখন انَّ ইসম ও খবরসহ اذا مفاجاتية এরপরে আসবে, তখন যবর ও যের উভয়টি জায়েয। কবি বলেন –

كُنْتُ أرَى زَيْدًا كَمَا قِيْلَ : سَيِّدًا * إذَا انَّه عَبْدُ الْقَفَا واللَّهازِمِ

আমি যায়েদকে -লোক মুখে প্রসিদ্ধ কথা অনুযায়ী- সরদার মনে করতাম, কিন্তু হঠাৎ সে ঘাড়ের পশ্চাদ দিক ও চোয়ালের গোলাম সাব্যস্ত হল।

এ বাক্যে দু'টি সুরত হতে পারে যথা : (এক) إذا هو إنَّه الخ এমতাবস্থায় إن তার ইসম ও খবর মিলে জুমলা হয়ে মুবতাদার খবর হবে। (দুই, اذا

عُبُوْدِيَّتَه لِلْقَفَا واللَّهَازِمِ ثَابِتَةٌ এমতাবস্থায় أَنَّ তার ইসম ও খবর মিলে ব্যখ্যাকৃত মুফরাদ হয়ে মুবতাদা।

قوله وشبهه অর্থাৎ উল্লেখিত কবিতার ন্যায় স্থানে, যেখানে মুফরাদ ও জুমলা উভয়ই হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে, সেখানে হামযাতে যের ও যবর উভয় পড়া জায়েয আছে।

প্রথম তাফরী : কাসরাযুক্ত إِنَّ বাক্যের অর্থে কোনো রূপ পরিবর্তন সাধন করে না, আর যবরযুক্ত أَنَّ বাক্যকে মুফরাদের হুকুমে পরিণত করে। এই কায়েদাকে কেন্দ্র করে মুসান্নিফ রহ. বলেন, কাসরাযুক্ত إِنَّ এর [নসব যুক্ত] ইসমের উপর কোনো ইসমকে রফা'র সাথে আতফ করা জায়েয আছে, তার স্থানগত ইরাবের ভিত্তিতে। কারণ, إِنَّ এর ইসম মূলত মুবতাদা, তার ইরাব হলো রফা'। আর إِنّ বাক্যের অর্থে কোনো পরিবর্তন ঘটায় না।

তবে যবরযুক্ত أَنَّ এর ইসমের মহলের উপর ভিত্তি করে রফা'র সাথে আতফ করা জায়েয নেই। কারণ এটি বাক্যের অর্থ পরিবর্তন করে মুফরাদের হুকুমে রুপান্তরিত করে দেয়। তাই তার ইসম মহল হিসেবে মারফূ' থাকে না। সুতরাং إِنَّ زيدا ظريفٌ وعمرٌو বলা শুদ্ধ। এতে عمرٌو এর আতফ করা হয়েছে زيدا এর মহলের উপর।

এখানে আরো দু'টি বিষয় লক্ষনীয় :

(এক) إِنَّ কাসরাযুক্ত হওয়ার শর্ত ব্যাপক, চাই لفظاً কাসরাযুক্ত হোক, যেমন : إِنّ زيدًا قائمٌ وعمرٌو قاعدٌ। অথবা حكماً কাসরাযুক্ত হোক। যেমন : علمْتُ أَنَّ زيدًا قائمٌ وعمرٌو قاعدٌ। এতে أَنَّ টি যদিও لفظاً যবরযুক্ত, কিন্তু حكماً যেরযুক্ত। কেননা, عَلِمَ এবং তার থেকে নির্গত শব্দসমূহের পর যে أَنَّ আসে, সেটি [সাধারণ أَنَّ এর মত] মুফরাদের হুকুমে হয় না, বরং জুমলার হুকুমে হয়। কারণ মূলত এটি মুবতাদা।

(দুই) কাসরাযুক্ত إِنَّ -এর ইসমের মহলের উপর আতফ জায়েয হওয়ার শর্ত হলো معطوف 'র পূর্বে إِنَّ এর খবর আসা। চাই لفظاً আসুক, যেমন : إِنّ زيدا قائمٌ وعمرو قاعدٌ অথবা تقديرا আসুক, যেমন : إِنّ زيدا وعمرو قاعدٌ। এ

বাক্যে মা'তূফ আলাইহি'র খবর ضمنا পূর্বে এসেছে। আর মা'তূফের খবর তা বুঝাচ্ছে। আর যদি إنَّ -এর খবর لفظاًও পূর্বে না আসে এবং تقديراও পূর্বে না আসে, তাহলে رفع এর সাথে আতফ করা শুদ্ধ নয়, যেমন : ان زيدًا وعمرو ذاهبان বলা শুদ্ধ নয়, কারণ উভয়ের খবর একত্রে পরে এসেছে। তেমনিভাবে إنَّكَ وزيدٌ ذاهبَانِ বলাও শুদ্ধ নয় । যদি এ সকল উদাহরণে আতফ শুদ্ধ হয়, তাহলে এক মা'মূলের দুই আমেল হওয়া আবশ্যক হয়, যা সঠিক নয়। আর এটা বসরার নাহবীগণের মত।

আর কূফার নাহবীগণের মতে إنَّ -এর ইসমের মহলের উপর রফা'র সাথে আতফ করার জন্য পূর্বে 'খবর' আসা শর্ত নয়। তাদের মতে إنَّ زيدًا وعمرٌو ذَاهِبَانِ বলা শুদ্ধ।

বলাবাহুল্য, উল্লেখিত আতফ বৈধ হওয়ার জন্য অধিকাংশ নাহবীগণ মা'তূফের পূর্বে 'খবর' আসার যে শর্তারোপ করেছেন, তা ব্যাপক অর্থাৎ إنَّ -এর ইসম মু'রাব হোক বা মাবনী সর্বাবস্থায় এই শর্ত প্রযোজ্য। মাবনীর ক্ষেত্রেও এই শর্তকে উপেক্ষা করা যাবে না। আর মুবাররাদ ও কিসাঈ বলেন, খবর পূর্বে আসার শর্ত শুধু মু'রাব ইসমের ক্ষেত্রে লক্ষনীয়। ইসমটি যদি মাবনী হয় তাহলে এই শর্ত লক্ষনীয় নয়। সুতরাং তাঁদের মতানুসারে إنَّكَ وزيدٌ ذاهبان বলা শুদ্ধ। কারণ إنَّ -এর ইসম যমীর, আর তা মাবনী।

নোট : حروف مشبهة الفعل এর لكنَّ ও কাসরাযুক্ত إنَّ এর অনুরূপ,অর্থাৎ لكنَّ এর ইসমের মহলের উপর রফা'র সাথে আতফ করা শুদ্ধ, মা'তূফের পূর্বে 'খবর' আসার শর্ত সাপেক্ষে। কারণ, إنَّ এর মত لكنও বাক্যের অর্থে কোনো পরিবর্তন সাধন না, যেমন : لم يرْكبْ زيدٌ لكنَّ عمرًوا خارج و بكرٌ । এবাক্যে بكر এর আতফ হয়েছে عمروا এর মহলের উপর।

অনুবাদ

[কায়েদা] যদি দু'টি সূরত মেনে নেয়া শুদ্ধ হয়, তাহলে উভয়ই শুদ্ধ, যেমন إذَا انَّه عَبْدُ القَفَا واللَهَازِم ও কবিতাংশ مَنْ يُكْرِمُنِي فَانِّي أكْرِمُه [কিন্তু হঠাৎ

সে ঘাড়ের পশ্চাদ দিক ও চোয়ালের গোলাম সাব্যস্ত হল।] এবং অনুরূপ [স্থানে]।

[اللَّهْزِمَةُ : চোয়ালের উঁচু হাড়। আর এমন হাড় দু'টি হয়, ব.ব : لَهَازِمُ](১)।

[প্রথম তাফরী'] আর এজন্য কাসরাযুক্ত إنَّ-এর ইসমের উপর لفظاً বা محلا রফা'র সাথে আতফ করা বৈধ, যবরযুক্ত أنَّ এর ইসমের বৈধ নয়। আর لفظاً বা تقديرا খবরটা পূর্বে থাকা শর্ত। এ ব্যাপারে কূফাবাসী নাহবীগণের মতবিরোধ রয়েছে। আর ইসম মাবনী হওয়ায় তাতে কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না। তবে إنَّكَ وزيد ذاهبان এ জাতীয় উদাহরণে ইমাম মুবার্‌রাদ ও কিসাঈ মতবিরোধ করেন। আর لكن এমনই।

[تفريع-২]

ولِذلِك : دخلتْ اللام المكسُورةُ، دونها على الخبرِ؛ أو الاِسمِ : إذا فصِل بينهُ وبينها، أو على ما بينهُما؛ وفِي " لكِنَّ " ضعِيف.

[قاعدة] وتخففُ المكسُورةُ فيلزِمها اللام، ويجوزُ اِلغاؤها، ويجوزُ دخولُها على فِعلٍ مِن أفعالِ المبتدا، خلافًا لِلكُوفِيّين فِي التعمِيمِ. (١)

[قاعدة] وتخففُ المفتوحةُ : فتعملُ فِيضمِير شأنٍ مقدرٍ، فتدخلُ على الجملِ مطلقًا، وشذَّ اِعمالُها فِي غيرِهِ؛ ويلزِمها مع الفِعلِ السِّينُ، والسّوف، أو قد، أو حرفُ النفي. (٢)

দ্বিতীয় তাফরী' : "إنَّ বাক্যের অর্থে কোনো পরিবতর্ন ঘটায় না আর أنَّ বাক্যের অর্থ পরিবর্তন করে দেয়" উল্লেখিত এই কায়েদার আলোকে এটি দ্বিতীয় তাফরী'। মুসান্নিফ রহ. বলেন- কাসরাযুক্ত إنَّ -এর খবরের পূর্বে لام تاكيد যুক্ত করা যায়, তবে যবরযুক্ত أنَّ এর খবরের পূর্বে لام تاكيد যুক্ত করা যায় না।

---

١. اللَّهْزِمَةُ : عظمٌ ناتئٌ في اللحى تحت الحنَك. و هما لِهْزِمَتَان.(ج) لهَازِمُ [المعجم الوسيط]م.

কারণ لام تاكيد বাক্যের অর্থকে তাকীদ করে। সুতরাং এটি সেই إنَّ এর খবরে আসবে যে বাক্যের অবস্থানকে অটুট রাখে। আর সেই أنَّ এর খবরে আসতে পারে না যে বাক্যকে আমূল পরিবর্তন করে মুফরাদের হুকুমে নিয়ে যায়। এমনিভাবে لام تاكيد [কাসরাযুক্ত] إنَّ -এর ইসমের পূর্বেও আসে, যখন إنَّ এবং তার ইসমের মাঝে فصل হয়। তবে [যবরযুক্ত] أنَّ -এর ইসমের পূর্বে প্রবেশ করে না। এমনিভাবে لام تاكيد সেই শব্দের পূর্বেও আসে যা [যেরযুক্ত] إنَّ এর ইসম ও খবরের মাঝে متعلقات جملة হিসাবে আসে, যেমন : إنَّ زيدًا لقائمٌ , إنّ زيدا لطَعَامَك آكِل ,إنَّ في الدارِ لزَيْدًا অবশ্যই যায়েদ তোমার খাবার আহারকারী।

আর لكن তে এই তিন স্থানে لام تاكيد যুক্ত করা দুর্বল। কারণ, لكنَّ তে লামে তাকীদের সাথে সেই সাদৃশ্য নেই যা إنَّ তে আছে।

১. **কায়েদা :** যখন [কাসরাযুক্ত] إنّ কে مخفف করা হয় অর্থাৎ নূনকে তাশদীদমুক্ত করা হয়, তখন লামে তাকীদ যুক্ত করা আবশ্যক। যাতে إنْ مخففة এবং إنْ نافية এর মাঝে পার্থক্য হয়ে যায়, যেমন : إنْ زيدٌ قائمٌ । এ বাক্যের إنْ হল نافية অর্থাৎ যায়েদ দন্ডায়মান নয়। আর إنْ زيدٌ لقائمٌ বাক্যের إنْ হলো مخففة।

উল্লেখ্য, تخفيف অবস্থায় তার আমলকে الغاء তথা রহিত করাও জায়েয। আর তখন তা সেসব ফেয়েলের পূর্বেও প্রবেশ করতে পারবে, যেগুলো মুবতাদা খবরের পূর্বে প্রবিষ্ট হয়, যেমন : افعال قلوب ,افعال ناقصة ইত্যাদি। যেমন : [১](إنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً), [২](وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ) । আর কূফার নাহবীদের মতে মুবতাদা ও খবরের শুরুতে প্রবেশকারী افعال এর সাথে কোনো বিশেষত্ব নেই, বরং সব ধরনের افعال এর পূর্বেই আসতে

---

[১]. সূরা বাকরা ; আয়াত নং : ১৪৩

[২]. সূরা শূআরা ; আয়াত নং : ১৮৬

পারে, সুতরাং إِنْ قَتَلْتَ لَمُسْلِماً বলা শুদ্ধ। তবে বসরার নাহবীদের মতে, এই ব্যবহারটি দুর্বল।

২. **কায়েদা :** যখন [যবরযুক্ত] أَنَّ কে مخفف করে দেয়া হয়, তখন তার ইসম হয় যমীরে শান, যা ধরে নেয়া হয়। আর তখন এটি সর্বপ্রকার বাক্যের পূর্বে প্রবেশ করতে পারে, চাই তা জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হোক বা জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। আর فعلية ও ব্যাপক, চাই তাতে এমন কোনো ফেয়েল থাকুক যা শুধু জুমলায়ে ইসমিয়াতেই প্রবেশ করে, অথবা এরূপ ফেয়েল না হোক। তাবে তখন ফেয়েলের পূর্বে قد, سين, سوف বা حرف نفي আসা আবশ্যক, যেমন :

أَنْ قَدْ [৪]، أَفَلَا يَرَوْنَ أَنْ لا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ [৩] عَلِمَ أَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَرْضَى
[৫] أَبْلَغُوْا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ

আর [যবরযুক্ত] أَنَّ তাখফীফ হওয়ার পর 'যমীর শান' ব্যতীত অন্য কোথাও আমল করা দুর্লভ।

অনুবাদ

[দ্বিতীয় তাফরী'] আর এ কারণেই কাসরাযুক্ত إِنَّ এর সাথে لام প্রবেশ করে, যবরযুক্ত أَنَّ এর সাথে নয়, খবরে বা ইসমে যখন ইসম ও إِنَّ এর মাঝে فصل থাকে, অথবা ঐ শব্দে যা উভয়ের [إِنَّ ও তার اسم এর] মাঝখানে আসে। আর لٰكِنَّ তে দুর্বল। **[কায়েদা]** কাসরাযুক্ত إِنَّ কে مخففة করা হয়, তখন তার জন্য لام আবশ্যক এবং তার আমল রহিত করাও জায়েয। আর এটাকে মুবতাদার افعال থেকে কোনো فعل এর পূর্বে প্রবেশ করানো জায়েয। তবে কূফার নাহবীদের মতবিরোধ রয়েছে ব্যপকতায় । [অর্থাৎ তাদের মতে সর্বপ্রকার افعال এর পূর্বেই প্রবেশ করতে পারে]। **[কায়েদা]** আর [যবরযুক্ত] أَنَّ কে مخففة

---

৩. সূরা মুজ্জাম্মেল ; আয়াত নং : ২০
৪. সূরা ত্ব-হা ; আয়াত নং : ৮৯
৫. সূরা জিন ; আয়াত নং : ২৮

করা যায়, তখন এটি উহ্য যমীরে শানে আমল করে। সুতরাং তা সর্বপ্রকার বাক্যে প্রবেশ করে। আর তাকে যমীরে শান ব্যতীত অন্য কোথাও তার আমল দুর্লভ। আর তার জন্য فعل এর সাথে قد, سين, سوف বা حرف نفي আবশ্যক।

[٣-] وكأنَّ : لِلتشبيهِ، وتُخفَّفُ فتلغى على الأفصح. (١)
[٤-] ولٰكِنَّ : لِلإستدراكِ : تتوسَّطُ بين كلامينِ متغايِرينِ معنًى، وتُخفَّفُ فتلغى، ويجوزُ معها الواوُ. (٢)
[٥-] وليتَ : لِلتمنِّي، وأجاز الفرّاءُ : ليتَ زيدًا قائمًا. (٣)
[٦-] ولعلَّ : لِلترجّي ؛وشذَّ الجرُّ بها. (٤)

১. তৃতীয় اسم جامد مشبة الفعل হল كأنَّ। আর كأنَّ এর খবর যদি হয়, তাহলে তা উপমার অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন : كأنَّ زيدًا أسدٌ যায়েদ যেন সিংহ অর্থাৎ সিংহের ন্যায় বীরপুরুষ। আর যখন তার খবর فعل, ظرف বা اسم مشتق, جار مجرور হয়, তখন তা সন্দেহ ও ধারণার অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন : كأنَّ زيْدًا يَقُوْمُ / قَائمٌ / عندك / في الْبَيْتِ অর্থাৎ ধারণা এমন যে.. । আবার كأنَّ কখনো তাখফীফ হয়, তখন বিশুদ্ধতম ব্যবহার অনুযায়ী তার আমল রহিত হয়ে যায়, কারণ তখন ফেয়েলের সাথে তার সাদৃশ্য অবশিষ্ট থাকে না।

২. চতুর্থ حرف مشبهة بالفعل হল لٰكِنَّ। আর لٰكِنَّ ইসতেদরাকের জন্য ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ পূর্বের বাক্য থেকে সৃষ্ট সন্দেহকে বিদূরিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়, যেমন : غابَ القومُ لٰكنَّ عمروًا حاضرٌ। আর لٰكنَّ এমন দু'টি বাক্যের মাঝে আসে অর্থের বিবেচনায় যে বাক্য দু'টি পরস্পর বিরোধ হয়। একটি না-বাচক হলে অপরটি হ্যাঁ-বাচক, এই বৈপরীত্য শব্দগতও হতে পারে বা অর্থগতও হতে পারে, যেমন : جَاءَ زَيْدٌ لٰكِنَّ عمرًوا لم يجئْ
زيدٌ حاضرٌ لٰكنَّ عمروا غائبٌ [এ বাক্যের বৈপরীত্য শব্দগত]
[এবাক্যের বৈপরীত্য অর্থগত] কেননা শাব্দিকভাবে উভয় অংশ হ্যাঁ-বাচক,

তবে বিপরীত অর্থবোধক। কারণ, একজন উপস্থিত এবং অপরজন অনুপস্থিত। আর কখনো لٰكِنَّ কে তাখফীফ করা হয়। অর্থাৎ নূনকে তাশদীদমুক্ত করা হয়, তখন তা আমল করে না। কারণ, ফেয়েলের সাথে তার সাদৃশ্য তখন ক্ষীণ হয়ে যায়। আর لٰكِنَّ এর সাথে واو ও উল্লেখ করা হয়, চাই لٰكِنَّ তাশদীদ যুক্ত হোক বা তাশদীদ মুক্ত হোক, যেমন : جاء زيدٌ ولٰكنْ عمروًا لم يجئْ / ولٰكنّ عمروًا لم يجئْ।

৩. পঞ্চম حرف مشبهة بالفعل হল لَيْتَ। আর لَيْتَ অসম্ভব (১) বিষয়ের আকাঙ্খার প্রকাশ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়, যেমন : لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُوْدُ হায় ! যৌবন যদি ফিরে আসত!। আর ইমাম ফাররা বলেন- لَيْتَ এর পরবর্তী উভয় অংশকে নসব দেয়া জায়েয, কারণ لَيْتَ অর্থ أَتَمَنَّى, সুতরাং তার উভয় অংশ মাফউল হওয়ার ভিত্তিতে মানসূব হবে, তাই لَيْتَ زَيْدًا قَائِمًا বলা তাঁর মতে শুদ্ধ।

৪. ষষ্ঠ حرف مشبهة بالفعل হল لَعَلَّ। আর لَعَلَّ সম্ভব কাজের আশা ব্যক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়, যেমন : لَعَلَّ الْمُسَافِرَ قَادِمٌ সম্ভবত মুসাফির এসে যাবে। আর لَعَلَّ দ্বারা তার পরবর্তী শব্দকে جر দেয়া দুর্লব, যেমন কবি বলেন-

لَعَلَّ أَبِي الْمِغْوَارِ مِنْكَ قَرِيْبُ

কারণ এটি اعراب حكائي হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, অর্থাৎ أَبُو الْمِغْوَارِ নামটি أَبِي الْمِغْوَارِ দ্বারা প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে ।

অনুবাদ

[৩] আর كَأَنَّ উপমার জন্য এবং তাকে مخففة করা হয় সুতরাং তার আমল রহিত হয়ে যায় বিশুদ্ধতম ব্যবহারে। [৪] আর لٰكِنَّ ইসতেদরাকের

---

১. সম্ভব-অসম্ভব উভয়ের জন্যই ব্যবহৃত হয়।

জন্য, দু'টি পারস্পরিক বিপরীত অর্থকবোধক বাক্যের মাঝে আসে। আর এটাকে مخففة করা হয়, তখন তার আমল রহিত হয়ে যায়। আর তার সাথে واو ও আসে। [৫] আর لَيْتَ আকাঙ্খা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। আর ফাররা নাহবী ليتَ زيدًا قائمًا তারকীবকে জায়েয বলেছেন। [৬] আর لعلَّ আশা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। আর এর দ্বারা جر দেয়া দুর্লভ।

الحروف العاطفة [-٣]

وهِي : الواوُ والفاءُ، وثمَّ، وحتى، و أو، وإمّا ، وأم، ولا، وبل، ولِكِنْ. [١-٤] فالأربعةُ الأوّلُ لِلجمعِ : فالواوُ : لِلجمعِ مطلقًا، لا ترتيب فِيها، والفاءُ : لِلترتيب، وثمَّ : مِثلُها بمهلةٍ ؛ وحتى : مِثلُها؛ ومعطُوفُها جزء مِن متبوعِهِ ، لِيُفِيد قُوَّةً أو ضُعفًا.

[٥-٧] و أو، وإمّا، وأم : لأحد الأمرينِ مبهمًا.

[قاعدة] (١)

وأم المتصِلةُ : لازِمة لِهمزةِ الاِستفهامِ : يلِيها أحد المستوِيينِ والآخرُ الهمزةَ : بعد ثبوتِ أحدهما لِطلب التعيِينِ :

[ألف] ومِن ثمَّ : لم يجُزْ : " أرأيت زيدًا أم عمروًا؟ ".

[ب] ومِن ثمَّ : كان جوابها بالتعيِينِ، دون نَعَمْ، أو لَا.

[قاعدة] والمنقطِعةُ : كبَلْ، والهمزةِ، مِثلُ : " إنها لإبلٌ أوْ شاةٌ ". (٢)

[قاعدة] و"إمّا" قبل المعطُوفِ عليهِ لازِمة مع اِمّا، جائِزة مع أو. (٣)

[٨-١٠] ولا، وبلْ، ولِكِنْ : لأحدهِما معيّنًا؛ ولِكِن : لازِمة لِلنفي.

حروف عاطفة এর বর্ণনা

حروف عاطفة এর আরেক প্রকার হলো حروف غير عاملة। এগুলো দশটি, যা কিতাবে উল্লেখ রয়েছে।

[১-৪] حتى , ثم , فاء ,واو এ চারটি অব্যয় মা'তূফ ও মা'তূফ আলাইহিকে একই হুকুমে আবদ্ধ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। অতঃপর واو সাধারণভাবে একত্র করে, যেমন : جاءنى زيدٌ و عمرٌو অর্থাৎ যায়েদ ও আমর উভয় এসেছে। এবাক্যে একথা বলা হয় নি যে, একত্রে এসেছে নাকি আগে-পিছে এসেছে, বিলম্বে নাকি অবিলম্বে এবং এ কথাও বলা হয় নি, প্রথমে কে এসেছে? আর فاء ও ثُمَّ তে ধারাবাহিকতার অর্থ বিবেচিত হয়। فاء তে শুধু ধারাবাহিকতা আর ثُمَّ তে ধারাবাহিকতার সাথে বিলম্বের বিষয়টিও থাকে, যেমন : جاءَنِي زيد فعمرٌو অর্থাৎ যায়েদের পর তাৎক্ষণিক আমর এসেছে। جاءَنِي زيدٌ ثُمَّ عمرٌو অর্থাৎ যায়েদের কিছুক্ষণ পর আমর এসেছে।

এই ধারাবাহিকতা ও বিলম্বের ফায়েদা দানের ক্ষেত্রে حتى অব্যয় ثم এর মতো। [তবে পার্থক্য হল, حتى তে বিলম্ব কম হয়, আর ثم তে বেশি হয়]। আর حتى তে معطوف عليه এর অংশ হয়, আর ثُمَّ তে এটা হয় না। معطوف টি অতঃপর অংশ, চাই দুর্বল অংশ হোক বা সবল, যেমন : قَدِمَ الحاجُّ حتى الْمُشَاةُ ও ماتَ الناسُ حتى الأَنْبِيَاءُ। আর অংশ হওয়ার কারণ হল, মা'তূফে শক্তি বা দুর্বলতার ফায়েদা অর্জিত হওয়া। অর্থাৎ যাতে একথা জানা যায় যে, মা'তূফটি মা'তূফ আলাইহি থেকে শক্তিশালী অথবা দুর্বল। [আর তৃতীয় পার্থক্য হল, حتى তে অবকাশ হয় ذهني , আর ثُمَّ তে হয় خارجي]

[৫-৭] أم , إما ,أو এ তিনটি হরফ দু'টি বিষয়ের কোনো একটি অনির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য আসে, অর্থাৎ বক্তার কাছে সেটি নির্দিষ্ট হয় থাকে না, যেমন : جاءَ زيدٌ أوْ / إمَّا / أمْ عمرٌو অনির্দিষ্টভাবে যে কোনো একজন এসেছে]।

১. **কায়েদা :** أم দুই প্রকার যথা : منقطعة ও متصلة। أم متصلة এর সাথে همزة استفهام জরুরী। আরোও জরুরী হলো, মা'তূফ ও মা'তূফ আলাইহি'র কোনো একটি أمْ এর সাথে, অপরটি হামযায়ে ইসতেফহামের সাথে সংযুক্ত হবে,যেমন : أزيدٌ عندك أم عمروٌ অর্থাৎ অনির্দিষ্টভাবে

একজন উপস্থিত শ্রোতার নিকট আছে, বক্তা নির্দিষ্ট করতে চাচ্ছে যে, সে কি যায়েদ না আমর? [ক] তাই أرأيتَ زيدًا أم عمرًا শুদ্ধ নয়। কারণ زيدًا হামযার সাথে যুক্ত নয়।

[খ] আর তাই উত্তরে শুধু نَعَمْ অথবা لَا বলা যথেষ্ট নয়, বরং উভয়ের মধ্য হতে একজন নির্দিষ্ট করা জরুরী।

২. **কায়েদা :** أمْ এর দ্বিতীয় প্রকার أمْ منقطعة। এটি بل এবং همزة -এর অর্থ প্রদান করে, অর্থাৎ ام منقطعة তে প্রথম কথা থেকে বিমুখতা এবং পরবর্তী কথা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা হয়, যেমন : কেউ দূর থেকে একদল পশুর পাল দেখে বলল, إِنَّهَا لَإِبِلٌ أَمْ شَاةٌ অর্থাৎ এগুলো উট, নাহ- বরং এগুলো কি ছাগল ? অর্থাৎ নিশ্চিতরূপে এগুলো তো উট নয়। সুতরাং এগুলো কি ছাগল ?

৩. **কায়েদা :** যখন কোনো বাক্যে إمّا দ্বারা আতফ করা হয়, তখন মা'তূফ আলাইহি'র পূর্বে আরো একটি إمَّا বৃদ্ধি করা আবশ্যক। তবে أو দ্বারা আতফ করার ক্ষেত্রে একথা জরুরী নয়, যেমন : جاءَنِي إمَّا زيدٌ وإمَّا عَمْرٌو। আর এটা জরুরী হওয়ার কারণ হলো, শ্রোতাকে প্রথম থেকেই একথা বুঝিয়ে দেয়া যে; বাক্যটি সন্দেহযুক্ত।

[৮-১০] لا, بلْ ও لكِنْ দ্বারা মা'তূফ ও মা'তূফ আলাইহি'র কোনো একটিকে নির্দিষ্ট করে হুকুম লাগানো হয়, যেমন : جاءَنِي زيدٌ لا بل عمرٌو অর্থাৎ শুধু আমর এসেছে। ما قام زيدٌ لكن عمرٌو। আর لكن এর জন্য نفي আবশ্যক, চাই نفي টা لكنْ এর পূর্বে হোক বা পরে, যেমন : قام زيدٌ لكنْ عمرو لم يقُم ।

অনুবাদ

حروف عاطفة হল واو, فاء, ثُمَّ, حتى, اوْ, إمّا, أم, لا, بلْ, لكنْ ।

১-৪] সুতরাং প্রথম চারটি একত্র করণের জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং واو সাধারণ একত্র বুঝায়, তাতে কোনো ধারাবাহিকতা থাকে না। আর فاء ধারাবাহিকতা

বুঝায়। আর ثُمَّ তার মতো, বিলম্বসহ। আর حَتَّى তার মত, তবে حتى এর মা'তূফ তার মাতোফ আলাইহি'র অংশ হয়, যাতে শক্তি বা দুর্বলতার ফায়েদা দান করে। [৫-৭] আর أَوْ, أَمْ ও إِمَّا অস্পষ্টভাবে দুই বস্তুর একটির জন্য আসে। **[কায়েদা]** أم متصلة হামযায়ে ইসতেফহামের জন্য আবশ্যক। আর দু'টো সমান বস্তুর কোনো একটি তার সাথে মিলিত হয়ে আসে এবং অপরটি হামযার সাথে মিলিত হয়ে আসে। তাদের একটি সাব্যস্ত হয়ে যাবার পর নির্ধারণ করার জন্য। [ক] আর এ কারণেই أرأيتَ زيدًا أم عمرًا জায়েয নয়। [খ] এজন্য তার উত্তর নির্দিষ্টকরণ দ্বারা হয়ে থাকে, نَعَمْ ও لا দ্বারা নয়। **[কায়েদা]** আর ام منقطعة হলো بل ও همزة এর মতো, যেমন : انها لابل بل شاة। **[কায়েদা]** আর মা'তূফ আলাইহি'র পূর্বে إِمَّا অন্য একটি إِمَّا এর সাথে হওয়া আবশ্যক, او এর ক্ষেত্রে জায়েয। [৮-১০] আর لا, بَلْ ও لٰكِنْ দু'টির একটিকে নির্দিষ্ট করার জন্য আসে, আর لٰكِنْ নফীকে আবশ্যক করে।

حرُوفُ التنبيه [-٤]

أَلَا، وأَمَا، وهَا.

[٥-]حرُوفُ النِّداءِ:

يا : أعَمُّها؛ وأيَا، وهَيَا : لِلبعِيد؛ وأيْ، والهمزةُ : لِلقرِيب.

[٦-] حرُوفُ الايجاب

نَعَمْ، وَبَلَى، وإيْ، وأجل، وجَيرِ، وإنَّ.

فَنَعَمْ : مقرِّرةٌ لِما سبَقَها؛ وبلى : مختصّة بإيجاب النفي ؛ وإي : لِلإثبات بعد الاستفهامِ؛ ويلزمُها القسم.

وأجَلْ، و جَيْرِ، وإنَّ : تصديقٌ لِلمخبرِ.

[৪] حروف تنبيه এর বর্ণনা

حروف غير عاملة এর আরেক প্রকার হল حروف تنبيه। আর তা হচ্ছে ঐসব হরফ যা সম্বোধিত ব্যক্তির উদাসীনতা দূর করে, যাতে মনোযোগসহ কথা শ্রবণ করে। এমন অব্যয় তিনটি, যথা : أَلَا, أَمَا , هَا । প্রথম দু'টি জুমলায়ে ইসমিয়া ও ফে'লিয়া উভয়ে ক্ষেত্রে আসে, যেমন : [১](أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ) শোনো! আল্লাহর স্মরণ দ্বারা অন্তর প্রশান্ত হয়। [২](أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ) শোনো ! তারাই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী। أَمَا لاَ تَفْعَلِ الشَّرَّ শোনো ! মন্দ কাজ করো না। أَمَا إِنَّ زَيْدًا لَقَائِمٌ শোনো! নিশ্চয়ই যায়েদ দন্ডায়মান। আর هَا জুমলায়ে ইসমিয়ার ও মুফরাদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, যেমন : هَا هَذَا الْكِتَابُ سَهْلٌ جِدًّا শোনো! এ কিতাবটি খুবই সহজ। এবাক্যে ها হরফে তানবীহ যা জুমলায়ে ইসমিয়াতে এসেছে। আর দ্বিতীয় ها ইসমে ইশারা ذا এর পূর্বে এসেছে। এটিও হরফে তানবীহ যা মুফরাদের উপর এসেছে।

[৫] حروف نداء এর বর্ণনা

حروف غير عاملة এর আরেক প্রকার হল حروف نداء। এগুলো শ্রোতেকে মনোযোগী করার জন্য ব্যবহৃত হয়। حروف نداء পাঁচটি يَا , أَيَا , هَيَا , أَيْ এবং همزة। এগুলোর মধ্যে يَا সবচেয়ে ব্যাপক। অর্থাৎ এটি নিকটবর্তী ও দূরবর্তী উভয় আহবানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া এটি ندبة ও استاثة তেও ব্যবহৃত হয়। আর أَيَا ও هَيَا দূরবর্তীকে আহবান করার জন্য আসে। আর أَيْ ও همزة নিকটবর্তীকে আহবানের জন্য আসে।

---

১. সূরা রা'দ ; আয়াত নং : ২৮
২. সূরা বাকারা ; আয়াত নং : ১২

[৬] حروف إيجاب এর বর্ণনা

حروف غير عاملة এর আরেক প্রকার হল حروف إيجاب। আর তা হচ্ছে ঐসব হরফ যার দ্বারা উত্তর প্রদান করা হয়। এগুলো ছয় যথা : [১] نَعَمْ পূর্বের বাক্যকে ঠিক রাখার জন্য, যেমন : أَمَا جَاءَ زَيْدٌ বা أَجَاءَ زيدٌ। এর উত্তরে نَعَمْ বলা হবে। তখন বাক্যের অর্থ হবে, হ্যাঁ! যায়েদ অবশ্যই এসেছে / আসে নি। [২] بَلَى না-বাচক বাক্যের উত্তরে এসে হ্যাঁ-বাচক করে দেয়। আর তা نفي এর সাথে নির্দিষ্ট, যেমন আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ)[৩] আমি কি তোমাদের 'রব' নই ? মানুষ উত্তর দিল بَلَى কেন নয় ? অর্থাৎ আপনিই আমাদের রব। [৩] اى প্রশ্নের পর প্রমাণ করার জন্য আসে। আর তার সাথে কসম আবশ্যত, যেমন :[৪] (أَحَقٌّ هُوَ) উত্তর,[৫] (إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ) [পরকালের শাস্তি কি বাস্তব বিষয় ? উত্তর : হ্যাঁ, আমার রবের শপথ ! তা বাস্তব বিষয়] [৪-৬] جَيْرِ, أَجَلْ এবং إِنَّ : সংবাদ দাতার সত্যায়নের জন্য ব্যবহৃত হয়, যেমন : أَجَاءَكَ زَيْدٌ ? উত্তরে أَجَلْ বা جَيْرِ বা إِنَّ বলা হয়, আর তার মর্ম হয় আপনি সঠিক বলেছেন, যায়েদ আমার নিকট এসেছে।

অনুবাদ

حروف تنبيه : أَلَا , أَمَا , هَا । حروف نداء : يا অধিক ব্যাপক। أَيَا ও هَيَا দূরবর্তীর জন্য, أَيْ ও همزة নিকটবর্তীর জন্য। حروف ايجاب : نَعَمْ , بَلَى , إِنَّ , جَيْرِ , إِيْ , أَجَلْ । সুতরাং نَعَمْ তার পূর্ববর্তী বাক্যকে প্রমাণিত করার জন্য আসে। আর بَلَى কে নফীর সাথে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। إِيْ প্রশ্নের পর প্রমাণিত করার জন্য আসে এবং তার জন্য কসম আবশ্যক। إِنَّ ও جَيْرِ, أَجَلْ সংবাদদাতাকে সত্যায়ন করার জন্য আসে।

---

৩. সূরা আ'রাফ ; আয়াত নং : ১৭২
৪. সূরা ইউনুস ; আয়াত নং : ৫৩
৫. সূরা ইউনুস ; আয়াত নং : ৫৩

: حرُوفُ الزِّيادة [-٧]

إنْ وأنْ ومَا ولَا، ومِنْ، والباءُ، واللام.

[١-] فإنْ : مع ما النافِيةِ،وقلّتْ مع ما المصدرِيّةِ، ولمّا.(١)

[٢-] وأنْ : مع لمَّا، وبين لو والقسمِ، وقلّتْ مع الكافِ.(٢)

[٣-] و مَا : مع إذا، ومتى، وأيٌّ، وأيْنَ، وإنْ : شرطًا ؛ وبعضِ حرُوفِ الجرّ، وقلّتْ مع المضافِ.(٣)

[٤-] ولا : مع الواو بعدَ النفي، و أنْ المصدرِيّةِ، وقلّتْ قبلَ أقْسِمُ، وشذّتْ مع المضافِ.(٤)

[٥-٧] ومِنْ، والباءُ، واللام : تقدَّم ذكرُها.(٥)

حروف زيادة এর বর্ণনা

حروف زيادة এর আরেক প্রকার حروف غير عاملة। এগুলো হলো ঐ হরফ যার কোন অর্থ হয় না, শুধু ভাষার সৌন্দর্যের বৃদ্ধির জন্য বাক্যে রাখা হয়। এমন হরফ ৮টি যথা : إنْ , أنْ , مَا , لَا , مِنْ , باء , ل و ك। [মুসান্নিফ রহ. ك ছেড়ে দিয়েছেন]।

১. إنْ তিন স্থানে অতিরিক্ত হয় যথা : (এক) ما نافية এর পরে, (দুই) ما مصدرية এর পরে এবং (তিন) لَمَّا এর পরে, যেমন : ما إنْ زيدٌ قائمٌ যায়েদ দন্ডায়মান নয়। أنْتَظِرُ ما إنْ يَجْلِسِ الأمِيْرُ আমীর বসে থাকা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। لَمَّا إنْ جلسْتَ جَلسْتُ যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি বসে থাকবে, আমিও বসে থাকব। কিন্তু ما مصدرية এবং لَمَّا এর সাথে إنْ زائدة এর ব্যবহার কম।

২. أنْ তিন স্থানে অতিরিক্ত হয়, যথা : (এক) لَمَّا এর পরে, যেমন :

(فَلَمَّا أَنْ جاءَ البَشِيْرُ)[১]

সুতরাং যখন সুসংবাদদাতা এলো।

(দুই) واللهِ أَنْ لَوْ قَامَ زيدٌ قُمْتُ : যেমন। قسم ও لو এর মাঝে আল্লাহর কসম! যদি যায়েদ দাঁড়ায়, তবে আমি দাঁড়াব এবং (তিন) كاف جارة এর সাথে। তবে এর ব্যবহার কম। জনৈক কবি বলেছেন, كأنْ ظَبْيَةٍ تَعْطُوْ إلى وَارِقِ السَّلَمِ হরিণ যেন সজীব-সতেজ সালাম বৃক্ষের দিকে ধাবিত হয়।

৩. مَا তিন স্থানে অতিরিক্ত হয় যথা : (এক) إذَا, مَتَى, أيٌّ, أينَ, إنْ شرطية এই কলমাত شرط এর পরে, যেমন : إذَا مَا / مَتَى مَا صُمْتَ صُمْتُ, إمَّا تَقُمْ أَقُمْ, (أيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الأسْمَاءُ الحُسْنى)[২], أيْنَمَا تَجْلِس أجْلِس [إمّا মূলত إنْ مَا ছিল, নূনকে মীমের মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে]। (দুই) হুরূফে জর مِنْ, عَنْ, ب, ك এর পরে, যেমন : (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ)[৩], زيدٌ صديقي ও (مِمَّا خَطِيْئَاتِهِمْ أُغْرِقُوْا)[৪], (عَمَّا قَلِيْلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِيْنَ)[৫] غضبتَ مِنْ : صديقي كمَا أنَّ عمروا أخِيْ। (তিন) মুযাফের পর, যেমন غَيْرِ ما جُرْمٍ আপনি অকারণে রাগান্বিত হয়েছেন। তবে এ ব্যবহারটি খুবই কম।

৪. لا চার স্থানে অতিরিক্ত হয়, (এক) واو عاطفة এর পরে, যখন এটি নফীর পর আসবে, যেমন : ما جاءنى زيد ولا عمرو। (দুই) ان مصدرية এর

---

[১]. সূরা ইউসূফ ; আয়াত নং : ৯৬
[২]. সূরা বনী ইসরাইল ; আয়াত নং : ১১০
[৩]. সূরা আল ইমরান ; আয়াত নং : ১৫৯
[৪]. সূরা মুমিনুন ; আয়াত নং : ৪০
[৫]. সূরা নুহ ; আয়াত নং : ২৫

পরে, যেমন : [১](مَا مَنَعَكَ أَنْ لَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ) তোমাকে সিজদা করতে কিসে বাঁধা দিল, যখন আমি তোমাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম?

(তিন) قسم এর পূর্বে, যেমন : [২](لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ) এই শহরের শপথ করছি! তবে এ ব্যবহার কম হয়। (চার) মুযাফের পরে, যেমন কবি বলেন – وَما شَعَرَ سَرَى لا حُوْرٍ فِي بئرٍ ধ্বংসের কূপে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, অথচ তা উপলব্ধিও নেই। حُوْر টি حَائِرَةٌ এর বহুবচন। অর্থ : ধ্বংস। আর لا অতিরিক্ত। তবে এ ব্যবহারটি দুর্লভ।

৫. مِنْ, ب ও ل এর বর্ণনা حروف جر এর আলোচনায় গত হয়ে গেছে, [তেমনিভাবে ك এর বর্ণনা ও চলে গেছে]।

অনুবাদ

حروف الزيادة সাতটি যথা : إِنْ , أَنْ , مَا , لَا , مِنْ , باء , ل و ك । (এক) إِنْ অব্যয়টি ما نافية এর সাথে এবং ما مصدرية ও لما এর সাথে অল্প ব্যবহৃত হয়। (দুই) আর أَنْ অব্যয়টি لما এর সাথে এবং لو ও قسم এর মাঝে এবং ك এর সাথে অল্প ব্যবহৃত হয়। (তিন) আর ما অব্যয়টি اذا, متى , أَيٌّ, أَيْنَ, إِنْ شرطية এর সাথে, এমতাবস্থায় যে তা শর্তের জন্য হয়, কিছু হরফে জরের সাথে, আর খুব কম ব্যবহৃত হয় মুযাফের সাথে। (চার) আর لا অব্যয়টি নফীর পর واو এর সাথে, أن مصدرية এর সাথে, আর أقسم এর পূর্বে খুব কম ব্যবহৃত হয় আর মুযাফের সাথে দুর্লভ। (পাঁচ-সাত) مِنْ, ب ও ل এর আলোচনা পূর্বে হয়েছে।

---

১. সূরা আ'রাফ ; আয়াত নং : ১২

২. সূরা বালাদ ; আয়াত নং : ১

[٨-] حرفا التفسِيرِ

أيْ، وأنْ : فأنْ مُختصَّةٌ بما في معنى القولِ.

[٩-] حرُوفُ المصدرِ

ما، وأنْ، وأنْ : فالأوَّلانِ : لِلفِعلِيَّةِ، وأنَّ : لِلاِسمِيَّةِ.

[١٠-] حرُوفُ التحضِيضِ

هَلاَّ، وألاَّ، ولوْلا، ولوْما : لها صدرُ الكلامِ، ويلزمها الفِعلُ لفظاً أوْ تقديراً.

[١١-] حرفُ التّوقُّعِ

قَدْ : وهِي في المضارِعِ للتقلِيلِ.

[৮] حروف تفسير এর বর্ণনা

حروف تفسير এর আরেক প্রকার হল حروف غير عاملة। এগুলো হলো ঐসব হরফ যা সংক্ষিপ্ত বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এমন হরফ দু'টি, যথা : أيْ, أنْ। أيْ জুমলা এবং মুফরাদ উভয়ের ব্যাখ্যার জন্য আসে, যেমন : الغَضَنْفَر أيْ الأسَدُ ও قَتَلَ زَيْدٌ بَكْرًا أي ضَرَبَهُ ضَرْبًا شَدِيْدًا। আর أنْ এরূপ فعل এর ব্যাখ্যা করে, যা قول এর অর্থবোধক হয়, যেমন :

(نَادَيْنَاهُ أنْ يَا إبْرَاهِيْمُ)[৩]

এবাক্যে نَادَيْنَا ফেয়েলটি قلنا অর্থ প্রদান করছে এবং أنْ يَا إبْرَاهِيْمُ হল

[৩]. সূরা সাফফাত ; আয়াত নং : ১০৪

তার ব্যাখ্যা।

[৯] حروف مصدر এর বর্ণনা

حروف غير عاملة এর আরেক প্রকার حروف مصدر । আর এ হরফগুলো ফেয়েলকে মাসদারের অর্থে অথবা জুমলাকে মাসদারের তা'বীলে পরিণত করে দেয়। এমন হরফ তিনটি, যথা : مَا , أَنْ , أَنَّ। প্রথম দু'টি জুমলায়ে ফেলিয়ার শুরুতে প্রবেশ করে এবং তাকে তা'বীল কর মাসদারের হুকুমে পরিণত করে, যেমন : [১](ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ) যমীন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল। [২](فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوْا) তার সম্প্রদায়ের উত্তর ছিল শুধু- ইহা বলা। عَلِمْتُ أَنَّكَ قَائِمٌ আমি তোমার দন্ডায়মান হওয়া জেনেছি।

[১০] حروف تحضيض এর বর্ণনা

حروف غير عاملة এর আরেক প্রকার حروف تحضيض । এই হরফগুলো দ্বারা সম্বোধিত ব্যক্তিকে কোনো কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়। এমন হরফ চারটি, যথা : هَلَّا , أَلاَّ , لَوْلَا , لَوْمَا। এ চারটি হরফের চাহিদা বাক্যের শুরুতে আসা এবং এগুলো ফেয়েলের শুরুতে আসে, চাই ফেয়েলটি لفظًا হোক বা معنًى , চাই ماضي বা مضارع, যেমন : / هَلَّا / أَلَّا / لَوْلَا / لَوْمَا ضَرَبْتَ تَضْرِبُ زَيْدًا তুমি কেন যায়েদকে প্রহার করলে না / প্রহার কর না । [তবে যখন مضارع তে প্রবেশ করে বাস্তবেই উদ্বুদ্ধ করা উদ্দেশ্য হয়, আর যখন ماضي তে প্রবেশ করে তখন তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করা উদ্দেশ্য হয়, যেমন : هَلَّا تَضْرِبُ زَيْدًا যায়েদকে কেন প্রহার কর না ? অর্থাৎ তাকে প্রহার করা উচিত। আর هَلَّا أَكْرَمْتَ زَيْدًا যায়েদকে কেন সম্মান করলে না, অর্থাৎ তোমার এ কাজটি

---

[১]. সূরা তাওবা ; আয়াত নং :১১৮

[২]. সূরা আনকাবুত ; আয়াত নং : ২৪

আফসোস যোগ্য।]

[১১] حرف توقع এর বর্ণনা

حرف توقع حروف غير عاملة এর আরেক প্রকার । এ হরফ যার দ্বারা এমন আশা-প্রসন্ন বিষয়ের সংবাদ দেয়া হয়। এমন একটি হরফ قَدْ, যেমন : قَدْ يَقْدَمُ الْمُسَافِرُ الْيَوْمَ আশা করা যায় আজ মুসাফির আসবেন। আর فعل مضارع তে قد কখনো تقليل [স্বল্পতা] বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়, যেমন : قَدْ يَصْدُقُ الْكَذُوْبُ চির-মিথ্যুকও কখনো সত্য কথা বলে। [আর যখন মাযীতে প্রবেশ করে, তখন কখনো নিকটবর্তী করা, কখনো নিশ্চয়তা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়, যেমন : قَدْ رَكِبَ এই মাত্র আরোহণ করল। (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ)[৩] অবশ্যই মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে]।

অনুবাদ

حروف تفسير হলো أَنْ ও أَيْ। সুতরাং أَنْ নির্দিষ্ট ঐ ফেয়েলের সাথে যেটি قول এর অর্থ প্রদান করে। حروف مصدر হলো مَا , أَنْ , أَنَّ । অতঃপর প্রথম দু'টি জুমলায়ে ফেলিয়্যার জন্য। আর ان জুমলায়ে ইসমিয়্যার জন্য। حروف تحضيض হলো هَلَّا , أَلاَّ , لَوْلَا , لَوْمَا । এগুলো বাক্যের শুরুতে আসে এবং এগুলোর জন্য ফেয়েল আবশ্যক, চাই لفظًا হোক বা معنًى হোক । আর এটি حرف توقع হল قَدْ । আর এটি مضارع তে আসে স্বল্পতার অর্থ প্রদান করে।

حرفَا الإستفهام [-١٢]

الهمزةُ، وهل : لهُما صدرُ الكلامِ، تقُولُ : "أزيدٌ قائِمٌ" و"أقَامَ زَيدٌ "-- وكذلِك هلْ.
[قاعدة] والهمزةُ : أعمُّ تصرُّفًا، تقُولُ : " أزيدًا ضربتَ " و" أتضرِبُ زيْدًا وهُو أخوك" و " أزيد عِندك أمْ عمروٌ ؟ و : (أثُمَّ إذَا مَا وَقَعَ) و : (أفَمَنْ كَانَ)

[৩] সূরা মুমিনুন ; আয়াত নং : ১

و : (أوَ مَنْ كَانَ).

حرفا الإستفهام এর বর্ণনা [১২]

حروف غير عاملة এর আরেক প্রকার حرفا الإستفهام । এগুলো দ্বারা কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়। এমন হরফ ১০টি, যথা : [যবরযুক্ত হামযা] أ , هَلْ , ما , مَنْ , ماذا , أيُّ , أيَّانا , أنَّى , متى , أيْنَ । মুসান্নিফ রহ. এগুলো থেকে শুধু প্রথম দু'টি বর্ণনা করেছেন। همزة ও هل এ দু'টি বাক্যের শুরুতে আসে, যেমন : أ / هل قَامَ زيدٌ أ/ هَلْ زيدٌ قائمٌ

কায়েদা : هَلْ অপেক্ষা همزة অধিক ব্যবহৃত, অর্থাৎ همزة এমন স্থানেও আসে, যেখানে هل আসে না, যেমন : [ক] হামযার পরে ফেয়েল আসা জরুরী নয় তবে هل ফেয়েলে لفظى কে চায়। সুতরাং أزيداً ضربتَ বলা শুদ্ধ। কিন্তু هل زيدا ضربتَ বলা শুদ্ধ নয়। [খ] استفهام انكارى তে শুধু হামযা ব্যবহৃত হয়, هل ব্যবহৃত হয় না। [গ] ام এর সাথেও শুধু হামযা আসে هل আসে না। সুতরাং أزيدٌ عندك ام عمروٌ বলা শুদ্ধ, তবে এ স্থানে هل ব্যবহার করা সঠিক নয়। [ঘ] حروف عاطفة তেও শুধু হামযা প্রবেশ করে, যেমন : أثُمَّ إذَا مَا وَقَعَ ـ أفَمَنْ كَانَ الخ ـ أوَ مَنْ كَانَ الخ ।

ফায়েদা : মুসান্নিফ রহ. শুধু দু'টি হরফ ইসতেফহাম বর্ণনা করেছেন। বাকিগুলোর বর্ণনা নিম্নরূপ –

(তিন) مَا ব্যবহৃত হয় غير ذوي العقول সম্পর্কে কোন কথা জিজ্ঞাসার জন্য, যেমন : مَا فِي يدِكَ ؟

(চার) مَنْ ব্যবহৃত হয় ذوي العقول সম্পর্কে কোন কিছু জিজ্ঞাসার করার জন্য, যেমন : مَنْ فِيْ الدَّارِ ؟

(পাঁচ) ماذا কোন জিনিস সম্পর্কে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন : ماذا تُرِيْدُ ؟

(ছয়) أيُّ এবং তার স্ত্রীলিঙ্গ أيَّةٌ উভয়টি ذوي العقول এবং غير ذوي العقول

উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, যেমন : أَيُّكُمْ أَقْرَأُ তোমাদের মধ্যে কে উত্তমরূপে কুরআন তেলাওয়াত করে? ؟أَيُّ البلادِ أحسنُ,

(সাত, আট) أَيَّانَ ও متى : সময় জিজ্ঞাসা করার জন্য আসে, যেমন : أَيَّانَ يَومُ الدِّينِ, متى تَذْهبُ

(নয়,দশ) أَنَّى ও أَيْنَ : স্থান জিজ্ঞাসা করার জন্য আসে, যেমন :

(أَنَّى لكِ هذا)[১]

তোমার নিকট এ ফল কোথা থেকে এলো? ؟ أينَ بيتُكَ তোমার বাড়ী কোথায়?

অনুবাদ

হরফে ইসতেফহামের অব্যয় দু'টি যথা : همزة ও هل। উভয়টি বাক্যের শুরুতে আসে, যেমন : তুমি বলবে, أزيدٌ قائمٌ। [যায়েদ কি দন্ডায়মান?] ও أقَامَ زيدٌ[যায়েদ কি দাঁড়াল?]। আর هل ও অনুরূপই। [কায়েদা] আর ব্যবহারের দিক দিয়ে همزة ব্যাপক, তুমি বলবে : أزيدًا ضربتَ [যায়েদকে তুমি কি প্রহার করেছ?]। اتضْربُ زيدا وهو أخُوْكَ [তুমি কি যায়েদকে প্রহার করবে? অথচ সে তোমার ভাই] এবং أزيدٌ عندك أمْ عمرو [তোমার নিকট কি যায়েদ না আমর?]। أثُمَّ إذَا مَا وَقَعَ ـ أفَمَنْ كَانَ الخ ـ أوَ مَنْ كَانَ الخ।

[١٣-] حروف الشّرطِ

إنْ، ولَوْ، وأمَّا : لها صدرُ الكلامِ.

[١ و٢] فإنْ لِلإستقبالِ، و إنْ دَخَلَ على الماضِي، ولو : عكسه، وتلزمانِ الفِعلَ : لفظًا او تقديرًا. (١)

ومِن ثمَّ : قِيل " لَوْ أنَّكَ " بالفتح، لأنَّهُ فاعِل؛ وإنطلقتُ : بالفِعلِ، موضِعَ

[১]. সূরা আল ইমরান ; আয়াত নং : ৩৭

منطلِق، لِيكُون كالعِوَضِ؛ وإنْ كان جامِدًا جاز لِتعذُّرِهِ.(٢)

[১৩] حروف شرط এর বর্ণনা

حروف شرط এর আরেক প্রকার حروف غير عاملة । এগুলো কোনো বস্তুকে অন্য বস্তুর জন্য শর্ত ও কারণ হওয়া বুঝায়। এমন হরফ তিনটি যথা : إنْ ,لَوْ ও أمَّا । আর এ তিনটি বাক্যের শুরুতে আসে।

১. إنْ ভবিষ্যত কালের জন্য আসে, যদিও মাযীতে প্রবেশ করে, যেমন : إنْ أكْرَمْتَنِي أكْرَمْتُكَ ও تُكْرِمْنِي أكْرِمْكَ। উভয় বাক্যের অর্থ : যদি তুমি আমাকে সম্মান কর, তাহলে আমি তোমার সম্মান করব।

আর لو এর বিপরীত অর্থাৎ তা অতীত কাল বুঝায়, যদিও মুযারেতে প্রবেশ করে, যেমন لو ضرَبْتَ ضربْتُ ও لو تَضْرِبُ أضْرِبُ। উভয় বাক্যের অর্থ : যদি তুমি প্রহার করতে তবে আমিও প্রহার করতাম। উভয়ের জন্য ফেয়েল আবশ্যক, অর্থাৎ উভয়ের পরে ফেয়েল আসা জরুরী, চাই لفظاً আসুক বা تقديراً আসুক। لفظاً ফেয়েলের উদাহরণ উপরে উল্লেখ হয়েছে। আর تقديراً অর্থ হলো সেখানে ফেয়েলের উহ্য ধরে নেয়া সম্ভব হয়, যেমন :

(وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ)[১]

এখানে أَحَدٌ এর পূর্বে اسْتَجَارَكَ উহ্য রয়েছে। আর وَلَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ এখানে انتم মূলত পরে।

২. এটি একটি প্রশ্নের উত্তর। আরবগণ বলে- لو انك انطلقت انطلقت যদি তুমি চল, তবে আমিও চলব। এখানে তিনটি প্রশ্ন।

প্রথম প্রশ্ন : এই মাত্র বর্ণনা করা হলো لو এরপর ফেয়েল আবশ্যক। অথচ উল্লেখিত বাক্যে لو এরপর ফেয়েল নেই। **দ্বিতীয় প্রশ্ন** : [যবরযুক্ত] ان

---

১. সূরা তাওবা ; আয়াত নং : ৬

কেন আসল, যেরযুক্ত ان আসল না কেন? **তৃতীয় প্রশ্ন :** ان ও ان এর খবর مشتق হওয়াই সাধারণ নিয়ম কিন্তু উক্ত বাক্যে খবর انطلقت ফেয়েল কেন ?

মুসান্নিফ রহ. জবাব দিচ্ছেন যে, لو এরপরে انْطَلَقَ ফেয়েল উহ্য রয়েছে। আর أَنَّكَ انْطَلَقْتَ বাক্যটি তা'বীলকৃত মুফরাদের হুকুমে হয়ে তার ফায়েল। এজন্য أَنَّكَ হয়েছে, إِنَّكَ নয়। কারণ أَنَّ বাক্যের শুরুতে আসে। অতঃপর এটি মুফরাদ হয়ে ফায়েল হতে পারে না। আর أَنَّ এর খবর مُنْطَلِقٌমুশতাকের পরিবর্তে انطلقتَ গ্রহণ করা হয়েছে, কারণ এটি উহ্য ফেয়েলের পরিবর্তে এসেছে এবং তার স্মারক। হ্যাঁ, খবর যদি কোনো ইসমে জামেদ হয়, তবে সেটা হল অপরাগতা, যেমন : [২] (وَلَوْ أَنَّ مَا فِيْ الأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ)। এবাক্যে اقلام ইসমে জামেদ এবং এটি أَنَّ এর খবর। এটা তো অপারগতার। অন্যথায় أَنَّ এর خبر ইসমে মুশতাকের পরিবর্তে ফেয়েল আনা হয়, যাতে এটি উহ্য ফেয়েলকে স্মরণ করতে থাকে।

অনুবাদ

أَمَّا ও لَوْ ,إِنْ হল حروف شرط । এগুলোর জন্য বাক্যের শুরুতে আসে। [১,২] সুতরাং ان ভবিষ্যত কালের জন্য ব্যবহৃত হয়, যদিও এটি ماضي তে প্রভেশ করে। আর لو তার বিপরীত। আর উভয়ের জন্য ফেয়েল আবশ্যক, চাই শাব্দিকভাবে হোক অথবা উহ্য। এ কারণেই لَوْ أَنَّك হামযার যবরের সাথে বলা হয়, কারণ এটি ফায়েল। আর ফেয়েলের সাথে ব্যবহৃত হয় منطلق ইসমে ফায়েলের স্থানে, যাতে তার বদল হয়। সুতরাং যদি খবর اسم جامد হয়, তাহলে জায়েয আছে, فعل সমস্যা হওয়ার কারণে।

---

[২]. সূরা লোকমান; আয়াত নং : ২৭

[قاعدة] (١)

وإذَا تقدم القسمُ أوّلَ الكلامِ على الشّرطِ : لزِمهُ الماضِي لفظًا أو معنًى، فيُطابقُ فِيهِ؛ وكان الجواب لِلقسمِ لفظًا، مِثلُ : "واللهِ ! اِنْ أتيتَني، أوْ :إنْ لَمْ تأتِني : لأُكرِمنّك".

وإنْ توسَّط بتقديمِ الشّرطِ، أو غيرِهِ : جاز ان يُعتبر، وأنْ يُلْغى ، كقولِك : " أنا واللهِ ! اِن تأتِني آتِكِ" و : "إن أتيتَنِي واللهِ ! لآتينَّكَ"

[قاعدة] وتقديرُ القسمِ كاللفظِ ، مِثلُ : (لئِنْ أُخرِجُوا لا يَخْرُجُوْنَ) و: (إنْ أَطَعْتُمُوْهُمْ).(٢)

১. কায়েদা : যখন বাক্যের শুরুতে قسم হরফে শর্তের পূর্বে হয়, তখন হরফে শর্তের পর ফেয়েলে মাযী ব্যবহার করা আবশ্যক। চাই শব্দগত মাযী হোক বা অর্থগত, যেমন : واللهِ اِن أَتَيْتَنِي لأكرَمتُك [এটি শব্দগত মাযীর উদাহরণ], واللهِ اِن لَمْ تأتِني لأكرمتُك [এটি অর্থগত মাযীর উদাহরণ, করণ لَمْ মুযারেকে ماضي منفي এর অর্থে পরিণত করে।]

আর তার কারণ হল, হরফে শর্ত জবাবে কসমে আমল করে না, তাই তা মাযীতেও আমল করবে না। সুতরাং আমল না করার ক্ষেত্রে উভয়টি বরাবর হয়ে যাবে। আর সামনে যে جواب قسم আসছে, সেটি শুধু শাব্দিকভাবে جواب قسم , প্রকৃতপক্ষে এটি শর্তেরও জবাব নয় এবং কসমেরও জবাব নয় । কেননা যদি এটি শর্তের জবাব হয়, তাহলে مجزوم তথা জযমযুক্ত হবে, আর যদি এটি কসমের জবাব হয়, তাহলে غير مجزوم তথা জযমমুক্ত হবে। আর এ দু'টি বিষয় একত্রিত হতে পারে না। তবে অর্থের বিবেচনায় এটি উভয়ের জবাব। কসমের জবাব এ বিবেচনায় যে, কসম তার উপর পতিত হয়েছে, আর শর্তের জবাব এ বিবেচনায় যে, এটি শর্তযুক্ত হয়েছে। আর যদি কসম বাক্যের শুরুতে না আসে, বরং হরফে শর্ত প্রথমে আসে বা অন্য কোনো কিছু প্রথমে আসে, তাহলে একটির বিবেচনা করে অপরটিকে

আমল শূন্য করে দেয়া জায়েয আছে, যেমন : أَنَا واللهِ إِنْ تأتِنِي آتِكَ আমি আল্লাহর কসম! যদি তুমি আমার নিকট আস, তাহলে আমি তোমার নিকট আসব। [এবাক্যে কসম প্রথমে আসেনি বরং মাঝে এসেছে এবং إِنْ এরপর ফেয়েলে মুযারে এসেছে, এজন্য শর্তকে আমলশূন্য করে দেয়া হয়েছে]। إِنْ أَتَيْتَنِيْ واللهِ لَآتِيَنَّكَ যদি তুমি আমার নিকট আস, আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই তোমার নিকট আসব। [এবাক্যে হরফে শর্তটি জুমালায়ে শরতিয়াসহ পূর্বে এসেছে, কসম মধ্যখানে এবং إِنْ এরপর ফেয়েলে মাযী এসেছে, এজন্য কসমকে আমল শূন্য করে দেয়া হয়েছে এবং শুধু হরফে শর্তের বিবেচনা করা হয়েছে]।

২. **কায়েদা :** বাক্যের শুরুতে যদি কসম উহ্য থাকে, তাহলে তার হুকুম উল্লেখিত কসমের ন্যায়, অর্থাৎ হরফে শর্তের পর ফেয়েল মাযী আসা আবশ্যক এবং সামনে যে জবাবে কসম আসবে, সেটা শুধু শব্দের হিসেবে জবাবে কসম হবে, মূলত সেটি শর্তেরও জবাব হবে না এবং কসমেরও জবাব হবে না, যেমন:

(لَئِنْ أُخرِجُوا لا يَخْرُجُوْنَ معَهمْ)[১]

এখানে কসম উহ্য রয়েছে অর্থাৎ اى واللهِ لَئِنْ أُخرِجُوا । দ্বিতীয় উদাহরণ :

(وإِنْ أَطَعْتُمُوْهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ)[২]

এখানেও কসম উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ أَيْ واللهِ إِنْ أَطَعْتُمُوْهُمْ । অতএব, উভয় স্থানে إِنْ এরপর ফেয়েলে মাযী এসেছে, আর لا يَخْرُجُوْنَ এবং إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ কসমসমের জবাব।

অনুবাদ

আর قسم যখন বাক্যের শুরুতে শর্তের পূর্বে আসে, তখন তার জন্য ফেয়েল মাযী আবশ্যক, চাই শব্দগত হোক বা অর্থগত। ফলে শর্ত জবাব অনুযায়ী হবে। আর জবাব হবে কসমের জন্য শব্দগত, যেমন : অর্থগত, যেমন : واللهِ إِن

---

[১]. সূরা হাসর; আয়াত নং ১২

[২]. সূরা আনআম; আয়াত নং ১২১

أَتَيْتَنِي أو لَمْ تأتِنِي لأكْرمنَّك [আল্লাহর কসম! যদি তুমি আমার নিকট আস বা না আস, তাহলে আমি তোমাকে সম্মান করব]। আর যদি قسم বাক্যের মাঝে আসে শর্ত বা অন্য কিছু অগ্রগামী হওয়ার কারণে, তাহলে কসমের বিবেচনা করা বা তাকে আমলহীন করে দেয়া উভয়ই জায়েয, যেমন তোমার উক্তি, أنا واللهِ إنْ تأتِنِي آتِكَ [নিশ্চয় আল্লাহর কসম! যদি তুমি আমার নিকট আস, তাহলে আমি তোমার নিকট আসব]। আর إن أتيتَنِي واللهِ لآتينَّكَ [তুমি যদি আমার নিকট আস, তাহলে আল্লাহর কসম! আমি তোমার নিকট অবশ্যই আসব]। [কায়েদা] আর কসম উহ্য মানা ['র হুকুম] উল্লেখ হওয়ার মত, যেমন আল্লাহর বাণী,

। إنْ أطَعْتُمُوْهُمْ এবং (لَئِنْ أُخرِجُوا لا يَخْرُجُوْنَ معَهمْ)[1]

[٣-] وأمَّا : لِلتفصِيلِ :

وألتزِمَ حذفُ فِعلِها، وعُوِّض بينَها وبين فائها جزءٌ مِمّا فِي حيّزِها مطلقًا،

وقِيل : هُو معمولُ المحفُوظِ مطلقًا، مِثلُ : أمّا يومَ الجمعةِ فزيدٌ منطلِق؛

وقِيل : إنْ كان جائِزَ التقديمِ : فَمِنَ الأوّلِ، وإلّا فَمِن الثانِي.

তৃতীয় হরফে শর্ত ام। এ হরফটি সংক্ষেপিত কথাকে বিশ্লেষণ করার জন্য আসে, যেমন : لقيتُ إخْوَتَكَ فَأمَّا زيدٌ فأكْرَمَنِي وأمَّا عمرٌو فسَبّنِي আমি তোমার ভাইদের সঙ্গে সাক্ষাত করেছি। সুতরাং যায়েদ সে তো আমাকে সম্মান করেছে, আর আমর আমাকে গালি দিয়েছে।

আর إنْ ও لوْ এর মত اما شرطية এর পরও ফেয়েল মাযী আসা আবশ্যক। তবে এটা অধিক ব্যবহৃত হওয়ার কারণে সর্বদাই এর ফেয়েলকে উহ্য থাকে, বলা হয় : أمّا زيدٌ فمُنْطلقٌ এই ইবারতের মূলরূপ হলো مهمَا يكنْ منْ شيئ فزيدٌ منطلقٌ। مهمَا কে বিলুপ্ত করে তার স্থানে أمّا আনা হয়েছে। অতঃপর يكنْ من شيئ কে বিলুপ্ত করে তার স্থানে زيد কে আনা হয়েছে যার শুরুতে فاء

[1]. সূরা হাসর; আয়াত নং ১২

جزائية এর স্থান।

দ্বিতীয় ব্যবহার : أَمَّا يومَ الجمعةِ فزيدٌ مُنطلِقٌ। এই ইবারতের স্বরূপ হল - مَهْمَا يكنْ مِنْ شيئٍ يومَ الجمعَة فَزيدٌ مُنطلِقٌ مهما কে বিলুপ্ত করে তার স্থানে أمّا আনা হয়েছে। অতঃপর يكنْ من شيئ কে বিলুপ্ত করে তার স্থানে فعل شرط এর মা'মূল يومَ الجمعة কে রেখে দেয়া হয়েছে।

এরপরে নাহবীদের মাঝে মতবিরোধ হয়ে যায়, সীবওয়াইহি বলেন- ফেয়েল শর্তকে বিলুপ্ত করে তার পরিবর্তে اما এবং فاء جزائية এর মাঝে فاء এর পরবর্তী অংশের কিছু অংশ আনা হবে। এবাক্যে فاء এর পরবর্তী অংশ زيد منطلق মুবতাদ-খবর থেকে মুবতাদাকে اما এর পর রাখা হয়েছে।

আর মুবাররাদ বলেন, বিলুপ্ত অংশের পরিবর্তে যা আনা হয়েছে তা فاء এর পরবর্তী অংশ নয়, বরং فعل محذوف [فعل شرط] এর মা'মূল, যেমন : উল্লেখিত উদাহরণে يوم الجمعة হল ফেয়েল শর্ত এর মা'মূল। আর মাযানী বলেন - যদি فاء এর পরবর্তী অংশেকে অগ্রগামী করার ক্ষেত্রে فاء جزائية ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিবন্ধক না থাকে, তাহলে সীবওয়াইহি'র বক্তব্য সঠিক। সেটাকেই মুকাদ্দাম করা হবে। আর যদি তাকে অগ্রগামী করা না যায় অর্থাৎ فاء جزائية ব্যতীত অন্য কিছু অগ্রগামী হতে প্রতিবন্ধক হয়, তাহলে মুবাররাদের বক্তব্য সঠিক। অর্থাৎ উহ্য ফেয়েল [এর মা'মুল] কে মাঝখানে আনা হবে। [আর উভয় স্থানে مطلقا অর্থ فاء جزائية ব্যতীত অন্য কিছু মুকাদ্দাম হতে প্রতিবন্ধক হোক বা না হোক]।

অনুবাদ

আর أَمَّا বিশ্লেষণ করার জন্য আসে। আর তার ফেয়েলকে বিলুপ্ত করাকে আবশ্যক। আর তার পরিবর্তে اما ও তার فاء এর মাঝে এমন কোনো جزء নেয়া হয় যা فاء এর হয় সর্বাবস্থায় অর্থাৎ অন্য কোনো কিছু অগ্রগামী হতে বাধা প্রদানকারী হোক না হোক। আর কারো কারো বক্তব্য- এটা সর্বাবস্থায় উহ্য ফেয়েলের মা'মূল হবে, যেমন : أَمَّا يومَ الجمعةِ فزيدٌ مُنطلِقٌ । আবার কারো কারো বক্তব্য- যদি একে অগ্রগামী করা বৈধ হয় তাহলে প্রথম উক্তি, অন্যথায়

দ্বিতীয় উক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে।

[١٤-] حرفُ الرّدعِ

كَلاَّ : وقد جاء بمعنى حقًّا.

[١٥-] تاءُ التانِيث السّاكِنةُ

تلحقُ الماضِيَ لِتأنِيث المسند اِليهِ، فإنْ كان ظاهِرًا غير حقِيقِيٍّ : فمخيَّرٌ.

[تنبيه] وأمَّا إلحاقُ علامةِ التثنِيةِ والجمعِين : فضعِيف.

[١٦-] التنوِينُ:

نُون ساكِنةٌ تتبعُ حركةَ الآخرِ، لا لِتأكِيد الفِعلِ.

وهُو : لِلتمكُّنِ، والتنكِيرِ، والعِوضِ ، والمقابلةِ، والترنُّمِ.

[قاعدة] ويُحذَفُ مِن العَلَمِ، موصُوفًا بابنٍ، مضافًا إلى علمٍ آخر. (١)

حرف ردع এর বর্ণনা [১৪]

حرف ردع এই হরফ حرف ردع । حروف غير عاملة এর আরেক প্রকার

كَلَّا سَوْفَ , যেমন : 'كَلَّا' দ্বারা কাউকে ধমক দেয়া হয়। এ রকম হরফ একটি تَعْلَمُوْنَ কখনো না, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে। আর كَلَّا কখনো حقًّا অর্থেও ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ বাক্যের বিষয় বস্তুকে প্রমাণ করার জন্য আসে। যেমন :

(كَلَّا إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْغَى)[১]

বস্তুত মানুষ প্রকাশ্য অবাধ্যতা করছে।

ফায়েদা : كَلَّا এর ব্যবহার পদ্ধিতি চারটি যথা : (ক) ردع : ধমক দেয়ার জন্য। [এর উদাহরণ উপরে উল্লেখ হয়েছে]। (খ). খবরের পর, যেমন :

---

[১]. সূরা আলাক : আয়াত নং : ৬

(يَقُوْلُ رَبِّيْ أَهَانَنْ)[২]

সে বলে, আমার রব আমাকে মর্যাদাহানী করেছেন, كَلَّا কখনো না। (গ). امر এর পর, যেমন : اضْرِبْ زيدًا এর উত্তরে كَلَّا । অর্থ হবে, আমি তাকে কখনো প্রহার করবো না। (ঘ) বাক্যের বিষয় বস্তুকে নিশ্চয়তা প্রদান করার জন্য, [উদাহরণ উপরে উল্লেখ হয়েছে]।

[১৫] تاء تانيث ساكنة এর বর্ণনা

حروف غير عاملة এর আরেক প্রকার تاء تانيث ساكنة । আর তা হলো এমন সাকিন تاء যা فعل ماضي এর ওয়াহেদে মুয়ান্নাছে গায়েবের শেষে যুক্ত হয় এবং এ কথা বুঝায় যে, তার ফায়েল বা নায়েবে ফায়েল মুয়ান্নাছ হবে, যেমন : ضَرَبَتْ / ضُرِبَتْ فاطمةُ । অতঃপর মুসনাদ ইলাইহি [তথা فاعل বা نائب] যদি ইসমে যাহের مونث غير حقيقي হয়, তাহলে فعل মুযাক্কার ও মুয়ান্নাছ উভয় রকম হতে পারে, যেমন : طَلَعَ الشَّمْسُ / طَلَعَتْ ।

বি. দ্র. যখন মুসনাদ ইলাইহি [فاعل বা نائب فاعل] ইসমে যাহের হয়, তখন ফেয়েলের সাথে تثنيه ও جمع এর আলামত যুক্ত করা দুর্বল, যেমন : ضربُوا الرِّجَالُ, ضَرَبَا الرَّجُلاَنِ বলা শুদ্ধ নয়। এমতাবস্থায় فعل সর্বদা এক বচন হবে। তবে مؤنث غائب واحد এর সীগায় تاء تانيث যুক্ত করার অবকাশ আছে।

[১৬] تنوين এর বর্ণনা

تنوين ঐ নূন সাকিন, যা শব্দের শেষ হরকতের অনুগামী হয় এবং ফেয়েলের তাকীদকারী নয়। [আর তানবীনকে নূনের আকৃতিতে লেখা হয় না, বরং শব্দের শেষ হরকতকে ডবল করে দেয়া হয়, زيدٌ, زيدَنْ , زيدِنْ ও كَيْدٌ, زيداً , زيدٍ লিখা হয়]।

---

[২] সূরা ফাজর ; আয়াত নং : ১৬

تنوين পাঁচ প্রকার যথা : تمكن, تنكير, عوض, مقابلة, ترنم

(এক) تنوين تمكُّن ঐ তানবীন যা اسم متمكن তথা اسم منصرف এর শেষে আসে, যা শব্দের منصرف হওয়া বুঝায়, যেমন : زيدٌ , رجلٌ, كتابٌ ইত্যাদি শব্দের তানবীন।

(দুই) تنوين تنكير ঐ তানবীন যা কোনো ইসমের নাকেরা হওয়া বুঝায়, যেমন : صَهٍ [একটা সময় চুপ থাক] এটি নাকেরা। আর صَهْ মারেফা এবং জযমের উপর মাবনী, যার অর্থ : এখনই চুপ কর।

(তিন) تنوين عِوَض ঐ তানবীন যা مضاف إليه এর পরিবর্তে মুযাফে আসে, যেমন : حِينئِذٍ, يومَئِذٍ উভয়টির মুযাফ ইলাইহি كَانَ كَذَا উহ্য রয়েছে, তার পরিবর্তে ذال -এ তানবীন এসেছে।

(চার) تنوين مقابلة ঐ তানবীন যা جمع مؤنث سالم এর শেষে আসে, যেমন : مسلماتٌ এর তানবীন جمع مذكر سالم এর নূনের মোকাবেলায় এসেছে।

(পাঁচ) تنوين ترنُّم : ঐ তানবীন যা কবিতার শেষে কিংবা পংক্তির শেষে বৃদ্ধি করা হয় আওয়াজ শ্রুতিমধুর করার জন্য, যেমন :

أَقِلِّي اللَّوْمَ عاذِلَ والعِتَابَنْ * وقُوْلِي إنْ أَصَبْتُ لقدْ أَصَابَنْ

[হে সমালোচনাকারিণী! সমালোচনা ও তিরস্কার কম কর, যদি আমি সঠিক কাজ করে থাকি, তবে বল, সে সঠিক করেছে]। এতে العِتَابَنْ ইসমে এবং أَصَابَنْ ফেয়েল যে তানবীন এসেছে তা تنوين ترنُّم ।

১. কায়েদা : সেই علم [নাম] যার সিফাত হয় ابن বা ابنة এবং সেই ابن বা ابنة অন্য علم [নামে]'র দিকে মুযাফ হয়, তাহলে মাওসূফের তানবীনকে সহজ করার লক্ষে বিলুপ্ত করা হয়, যেমন : جَاءَنِي زيدُ ابْنُ عمَرَ [আর যদি মাওসূফ علم না হয় বা ابن অন্য علم এর দিকে মুযাফ না হয়, তাহলে তানবীন বিলুপ্ত হবে না, যেমন : جَاءَنِي زيدٌ ابنُ عالِمٍ ও جاءَنِي رَجُل ابنُ زيْدٍ]।

অনুবাদ

تاء تانيث [১৫]। [১৪] حرف ردع হলো كَلَّا, এটা কখনো حَقًّا অর্থে আসে। ساكنة এটি মাযীর সাথে মিলিত হয় مسند إليه মুয়ান্নাছ হওয়ার সময়। সুতরাং যদি মুসনাদ ইলাইহি [فاعل] ইসমে যাহের মুয়ান্নাছে গায়রে হাকীকী হয়, তখন স্বাধীনতা আছে। **[জ্ঞতব্য]** রয়ে গেল তাছনিয়া ও উভয় জমা'র আলামত যুক্ত করা, তা দুর্বল। [১৬] تنوين নূন সাকিন যা শেষ বর্ণের হরকতের অনুগামী হয়, ফেয়েলকে তাকীদ করার জন্য নয়। আর এটি تمكُّن, تنكير, عِوَض, এর জন্য আসে। **[কায়েদা]** আর একে বিলুপ্ত করা হয় ترنُّم, مقابلة এমনতাবস্থায় যে তা ابن এর সাথে সিফত আনা হয় এবং তা অন্য علم এর দিকে মুযাফ হয়।

نون التاكيد [-١٧] :

خفِيفةٌ ساكِنةٌ، ومشدَّدةٌ مفتوحةٌ مع غيرِ الألِفِ.

[قاعدة] تختصُّ بالفِعلِ المستقبلِ : في الأمرِ، والنهيِ، والاِستفهامِ، والتمنّي، والعرضِ ، والقسَمِ، وقلّتْ في النفي. (١)

[قاعدة] ولزِمتْ في مثبَتِ القسمِ، وكثرَتْ في مِثل : " إمَّا تَفْعَلَنَّ". (٢)

[قاعدة] وما قبلَها مع ضمِيرِ المذكّرِين مضمومٌ، ومع المخاطبَةِ مكسُور، وفيما عدا ذلِك مفتوح؛ وتقُولُ في التثنِيةِ، وجمعِ المؤنث : اِضرِبَانِّ، واِضرِبْنَانِّ؛ ولا تدخلهُما الخفِيفةُ ، خلافًا لِيُونِسَ. (٣)

[قاعدة] وهُما في غيرِهِما : مع الضمِيرِ البارِزِ كالمنفصِلِ، فإنْ لم يكُن فكالمتصِلِ. (٤)

ومِن ثَمَّ قِيل : هل تَرَيَنَّ، وتَرَوُنَّ، وتَرِينَّ؛ واغْزُوَنَّ، واغْزُنَّ، واغْزِنَّ.

[قاعدة] والمخففةُ تُحذفُ لِلسّاكِنِ وفي الوقفِ، فيُردُّ ما حُذِفَ؛ والمفتوحُ ماقبلها تُقْلَبُ أَلِفًا. (٥)

نون تاكيد এর বর্ণনা

نون تاكيد ঐ নূন যা ফেয়েল مضارع এর শেষে যুক্ত হয় এবং ফেয়েলের অর্থে তাকীদ সৃষ্টি করে, যেমন : يَفْعَلُ অর্থ : সে একজন পুরুষ করছে বা করবে। আর لَيَفْعَلَنَّ অর্থ : অবশ্যই সে একজন পুরুষ করবে।

[نون تاكيد যুক্ত হলে مضارع শুধু ভবিষ্যত কালের অর্থ প্রদান করে, বর্তমান কালের অর্থ দেয় না।]

نون تاكيد দুই প্রকার যথা : خفيفة এবং ثقيلة। نون خفيفة সাকিন হয়, জযমের উপর মাবনী হয়। কারণ, মাবনীতে মূল হল সাকিন হওয়া। আর نون ثقيلة যবরের উপর মাবনী হয়। তবে তাছনিয়ার চার সীগা, জমা মুয়ান্নাছ গায়েব ও হাযিরের দু' সীগা, যেগুলোতে نون فاعلي এবং نون تاكيد এর মধ্যে পার্থক্য করার জন্য أَلف আসে, তাতে نونِ مشدَّد যেরযুক্ত হয়।

সামনে মুসান্নিফ রহ. نون ثقيلة ও نون خفيفة এর হুকুমসমূহ বর্ণনা করবেন। তাই নিম্নে উভয়টির রূপান্তর দেখানো হলো। এখানে ছাত্ররা চারটি বিষয় গভীরভাবে লক্ষ করবে। ক. نون ثقيلة কয়টি সীগাতে যুক্ত হয় এবং نون خفيفة কয় সীগাতে? খ. نون ثقيلة কোথায় যবরের উপর মাবনী হয় আর কোথায় তাতে যের আসে ? গ. نون এর পূর্বের হরফে কি হরকত হয়? ঘ. جمع এর واو এবং مؤنث حاضر واحد এর ياء কিভাবে বিলুপ্ত হয়?

لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة و خفيفة এর গরদান

لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة در فعل مضارع معروف	لام تاكيد با نون تاكيد ثقيلة در فعل مضارع مجهول	لام تاكيد با نون تاكيد خفيفة در فعل مضارع معروف	لام تاكيد با نون تاكيد خفيفة در فعل مضارع مجهول
لَيَفْعَلَنَّ অবশ্যই সে একজন পুরুষ করবে	لَيُفْعَلَنَّ অবশ্যই তাকে একজন পুরুষ করা হবে	لَيَفْعَلَنْ অবশ্যই সে একজন পুরুষ করবে	لَيُفْعَلَنْ অবশ্যই তাকে একজন পুরুষ করা হবে
لَيَفْعَلَانِّ	لَيُفْعَلَانِّ	.....	.....
لَيَفْعَلُنَّ	لَيُفْعَلُنَّ	لَيَفْعَلُنْ	لَيُفْعَلُنْ
لَتَفْعَلَنَّ	لَتُفْعَلَنَّ	لَتَفْعَلَنْ	لَتُفْعَلَنْ
لَتَفْعَلَانِّ	لَتُفْعَلَانِّ	.....	.....
لَيَفْعَلْنَانِّ	لَيُفْعَلْنَانِّ	.....	.....
لَتَفْعَلَنَّ	لَتَفْعَلَنَّ	لَتَفْعَلَنْ	لَتُفْعَلَنْ
لَتَفْعَلَانِّ	لَتُفْعَلَانِّ	.....	.....
لَتَفْعَلُنَّ	لَتُفْعَلُنَّ	لَتَفْعَلُنْ	لَتُفْعَلُنْ
لَتَفْعَلِنَّ	لَتُفْعَلِنَّ	لَتَفْعَلِنَّ	لَتُفْعَلِنَّ
لَتَفْعَلَانِّ	لَتُفْعَلَانِّ	.....	.....
لَتَفْعَلْنَانِّ	لَتُفْعَلْنَانِّ	.....	.....
لَأَفْعَلَنَّ	لَأُفْعَلَنَّ	لَأَفْعَلَنْ	لَأُفْعَلَنْ
لَنَفْعَلَنَّ	لَنُفْعَلَنَّ	لَنَفْعَلَنْ	لَنُفْعَلَنْ

১. কায়েদা : نون خفيفة ও نون ثقيلة শুধু ফেয়েলে مستقبل এর সাথেই ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ এই নূন ফেয়েল মাযীর সাথে যুক্ত হয় না, মুযারের সাথে যুক্ত হয়। আর যখন مضارع তে এই নূন যুক্ত হয়, তখন তা বর্তমান কালের অর্থ প্রদান করতে পারে না, শুধু ভবিষ্যত কালের অর্থ প্রদান করে। আর এই নূন ঐ فعلِ مضارع তেও যুক্ত হয় যা امر, نهى, استفهام, قسم, عرض, تمنى এর অভ্যন্তরে থাকে। অবশ্য না-বাচক ফেয়েল مضارع তে এর ব্যবহার কম, যেমন :

اَفْعَلْ থেকে

[امر حاضر معروف بانون ثقيلة] افعلَنَّ

[امر حاضر مجهول بانون ثقيلة] لِتُفْعَلَنَّ

[امر حاضر معروف بانون خفيفة] افعَلَنْ

[امر حاضر مجهول بانون خفيفة] لتُفعَلَنْ

نهي এর উদাহরণ : لا يَفْعَلْ থেকে لا يَفْعَلَنَّ, لاَ يُفْعَلَنَّ, لا يَفْعَلَنْ, لا يُفْعَلَنْ।

استفهام এর উদাহরণ : يقْتُلُ থেকে هل يَقْتَلَنَّ, هل يُقْتَلَنَّ, هل يَقْتُلَنْ, هل يقتَلَنْ।

تمني এর উদাহরণ تأكل থেকে ليتَكَ تَأْكُلَنَّ, ليتَكَ تُؤْكَلَنَّ, ليتَكَ تَأْكُلَنْ, ليتَكَ تُؤْكَلَنْ

عرض এর উদাহরণ تَنْزِلُ থেকে أَلَا تَنْزِلَنَّ, أَلَا تُنْزَلَنَّ, ألا تَنْزِلَنْ, ألا تُنْزَلَنْ।

قسم এর উদাহরণ : أكل থেকে والله لآكُلَنَّ - لأوْكَلَنَّ - لآكُلَنْ - لأوْكَلَنْ

আর মুযারে منفي যেমন : لا يفْعَلُ তে এ নূনের সংযুক্তি অনেক কম।

আর যখন উল্লেখিত ছয়টির অভ্যন্তরে পাওয়া যায়, তখন

এগুলোতে نون تاكيد যুক্ত হওয়ার কারণ হলো, এগুলোতেও তলবের অর্থ রয়েছে। আর نون تاكيد কোন কিছু অর্জনের তলব করার তাকীদের জন্যই আসে। এ কারণে فعل ماضي তে এবং ঐ فعل مضارع যা বর্তমান কালের অর্থ প্রদান করে, তাতে এ নূনটি সংযুক্ত হয় না, কেননা, এগুলোতে তলবের অর্থ নেই।

২. কায়েদা : জবাবে কসম যদি হ্যাঁ-বাচক হয়, তাহলে তাতে نون تاكيد যুক্ত হওয়া আবশ্যক, যেমন : والله لَأَكُلَنَّ। এমনিভাবে যদি হরফে শর্ত إِنْ এর পরে তাকীদের জন্য مَا অতিরিক্ত আনা হয়, তাহলে فعل شرط এর সাথে সাধারণত নূনে তাকীদ যুক্ত হয়, যেমন : [১](فإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا), إِمَّا [إِمَّا تَفْعَلَنَّ তে إِنْ এর নূন ما এর মীমে ইদগাম হয়েছে]।

৩. কায়েদা : দুই সীগায় নূনের পূর্বের হরফ পেশযুক্ত হয় جمع مذكر غائب ও جمع مؤنث حاضر । এক সীগায় কাসরাযুক্ত হয় واحد مؤنث حاضر আর বাকি সীগাগুলোতে যবরযুক্ত হয়। আর تثنية এর চার সীগায় যেহেতু নূনের পূর্বে أَلف সাকিন থাকে, এজন্য أَلف এর ما قبل যবরযুক্ত হয়। তেমনিভাবে جمع مؤنث غائب ও حاضر এর সীগা দু'টিতে نون এর পূর্বে أَلف থাকে, তাই ওখানেও أَلف এর পূর্বাক্ষর যবরযুক্ত হয়। তাই امر এর রূপান্তরে বলা হবে : اضْرِبْنَانِّ, اضْرِبَانِّ।

আর এই ছয় সীগাতে [تثنية এর চার সীগা এবং جمع مؤنث غائب و حاضر এর সীগাতে] نون خفيفة যুক্ত হয় না। কারণ এতে দুই সাকিনের একত্রিত হওয়া আবশ্যক হয়। বাকি ৮টি সীগাতে نون خفيفة যুক্ত হবে। ইউনুস নাহবী বলেন, এই ছয় সীগাতেও যুক্ত হবে, কারণ اجتماع ساكنين على غير حده [তথা শব্দের শেষে দুই সাকিন একত্রিত হওয়া] জায়েয।

---

[১]. সূরা মারয়াম ; আয়াত নং : ২৬

৪. কায়েদা : فعل যদি معتل الآخر হয় অর্থাৎ তার শেষে হরফে ইল্লত হয়, যেমন : يَرْمِيْ ,يَغْزُوْ । তাহলে تثنية এর চার সীগা এবং جمع مؤنث غائب و حاضر এর সীগা দু'টির অবস্থা সহীহ'র মতোই। আর এ দু'টি ছাড়া বাকিগুলোতে যখন ضمير بارز [তথা جمع مذكر غائب و حاضر এর واو এবং واحد مؤنث حاضر এর ياء] মিলিত হয়, তখন তা পৃথক শব্দের ন্যায় হয়ে যায়। সুতরাং যেভাবে فعل معتل এর শেষে পৃথক শব্দ যুক্ত হওয়ার সময় কখনো واو ও ياء বিলুপ্ত হয় আবার কখনো এগুলোর উপর পেশ বা যের আসে, তেমনিভাবে যখন نون تاكيد যুক্ত হয়, তখন কখনো ياء বিলুপ্ত হয়ে যায় আবার কখনো এগুলোর উপর পেশ ও যের আসে।

আর যদি ضمير بارز মিলিত না হয়, বরং ضمير مستتر হয় তখন نون تاكيد এক শব্দের মত হয়ে যায় আর كلمه متصلة দ্বারা উদ্দেশ্য তাছনিয়ার الف । সুতরাং যেভাবে معتل এর শেষে ألف تثنية যুক্ত হলে واو ও ياء কে যবরযুক্ত উল্লেখ করা হয়, তেমনিভাবে বিলুপ্ত واو ও ياء কে ফিরিয়ে আনা হবে এবং তাকে যবর দেয়া হবে।

উদাহরণ সমূহ :

এক. هَلْ تَرَى তে যখন نون যুক্ত করা হবে, তখন বলবে هل تَرَيَنَّ। যেমন تثنية তে বলবে هل تريَانِّ। কারণ ترى তে ضمير টি مستتر রয়েছে। সুতরাং তাকিদের নূন كلمة متصلة (ألف تثنية)এর মত হবে।

দুই. هل تَرَوْنَ তে যখন نون যুক্ত করবে, তখন বলবে هَلْ تَرَوُنَّ। জমা'র নূনকে ফেয়েল দিয়ে তার স্থলে তাকীদের নূন আনা হবে এবং واو কে পেশ দিবে। [এই উদাহরণে ضمير بارز টি متصل, তাই نون টি পৃথক শব্দের মতো। এজন্য ضمير بارز কে নূনের কারণে পেশ দেয়া হয়েছে]।

তিন. আর هل تَرَيْنَ তে বলবে هل تَرِيِنَّ অর্থাৎ ياء কে বহাল রেখে তাকে

কাসরা দেয়া হবে। এই উদাহরণে ضمير بارز متصل টি ,.তাই نون টি পৃথক শব্দের মতো। এজন্য ضمير بارز কে নূনের কারণে কাসরা দেয়া হয়েছে]।

আর তিনটি উদাহরণ এরূপ যেগুলোতে هَلْ প্রবেশ করেনি।

এক. أُغْزُ তে বলবে أُغْزُوَنَّ : এতে ضمير টি مستتر হয়েছে, এজন্য এটি كلمة متصلة এর মতো। সুতরাং যেভাবে تثنية তে বিলুপ্ত واو কে ফিরিয়ে এনে أُغْزُوَا বলা হয়, এখানেও বিলুপ্ত واو কে ফিরিয়ে এনে বলবে أُغْزُوَنَّ।

দুই. أُغْزُوْا তে বলবে : أُغْزُنَّ। অর্থাৎ واو কে বিলুপ্ত করে তার পূর্বের পেশ অবশিষ্ট রাখবে, যাতে বিলুপ্ত واو কে বুঝায়। এতে ضمير بارز টি متصل, এজন্য نون পৃথক শব্দের মতো।

তিন. أُغْزِيْ তে বলবে أُغْزِنَّ : অর্থাৎ ياء কে বিলুপ্ত করে তার পূর্বের কাসরাকে অবশিষ্ট রাখবে। এতেও ضمير بارز টি متصل, তাই نون পৃথক শব্দের মতো।

৫. **কায়েদা :** এক. نون خفيفة এর পরে কোনো সাকিন হলে, দুই সাকিন একত্রিত হওয়ার কারণে نون خفيفة পড়ে যায়, কবি বলেন –

لا تُهِيْنَ الْفَقِيْرَ عَلَّكَ أَنْ * تَرْكَعَ يَوْماً والدَّهْرُ قَدْ رَفَعَه

গরীব লোককে কখনো অপমান করো না, কারণ হতে পারে তুমি কোনো দিন আপন মর্যাদাচ্যুত হয়ে যাবে, আর কালচক্র এই দরিদ্রকে উঁচু মর্যাদায় উন্নীত করবে।

এ কবিতার لا تُهِيْنَ মূলত لا تُهِيْنَنْ ছিল, পরবর্তী الْفَقِيْرَ শব্দের لام সাকিন হওয়ায় نون خفيفة ঝরে গেছে।

দুই. نون خفيفة ওয়াকফ অবস্থায়ও ঝরে যায় আর نون خفيفة মিলিত হওয়ার কারণে যে হরফটি বিলুপ্ত করা হয়ে ছিল তা ফিরে আসবে, যেমন : أُغْزُنْ এর ওয়াকফ করলে বলবে أُغْزُوْا আর أُغْزِنْ এর উপর ওয়াকফ

করলে বলবে أُغْزِيْ।

তিন. আর نون خفيفة এর পূর্বাক্ষর যবরযুক্ত হলে ওয়াকফের সময় তা ألف দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যাবে, কারণ তানবীনের সাথে نون এর সাদৃশ্য রয়েছে, আর তানবীন ওয়াকফের সময় ألف দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যায়। সুতরাং نون خفيفة ও পরিবর্তন হয়ে যাবে, যেমন : اضْرِبَنْ ওয়াকফের সময় : اِضْرِبَا হয়ে যাবে।

আর তানবীনের নিয়ম হল, যদি তার পূর্বে যবর হয়, তাহলে ألف দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যায়, যেমন : أَصَبْتُ خَيْرًا এর ওয়াকফের সময় বলা হবে : أَصَبْتُ خَيْرَا । আর যদি তানবীনের পূর্বে যম্মা বা কাসরা হয়, তাহলে ওয়াকফের সময় সেটি পড়ে যায়, যেমন : أَصَابَنِي خَيْرٌ এর ওয়াকফের সময় বলা হবে : خَيْرْ / أَصَابَنِي خَيْرُ এবং اِخْتَتِمْ لِي بِخَيْرٍ এর ওয়াকফের অবস্থায় بِخَيْرْ / اِخْتَتِمْ لِيْ بِخَيْرِ বলা হবে।

অনুবাদ

নূনে তাকীদ خفيفة সাকিনযুক্ত আর মুশাদ্দাদ যবরযুক্ত, যা ألف এর সাথে নয়।[**কায়েদা**] আর তা নির্দিষ্ট فعل مستقبل এর সাথে امر, نهى , استفهام , قسم , عرض ,تمنى -এ আর খুব কম نفي তে। [**কায়েদা**] হ্যাঁ-বাচক জবাবে কসমে نون تاكيد আবশ্যক আর اما تَفْعَلَنَّ এর মত উদাহরণে অধিক পরিমাণ ব্যবহৃত হয়। [**কায়েদা**] আর نون تاكيد ما قبل এর মুযাক্কারের যমীরের সাথে পেশযুক্ত হয়, ওয়াহেদে মুয়ান্নাছে হাযেরের সাথে কামরাযুক্ত হয় আর অন্যত্র যবরযুক্ত হয়। তুমি বলবে- তাছনিয়া'র [চার সীগা] এর মধ্যে এবং জমা মুয়ান্নাছে اضْرِبَانِّ, اضْرِبْنَانِّ আর এ দুটিতে نون خفيفة প্রবেশ করে না। তবে ইউনুস নাহবী এ ব্যাপারে মতোবিরোধ পোষণ করেন। [**কায়েদা**] আর উভয় نون تاكيد উল্লেখিত দু'রকম সীগা ব্যতীত অন্যত্র ضمير بارز এর সাথে পৃথক শব্দের

মত। আর যদি ضمير بارز না হলে, মুত্তাসিলের মত। একারণেই বলা হয় : هَلْ أُغْزِنَّ , أُغْزُنَّ , أُغْزُوَنَّ , هلْ تَرَيِنَّ , هلْ تَرَوُنَّ , تَرَيَنَّ । [কায়েদা] আর সাকিন এবং ওয়াকফের কারণে نون خفيفة বিলুপ্ত করা হয়। সুতরাং বিলুপ্ত হরফকে ফিরিয়ে আনা হয়। আর যে নূনে'র ما قبل যবরযুক্ত হয়, সেটি الف দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যায়।

(اللّٰهُمَّ اجعل خاتمة أمورنا خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين

.و صلى الله على النبي الكريم و على آله و صحبه أجمعين)

প্রশ্নমালা

[সংজ্ঞাগুলো উত্তর আরবীতে দিতে হবে]

১. حرف কাকে বলে ? حرف বাক্যের অংশ হওয়ার জন্য কোনো اسم বা فعل এর মুখাপেক্ষী হয় কেন?

২. حروف جر কাকে বলে ? حروف جر কি কি ?

৩. مِنْ কয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয় ? উদাহরণসহ বর্ণনা কর। مِنْ زائدة কোথায় হয়? এতে কূফার নাহবী ও আখফাশের মতবিরোধ কি ? এবং قَدْ كَانَ مِنْ مَطَرٍ এর ব্যাখ্যা কি ?

৪. إلى কয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয় ? উদাহরণসহ বর্ণনা কর। حتّى কয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয় ? উদাহরণসহ বর্ণনা কর। حَتَّى এর ইসমে যাহেরের সাথে খাস হওয়ার ব্যাপারে কি মতবিরোধ রয়েছে ?

৫. فِيْ কয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয় ? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৬. باء কয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয় ? উদাহরণসহ বর্ণনা কর। باء টি قياسا এবং سماعا কোথায় কোথায় অতিরিক্ত হয়? বর্ণনা কর।

৭. لام কয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয় ? উদাহরণসহ বর্ণনা কর। لام টি واو এর অর্থে কোথায় হয় ? উল্লেখ কর।

৮. رُبَّ এর অর্থ উদাহরণসহ বর্ণনা কর। رُبَّ এর বৈশিষ্ট্যাবলী কি কি? উল্লেখ কর।

৯. رُبَّ যখন ضمير مبهم এর শুরুদে প্রবেশ করে, তখন তার আহকাম কি?

১০. واو رُبَّ এর সাথে كافة ما মিলিত হলে তখন তার আহকাম কি? বর্ণনা কর।

১১. واو رُبَّ এবং واو قسم এর বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা কর এবং جواب قسم এর বৈশিষ্ট্য কি ? উল্লেখ কর।

১২. باء এবং تاء قسمية এর মধ্যে ব্যাপক কোনটি ? جواب قسم এর মধ্যে কি কি হরফ আসে এবং جواب قسم কখন বিলুপ্ত করা হয়? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

১৩. عَنْ ও عَلَى কয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয় ? উদাহরণসহ বর্ণনা কর। এবং এ দু'টি কখন ইসম হয়? উল্লেখ কর।

১৪. كاف কয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয় ? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

১৫. مُنْذُ ও مُذْ এর অর্থসমূহ উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

১৬. حَاشَا, خَلَا ও عدا এর অর্থ কি? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

১৭. حروف مشبة بالفعل কাকে বলে তার নামকরণের কারণ কি এবং এসব হরফ বাক্যের কোথায় আসে? উল্লেখ কর।

১৮. حروف مشبة بالفعل এর সাথে যখন كافة ما মিলিত হয়, তখন তার হুকুম কি?

১৯. إِنَّ ও أَنَّ কি কাজ করে এবং إِنَّ কোথায় এবং أَنَّ কোথায় হয়? لَوْ ও لَوْلَا এর পর কি আসে ? বর্ণনা কর।

২০. এরূপ কয়েকটি উদাহরণ দাও যেখানে إِنَّ ও أَنَّ উভয়টি হতে পারে।

২১. إِنَّ ও أَنَّ এর ইসমের মহলের উপর রফা' এর সাথে আতফ করার হুকুম কি ? এবং তার শর্ত কি ? এবং এতে কার মতবিরোধ আছে? ইসম মাবনী হওয়া কি আবশ্যক? এতে কার মতবিরোধ রয়েছে এবং لكن এর হুকুম কি? বর্ণনা কর।

২২. إِنَّ ও أَنَّ এর কোনটির খবরের উপর لام تاكيد আনা জায়েয? এবং কোথায় متعلقات جملة এর উপর لام আসে ? বর্ণনা কর।

২৩. إِنّ কে যখন مخففة করে দেয়া হয়, তখন তার আহকাম কি? এবং তাতে কার মতবিরোধ রয়েছে ? বর্ণনা কর।

২৪. أَنَّ কে مخففة করে দিলে তার আহকাম কি?

২৫. كَأَنَّ এর অর্থ কি ? এবং এটাকে কখন আমলহীন করা যায়?

২৬. لٰكِنَّ এর অর্থ কি ? এবং তার আহকাম উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

২৭. لَيتَ এর অর্থ কি ? এবং ফাররা এর মতে কোন বিষয়টি জায়েয?

২৮. لَعلَّ এর অর্থ কি ? এবং এর দ্বারা খবর দেয়া কেমন ?

২৯. حروف عاطفة কি কি? واو, فاء , ثم এবং حتى এর হুকুম বর্ণনা কর।

৩০. أَوْ, إِمَّا এবং أَمْ কি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়?

৩১. أَمْ متصلة এবং منقطعة এর আহকাম বর্ণনা কর।

৩২. إِمَّا দ্বারা আতফ করার জন্য কি জিনিস জরুরী?

৩৩. بَلْ , لا ও لٰكِنْ কি উদ্দেশ্যে আসে এবং لٰكِنْ এর জন্য কোন জিনিস আবশ্যক?

৩৪. حروف تنبيه কি ? প্রত্যেকটির উদাহরণ দাও।

৩৫. حروف نداء কি এবং এদের আহকাম কি ?

৩৬. حروف ايجاب কি ? نَعَمْ কি কাজ করে ? بَلَى কিসের জন্য আসে ? أَيْ এর অর্থ কি? এবং তার জন্য কোন জিনিস আবশ্যক ?

৩৭. جَيْر, أَجَلْ ও إِنَّ কোন কাজের জন্য আসে?

৩৮. حروف زيادة কি ? أَنْ কোথায় অতিরিক্ত হয়? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৩৯. إِنْ কোথায় অতিরিক্ত হয় ? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৪০. ما কোথায় অতিরিক্ত হয় ? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৪১. لا কোথায় অতিরিক্ত হয় ? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৪২. تفسير তথা ব্যাখ্যাকারী হরফ কি কি এবং أَنْ কার সাথে খাস?

৪৩. حروف مصدر কতটি ? এদের আহকাম কি?

৪৪. حروف تحضيض কি ? তার আহকাম কি?

৪৫. حروف توقع কি এবং مضارع তে তার অর্থ কি হয়?

৪৬. استفهام এর হরফ কি কি ? এদের আহকাম কি ? همزة কোথায় আসে ?

৪৭. حروف شرط কি ? এদের জন্য কোন জিনিস আবশ্যক ?

৪৮. لَوْ ও إِنْ কি কাজ করে এবং উভয়টির মাঝে পার্থক্য কি? এবং উভয়টির জন্য কোন জিনিস আবশ্যক?

৪৯. إِنْ এবং لَوْ এর জন্য فعل لازم আবশ্যক, এর উপর মুসান্নিফ রহ. কি تفريع উল্লেখ করেছেন?

৫০. حرف شرط এর পূর্বে বাক্যের শুরুতে قسم আসলে, তখন আহকাম কি ? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৫১. যদি حرف شرط বা অন্য কোনো জিনিস পূর্বে আসে এবং قسم পরে আসে, তাহলে হুকুম কি?

৫২. বাক্যের শুরুতে যদি قسم উহ্য থাকে, তবে তার হুকুম কি? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৫৩. أَمَّا কিসের জন্য আসে এবং তারপরে যে فعل আবশ্যক তাকে সাধারণত বিলুপ্ত করে তার পরিবর্তে কি আনা হয়? এ সম্পর্কে কি মতবিরোধ রয়েছে?

৫৪. حروف رَدَع কি এবং তার অন্য অর্থটি কি ? উদাহরণ দাও।

৫৫. تاء تانيث ساكنة কোন فعل এর সাথে যুক্ত হয় ? এবং কখন যুক্ত হয় ? যদি মুসনাদ ইলাইহি اسم ظاهر مؤنث হয়, তবে فعل কিরূপ অসে?

৫৬. যখন মুসনাদ ইলাইহি ইসমে যাহের হয়, তখন فعل এর সাথে তাছনিয়া, জমা'র আলামত যুক্ত করা কেমন?

৫৭. تنوين এর কাকে বলে ? কত প্রকার? উদাহরণ সহ সংজ্ঞা বর্ণনা কর।

৫৮. عَلَم থেকে তানবীন কখন বিলুপ্ত করা হয়?

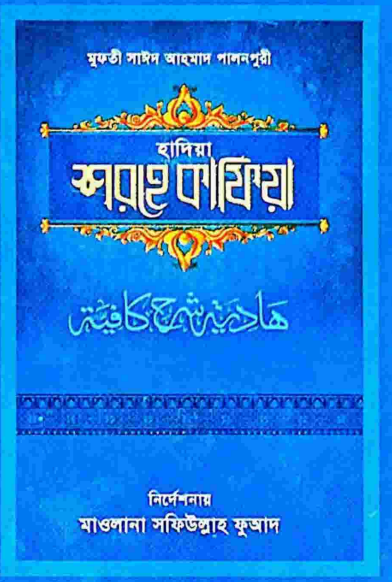
৫৯. نون تاكيد কাকে বলে ? কত প্রকার ও কি কি ? نون تاكيد কোন فعل এ আসে?

৬০. جواب قسم যদি مثبت হয়, তাহলে نون تاكيد এর হুকুম কি হয়? إِمَّا تَفْعَلَنَّ এর মত উদাহরণের হুকুম কি?

৬১. نون تاكيد এর ما قبل এর ইরাব বর্ণনা কর।

৬২. نون خفيفة এরপর কোন সাকিন হরফ আসলে نون خفيفة এর হুকুম কি হয় ? ওয়াকফের অবস্থায় نون خفيفة এর হুকুম কি ? نون خفيفة এর ما قبل যবরযুক্ত হলে তার হুকুম কি?

الحمد لله ثم الحمد لله الذي بنعمته و جلاله تتم الصالحات
و صلى الله على خير خلقه أفضل البشر و على آله و أصحابه
و علماء أمته و و فقهاء ملته و نجباء طريقته أجمعين. آمين.



মাকতাবাতুত তাকওয়া
মাকতাবাতুত তাকওয়া
১১/১ ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড), বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৯৬২-৪১৫০৭০
ডিজাইন, সালসাবীল ঃ ০১৭১১-২৬৬৮৪৫